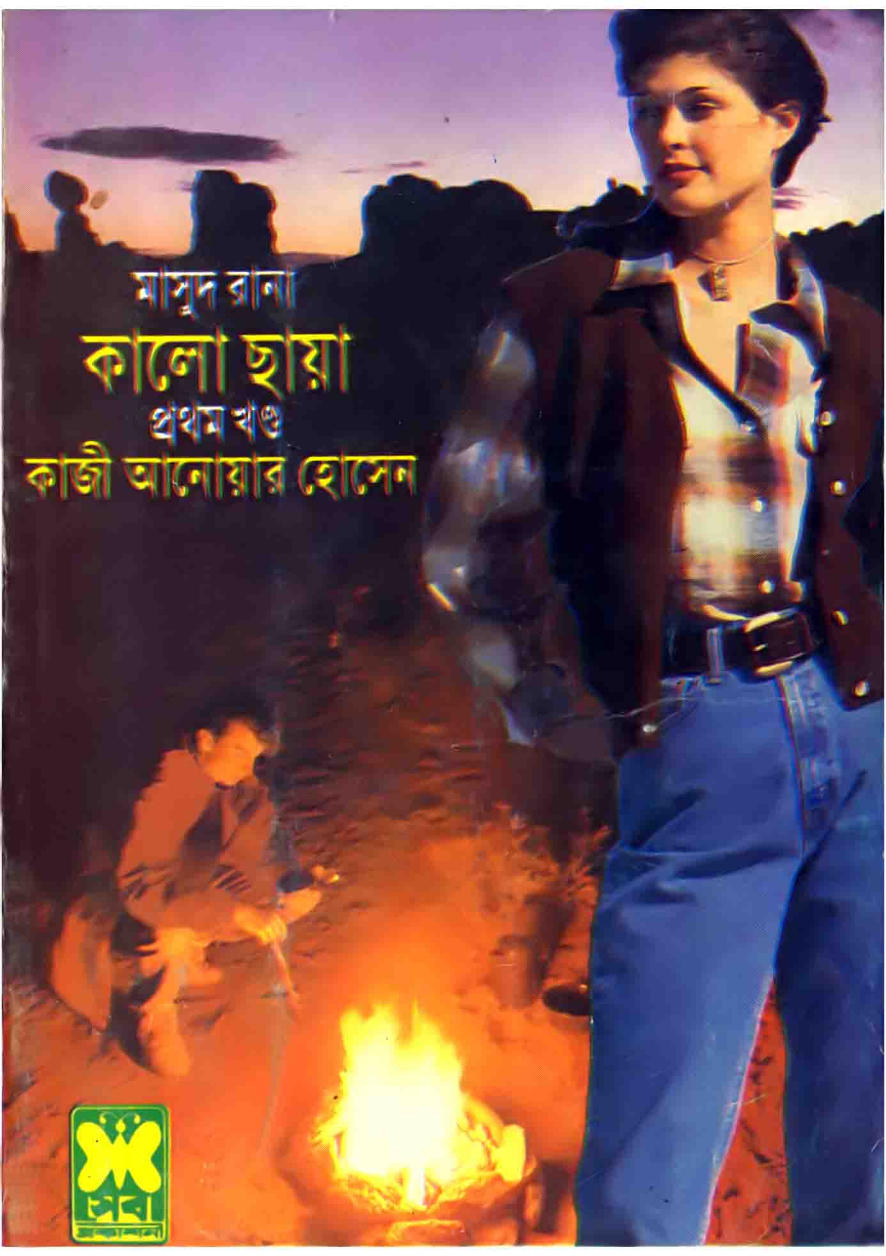
মাসুদ রানা
কালো ছায়া
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা

মাসুদ রানা

# কালো ছায়া

## প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুষ্প্রাপ্য এক কালো চিতা আঁধার রাতে বতসোয়ানার বিপদসংকুল কালাহারি মরুভূমি ধরে নিঃশব্দে ছুটছে।

টোপ বানানো হয়েছে পরমাসুন্দরী জুলজিস্ট ডোরা ডারবিকে। ফাঁদে আটকা পড়েছে মাসুদ রানা, এখন ওকে মোগলদের সঙ্গে খানা খেতে হবে। টেরোরিস্টদের গ্রুপটাও ছুটে এল, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে হলেও সফল করবে নিজেদের ষড়যন্ত্র। শুরু হলো চোরাগুপ্তা হামলা, বন্দুকযুদ্ধ আর ধাওয়া। চিতার ফেলে যাওয়া পথে ছড়িয়ে পড়ছে শুধু লাশ আর লাশ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সে বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

# মাসুদ রানা - ২২৩

# কালো ছায়া ১

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন


কৃতজ্ঞতায়ঃ শামীম ফয়সাল

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)

facebook.com/groups/Banglapdf.net

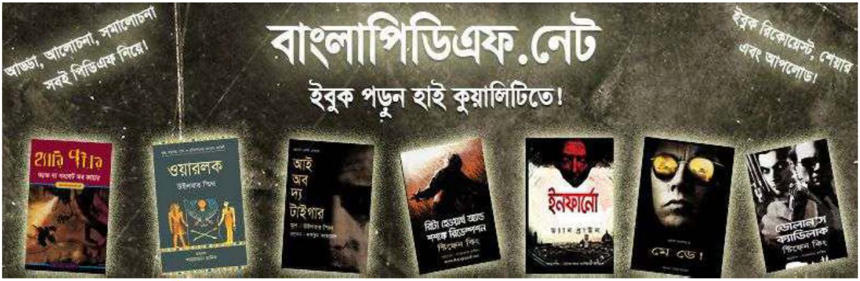


বইয়ের পোকা ♦ ( The INSECT of books )

facebook.com/groups/we.are.bookworms

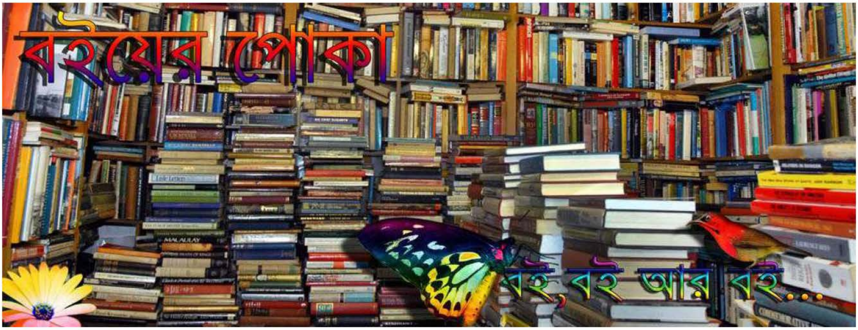

মাসুদ রানা-২২৩

# কালো ছায়া

## প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 - 16 - 7223 5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৯৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেগুনবাগান প্রেস**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
**প্রজাপতি প্রকাশন**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
**সেবা প্রকাশনী**
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
**প্রজাপতি প্রকাশন**
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-223
KALO CHHAYA
Part-I
By: Qazi Anwar Husain

ছাব্বিশ টাকা

# মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

---

**বিক্রয়ের শর্ত** : এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

সেবা প্রকাশনী

## এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনো ষড়যন্ত্র
প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত
সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট
কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি
জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক
আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন
বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট
সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার
হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা
বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা
চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ
কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত
শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত
আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ
অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা
সত্যবাবা*যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর
শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ
ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক
সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী
দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ।

# এক

গাছটার ডালে শুয়ে আছে চিতাবাঘ, সম্পূর্ণ স্থির।

খানিক আগে যখন হরিণের পালটা তার দৃষ্টিসীমার ভেতর এল, আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল লেজ, লেজের ডগা আগুপিছু করছিল—ধীর লয়ে, নিঃশব্দে, সাবলীল একটা ছন্দে। এখন একদম কোন নড়াচড়া নেই, এমনকি নিঃশ্বাস নেয়ার সময় বুকের পেশীও ফুলছে না।

ঘাস খেতে খেতে গোটা প্যান-এর ওপর ছড়িয়ে পড়েছে পালটা, আকৃতি পেয়েছে নিখুঁত আধখানা চাঁদ। গাছগুলোকে ঘিরে থাকা নিচু ঝোপের কাছাকাছি পৌঁছুল ওগুলো, তারপর কয়েক ভাগে সামনে এগোল।

এক কিশোর হরিণ, বাকি সবার চেয়ে এগিয়ে আছে, রাতের আকাশ চিরে ছুটে আসা পেঁচার ডাক শুনে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে থমকে দাঁড়াল। জ্বলজ্বলে তারাগুলোর দিকে উড়ে গেল পেঁচাটা। এক মুহূর্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিশোর হরিণ, ফুলে উঠেছে নাকের ফুটো, দৌড় দেয়ার প্রস্তুতিতে কাঁপছে পায়ের পেশী। পেঁচার ছায়া অদৃশ্য হয়ে গেল, মাথা নামিয়ে কাঁটা-ঝোপের দিকে এগোল কিশোর। ঝোপের আড়ালে ঘাসগুলো কালাহারির সূর্যকে ফাঁকি দিয়ে বেড়ে উঠেছে, এখনও তাজা ও সবুজ, খেতে মিষ্টি আর রসাল লাগে।

এক মুহূর্ত পর গাছপালার ফাঁকে তারার আলোয় আরেকটা ছায়া দেখতে পেল সে। বিশাল একটা কালো ছায়া, এত দ্রুতবেগে ছুটে এল যে মাথাটা ভাল করে তোলার সময়ও পেল না। কোন শব্দ হয়নি।

সামান্য একটু আলোড়ন উঠল বাতাসে। হাড়, পেশী, থাবা আর দাঁত মিলিয়ে দুশো পাউণ্ড, পাতার ভেতর থেকে ছুটে এসে তার ঘাড়ে পড়ল। চিতাবাঘের নখরগুলো কিশোর হরিণের পিঠে সেঁধিয়ে গেল। চোয়াল দুটো খুঁজে নিল সরু গলা, ছিঁড়ে ফেলল এক কামড়ে। ইতিমধ্যে হরিণটার মেরুদণ্ড, উরুর হাড় আর ঘাড় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

শব্দগুলো হলো মৃদু, ভোঁতা—শীতকালের শক্ত মাটিতে ধরাশায়ী হলো হরিণ, শুকনো শক্ত ঘাস খসখস করল, ঘাড়ের শিরা থেকে কলকল শব্দে বেরিয়ে এল রক্ত—তবে যত মৃদুই হোক, প্যান-এর সমস্ত প্রাণীকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। স্প্রিঙ বাক হরিণের পালটা চোখের পলকে ঘুরে গেল, তীরবেগে ছুটল ঘাসের ওপর দিয়ে। ওগুলোর সামনে রয়েছে আরেক প্রজাতির হরিণ, মাথার আকৃতি ষাঁড়ের মত, লেজের ডগায় নরম এক গোছা চুল, তারা ছুটল ছোট ছোট লাফে। কয়েকটা জেব্রা দিশেহারা হয়ে চক্কর দিতে শুরু করল। পা ফেলতে গিয়ে থমকে স্থির হয়ে গেল তিনটে শিয়াল। দিক বদল করল একটা হায়েনা, এগিয়ে এসে প্রতিবাদের সুরে ডাক ছাড়ল, তারপর অনিশ্চিত ভঙ্গিতে পিছু হটল।

গম্ভীর আওয়াজ ছাড়ল চিতাবাঘ, আশপাশের সবাইকে চ্যালেঞ্জ করছে। তারপর নিজের এলাকা আর শিকার চিহ্নিত করার জন্যে কিশোর হরিণের চারপাশে সাবধানে প্রস্রাব করল সে। খানিক পর মৃতদেহটার কাঁধ কামড়ে ধরল, তুলে আনল গাছের ডালে। ডাল থেকে নিচের দিকে, প্রায় মাটি ছুঁয়ে, ঝুলে থাকল তার পুরস্কার। এরপর শান্ত হয়ে খেতে বসল সে।

আটচল্লিশ ঘণ্টা অভুক্ত থাকার পর পেট ভরে খেলো চিতা, লাফ দিয়ে নিচে নেমে ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল উত্তর-পশ্চিম দিকে। কাঁটাঝোপ আর আগাছার সামনে প্যানটা বেশিরভাগই সমতল আর ঘাসমোড়া। তবে দূর প্রান্তে ফাঁকা ও বালি ঢাকা একটা নিচু জায়গা আছে, তারার আলোয় সাদাটে ধূসর লাগে, মাঝখানটায় বৃষ্টির পানি

জমে আছে।

বালির ওপর দিয়ে হেঁটে পানির কিনারায় এসে দাঁড়াল চিতাবাঘ। মুখ নামিয়ে পানি খাবার আগে তার দৃষ্টি উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে চূড়ায় উঠে গেল।

অন্ধকারের ভেতর ওদিকটায় আগুনের একজোড়া আভা দেখা যাচ্ছে। আগুনগুলো ঠিক ওই জায়গাতে জ্বলছে আজ সাত রাত, চিতাবাঘ তার শিকারের এলাকা উত্তর দিকে শেষবার সরিয়ে আনার পর থেকে। তারও অনেক আগে থেকে ওগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন সে, অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সেই যেদিন মরুভূমির ওপর দিয়ে অস্থির যাত্রা শুরু হয়েছে তার, তখন থেকে এই আগুন পিছু নিয়েছে, সব সময় তার শিকারের কাছ থেকে দু'এক মাইল দূরে দেখা যাবে।

আগুনগুলো এখন আর কোন হুমকি নয়। হুমকি নয় মেয়েটাও, এই মুহূর্তে যে জোড়া আগুনের মাঝখানে ঘাসমোড়া ঢালের কিনারায় বসে ঝুঁকে রয়েছে নিচের দিকে। তার দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল চিতাবাঘ, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এলাকার দখল সম্পর্কে স্রেফ সতর্ক করার জন্যে, তারপর পানি খেতে শুরু করল।

চিতাবাঘের মাথা পানির দিকে নামছে, মুহূর্তের জন্যে শিউরে উঠে দম আটকাল মেয়েটা। আজ তিন মাস হলো প্রাণীটার ওপর নজর রাখছে সে, কিন্তু যখনই দেখে বিস্ময় ও অবিশ্বাসের ধাক্কা খায়, সেই প্রথমবারের মতই।

আকাশে চাঁদ নেই, তবে কালাহারির উজ্জ্বল তারার আলোয় পানির ওপর চিতাবাঘের প্রতিবিম্ব পরিষ্কার, হলদেটে বা হালকা গোলাপী, দেখতে পাবার কথা।

পানিতে তার কোন প্রতিবিম্ব পড়েনি—শুধুই সুঠাম একটা কালো ছায়া, মারা যাবার আগে যে ছায়াটা কিশোর হরিণকে গ্রাস করেছিল।

# দুই

জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা। ইলফ স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে আছে পনেরো তলা একটা বিল্ডিং, টপ ফ্লোরে বস্ অর্থাৎ ব্যুরো অভ স্টেট সিকিউরিটি-র অফিস। বসের ডেপুটি ডিরেক্টর (অপারেশনস) কর্নেল মার্ক সুলেভানের সঙ্গে একটা সমস্যা নিয়ে আলাপ করতে এসেছেন কানাডিয়ান ইন্টেলিজেন্স-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ল্যারি ব্রায়ান। মাত্র পনেরো মিনিট হলো পৌঁচেছেন তিনি।

'সবাই তাঁকে চেনে বলছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন ল্যারি ব্রায়ান। 'এক ডাকে। বিজ্ঞানে অবদান রাখার জন্যে সায়েন্স একাডেমীর পদক পেয়েছেন গত বছর, এত কম বয়েসে আর কেউ পাননি।'

ডেস্কের ওপর থেকে ফটোটা আরেকবার হাতে তুলে নিলেন মার্ক সুলেভান। পূর্ণ বয়স্কা এক নারীর মুখ, কোমলতা বা কমনীয়তার কোনই অভাব নেই। চুলের রঙ গাঢ় সোনা, এত ঘন আর কোঁকড়ানো, মাথায় যেন অলংকৃত মুকুট পরে আছে। ফটোতে হাসছে মেয়েটা, হাসিতে কৌতুক আর সরলতারও কোন অভাব নেই। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি কাড়ে চোখ দুটো—এত বেশি মায়া, ঠিক যেন হরিণের চোখ। এই মেয়ে যে এত দুঃসাহসী হতে পারে, বিশ্বাস করা কঠিন। ল্যারি ব্রায়ান জানিয়েছেন, এটা চার বছর আগের তোলা ফটো। তবে ধরে নেয়া চলে চেহারার সমস্ত বৈশিষ্ট্য এখনও অটুট আছে, সুন্দরী মেয়েদের যেমন থাকে।

বর্বরদের মাঝখানে শ্বেতাঙ্গ একটা মেয়ে গিয়ে পড়লে যা ঘটার কথা ঠিক তাই ঘটেছে। মেয়েটার ইতিহাস যতটুকু জানতে পেরেছেন মার্ক সুলেভান, আফ্রিকায় আসার আগে তার শরীরে কোন পুরুষের হাত পড়েছে বলে মনে হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় এরকম ঘটনা অহরহই ঘটছে, পুলিস বিভাগে থাকার সময় এরকম বহু কেস দেখেছেন তিনি। সাধারণত মালীর যুবক ছেলেই কুকর্মটি করে, নির্জন বাড়িতে বা জঙ্গলের ভেতর একা একটা ফর্সা মেয়েকে দেখলে লোভ সামলাতে পারে না। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ধরা পড়ে তারা, রেপ কেস দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় জেলে। কিন্তু ডেকা বারগামকে কে ধরবে?

'আপনার সাবজেক্ট দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত একটা চরিত্র, মি. ব্রায়ান,' বললেন মার্ক সুলেভান। 'আমি আগ্রহ বোধ করছি।'

'আমরাও তাই ভেবেছি, আপনার আগ্রহ হবে।'

'আগে তাহলে কফি খাওয়া যাক, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়,' ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিয়ে সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললেন মার্ক সুলেভান।

চেয়ারে হেলান দিয়ে নিজের চিন্তায় ডুবে গেলেন ল্যারি ব্রায়ান। কানাডিয়ান ইন্টেলিজেন্সের একটা বিশেষ শাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাঁকে। এই শাখার কাজ হলো, বিদেশে কোন কানাড়িয়ানকে কিডন্যাপ করা হলে তাকে মুক্ত করা। গত দু'বছর ধরে, তিনি যখন থেকে দায়িত্ব পেয়েছেন, টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো বহু কানাডিয়ানকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করে নিয়েছে। মুক্তিপণের টাকা সাধারণত যাকে অপহরণ করা হয় তার আত্মীয়স্বজনরাই দেন। তাঁর কাজ সংশ্লিষ্ট দেশের পররাষ্ট্র ও বিচার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা, শর্ত ও আয়োজন সম্পর্কে অপহরণকারীদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করা। তারপর, সব যদি ভালভাবে ঘটে, জিম্মিকে মুক্ত করে নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়া।

সব যদি ভালভাবে ঘটে। কিন্তু না, শেষ দুটো জিম্মি মুক্ত করার প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। একটা আর্জেন্টিনায়, অপরটি

মিশরে। দুটো কেসেই বিরাট অঙ্কের মুক্তিপণ দেয়া হয়, পরে জানা যায় কয়েক হপ্তা আগেই মেরে ফেলা হয়েছে জিম্মিদের।

কফি খাওয়ার পর সিগার ধরালেন ওঁরা। মার্ক সুলেভান বললেন, 'পরিস্থিতিটাকে আমি অস্বাভাবিক বলব। ঠিক বুঝতে পারছি না আমাদের মধ্যে কে আগে শুরু করবে। সাবজেক্ট যেহেতু আপনার, বোধহয় আপনি শুরু করলেই ভাল হয়।'

'ডোরা ডারবি,' শুরু করলেন ল্যারি ব্রায়ান। 'বয়েস সাতাশ, অবিবাহিতা। বোটানি আর জুলজিতে গ্রাজুয়েট। ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে শিকাগো ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট করেছেন। বড় আকৃতির স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ...।'

ডোরা ডারবির চেহারার সঙ্গে এ-সব তথ্য ঠিক যেন মেলে না। অল্প সময়ের নোটিশে ল্যারি ব্রায়ানের সেক্রেটারি খুব বেশি কিছু সংগ্রহ করতেও পারেনি। এ-সব তথ্য বেশিরভাগ পাওয়া গেছে ডোরা ডারবির লেখা সর্বশেষ বইয়ের ব্যাক কাভার থেকে।

'তাঁর বই বেরিয়েছে দুটো। প্রথমটায় তিনি আসলে গবেষণামূলক একটা প্রবন্ধ কন্ট্রিবিউট করেছেন, নাম গেছে সহ-লেখিকা হিসেবে। দ্বিতীয়টার লেখক তিনি একা। প্রবন্ধটা লেখা হয়েছে আফ্রিকান সিংহদের জীবন ধারা সম্পর্কে, কয়েকজন আমেরিকানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর। দ্বিতীয় বইটির বিষয়বস্তু পূর্ব আফ্রিকার চিতা। এই বইটিই তাঁকে দেশজোড়া খ্যাতি এনে দেয়। একই সঙ্গে একটা ডকুমেন্টারি ভিডিও ক্যাসেটও ছাড়া হয় বাজারে। টিভিতে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়...।'

মাথা ঝাঁকালেন মার্ক সুলেভান। টেলিভিশন তাঁকে দেশজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে, এটা নতুন খবর হলেও, বাকি সব তিনি আগেই জেনেছেন। আজ সকালে ডোরা ডারবির লেখা বইটিও তাঁর ডেস্কের ওপর ছিল।

'ক্রিসমাসের ঠিক পর,' ল্যারি ব্রায়ান বলে চলেছেন, 'বতসোয়ানায় চলে আসেন তিনি। ওখানে আমাদের হাইকমিশনকে জানান, চিতাবাঘ দেখার জন্যে ছ'মাস জঙ্গলের ভেতর থাকবেন। একটা কনট্যাক্ট-এর কথাও বলেন—একজন চার্টার পাইলট, মাসে একবার তাঁর ক্যাম্পে সাপ্লাই পৌঁছে দেবে। আইডিয়াটা ছিল, তাঁর যদি কোন বিপদ হয় বা কেউ যদি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, পাইলট কুরিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।'

'সে তার দায়িত্ব ঠিকমতই পালন করেছে, তাই না?' ফটোটার পাশে পড়ে থাকা কাগজগুলোর ওপর টোকা দিলেন মার্ক সুলেভান। সব মিলিয়ে পাঁচ পাতা। এগুলো মূল কপি নয়, টেলেক্স কপি; মূল কপি বতসোয়ানায় অর্থাৎ কানাডিয়ান হাইকমিশনে রেখে দেয়া হয়েছে। কানাডায় বসে ল্যারি ব্রায়ানও গতকাল এই টেলেক্স কপিই পেয়েছেন।

পাঁচ পাতা জুড়ে শুধু হিংসা, রাগ, ঘৃণা আর হুমকির কথা লেখা হয়েছে। একই কথা বারবার বলা হয়েছে, অসংখ্য বানান ভুল, তবে আতঙ্ক ছড়াতে ব্যর্থ হয়নি। মাসিক সাপ্লাই পৌঁছে দিতে গিয়ে ডোরা ডারবির ক্যাম্পের জায়গায় পাইলট শুধু বড় একটা পাথর দেখতে পায়, পাথরটার ওপর সাদা একটা পোঁটলা ছিল, সেই পোঁটলার ভেতর পাওয়া গেছে কাগজগুলো।

মাথা ঝাঁকালেন ল্যারি ব্রায়ান। 'কাগজগুলো পেয়ে মাত্র কয়েক লাইন পড়ে সে, তারপর প্লেন নিয়ে সোজা ফিরে আসে, হাইকমিশনে পৌঁছে দেয় ওগুলো। পুরো খবরটা গতকালই পেয়েছি আমি। ক্যাম্পে কি দেখেছে পাইলট তার রিপোর্টও পেয়েছি। বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি, গ্রুপটা তখনও আশপাশে ছিল কিনা বলতে পারেনি। তবে নিজের মতামত দিতে গিয়ে বলেছে, ক্যাম্পটা দেখে মনে হয়নি যে সদ্য ভাঙা—অন্তত দুই কি তিন হপ্তার পুরানো ঘটনা। কাজেই, একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারবেন ডোরা ডারবিকে কোথায় রেখেছে তারা।'

তারা। তার মানে 'প্রলয়ের উৎস সশস্ত্র সংগ্রামী দল'। শেষ পাতার

নিচে নিজেদের এই পরিচয়ই লিখেছে তারা। ভয়ানক একদল টেরোরিস্ট জিম্মি করেছে ডোরা ডারবিকে, তার মুক্তির বিনিময়ে কানাডা সরকারের কাছ থেকে অস্ত্র চাইছে। পাতাগুলোয় অস্ত্রের একটা দীর্ঘ তালিকাও আছে। এ-সব অস্ত্র এক মাসের মধ্যে পৌঁছুতে হবে তাদের হাতে। হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, তা না হলে খুন হয়ে যাবে ডোরা ডারবি।

'নিজেদের পরিচয় যাই দিক,' বললেন ল্যারি ব্রায়ান, 'এদের কথা আগে কখনও শুনিনি আমরা। আমার ধারণা, আপনিও শোনেননি।'

'না,' মাথা নাড়লেন মার্ক সুলেভান। 'অন্তত এই নামে তাদেরকে আমি চিনি না। কিন্তু অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনাটার কথা স্মরণ করুন—বারগাম কানেকশন। এটা একটা সূত্র হিসেবে কাজে লাগতে পারে…।' নিভে যাওয়া সিগার ধরাবার জন্যে থামলেন তিনি।

চেয়ার হেলান দিয়ে অপেক্ষায় থাকলেন ল্যারি ব্রায়ান।

ডেকা বারগাম। কি বলা যায় তাকে? দুঃসাহসী গেরিলা, নিষ্ঠুর, বুদ্ধিমান। নিজেকে কালো আফ্রিকানদের একজন নেতা বলছে সে। তা যদি সত্যি হত, সংশ্লিষ্ট সবাই স্বস্তিবোধ করত। নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবা হচ্ছে, কালোদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। কেউ যদি সত্যিকার নেতা হয়, তার দায়িত্ববোধ থাকে। কিন্তু ডেকা বারগাম নেতা নয়, একজন সন্ত্রাসী, ডাকাতি করা তার পেশা। অথচ স্বাধীনতার নামে আন্দোলন করার কথা বলে কালোদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পেয়ে গেছে সে। তার জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়, পালিয়ে গিয়ে যোগ দিয়েছিল জিম্বাবুইয়ের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। মোজাম্বিক সীমান্তে শ্বেতাঙ্গদের এলাকায় কয়েকটা হামলা চালিয়ে সফল হয় সে। পরে দক্ষিণ আফ্রিকা সীমান্তে ডাকাতি শুরু করে। ফলে মার্ক সুলেভানের কাঁধে দায়িত্ব চেপেছে, এই গেরিলা কমাণ্ডারকে যেভাবে হোক থামাতে হবে।

'গত সোমবারের কথা,' মার্ক সুলেভান আবার শুরু করলেন।

'রাতের অন্ধকারে অ্যাঙ্গোলা সীমান্ত পেরিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ঢুকছিল একটা গ্রুপ, দেখতে পেয়ে চ্যালেঞ্জ করে আমাদের পেট্রল। শুরু হলো গোলাগুলি। তিনজনকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল তারা—দুটো লাশ, একজন সামান্য আহত। রেডিওতে খবর পেয়ে একটা হেলিকপ্টার পাঠানো হয়, সরাসরি এখানে নিয়ে আসা হয় তাকে। সে কথা বলছে।'

বসের হাতে পড়লে কথা না বলে উপায় নেই, জানেন ল্যারি ব্রায়ান।

'খুব বেশি কিছু জানে না সে। সবেমাত্র ট্রেনিং নিতে ঢুকেছে। তার ট্রেনিং ক্যাম্প দক্ষিণ অ্যাঙ্গোলায়। মাস দুই আগে ডেকা বারগাম ওদের ক্যাম্প দেখতে আসে। ভাষণে নীতি আর আদর্শের কথা বলে বারগাম। তারপর আগুনের ধারে বসে ক্যাম্প কমাণ্ড্যান্টের সঙ্গে গল্প শুরু করে। আহত লোকটা শুনতে পায়, ডেকা বারগাম গর্ব করে বলছে, বছর দুই আগে তাঞ্জানিয়ায় এক শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে প্রেম হয়েছিল তার। এখন নাকি মেয়েটা চিতাবাঘ দেখার জন্যে বতসোয়ানায় আছে, অদূর ভবিষ্যতে মেয়েটা তাদের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। ব্যস, এইটুকু, তবে এইটুকুই যথেষ্ট। আমরা চেক করে দেখি...মাফ করবেন, আপনাদের হাইকমিশনে আমাদের লোক আছে...।'

'দেখেন যে তাঞ্জানিয়ায় যে মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছিল বলে দাবি করেছে ডেকা বারগাম, তিনিই আসলে ডোরা ডারবি।'

'হ্যাঁ। এটা বুধবারের ঘটনা। ভদ্রমহিলার নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হই আমরা, আপনাদের হাইকমিশনকে সতর্ক করে দেই। চব্বিশ ঘণ্টা পর আপনার টেলেক্স পাই আমি— যা ভয় করেছিলাম তাই ঘটেছে। তারপর, আজ, আপনি এলেন। গোটা ব্যাপারটাই কাকতালীয়, নয় কি?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন ল্যারি ব্রায়ান। দু'বছর আগে, চিতাবাঘের ওপর বই লেখার জন্যে তাঞ্জানিয়ায় কাজ করছিল ডোরা ডারবি। তাকে বোকা বলা যায় না, হয়তো একটু বেশি সরল। সেই সঙ্গে হয়তো

একঘেয়েমি আর নিঃসঙ্গতারও শিকার। কিংবা যৌন সমস্যা আছে, তাই হতাশ। আবার, কে জানে, ডোরা ডারবি হয়তো মহান কোন আদর্শে উদ্বুদ্ধ, বিপুল জনপ্রিয়তা তাকে অস্বাভাবিক কাজটা করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। কারণ যাই হোক, ডেক্া বারগামের সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যে হলেও তার হৃদ্যতা জন্মায়।

সেই হৃদ্যতার কারণে যে আনন্দই সে পেয়ে থাকুক, তার চরম মূল্য এখন তাকে দিতে হচ্ছে। ডেকা বারগাম তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সরে গেছে, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মেয়েটাকে অন্য কাজে পরেও ব্যবহার করা যাবে। সম্ভবত ডোরাই তাকে নিজের প্ল্যান সম্পর্কে জানিয়েছিল—চিতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের পর কালাহারিতে চিতাবাঘ দেখতে যাবে সে। কথাটা মনে ছিল বারগামের। তারপর ডোরা ডারবির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে খবর পায় সে। একদল গেরিলাকে পাঠিয়ে দেয় তাকে ধরে জিম্মি করার জন্যে, উদ্দেশ্য মুক্তিপণ আদায় করা—এমন মুক্তিপণ, কোন পরিস্থিতিতেই যা দেয়া সম্ভব নয়।

'তার এ-সব দাবি আপনারা বোধহয় মেটাতে রাজি নন, তাই না, মি. ব্রায়ান?'

গম্ভীর চেহারা, এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন ল্যারি ব্রায়ান। 'এমন কি কিডন্যাপারদের সঙ্গে গোপনে কথা বলাও যাবে না। আমাদের সমস্ত দূতাবাসকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যাকেই জিম্মি করা হোক, ক্ষতির সম্ভাবনা যত বড়ই হোক, সরকার মুক্তিপণের শর্ত নিয়ে কোন কিডন্যাপারের সঙ্গে কথা বলবে না।'

'কিন্তু এই ভদ্রমহিলা যদি খুন হয়ে যান,' মার্ক সুলেভান তাঁর লোমশ, পেশীবহুল হাত দুটো ডেস্কের ওপর ভাঁজ করে সামনের দিকে ঝুঁকলেন, 'অপ্রীতিকর একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, দেশের মানুষ খেপে যাবে।'

প্রথমত জিম্মি একজন তরুণী, তার ওপর জনপ্রিয় ওয়াইল্ডলাইফ এক্সপার্ট। সরকারের ব্যর্থতায় মানুষ তো খেপবেই। অপরদিকে আইন

আইনই, মুক্তিপণ দেয়া সম্ভব নয়। একবার দেয়া হলে আন্তর্জাতিক টেরোরিস্ট গ্রুপগুলো বেছে বেছে শুধু কানাডিয়ানদেরই কিডন্যাপ করবে।

'কালাহারি মরুভূমি সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে, মি. ব্রায়ান?'

মাথা নাড়লেন ল্যারি ব্রায়ান।

'এটা দেখুন, প্লীজ...।' চেয়ার ছেড়ে দেয়ালে আটকানো বিরাট আকৃতির একটা ম্যাপের সামনে চলে এলেন মার্ক সুলেভান। ম্যাপের গায়ে ব্যাটন ঠেকালেন তিনি, ইতিমধ্যে ল্যারি ব্রায়ান তাঁর পাশে চলে এসেছেন। 'এই হলো আমাদের প্রতিবেশী বতসোয়ানা...।'

কালো মানুষদের স্বাধীন রাষ্ট্র বতসোয়ানা—আকারে বিশাল, দরিদ্র, ল্যাণ্ড-লকড। বিশাল মানে ফ্রান্সের মত, লোকসংখ্যা মাত্র পাঁচ-সাত লাখ, পাকা রাস্তা একশো মাইলের বেশি নয়। রাজধানী গ্যাবোরোন -এর পুব দিকেই বেশিরভাগ ছোটখাট শহর আর গ্রাম, বাকিটা খাঁ-খাঁ মরুভূমি—উত্তর, দক্ষিণ আর পশ্চিমে মাইলের পর মাইল ধু-ধু করছে।

'আসুন, পিন-পয়েন্ট করি,' বলে টেলেক্স কপিটা ডেস্ক থেকে নিয়ে এলেন মার্ক সুলেভান।

টেরোরিস্টরা জানিয়েছে, কানাডা সরকারের উত্তর একটা টিনের কৌটায় ভরে প্যারাস্যুটের সাহায্যে মরুভূমিতে ফেলতে হবে—কোথায় ফেলতে হবে তার ম্যাপ কোঅর্ডিনেটস-ও দিয়েছে তারা। পরদিন ওই একই টিনের কৌটায় নতুন নির্দেশ দেয়া হবে, তা থেকে জানা যাবে অস্ত্রের চালান কিভাবে ডেলিভারি নেবে তারা। পুলিস বা উদ্ধারকারী কোন টিম ওই জায়গায় পৌঁছুতে চেষ্টা করলে মেরে ফেলা হবে জিম্মিকে।

টেলেক্স শিটে চোখ বুলিয়ে একটা চার্ট পরীক্ষা করলেন মার্ক সুলেভান, তারপর ম্যাপের ফ্রেমে বসানো এক সারি বোতামের একটায় চাপ দিলেন। ম্যাপের পাশে একটা স্ক্রীনে ছবি ফুটে উঠল। সেটার দিকে

ঝুঁকলেন ল্যারি ব্রায়ান। স্ক্রীনের ফুটে উঠেছে রঙিন এরিয়াল ফটোগ্রাফ। কালাহারি এমন এক মরুভূমি যে গ্রাউণ্ড সার্ভে প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। ফটোটায় খয়েরি রঙের গোলাকার অনেকগুলো ডিপ্রেশন দেখা যাচ্ছে। বেশ ক'টা প্যানও দেখা গেল। সবুজ গাছপালা খুবই কম, তবে ঝোপ-ঝাড় প্রচুর। ব্যস, আর কিছু নেই। অস্পষ্ট, আঁকাবাঁকা একটা রেখাও দেখা গেল না, যেটাকে রাস্তা বলে চেনা যায়।

ফিরে এসে ডেস্কের পিছনে চেয়ারে আবার বসলেন মার্ক সুলেভান। 'কালাহারি মরুভূমি সম্পর্কে আমার ধারণা আছে, মি. ব্রায়ান। কৈশোরে বাবার সঙ্গে বেশ কয়েকবার শিকার করতে গেছি ওদিকে। দুনিয়ায় কিছু মানুষ থাকে, বিপজ্জনক জায়গাগুলো তাদেরকে টানে। আমার বাবা সেরকম একজন মানুষ ছিলেন। আমি তাঁর মত হইনি। যাই হোক, একবার আমরা শিকারে গিয়ে কি বিপদে পড়েছিলাম বলি আপনাকে...।'

সেবার সাফারিতে ওরা পাঁচজন ছিলেন। মার্ক সুলেভান, তাঁর বাবা ও তিনজন কালো যুবক। দু'দিন হলো বেরিয়েছে দলটা, তাঁর বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন নতুন কেনা রাইফেলটা পরীক্ষা করবেন। একটা টার্গেট ঠিক করা হলো, ওঁদের ট্রাকের কাছ থেকে সেটা বেশি দূর নয়। দশ-বারোটা গুলি করলেন তাঁর বাবা, তারপর আবার রওনা হলো দলটা। আধ ঘণ্টা পর ট্রাকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ওঁরা আবিষ্কার করলেন, রাইফেলের একটা বুলেট পাথরে লেগে দিক পরিবর্তন করে, পঞ্চাশ গজ দূরের মেইন গ্যাসোলিন ট্যাংক ফুটো করে দেয়। ষোলো গ্যালন গ্যাসোলিন সবটুকুই পড়ে গেছে। রিজার্ভ ক্যানে আছে মাত্র দশ গ্যালন।

এ পর্যন্ত বলে চুপ করলেন মার্ক সুলেভান, ল্যারি ব্রায়ান ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন কিনা জানার জন্যে অপেক্ষায় থাকলেন।

ল্যারি ব্রায়ান মাথা নাড়লেন।

'পানি, মি. ব্রায়ান, পানি। গুরুত্ব আসলে পানির, গ্যাসোলিনের নয়। পরবর্তী পানির উৎসে পৌঁছুতে আরও তিনদিন গাড়ি চালাতে হবে,

তার জন্যে প্রয়োজনীয় সাপ্লাই যা লাগার কথা সবই ছিল। কিন্তু গ্যাসোলিন কমে যাওয়ায় অর্ধেক পথ যেতে পারব আমরা, বাকি পথ হেঁটে যেতে হবে, সময় লাগবে দ্বিগুণ। তারমানে ওখানে পৌঁছুবার আগেই ফুরিয়ে যাবে আমাদের পানি, আদৌ যদি পৌঁছুতে পারি।

'ভাগ্য আমাদের সাহায্য করে। কালো যুবকদের একজন গরম সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারায়। তার আর জ্ঞান ফেরেনি। বাবাকে এক মাস হাসপাতালে থাকতে হয়, ডিহাইড্রেশন থেকে আরোগ্যলাভের জন্যে। তবে সবাই আমরা বেঁচে যাই।

'কালাহারিতে পানির নিদারুণ অভাব, মি. ব্রায়ান। বছরের এই সময়টায় পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। সময়টা মিডউইন্টার, বর্ষার পানি যেখানে যতটুকু জমা হয়েছিল সব শুকিয়ে যাচ্ছে। অবস্থাটা আমাদের সেবারকার সাফারির মত। সংখ্যায় আমরা যদি পাঁচজন না হয়ে ছ'জন হতাম, গল্পের শেষটা অন্যরকম হত।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন ল্যারি ব্রায়ান, তারপর বললেন, 'আপনি কি আসলে এ-কথা বলতে চাইছেন যে ডোরা ডারবিকে যারাই জিম্মি করুক, সংখ্যায় তারা খুব বেশি হতে পারে না?'

মার্ক সুলেভান মাথা ঝাঁকালেন। 'খুব বেশি হলে দশজন।'

ভুরু কোঁচকালেন ল্যারি ব্রায়ান। 'সংখ্যায় তারা যাই হোক, সমস্যাটা তো একই থাকছে।'

'না, এক থাকছে না। তবে, প্রথমে, আমরা কে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাপারটাকে দেখছি সেটা পরিষ্কার করে নিই। আমরা দু'জনেই ডোরা ডারবিকে জীবিত উদ্ধার করে আনতে চাই। আমি চাই, কারণ, আশা করছি তার কাছ থেকে ডেকা বারগাম সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাব। বলা যায় না, অপারেশনটা বারগাম নিজেই পরিচালনা করতে পারে। আর আপনি চান, কারণ তাকে উদ্ধার করা না গেলে দেশে গণ্ডগোল শুরু হবে—দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে আপনিও নিন্দিত হবেন। ঠিক বলছি?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ল্যারি ব্রায়ান। হ্যাঁ, পরিস্থিতিটা এরকমই। মুক্তিপণ না দিয়ে ডোরা ডারবিকে উদ্ধার করতে হবে। না, বতসোয়ানা সরকার কোন সাহায্য করবে না। আফ্রিকার কালো মানুষদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সহায়তায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বতসোয়ানা সরকার যদি এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, দেশটাকে পঙ্গু করে দেয়া হবে।

'দশজন লোক—সম্ভবত অনভিজ্ঞ, হয়তো এটাই তাদের প্রথম মিশন।' মনে মনে চিন্তা করছেন মার্ক সুলেভান, মুখ থেকে সেটাই বেরিয়ে আসছে। 'ওদেরকে কাবু করা অসম্ভব নয়…যদি সে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়। তবে শ্বেতাঙ্গ হলে চলবে না। এমন একজন লোক, মরুভূমি সম্পর্কে যার ধারণা আছে, পায়ে হেঁটে ড্রপ-জোনে পৌঁছুতে পারবে, টিনের কৌটা সংগ্রহ করে ফিরে যাবার সময় দলটার পিছু নিতে পারবে, দেখে আসবে কোথায় রাখা হয়েছে জিম্মিকে—এবং, সবশেষে, অকস্মাৎ হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নিতে পারবে তাঁকে। সঙ্গে ব্যাক-আপ হিসেবে দু'জন কালো থাকলেই চলবে, তার বেশি দরকার হবে না।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন ল্যারি ব্রায়ান। হঠাৎ করেই উপলব্ধি করেছেন, মার্ক সুলেভান তাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছেন। প্রস্তাবটা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলো, মনে হলো এটাই একমাত্র উপায়। 'সেরকম একজন লোক আপনার হাতে আছে, বলতে চাইছেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'বসের লোক?' কৃত্রিম আতঙ্কে আঁতকে উঠলেন মার্ক সুলেভান। 'দুঃখিত, ওপর মহল থেকে কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে, প্রতিবেশী কালো আফ্রিকানদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয় এমন কোন তৎপরতা চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোয় আমরা শুধু দু'একজন করে অবজারভার রেখেছি, তাও ঘুম পাড়িয়ে। যদি জানাজানি হয়ে যায় যে এই ব্যাপারটায় আমরা জড়িত, তাহলে…আমি ভাবতেও ভয় পাই।'

'তাহলে কার কথা বলছেন আপনি?'

'যার কথা বলছি, কালাহারি সম্পর্কে ভাল অভিজ্ঞতা আছে তার।

ট্রেনিং পাওয়া প্রথম সারির লোক। এ-ধরনের একটা অপারেশনে যেতে হলে নার্ভ থাকা চাই, থাকা চাই অভিজ্ঞতা—দুটোই তার আছে। সবচেয়ে বড় কথা, এমন একটা বিপদে পড়েছে সে, প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না—প্রস্তাবটা যদি আপনি তাকে দেন।'

'ব্যাখ্যা করুন, প্লীজ,' অনুরোধ করলেন ল্যারি ব্রায়ান।

'বিপদে পড়া মানুষ সম্পর্কে খবর রাখা আমাদের পেশার একটা অংশ, মি. ব্রায়ান,' বললেন মার্ক সুলেভান। 'আমি এমন এক লোকের কথা বলছি যে সিরিয়াস একটা বিপদে পড়েছে। তার বিপদে আপনি যদি তাকে সাহায্য করেন, ডোরা ডারবিকে উদ্ধার করে আনতে রাজি হবে সে। তার মিশন যদি সফল হয়, ডোরা ডারবির সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক কথা বলব আমি। সবুর করুন, খুলে বলি...।'

বোতাম চাপ দিয়ে ইন্টারকমে সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললেন তিনি। তারপর শুরু করলেন।

## তিন

'আমাকে একটা বিয়ার দাও।'

'ইয়েস, স্যার।' কাউন্টারের নিচে আইস-বক্সে হাত ঢোকাল আফ্রিকান বারম্যান, বোতলটা বের করে ছিপি খুলল, তারপর গ্লাসে ঢালতে শুরু করল।

'দরকার নেই,' বলে তার হাত থেকে ছোঁ দিয়ে বোতলটা তুলে নিল মাসুদ রানা, সরাসরি বোতল থেকে ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল। 'আরেকটা দাও।' ভেতরে ঢোকার পর এই প্রথম নিজের চারদিকে

তাকাল ও। এখনও কেউ এসে পৌঁছায়নি, তবে এবার আসতে শুরু করবে। গ্যাবোরোন-এ পান করার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, তবে সাধারণত সকাল দশটার দিকে ভিড় জমে যায় বারে। দশটা বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

দ্বিতীয় বোতলটা কাউন্টারে রাখা হলো, গা থেকে পানি নামছে। বোতলটা তুলে নিল রানা। ওর কব্জি কাঁপছে, ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। অর্ধেক খালি করে নামিয়ে রাখল বোতল, দরজায় শব্দ হতে শক্ত হয়ে গেল কাঁধের পেশী। তবে কে এল দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাল না।

'রানা!'

মাথা ঘোরাল রানা। জর্জকে দেখে ঢিল পড়ল কাঁধে, স্বস্তিবোধ করল। জর্জ কিলবার্ন একজন পাইলট, ওর পুরানো বন্ধু। বলা যায় বতসোয়ানায় সে-ই ওর একমাত্র শ্বেতাঙ্গ বন্ধু।

ঘটনাটার কথা জর্জই প্রথম জানতে পারে, এখন পর্যন্ত একা শুধু তার সঙ্গেই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলেছে রানা। জানার পর ওকে প্লেনে করে ক্যাম্প থেকে সরিয়ে আনে সে, আসার পথে কিভাবে কি ঘটেছে সব খুলে বলে ও। সেটা তিনদিন আগের কথা। ফেরার পর সেই যে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছিল ও, আর বেরোয়নি।

'অবশেষে উদয় হলে!' এগিয়ে এসে রানার পিঠে একটা হাত রাখল জর্জ কিলবার্ন। 'সময় কেমন কাটছে, দোস্ত?'

বোতলটা তুলে দেখাল রানা। 'সঙ্গী হিসেবে মন্দ না।' নিঃশব্দে হাসল ও।

'এই তো চাই,' বলল জর্জ। 'শোনো, দু'জন মক্কেল পেয়েছি, ঘাঞ্জিতে পৌঁছে দিতে বলছে।' হাত তুলে দু'জন লোককে দেখাল সে, তার সঙ্গেই বারে ঢুকেছে। 'আলাপ সেরেই ফিরে আসছি, তোমার সঙ্গে বোতল নিয়ে বসা যাবে।'

'ঠিক আছে, জর্জ—টেক কেয়ার।'

সরে গেল জর্জ, খানিক পর আবার শব্দ হলো দরজায়। একদল

জাপানী ব্যবসায়ী ঢুকল ভেতরে। ওরা কোন ব্যাপার না। মাথা ব্যথার কারণ চেনা লোকগুলো, যাদেরকে রানা পাঁচ-সাত বছর আগে থেকে জানে, গত দু'মাস যাদের সঙ্গে বসে বিয়ার খেয়েছে, শিকারের গল্প করেছে, হাসাহাসি করেছে, আবার ঝগড়া এবং মারপিটও করেছে। একটু পর থেকেই একে একে আসতে শুরু করবে তারা। কেউ ব্যঙ্গ করবে, কেউ ফিরেও তাকাবে না, কেউ সহানুভূতি জানাতে এসে কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দেবে।

মাসুদ রানা যে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর দুর্ধর্ষ এজেন্টদের একজন, বতসোয়ানায় কেউ তা জানে না। এখানে ওর পরিচয় কনসেশনের লাইসেন্সধারী একজন শিকারী—একমাত্র অশ্বেতাঙ্গ শিকারী।

দেশকে ভালবাসে রানা, মাতৃভূমিকে সুরক্ষিত অবস্থায় দেখতে চাওয়ার ইচ্ছে থেকেই বেছে নিয়েছে এই পেশা। রোমাঞ্চপ্রিয় মন আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার নেশাও ওকে প্ররোচিত করে।

কখনও একঘেয়েমি দূর করার জন্যে, আবার কখনও গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্যে আফ্রিকায় স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে আসে রানা। জিম্বাবুই আর বতসোয়ানায় কনসেশন আছে ওর, দু'তিন বছর পর পর একবার আসে, দু'আড়াই মাস থেকে আবার ফিরে যায়। লাইসেন্স ওর নামে হলেও, কনসেশন থেকে যে লাভ হয় তার একটা পয়সাও নিজের কাজে ব্যয় করে না ও। জিম্বাবুই আর বতসোয়ানা, দু'জায়গাতেই ওর প্রিয় কিছু কর্মচারী ও বন্ধু আছে, সবাই তারা সৎ এবং মানুষ হিসেবে খাঁটি সোনা—ওর ওপর নির্ভরশীল। ওর অনুপস্থিতিতে তারাই দেখাশোনা করে কনসেশন, লাভের টাকাও নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই নিয়ম বেশ অনেক বছর ধরে চলে আসছে।

বতসোয়ানা ব্রিটিশদের শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন হলেও, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এখনও অর্জন করতে পারেনি। এখনও পশ্চিমা জগতের ঋণ না পেলে বাজেট হয় না, এখনও এ-দেশে বেশিরভাগ

সুযোগ-সুবিধে শ্বেতাঙ্গরাই ভোগ করছে। অদক্ষ ও অসৎ, এই অভিযোগ তুলে বতসোয়ানা গেম ডিপার্টমেন্ট স্বদেশের কোন কালো লোককে লাইসেন্স দেয় না, সব ক'টা লাইসেন্স শ্বেতাঙ্গরা পায়। পাঁচ-সাত বছর আগে অনেক চেষ্টা-তদ্বির করে নিজের নামে একটা লাইসেন্স করে রানা, তখন থেকেই বতসোয়ানার শ্বেতাঙ্গ শিকারীদের চেনে ও। ও অশ্বেতাঙ্গ, এটাই যে ওদের রাগের একমাত্র কারণ তা নয়। লাইসেন্সটা নামেমাত্র ওর, সেখানে কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে কালোরা, এটাও তাদের গাত্রদাহের জোরাল কারণ।

সিগারেট ধরাতে যাবে রানা, আবার শব্দ হলো দরজায়। ভেতরে ঢুকল মাইকেল অ্যাশটন। সে-ও একজন পাইলট, ওর কনসেশনে বহুবার পৌঁছে দিয়েছে প্লেনে করে। রানাকে পাশ কাটাবার সময় হাত নাড়ল সে। 'তুমি তাহলে এখনও এখানে আছ!' হাসি চেপে বলল। 'পরে কথা বলব, কেমন?' দূরের একটা টেবিলে বসল সে। সাধারণত রানাকে দেখলে সরাসরি এগিয়ে এসে ওর কাছেই বসে, ওর পয়সায় বিয়ার খায়। বলল বটে পরে কথা হবে, কিন্তু সে আর আসবে না। জর্জের সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য। মাইকেল অ্যাশটন, শত্রু শিবিরের লোক।

শত্রু হোক বা না হোক, এক অর্থে অ্যাশটনকে দোষ দেয়া যায় না। রাজধানীর সমাজটা ছোট, ব্যবসা সীমিত, ফলে প্রতিযোগিতা তীব্র। উত্তেজনা আর চাপ স্বভাবতই তাই খুব বেশি। এখানে সুনামটাই সব কিছু, যে-কোন সুপারিশ লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে এই দুর্মূল্যের বাজারে যে দু'একটা কাজ আছে তা পাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। রানার সঙ্গে বসে বিয়ার খাওয়া বা আড্ডা দেয়া অ্যাশটনের জন্যে এখন আত্মঘাতী হয়ে উঠতে পারে। কারণ শুধু শিকারীরা নয়, বিদেশী মক্কেলরাও ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে ঘটনাটা। যার সামান্য কমনসেন্স আছে, রানার কাছে সে ভিড়বে না। আড়ালে হাসবে, পাশ কাটাবার সময় ব্যঙ্গ করবে, কিন্তু মিশবে না। ভাল একজন শিকারী চুম্বকের মত, কারণ মক্কেলদের অন্যান্য সার্ভিসও তো দরকার। যে শিকারী তার

লাইসেন্স হারিয়েছে সে কুষ্ঠরোগীর মত, সবাই তাকে এড়িয়ে চলবে। মাত্র তিন দিন আগেও তালিকায় সবার সেরা শিকারী ছিল রানা। এখন তালিকাতে ওর নামই নেই।

হতাশায় আর রাগে কাউন্টারে একটা ঘুসি মারল রানা।

কেন? কেন তার মাথায় ভূত চেপেছিল? মক্কেলকে দুঃখিত বলে, হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলেই তো হত। এ-ধরনের একটা মারাত্মক ভুল কেন সে করতে গেল? সাফারির জন্যে যত টাকাই দিক একজন মক্কেল, কোন ট্রফির গ্যারান্টি তাকে দেয়া হয় না। ব্যাপারটা মক্কেলরা জানে, মেনেও নেয়। চিতাবাঘের জন্যে রেখে আসা টোপ পরপর তিন রাত গায়েব হয়ে গিয়েছিল। হয়তো হায়েনারা দায়ী, কিংবা বুশম্যানরা। মক্কেলরা এ-ব্যাপারে ওর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তোলেনি। কাজেই মাথা গরম না করে ফিরে আসা উচিত ছিল ওর।

কিন্তু তা রানা আসেনি। বোকার মত গুলি করে বসে ও। কি ঘটে গেছে জানতে পারে জর্জ। ঠিক এক ঘণ্টা পর সাপ্লাই ফ্লাইটে চড়ে কনসেশন ত্যাগ করে ও। এক্ষেত্রে জর্জকেও দোষ দেয়া যায় না। জর্জ যদি সঙ্গে সঙ্গে গেম ডিপার্টমেন্টকে রিপোর্ট না করত, তারও লাইসেন্স হারাবার ঝুঁকি থাকত। দোষ আসলে রানার একার। ওর ভুলে ভুগতে হবে কিছু লোককে। ওর কনসেশনে অন্তত বিশজন লোক কাজ করে। তারা বেকার হয়ে গেল। বিশজন, বিশটা পরিবার। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে বারে আসার সময় তাদের কয়েকজনকে দেখেছে রানা, নিঃশব্দে ওর পিছু নেয়। তাদের সঙ্গে কয়েকজন মহিলা আর বাচ্চাও ছিল—ওদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। পিছু নিয়ে বার পর্যন্ত আসে তারা, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, অপেক্ষা করছে। এ এক ধরনের নীরব আবেদন। তারা জানে, এই বিপদ থেকে কোন না কোন ভাবে রানা তাদেরকে উদ্ধার করবেই।

'হ্যালো, অচেনা আগন্তুক!'

ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। জার্মান তরুণী লিণ্ডা, ফার্মেসীতে কাজ

করে। দীর্ঘাঙ্গী, হাসিখুশি মেয়ে। হালকা স্যাণ্ডেল পরে আছে, কোন শব্দ হয়নি।

'এখানে কি করছ তুমি?' জানতে চাইল লিণ্ডা। 'আমি তো জানতাম জঙ্গলে আছ, এক হপ্তার আগে ফিরবে না।'

'তুমি শোনোনি?'

'কি শুনব?' ভুরু কুঁচকে তাকাল লিণ্ডা। 'কেপটাউন থেকে দশ দিন বাদে ফিরলাম। কি ব্যাপার, রানা?'

'সরে গিয়ে এক বোতল বিয়ার খাও,' পরামর্শ দিল রানা। 'লোককে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও কি ঘটেছে। তারপর যদি ভাল মনে করো, ফিরে এসো—আমি তোমাকে বিয়ার কিনে খাওয়াব।'

চেহারায় অনিশ্চিত ভাব, চলে গেল লিণ্ডা।

লিণ্ডার পর বাকি সবাই তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল। জন রাফেল, অস্ট্রেলিয়ান, ট্রাভেল এজেন্সির মালিক, দু'বছর আগে বক্সিঙে রানার কাছে হেরে গিয়ে শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফন ক্লিসম্যান আর বনি হপকিন্স, দু'জনেই শিকারী, কনসেশনের মালিক, একটা সাফারি শেষ করে ছুটি কাটাচ্ছে। এরা দু'জন রানার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। বালবোজ, রেন্ট-আ-কার কোম্পানীর মালিক, যে-কোন অশ্বেতাঙ্গ তার দু'চোখের বিষ। এরকম আরও জন পনেরো হাজির হলো বারে। এদের প্রায় সবাইকে বেশ অনেকদিন ধরে চেনে রানা। ওর এই বিপদে ওদের সবারই খুশি হবার কথা। যদিও যথোপযুক্ত ভদ্রতা দেখাবার চেষ্টা কমবেশি সবাই করল। বেশিরভাগই চোখাচোখি হতে হাত বা ঠোঁট নাড়ল, ভুলেও কাছে এল না। অনেকেই ওকে দেখতে না পাবার ভান করে ওর দিকে পিছন ফিরে বসল। কাউন্টারের আশপাশ সবগুলো টুল খালি, একা শুধু রানা বসে আছে।

'আরে, রানা, এরই মধ্যে তুমি ফিরে এসেছ?'

ঘাড় ফেরাল রানা। আর্থার ওয়েলিংটন, দক্ষিণ আফ্রিকান। গা থেকে ভুরভুর করে জিন-এর গন্ধ বেরুচ্ছে। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়েস, অত্যন্ত

বদরাগী। কিভাবে যেন সে-ও একটা লাইসেন্স যোগাড় করেছে, তবে শিকারী হিসেবে ভাল নয়—আর কাউকে পাওয়া গেলে মক্কেলরা তার কাছে ভেড়ে না।

'ওহহো, মনে পড়েছে!' চিৎকার করে কথা বলছে ওয়েলিংটন, সবাই যাতে শুনতে পায়। 'সত্যি, খুব খারাপ খবর, রানা। প্রার্থনা করি এ রকম বিপদে ঈশ্বর যেন আমার চরম শত্রুকেও না ফেলেন।'

'বিপদ? কিসের বিপদ?' অতি কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখল রানা।

'আহা, না বোঝার ভান করছ কেন! তাশানি-তে কি ঘটেছে আমরা সবাই জানি···।'

'কি ঘটেছে তাশানিতে?' নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেছে রানা।

'অস্বীকার করছ কেন? এ কি লুকিয়ে রাখার মত একটা ব্যাপার? শোনো, বিপদে ঘাবড়াতে নেই। লাইসেন্স যায় যাবে, তাই বলে দিন তো আর পড়ে থাকবে না···।'

'ইউ বাস্টার্ড!' এক লাফে টুল ছাড়ল রানা, এক হাতে ওয়েলিংটনের শার্টের কলার চেপে ধরে অপর হাত দিয়ে তার চোয়ালে একটা ঘুসি মারল। 'তাশানিতে যা-ই ঘটুক, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর যদি একটা কথা বলো···।'

'ঠাণ্ডা হও, মিয়া!' অন্য একটা কণ্ঠস্বর, রানা আর ওয়েলিংটনের মাঝখানে আরেকজন মানুষ, রানার বুকে হাতের চাপ দিয়ে কাউন্টারের দিকে সরিয়ে আনল। জর্জ।

আরও এক সেকেণ্ড শার্টের কলারটা ধরে থাকল রানা, তারপর ধীরে ধীরে আলগা করল মুঠো, পিছিয়ে এসে বসে পড়ল টুলটার ওপর। বারের ভেতর পিন-পতন নিস্তব্ধতা।

'তুমি বার ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছ না কেন?' জিজ্ঞেস করল জর্জ।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওদের দিকে পিছন ফিরল ওয়েলিংটন।

'ধন্যবাদ, জর্জ। দুঃখিত।'

ইঙ্গিতে বারম্যানকে বিয়ার দিতে বলল জর্জ। 'ব্যাটা এক নম্বর বদমাশ। তবে এভাবে মাথা গরম করলে তো চলবে না। ব্যাপারটা ভুলে যাও, রানা।'

বোতল তুলে বিয়ার খেলো রানা। কথা বলল না। ভুলে যাবে? কি করে ভুলে যাবে?

'আমার প্রায় হয়ে এসেছে,' বলল জর্জ। 'আর মাত্র কয়েক মিনিট। তারপর তোমার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলব। ততক্ষণ এখানে চুপ করে বসে থাকো তুমি, কারও কথার জবাব দেবে না। কথা দিচ্ছ?'

চুপ করে বসে থাকল রানা। ওর মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে মক্কেলদের কাছে ফিরে গেল জর্জ, যাবার আগে রানার পিঠে মৃদু চাপড় দিল।

বোতলটা শেষ করল রানা। ওয়েলিংটনকে ঘুসি মারার পর মিনিট দুয়েক পেরিয়েছে। বারের পরিবেশ আড়ষ্ট হলেও, শান্ত।

'আপনি মি. রানা, স্যার?'

ছেলেটা সম্ভবত দরজার কাছ থেকে লক্ষ করছিল, পরিবেশ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। হেঁটে এসেছে নিঃশব্দ পায়ে, দাঁড়িয়ে আছে রানার গা ঘেঁসে। খালি পা, খালি গা। বয়েস হবে চোদ্দ কি পনেরো। কালো।

'কি চাও তুমি?'

'ভদ্রলোক এটা আপনাকে দিতে বললেন, স্যার।' রানার দিকে একটা এনভেলাপ বাড়িয়ে ধরল ছেলেটা, গায়ে ওর নাম লেখা রয়েছে।

এনভেলাপটা নিয়ে ছিঁড়ল রানা, ভেতর থেকে একটা কাগজ বেরুল। কোন শিরোনাম বা সম্বোধন ছাড়াই লেখা হয়েছে চিঠিটা।

'আমার এক বন্ধুর কাছে আপনার পরিচয় জেনেছি। অল্প সময়ের নোটিশে আমি একটা সাফারির আয়োজন করতে চাই।

এ-ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেলে খুবই খুশি

হব।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার গাড়িটা বাঁধের পাশের রোডে অচল হয়ে পড়েছে। ওটা একটা ক্রীম ফোর্ড। রিপেয়ার ট্রাক আসবে, কাজেই এখানে আমাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আপনি কি দয়া করে আমার সঙ্গে এখানে একবার দেখা করবেন?

কারণটা পরে ব্যাখ্যা করব, আমি চাই না আমরা আলাপ করার আগে ব্যাপারটা কেউ জানুক।

আপনাকে জানানো দরকার, সম্প্রতি আপনি যে বিপদে পড়েছেন তা থেকে আমি আপনাকে উদ্ধার করতে পারব বলে মনে হয়।'

সই নেই, তার জায়গায় কলম দিয়ে শুধু একটা আঁচড় কাটা হয়েছে। চিঠিটা দু'বার পড়ল রানা, তারপর মুখ তুলে ছেলেটার দিকে তাকাল। 'কে দিল এটা তোমাকে?'

'ভদ্রলোক, স্যার।'

'কি ধরনের ভদ্রলোক?'

'চীফ, স্যার।' কালোদের কাছে সব শ্বেতাঙ্গই চীফ।

'এটা তোমাকে কোথায় দিল সে?'

জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখাল কিশোর। 'এই তো, স্যার, ওইখানে—রাস্তায়।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। তারপর পকেট হাতড়ে পঞ্চাশ সেন্ট বের করে গুঁজে দিল ছেলেটার হাতে। সে চলে যেতে চিঠিটা আবার পড়ল ও।

চিঠিটায় একাধিক মিথ্যে কথা বলা হয়েছে। বাঁধের পাশের রাস্তাটা বড় বড় বোল্ডারের আড়ালে, একবারে নির্জন। এত জায়গা থাকতে ঠিক ওখানেই লোকটার গাড়ি খারাপ হলো! একটু আগেও লোকটা সেখানে ছিল না, ছিল বারের বাইরে, অথচ বাঁধের পাশের রাস্তাটা এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে। কাগজটা মুঠোয় ভরে মোচড়াল রানা, গোল বল বানিয়ে ফেলল।

সন্দেহ নেই, দু'জনেই শয়তান টাইপের লোক হবে। যে চিঠি লিখেছে, চিঠির লেখক যার কাছ থেকে ওর নাম জেনেছে। শয়তান ধরে নেয়ার কারণ, ব্যাপারটা কি নিয়ে আন্দাজ করতে পারছে ও। কেউ একজন, সম্ভবত বিদেশী কোন ব্যবসায়ী, হাতে দু'একদিন সময় আছে, বড় কিছু একটা ফেলতে চায়। বুনো মোষ, হাতি বা এমন কি সিংহও হতে পারে। এরা সাধারণত দামী শিকারই ফেলতে চায়। কিন্তু গেম লাইসেন্স পাবার জন্যে যে সময়ের দরকার তা তাদের নেই, ফি-ও জমা দিতে চায় না। তাদের শুধু একটা ট্রফি দরকার—আর ট্রফি খুঁজে দেয়ার জন্যে দরকার একজন শিকারী। একজন অসৎ শিকারী।

বারের চারদিকে চোখ বুলাল রানা। এখানে উপস্থিত কেউই এ-ধরনের কাজ করবে না, এক শুধু বোধহয় ওয়েলিংটন বাদে। এ-ধরনের কুকর্ম করার দুর্নাম আছে তার, অথচ প্রস্তাবটা তাকে দেয়া হয়নি কেন? তারমানে লোকটা খোঁজ-খবর নিয়েছে, কেউ তাকে জানিয়েছে— বিপদে আছে রানা, ভাল টাকা দিলে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

কাগজের বলটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে আগুন ধরাল রানা। পরমুহূর্তে ওর ভুরু কুঁচকে উঠল। চিঠিটায় এমন একটা কথা রয়েছে, যার ব্যাখ্যা নেই, মেলে না। 'সম্প্রতি আপনি যে বিপদে পড়েছেন তা থেকে আমি আপনাকে উদ্ধার করতে পারব বলে মনে হয়।'

এ-কথা লেখার কারণ কি? যে বিপদে পড়েছে ও, টাকা দিয়ে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। চিঠির লেখক নিশ্চয়ই তা বোঝে।

চারদিকে আরেকবার চোখ বুলাল রানা। সবাই নিজেদের মধ্যে গল্প ও হাসাহাসি করছে, ভুলেও ওর দিকে তাকাচ্ছে না কেউ। জর্জকে দেখা গেল, সে তার সম্ভাব্য মক্কেলদের সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বলছে। মনে হলো, ওদের আলোচনা শেষ হতে দেরি হবে।

আরও কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করল রানা। ভাবছে যাবে কি যাবে না। তারপর হঠাৎ মনস্থির করে কাউন্টারের ওপর পাঁচ র‍্যাণ্ডের একটা

নোট রেখে টুল ছাড়ল।

বারের বাইরে বেরিয়ে এসে ছোট একটা ভিড়ের দিকে এগোল রানা। ওর কনসেশনের কয়েকজন লোক তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। 'বাড়ি ফিরে অপেক্ষা করো। একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই। এত ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই।' কথাগুলো নিজের কানেই ফাঁপা শোনাল। মাথা নিচু করে নিজের গাড়ির দিকে এগোল ও।

দুপুরটা যেন চারদিকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এল রানা, পাশ কাটাল এয়ারফিল্ডকে। শক্ত মাটি দিয়ে তৈরি একটা মাত্র রানওয়ে, রোদ লেগে চকচকে লাল লাগছে। শহর থেকে তিন মাইল দূরে বাঁধটা, বরাবরের মত বিশ মিনিট লাগল পৌঁছুতে। পাকা রাস্তা শুধু শহরের ভেতর, তারপর খানা-খন্দে ভরা বালি ছড়ানো মেঠো পথ। বাঁধের পাশের রাস্তায় এসে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল ও।

ক্রীম কালারের ফোর্ডটা পঞ্চাশ গজ দূরে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সামনে কাঁটাঝোপ, তারপর চিকচিক করছে বাঁধের পানি। হুডের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক ভদ্রলোক—দীর্ঘদেহী, চওড়া গোঁফ, পরনে টুইড জ্যাকেট আর গাঢ় খয়েরি রঙের ট্রাউজার। দেখে মনে হলো পানির দিকে তাকিয়ে আছেন, তবে রানার পায়ের আওয়াজ পেয়ে সিধে হলেন, ঘুরে তাকালেন ওর দিকে।

'আমি মাসুদ রানা,' এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানা।

ভদ্রলোক ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হাসলেন। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. রানা। আমি ল্যারি ব্রায়ান।'

হ্যাণ্ডশেক করল রানা। ভদ্রলোকের ইংরেজি বাচনভঙ্গি শুনে ঠিক ধরতে পারল না আমেরিকান কি না। কানাডিয়ান হবারই সম্ভাবনা বেশি। 'চিঠিটা আপনি লিখেছেন?' জানতে চাইল ও।

মাথা ঝাঁকালেন ল্যারি ব্রায়ান। 'এত তাড়াতাড়ি আসার জন্যে অসংখ্য

ধন্যবাদ, মি. রানা। এভাবে ডাকার জন্য সত্যি আমি দুঃখিত…।'

'কারণটা জানতে পারলে খুশি হই,' তাঁকে বাধা দিয়ে বলল রানা।

এই সময় একটা ট্রাকের আওয়াজ ভেসে এল, বাঁধের অপর পাশের রাস্তা ধরে শহরের দিকে যাচ্ছে। ঝোপের আড়াল থাকায় সেটাকে দেখা না গেলেও ভুরু কুঁচকে অস্থিরতা প্রকাশ করলেন ল্যারি ব্রায়ান। মাথাটা কাত করে শব্দটা শুনলেন মনোযোগ দিয়ে, চেহারায় খানিকটা উদ্বেগ। 'আমি যদি গাড়ির ভেতর বসে কথা বলতে চাই, আপনি কিছু মনে করবেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'আমাদেরকে কেউ কথা বলতে দেখে ফেলুক, এটা আমি চাই না।'

লাইসেন্স ছাড়া কেউ যদি কিছু শিকার করতে চায়, পুরো ব্যাপারটাই সে গোপন রাখতে চাইবে। তাশানিতে যা ঘটে গেছে, রানাকে এখন বিষ বললেই হয়, কেউ যদি দেখে ফেলে ওর সঙ্গে অচেনা এক ভদ্রলোক নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, শহরের সবার কানে পৌঁছে যাবে খবরটা।

তবু অবাক লাগছে রানার। অবৈধ শিকারের প্রস্তাব কাদের কাছ থেকে আসে জানে ও, দেখলেই চিনতে পারে। তাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন মার্জিত ভদ্রলোককে দেখেনি ও। ওর মনে হলো, ল্যারি ব্রায়ান ওকে দিয়ে অন্য কোন কাজ করাতে চান। 'আমিও চাই না,' বলল ও।

ফোর্ডের চেসিসের সঙ্গে একটা টেইলর জোড়া লাগানো হয়েছে, ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টের পিছনে ধাতব ফ্রেম সহ একটা কেবিন। জানালাগুলো বড় বড়, প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঢাকা। ল্যারি ব্রায়ান টেইলগেট খুললেন, ভেতর থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল এক লোক। বয়েসে তরুণ, মাথায় সোনালি চুল, পরনে জ্যাকেট আর কালো ট্রাউজার। 'এ আমার সহকারী, মি. হার্পার। বাইরে থেকে চারদিকে নজর রাখবেন, কেউ যাতে আমাদেরকে বিরক্ত না করে।'

হাসিমুখে রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল হার্পার, ঘুরে চলে গেল হুডের কাছে, ঠিক যেখানটায় ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন ল্যারি ব্রায়ান।

'প্লীজ।' রানাকে ভেতরে ঢোকার অনুরোধ করা হলো।

কেবিনের মাঝখানে একটা ফোল্ডিং টেবিল রয়েছে, দু'পাশে প্যাড লাগানো বেঞ্চ। রানা বসতেই শুরু করলেন ল্যারি ব্রায়ান। 'মি. রানা...।'

'প্রথম প্রশ্ন,' তাঁকে বাধা দিল রানা, পরিস্থিতিটা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়, 'আপনি আমার নাম জানলেন কিভাবে? জানতে চাইছি, আপনার বন্ধুটি কে?'

কয়েক মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ল্যারি ব্রায়ান। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'তার নাম বলতে এমনিতে কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু আমার ভয়, আপনি তাকে পছন্দ না-ও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে, আপনি হয়তো আমার প্রস্তাবে মনোযোগ বা গুরুত্ব দেবেন না। সেজন্যেই আমি চাইছি না আপনি তার নাম জানুন।'

মাথা নাড়ল রানা। 'কে আপনাকে আমার নাম বলেছে, এটা জানা আমার জন্যে জরুরী।'

একদৃষ্টে রানার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর ল্যারি ব্রায়ান বললেন, 'আমি কানাডিয়ান ফরেন অফিসে আছি। বতসোয়ানায় আমাদের হাইকমিশন থেকে আপনার কথা বলা হয়েছে আমাকে।' মিথ্যেটা বলার সময় তাঁর গলা বা চোখের পাতা একটুও কাঁপল না।

'বেশ, এবার বলুন আমার সঙ্গে আপনার কি কথা।'

'চিঠিতে যেমন লিখেছি, চেষ্টা করলে আপনাকে আমি বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারব...।'

আবার বাধা দিল রানা। 'আপনি উল্টো দিক থেকে শুরু করছেন। আপনি আমার কি সাহায্যে আসবেন তা বলার আগে বলুন আমার কাছ থেকে কি সাহায্য চান। তার আগে বলুন, ব্যাপারটা কি অফিশিয়াল, নাকি প্রাইভেট?'

বাধা পেলেও, ল্যারি ব্রায়ানের চেহারায় কোন অপ্রতিভ ভাব ফুটল না। তিনি যেন জানতেন এ-ধরনের পরিস্থিতির মধ্যেই পড়তে হবে

তাঁকে। বললেন, 'এক অর্থে এটাকে আপনি অফিশিয়াল বলতে পারেন। আবার, প্রাইভেটও বটে। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা এত বেশি প্রাইভেট আর গোপনীয় যে আমাদের এই আলোচনার কথা জানাজানি হয়ে গেলে আমি বিপদে পড়ব, আর তাই আমাকেও চেষ্টা করতে হবে আপনি যাতে বিপদে পড়েন…।'

এ-ধরনের হুমকি শুনলে রাগ হবারই কথা রানার, যদিও বলার ভঙ্গি লক্ষ করে হেসে ফেলল ও। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জানতে চাইল, 'বলতে চাইছেন, আমাকে বিপদে ফেলার ক্ষমতা আপনি রাখেন?'

'বতসোয়ানা সরকারকে সবচেয়ে বেশি আর্থিক সাহায্য দেয় কানাডা,' বললেন ল্যারি ব্রায়ান। 'আমরা অনুরোধ করলে আপনাকে এ-দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে—অজুহাত তো একটা তৈরি হয়েই আছে, তাই না, মি. রানা?'

'আপনি ভুল করছেন। যে ঘটনাটা ঘটেছে, এমনিতেই আমাকে বতসোয়ানা সরকার অবাঞ্ছিত ঘোষণা করবে বলে মনে হয়। অর্থাৎ আপনার হুমকির কোন তাৎপর্য নেই।'

'সত্যি নেই,' স্বীকার করলেন ল্যারি ব্রায়ান। 'আপনি ব্যাপারটাকে হুমকি হিসেবে নিয়েছেন দেখে সত্যি আমি দুঃখিত। আমি আসলে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে কথাটা বলেছি। যাই হোক, এ-কথা তো মানেন যে বতসোয়ানা সরকারের ওপর কানাডা সরকারের যে প্রভাব রয়েছে, ইচ্ছে করলে আমরা সেটা আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার কাজে ব্যবহার করতে পারি?'

'আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম, কি চান আপনি?' রানার কণ্ঠস্বর সামান্য তীক্ষ্ণ ও কঠিন হলো।

'পরিস্থিতিটা আগে পরিষ্কার হোক, কেমন?' হাসি হাসি মুখে রানার দিকে তাকালেন ল্যারি ব্রায়ান। 'আপনি একটা কনসেশনের মালিক। গেম ডিপার্টমেন্টের নিয়মকানুন সম্পর্কে আমার ভাল ধারণা নেই, তবে জানতে পেরেছি যে তিন দিন আগে একজন মক্কেলের হয়ে চিতাবাঘের

টোপ হিসেবে আপনি একটা হরিণকে গুলি করে মেরে ফেলেন। হরিণটা ছিল নির্দিষ্ট কোটার অতিরিক্ত—অর্থাৎ সিরিয়াস অফেন্স। সাপ্লাই প্লেনের পাইলট ব্যাপারটা আবিষ্কার করে, সে তার নিজের লাইসেন্স রক্ষা করার জন্যে গেম ডিপার্টমেন্টকে ঘটনার কথা জানিয়ে দেয়। এর ফলে, দু'চারদিনের মধ্যে আপনার লাইসেন্স বাতিল করা হবে, সম্ভবত বতসোয়ানা ছেড়ে চলে যেতেও বলা হবে আপনাকে। এবং, এরপর আপনি আর কোথাও কনসেশনের মালিক হতে পারবেন না…,' বিরতি নিলেন তিনি, তারপর শেষ করলেন এই বলে, '…যদি না আপনার হয়ে ওপর মহলে কেউ সুপারিশ করে।'

চুপ করে থাকল রানা। ওপর মহল বলতে এখানে বুঝতে হবে দেশটার কর্ণধারকে। একমাত্র তিনি চাইলেই গেম ডিপার্টমেন্ট ওকে প্রাপ্য শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে। অত ওপরে পৌঁছুবার সামর্থ্য রানার নেই, অন্তত নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ না করে। না, একটা কনসেশনের জন্য বাংলাদেশ বা বিসিআই-এর ভাবমূর্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়।

'মি. রানা, আপনার হয়ে ওপর মহলে সুপারিশ করতে রাজি আছি আমি। পুরোপুরি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, আপনার লাইসেন্স বাতিল করা হবে না। সবাই এমন ভাব দেখাবে, যেন কিছুই ঘটেনি।'

'এবং আপনি আমার এই উপকারটুকু করতে চাইছেন, কারণ বোবা-কালা-অন্ধ একটা মেয়ে আছে আপনার, তাই না? কিন্তু আমি তো বিয়ে করতে প্রস্তুত নই, সিদ্ধান্ত নিয়েছি চিরকুমার থাকব।'

ল্যারি ব্রায়ান রানার রসিকতায় হাসলেন না। পকেট থেকে একটা ফটো বের করলেন তিনি, তারপর টেবিলে পড়ে থাকা ম্যাপটার ভাঁজ খুললেন। 'এক অর্থে আপনি ঠিকই ধরেছেন, মি. রানা। ইনি আমার মেয়ের মতই। তবে আপনি যা ভাবছেন তা নয়—বোবা-কালা বা অন্ধ নন। এটা দেখলেই ধারণা করতে পারবেন।'

তাঁর হাত থেকে ফটোটা নিল রানা।

'তাঁর নাম ডোরা ডারবি। এখানে কোথাও আছেন তিনি···।' ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখলেন ল্যারি ব্রায়ান।

ফটোটা ভাল করে দেখার পর মুখ তুলল রানা। না, অন্তত অন্ধ নয়। হয়তো বোবা-কালাও নয়। সুন্দরী, প্রাণবন্ত। তো কি হলো?

বলার তেমন কিছু নেই। যতটুকু আছে, সংক্ষেপে দ্রুত সারলেন ল্যারি ব্রায়ান। জিম্মি করা হয়েছে। মুক্তিপণ চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। টিনের কৌটা কোথায় ফেলতে হবে। তারপর, তিনি কি ভাবছেন। ওয়ান ম্যান মিশন হতে হবে। ওকে সাহায্য করার জন্যে দু'জন আফ্রিকান থাকবে সঙ্গে। জঙ্গলের ভেতর টেরোরিস্টদের ক্যাম্পটা খুঁজে বের করতে হবে ওকে। অকস্মাৎ হামলা চালিয়ে জিম্মিকে উদ্ধার করবে ও।

শুধু দুটো কথা চেপে গেলেন ল্যারি ব্রায়ান। এক, তাঁর পিছনে বস্ আছে। দুই, ডোরা ডারবির সঙ্গে ডেকা বারগামের যোগাযোগ। প্রথমটা চেপে গেলেন এই ভেবে যে বস্ জড়িত আছে জানলে প্রস্তাবটা রানা গ্রহণ করতে চাইবে না। দ্বিতীয়টাও একই কারণে গোপন রাখলেন—এর মধ্যে ডেকা বারগাম জড়িত, এটা জানতে পারলে রানা আন্দাজ করে নেবে নেপথ্যে অবশ্যই কলকাঠি নাড়ছে বস্।

'কি যেন নাম বললেন তার?' জানতে চেয়ে ফটোটা আবার তুলে নিল রানা। ল্যারি ব্রায়ানের বক্তব্য চুপচাপ শুনে গেছে ও। চেহারা দেখে বোঝা যায়নি, তবে অত্যন্ত অবাক হয়েছে। শুধু অবাক হয়নি, রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়ে বিপদের ঝুঁকি নেয়ার নেশাটা মাথাচাড়া দিয়েছে ওর মনে। যদিও এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি।

'ডোরা ডারবি।'

'এরকম শরীর ও চেহারা নিয়ে জঙ্গলে আর মরুভূমিতে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে? কই, ড্রপ-জোনের কোঅর্ডিনেটস দেখি।'

'এই যে।' একটা কাগজে লিখে রেখেছেন ল্যারি ব্রায়ান, রানার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিলেন। কাগজটা নিয়ে ম্যাপের সঙ্গে মেলাল

রানা।

মোরেৎসি ডিপ্রেশন-এর উত্তরে ছোট একটা প্যান, কালাহারির খাঁ-খাঁ শূন্য এলাকার একটা। ম্যাপ ও ফটো, দুটোই আবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। কোঁকড়ানো সোনালি চুল, গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা ব্লাউজ; বিশাল মরুভূমির নগণ্য একটা কণা, যেখানে টিনের কৌটাটা ফেলার কথা; বোঝার চেষ্টা করল দুটোর মধ্যে কি মিল বা যোগাযোগ থাকতে পারে। নিজের অবস্থার কথাও ভাবল, ভাবল ল্যারি ব্রায়ানের অদ্ভুত প্রস্তাব সম্পর্কে। অবশেষে মুখ তুলল ও, বলল, 'ব্যাপারটা এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনি সত্যি আশা করেন সশস্ত্র একটা সাফারি নিয়ে ওখানে যাব আমি, আপনারা যখন প্যারাস্যুট নামাবেন আমি তখন আড়াল থেকে নজর রাখব টেরোরিস্ট গ্রুপটার ওপর, তারপর যেভাবে হোক উদ্ধার করে আনব জিম্মিকে? ব্যাপারটাকে আপনি এতই সহজ মনে করছেন?'

'আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছি, মি. রানা।'

'কিন্তু বতসোয়ানায় এ-ধরনের একটা মিশনের আয়োজন করা কি ভাবে সম্ভব? ট্রাক লাগবে, লোকজন লাগবে, অস্ত্র লাগবে। কে দেবে এ-সব আমাকে? যাদুর লাঠি ঘোরাব, অমনি আকাশ থেকে পড়বে সব?'

'আপনি অনভিজ্ঞ বা আনাড়ি নন, মি. রানা,' ল্যারি ব্রায়ান বললেন। 'প্রস্তাবটা যদি গ্রহণ করেন, সমস্ত আয়োজন আপনাকেই করতে হবে। কিভাবে করবেন, আপনার ব্যাপার। আমি শুধু জানি, এ-ধরনের একটা কঠিন কাজ করতে পারবে এমন এক যোগ্য লোককেই প্রস্তাবটা দিয়েছি। আমাকে বলা হয়েছে, কালাহারি সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা আছে। বলা হয়েছে, একমাত্র আপনার দ্বারাই এ-কাজ সম্ভব। আর যদি প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেন, অনুরোধ করব আপনার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে এটা যেন প্রকাশ না পায়। পরে আর আপনার সঙ্গে কোনদিন আমার দেখা বা কথা হবে না।'

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে রানা। ফটোর মেয়েটা ওকে আকৃষ্ট করছে,

অস্বীকার করে লাভ নেই। একটা রোমাঞ্চকর অভিযানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, এ-ও সত্যি। কিন্তু এর মধ্যে আর কিছু নেই তো? কেমন যেন খটকা লাগছে ওর। তারপর ভাবল, বিনিময়ে কনসেশনটা ফেরত পাওয়া যাবে। ওর লাইসেন্স বাতিল করা হবে না। বিশটা পরিবার খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে।

কিন্তু কাজটা অত্যন্ত কঠিন, প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। এটা আসলে সামরিক বাহিনীর কাজ, অ্যান্টি-টেরোরিস্ট ইউনিটের। তাছাড়া, কত রকম ইকুইপমেন্ট দরকার হবে। হাই-ভেলোসিটি হান্টিং রাইফেল কোন কাজে আসবে না, দরকার হবে আর্মি-ইস্যু রিপিটার—এমন এক অস্ত্র যা বতসোয়ানায় পাওয়া প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, যেহেতু এখানে অস্ত্রের কোন দোকানই নেই।

প্ল্যানটাও উদ্ভট। ড্রপ-জোনের কাছে লুকিয়ে থাকতে হবে। টেরোরিস্টদের পিছু নিয়ে দেখে আসতে হবে কোথায় তারা ঘাঁটি গেড়েছে। তারপর হামলার প্রস্তুতি নিতে হবে, হানা দিয়ে ছিনিয়ে আনতে হবে জিম্মিকে। ঘাঁটির এক মাইলের মধ্যেও পৌঁছুতে পারবে না ও, তার আগেই জিম্মিকে খুন করে ফেলবে তারা—টিনের কৌটা পড়ার পর তাদেরকে যদি অনুসরণ করার সুযোগ পায়ও।

না, গোটা ব্যাপারটাই উদ্ভট পাগলামি। পাগলামি আর আত্মঘাতী। সেই কথাই বলতে চাইল ও, কিন্তু মুখ খুলতে গিয়েও খুলল না। পাগলামি, তবে অসম্ভব নয়। পাগলামি এই অর্থে যে সাংঘাতিক বিপজ্জনক, আর বিপজ্জনক বলেই এর মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ আছে। বিপদের ভয়ে কোন কাজ থেকে পিছিয়ে এসেছে, এরকম কোন দৃষ্টান্ত ওর জীবনে আছে কি? নেই। প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করলে এটাই প্রথম হবে। না, অসম্ভব নয়। ল্যারি ব্রায়ান বলছেন, টেরোরিস্টরা দশজনের বেশি হবে না। ঠিকই বলেছেন তিনি। পানি আর রসদের কারণেই দলটা ছোট হবে। সন্দেহ নেই, টেরোরিস্টরা বেকার যুবক, ডাকাতদের দলে নতুন নাম লিখিয়েছে—অনভিজ্ঞ, অস্থির, দিশেহারা।

প্রস্তুতি নিতে পারলে রানা একাই ওদেরকে কাবু করতে পারবে।

'আরেকটা কথা, মি. রানা,' নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ল্যারি ব্রায়ান। 'আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, ডোরা ডারবিকে আমি আমার মেয়ের মত বলেছি। শুধু আমি নই, প্রতিটি কানাডিয়ান তাঁকে মেয়ের মতই স্নেহ করেন। আমি বলতে চাইছি, মানবিক কারণেও কি আপনি সাহায্য করতে পারেন না?'

রানার মনের সবচেয়ে কোমল জায়গা স্পর্শ করলেন ল্যারি ব্রায়ান। তাঁর দিকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর ম্যাপটা আবার টেনে নিল নিজের দিকে। 'ঠিক আছে, সব কথা বলুন শুনি।'

## চার

দরজা খুলে গেল, বাইরের কড়া রোদ ধাঁধিয়ে দিল চোখ। পরমুহূর্তে বন্ধ হলো সেটা, আবার প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল কুঁড়েঘরটা। 'এসো, নকমি।'

এগিয়ে এসে ডেকা বারগামকে একটা কাগজ দিল ছেলেটা। ভাঁজ খুলে দ্রুত পড়ল বারগাম। ক্যাম্প থেকে পাঠানো সাপ্তাহিক রিপোর্ট—শহরের বাইরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে একটা রিসিভার, রেডিওর মাধ্যমে সেখানে পাঠানো হয়েছে কোড করা কয়েকটা শব্দ, বয়ে এনেছে কিশোর বাহক। 'খুশি হলাম,' বলল বারগাম। 'ওদেরকে বলবে, এখান থেকে কোন মেসেজ যাবে না।'

ছেলেটা বেরিয়ে গেল, মাটির মেঝেতে শান্ত পা ফেলে কুঁড়েটার পিছন দিকে হেঁটে এল বারগাম। গরম পড়েছে—নিষ্ঠুর অত্যাচারের মত।

কপাল থেকে ঘাম মুছে কান পাতল সে।

বাইরে থেকে ভেসে আসছে দৈনন্দিন কোলাহল—ভাঙাচোরা ট্রাক ছুটে যাচ্ছে, অনবরত হর্ন বাজাচ্ছে মোটরগাড়ি, ছেলেপিলেরা চিৎকার করছে, ঘেউ ঘেউ করছে একদল কুকুর। রাতে শব্দগুলোর ধরন বদলে যায়—তখন মেয়েদের আর্তনাদ শোনা যায়, স্বামীরা পিটিয়ে লাশ বানায়; মদ খেয়ে মাতলামি করে চোর-ছ্যাঁচড়রা, যুবকরা ছুরি হাতে পরস্পরকে ধাওয়া করে; শোনা যায় পুলিশের বাঁশি আর পেট্রল কারের সাইরেন। চব্বিশ ঘণ্টার কখনোই শান্ত হয় না এই নরক।

এ তার জন্মভূমি, কিন্তু ঘৃণা করে সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে। গোটা দেশটাকে দমিয়ে রাখা হয়েছে, শ্বেতাঙ্গরা কালোদের সমস্ত অধিকার ও ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে রাজত্ব করে যাচ্ছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবে? কালোরাই তোমার সঙ্গে বেঈমানী করবে, ধরিয়ে দেবে শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে। নয়ত টেরও পাবে না কিভাবে একদিন খুন হয়ে যাবে তুমি।

এই বস্তি থেকে মাত্র বিশ মাইল দূরে, জোহানেসবার্গকে শুধুমাত্র স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ওখানে ভবনগুলো আকাশ ছুঁয়েছে, রাস্তাগুলো চওড়া আর পরিচ্ছন্ন, শ্বেতাঙ্গরা সেখানে আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করছে। অথচ এখানে, কালোদের মধ্যে, শুধুই নোংরামি আর দুর্গন্ধ, মারামারি আর হিংসা-দ্বেষ, হত্যা আর ধর্ষণ।

শিউরে উঠল বারগাম। মাঝে মধ্যে তার ভেতর এমন উথলে ওঠে ঘৃণা, নিজেকে অসুস্থ লাগে। এই যেমন এখন। কোথাও কোন আশা দেখতে পায় না সে। চারদিকে এমন কেউ নেই যার ওপর আস্থা রাখা যায়। সেই পনেরো বছর বয়েস থেকে কালোদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জড়িত নেতাদের দেখে আসছে সে। প্রায় সব ক'টাই সুযোগসন্ধানী আর নীতিহীন, লাভ দেখলেই ডিগবাজি খায়, জলাঞ্জলি দেয় স্বজাতির স্বার্থ। নেতাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজেই একটা গ্রুপ তৈরি করে সে, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী সংগ্রহ করার চেষ্টা চালায়।

তারপর দীর্ঘ কয়েক বছরের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র আর প্রতারণার ইতিহাস। নেতা হিসেবে যারা নাম করেছে তারা চায় না নতুন কোন নেতার জন্ম হোক। তারাই তার পিছনে শ্বেতাঙ্গ পুলিসকে লেলিয়ে দেয়। অবশেষে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয় সে। কিন্তু গ্রুপটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে তো? অস্ত্র লাগবে তো? বেকার যুবকদের খেতে-পরতে দিতে হবে তো? টাকা রোজগারের সহজ পথটাই বেছে নিতে হয় তাকে—ব্ল্যাকমেইল আর ডাকাতি।

মেঝের দিকে তাকাল বারগাম। 'আর কতক্ষণ লাগবে তোমার?' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'ধৈর্য ধরো, বন্ধু, ধৈর্য ধরো...।' ম্যাপ থেকে মাথা তুলে একটা হাত ঝাঁকাল আব্রাহাম গামবুটি। 'পাঁচটা জায়গা বাছতে বলেছ তুমি আমাকে, সময় তো লাগবেই। কাজ শেষ হলে তোমাকে জানাব আমি।'

'ঈশ্বরের দোহাই, তাড়াতাড়ি করো।' গামবুটির দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকল বারগাম। এই লোকের সাহায্য নিতে বাধ্য হতে হয়েছে তাকে, কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় আবার গরম হয়ে উঠছে তার মাথা।

আধবুড়ো গামবুটি একটা মাতাল, একটা 'কালারড্'। কালো আর শ্বেতাঙ্গদের মাঝখানে আলাদা একটা নমুনা। ডেকা বারগামের দৃষ্টিতে গামবুটি আবর্জনা বিশেষ। কিন্তু সে শিক্ষিত, অনেক বছর ধরে একটা ব্রিটিশ ট্রেডিং কোম্পানীর পক্ষে কালেকশন এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বতসোয়ানায় ছড়িয়ে আছে এই কোম্পানীর অসংখ্য দোকান। বারগাম যখন জানল যে ডোরা ডারবি চিতাবাঘ দেখার জন্যে ওখানে গেছে, স্বভাবতই গামবুটির কথা মনে পড়ে যায় তার। প্ল্যানটা কি রকম হবে তার একটা ছক করে ফেলে সে। ফিরে আসে শহরে, টাকা আর সস্তা জিন সেধে কাজটা করে দিতে রাজি করিয়ে ফেলে গামবুটিকে।

আধবুড়ো লোকটা এই মুহূর্তে সীমান্ত বরাবর কোথায় কোথায় অস্ত্র

ডেলিভারি নেয়া হবে তা বেছে বের করছে।

কাঠের খালি একটা বাক্সের ওপর বসে বোতল থেকে সরাসরি জিন খেলো বারগাম। তার পেটা লোহার মত বিশাল শরীরটা দরদর করে ঘামছে।

'দেশটা বিশাল,' আপনমনে বিড়বিড় করছে গামবুটি। 'যেহেতু তোমার কাছে অস্ত্র আছে, পানি আছে, সব কিছু আছে, তাই ভাবলে তুমিই সেরা, দেশটাকে লাগাম পরাতে পারবে। কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে লাথি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লে। আমার মনে আছে, আমরা একবার একগাদা সাপের গায়ে ক্যাম্প ফেলেছিলাম। রাতের অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারিনি… ।'

'তোমার বকবকানি থামাও তো!' ধমক দিল বারগাম।

'কেন? মরুভূমিকে তোমার খুব ভয়, না?'

'ওহ্ গড!'

চাপাস্বরে খিকখিক করে হেসে উঠল গামবুটি। বাক্স ছেড়ে দাঁড়াল বারগাম, অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল।

গামবুটি ঠিকই ধরেছে। কালাহারি সম্পর্কে মাত্র অল্প ক'দিনের অভিজ্ঞতা তার, মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্যে তা-ই যথেষ্ট। শহরের ওপর তার বিতৃষ্ণা আছে, তবে শহরটাকে সে চেনে, বিতৃষ্ণার কারণগুলো জানে। মরুভূমি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার—যা কিছু সে জানে বা কল্পনা করতে পারে তার কিছুর সঙ্গেই মেলে না। এর বিশালত্ব, এর ভয়াবহতা, এর নির্জনতা—প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যেন শ্বাসরুদ্ধকর, গ্রাস করতে চায়। ঝোপের আড়ালে স্যাৎ করে কি যেন ছুটে যায়, গা ছমছম করে। আকাশে শকুনদের নীরব উপস্থিতি, ভয় ধরিয়ে দেয় তার মনে। আর অসহ্য গরম, অথচ এক ফোঁটা পানি নেই।

মাত্র দু'হপ্তা ছিল বারগাম, তাতেই তার শিক্ষা হয়ে গেছে। ডোরা ডারবি বা অন্যান্যদের যা-ই বলে থাকুক, দ্বিতীয়বার আর ওদিকে যাবে না সে। তার যাবার কোন দরকারও নেই। রেডিওতে ভালই যোগাযোগ

রাখা যাচ্ছে। আলফ্রেড শেঙ্গি, তার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, সহজেই সংগ্রহ করতে পারবে টিনের কৌটাটা। তার বরং এখানে থেকে অস্ত্র ডেলিভারি নেয়ার জন্যে ড্রপ-সাইট মনিটরিং করা উচিত। সেই যুক্তি দেখিয়েই এখানে রয়ে গেছে সে। যদিও মনে মনে জানে, এখানে থেকে যাবার আসল কারণ সেটা নয়।

আসল কারণ হলো, জীবনে এই প্রথম ভয় পেয়েছে ডেকা বারগাম।

পায়চারি থামিয়ে দরজার গায়ে সরু ফাটলে চোখ রাখল সে। দশ টনি একটা ট্রাক সিমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে, ধোঁয়া আর ধুলো উড়ছে চারদিকে। রাস্তার কিনারা থেকে এক ছেলে একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ল, ড্রাইভিং কেবিন লক্ষ করে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ড্রাইভার, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক। ছেলেটা চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেছে।

দরজার কাছ থেকে পিছিয়ে এল বারগাম। এ-ধরনের দৃশ্য কয়েকশো বার দেখেছে সে। এ সমাজে কিছুই যেন কখনও বদলায় না, বদলাবেও না। কিভাবে বদলাবে? দেশটাকে কেউ ভালবাসলে তো! সবাই যে যার ভাগ্য বদলাবার তালে আছে। হ্যাঁ, সবার মত তাকেও নিজের ভাগ্য বদলাবার জন্যে কাজ করে যেতে হবে। করছেও তাই। দলটাকে আরও বড় করবে সে, আধুনিক অস্ত্রে সাজাবে। শ্বেতাঙ্গ অশ্বেতাঙ্গ কোন বাছবিচার নেই, স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে সবার বাড়িতে হানা দেবে, কেড়ে নেবে সোনা আর টাকা।

'শুনতে পাচ্ছি তুমি নাকি একটা খনি পেয়েছ?' গামবুটিও বোতল থেকে সরাসরি জিন খাচ্ছে। 'খুবই নাকি দামী জিনিস। দামী আর নরম, সুন্দর আর রসালো। সত্যি নাকি?

'কার কাছে শুনলে?'

'শুনলাম।' বোতলটা নামিয়ে রেখে কাঁধ ঝাঁকাল গামবুটি। 'আরও শুনলাম, সে এমন একটা খনি, তাকে নাকি সবদিক থেকে উপভোগ করা যায়।'

এগিয়ে এল বারগাম। একটা হাত বাড়িয়ে গামবুটির শার্টের কলার

ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, তুলে ফেলল শূন্যে, তারপর ওভাবে ধরে রেখেই ঘন ঘন ঝাঁকাল। 'কি শুনেছ ভুলে যাও। আর যদি কখনও তার কথা তোমার মুখে শুনি, জ্যান্ত কবর দেব। মনে থাকবে?' কথা শেষ করে গামবুটিকে ছুঁড়ে দিল এক কোণে। মেঝেতে একটা ভারি বস্তার মত পড়ল সে, থরথর করে কাঁপছে।

পিছিয়ে আবার দেয়ালের কাছে ফিরে বাক্সটার ওপর বসল বারগাম। ছেলেটা নিশ্চয়ই মুখ খুলেছে, ভাবল সে। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে ডোরা ডারবির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছে গামবুটিকে। গামবুটি ডোরা ডারবি সম্পর্কে জানে, এটা একটা দুঃসংবাদ। যদিও যথেষ্ট ভয় পেয়েছে গামবুটি, এ-প্রসঙ্গে আর কথা বলবে না সে। তবে ছেলেটার ব্যাপারে একটা কিছু করতে হবে তাকে। গামবুটি বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে, এটা তার রাগের কারণ নয়। মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল তার বলার সুরে নোংরা ইঙ্গিত থাকায়।

ডোরা ডারবি। যখনই তার কথা মনে পড়ে, বারগামের সব কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। আশ্চর্য কিছু স্মৃতি ভিড় করে আসে মনে, বুকের ভেতর উথলে ওঠে আবেগ, অনুভূতিগুলো পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়। মেয়েটা শ্বেতাঙ্গিনী। অত্যন্ত বদরাগী, জেদী আর অস্থির। তার সামনে যত বড় বাধাই আসুক, চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে সব ভেঙেচুরে একাকার করে দিয়ে এগিয়ে যাবে, কেউ তাকে রুখতে পারবে না।

কালো হোক আর সাদা, জীবনে এরকম মেয়ে দ্বিতীয়টি দেখেনি ডেকা বারগাম। প্রথম পরিচয় তাঞ্জানিয়ায়, ডোরা ডারবিরই ক্যাম্পে। মাত্র কয়েক মিনিটের পরিচয়, সহজ সুরে তাকে একটা ফরমাশ করল সে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হয় তার, অপমানে জ্বালা করে ওঠে গা। তারপর হঠাৎ করেই উপলব্ধি করে সে, তার গায়ের রঙের সঙ্গে ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক নেই। সে সাদা নাকি কালো, ডোরা ডারবি তা খেয়ালই করেনি। ডোরা ডারবির দৃষ্টিতে দুনিয়ার বুকে মাত্র দু'ধরনের প্রাণী আছে— পশু আর মানুষ। প্রথমটা সম্পর্কে তার দরদ আর শ্রদ্ধাবোধ

সীমাহীন, দ্বিতীয়টা সম্পর্কে কোন মাথাই ঘামায় না।

ওখানে দু'হপ্তা ছিল বারগাম, ডোরা ডারবির দ্বারা সম্মোহিত। তার সঙ্গে গল্প করেছে মেয়েটা, লেকচার দিয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, গড়গড় করে বলে গেছে আফ্রিকার ইতিহাস, বন্যপ্রাণীদের কাহিনী—যা আগে কখনও কারও মুখে শোনেনি সে। ক্ষুধার্ত বারগাম তার বক্তব্য গোগ্রাসে গিলেছে, কালো আফ্রিকা ও নিজের ইতিহাস জেনেছে, মনে হয়েছে এতকাল অন্ধকারে থাকার পর আলোর জগতে পা ফেলেছে সে।

মেয়েটার সঙ্গে তার প্রেম হয়নি, না। হায় ঈশ্বর, এরকম একটা মেয়েকে কিভাবে ছোঁয়া যায়! ডোরা ডারবির মত মেয়েকে কেউ কোন দিন পায় না। ওদের দু'জনকে নিয়ে যে গল্প রটেছে তা তারই বানানো, পুরুষদের খোরাক হিসেবে পরিবেশিত। এ-সব রটিয়ে নিজের ভাবমূর্তি বাড়িয়ে নিয়েছে সে, বাড়িয়ে নিয়েছে দলের ভাবমূর্তি—সাদা এক ভদ্রমহিলাকে ভোগ করার কৃতিত্ব ক'জন কালো লোক দেখাতে পারে?

তারপর কালাহারিতে ডোরা ডারবির নতুন ক্যাম্পে গেল বারগাম। সেই থেকে অদ্ভুত একটা মানসিক অস্থিরতা পেয়ে বসেছে তাকে। নিজেকে তার বিব্রত মনে হয়, দিশেহারা বোধ করে। ডোরা ডারবি তার হাতে বন্দী, অথচ মনে হয় ঘটেছে আসলে উল্টোটা, সেই যেন ডোরা ডারবির হাতে বন্দী। নতুন ক্যাম্পে ওকে দেখে খুশি হয় ডোরা ডারবি, খুব খাতির-যত্ন করে। সে কি চায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বারবার তোতলায় বারগাম, ঘেমে গোসল হয়ে যায়। অথচ প্রস্তাবটা শুনেই রাজি হয়ে গেল ডোরা ডারবি, একটুও ইতস্তত করেনি। শুধু একটা শর্ত দেয়, তার কাজে যেন কোন রকম বিঘ্ন ঘটানো না হয়। তার প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়ে মেয়েটা যেন তাকেই বন্দী করে ফেলেছে। তার কথাগুলো স্পষ্ট মনে আছে বারগামের। 'আমাকে পুঁজি করে তুমি যদি লাভবান হতে পারো, আমার কোন আপত্তি নেই।'

এই মুহূর্তে মরুভূমিতে রয়েছে ডোরা ডারবি, পাঁচশো মাইল দুর্গম উত্তরে, এমন স্বাভাবিকভাবে নিজের কাজ করে যাচ্ছে যেন কিছুই

ঘটেনি।

'এখনও তোমার কাজ শেষ হলো না?' জিজ্ঞেস করল বারগাম, ঝাঁকি খাবার পর থেকে মাথা নিচু করে কাজ করছে গামবুটি। 'তাড়াতাড়ি করো।'

দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল ছেলেটা। 'পেট্রল···এদিকেই আসছে।'

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ব্যস্ত হাতে ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে গুঁজে রাখল গামবুটি, পর্দা সরিয়ে কুঁড়েঘরের আরেক অংশে চলে গেল বারগাম।

পুলিস নিয়মিতই টহল দেয় এদিকটায়। প্রতিবারের মত এবারও হয়তো তারা পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। তবে ওরা যদি গোপন সূত্রের খবর পেয়ে এসে থাকে, কুঁড়েঘরটাকে ঘিরে ফেলবে। সেক্ষেত্রে সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে বারগামকে, যদিও শেষ রক্ষা সম্ভব কিনা নির্ভর করে নিয়তির ওপর।

সুড়ঙ্গের মুখে শুয়ে গাড়ির আওয়াজ শুনছে বারগাম, আর ডোরা ডারবির কথা ভাবছে। গামবুটির কথাটা মিথ্যে নয়, সে একটা খনিই বটে। তার জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান খনি।

পুলিসের গাড়ি কাছে চলে এল। পর্দার ফাঁক দিয়ে বারগাম দেখল, মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে গামবুটি।

দরদর করে ঘামছে বারগাম। অপেক্ষা করছে।

## পাঁচ

দলের আরও পাঁচ-সাতটা বেবুনের মত এটাও দু'বছর বয়েসী একটা

পুরুষ, তবে পার্থক্য হলো এটা বাকিগুলোর চেয়ে লম্বা-চওড়া আর শক্তিশালী। আচরণে আক্রমণাত্মক একটা ভাব আছে, কৌতূহল খুব বেশি, রোমাঞ্চের গন্ধ পেলে নিজেকে সামলাতে পারে না।

স্ত্রীলোকটিকে গত এক হপ্তা ধরে লক্ষ করছে সে। লক্ষ করছে আর তার গন্ধ শুঁকছে। মেয়েটা প্রথম তাকে এই গন্ধ দিয়েই আকৃষ্ট করে। গন্ধটা তার নাকে আশ্চর্য ঝাঁঝালো অথচ মিষ্টি নেশা ধরানোর মত লাগে। প্রথমে সে বুঝতে পারেনি ঠিক কোথা থেকে আসছে গন্ধটা, শুধু অনুভব করতে পারে অদৃশ্য কুয়াশার মত স্ত্রীলোকটিকে ঘিরে আছে। তারপর এক সকালে, ও যখন পানির কিনারায় বসে নিজেকে পরিষ্কার করছিল, ওর মাথার চুল আর নাভীর নিচে একই রঙের লোম দেখতে পেয়ে, দুটোর মধ্যে একটা যোগাযোগ খুঁজে পায় সে। পুরুষ বেবুন এবার গন্ধটার উৎসও আন্দাজ করে নেয়।

তারপর থেকে, কৌতূহলের চরমে পৌঁছে, ঠিক কোন্ ইচ্ছে থেকে নিজেও জানে না, ধীরে ধীরে কাছে আসতে শুরু করে সে। কিন্তু যতবারই কাছাকাছি হতে চেয়েছে, তাকে ছুঁতে চেয়েছে, গন্ধর উৎসটা চাটতে চেয়েছে, ততোবারই স্ত্রীলোকটির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে সে। ফলে আতঙ্কে অস্থির হয়ে পালিয়ে না এসে উপায় কি। একবার সরে আসতে দেরি করে ফেলে সে, আঁচড়ে তার কান থেকে রক্ত বের করে দিয়েছে। আরেকবার দলের সর্দার, বেহায়াপনা করার অপরাধে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে তাকে। কিন্তু তারপর আতঙ্ক কমে এলেই, উত্তেজনা আর ইচ্ছেটা বাড়লেই, মেয়েটার ওপর নজর দিয়েছে সে, অপেক্ষায় থেকেছে গন্ধের উৎসটা সম্পর্কে জানার সুযোগ আসবে এই আশায়।

সেদিন বিকেলে বুড়ো সর্দার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে ঝিমুচ্ছিল। তাকে ঘিরে গোটা পালটা চরছে, শুকনো ঘাসের শিকড় খাচ্ছে। এক জোড়া বেবুন বসে আছে উঁচু পাথরের মাথায়, নজর রাখছে শত্রুরা কেউ এদিকে আসে কিনা। এই সুযোগে পুরুষটা সতর্ক চোখে তাকাল মেয়েটার দিকে। বাকি সবার চেয়ে খানিকটা দূরে রয়েছে সে, ধুলোর

ওপর বসে গা থেকে উকুন না কি যেন বাছছে। গন্ধটা আজও আবার ভেসে এল তার নাকে—ঝাঁঝালো আর মিষ্টি। দিশেহারা বোধ করল সে, একটা নেশা জাগছে। খস খস করে পেট চুলকাল সে, চাপা স্বরে আওয়াজ ছাড়ল একটা। মুখ তুলে তার দিকে তাকাল মেয়েটা। তাকিয়েই থাকল।

পুরুষটা মনস্থির করে ফেলল। সামনের দিকে ছুটে গেল সে, তারপর একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করল, সবশেষে পশ্চিম অর্থাৎ পিছন থেকে এগোল মেয়েটার দিকে।

সেই মুহূর্তে নড়ে উঠল চিতাবাঘও।

গত দু'ঘণ্টা ধরে, সব ক'টা বেবুনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, কয়েকটা পাথরের আড়ালে নিকষ কালো একটা ছায়ার মত স্থির হয়ে অপেক্ষা করছিল সে। এই মুহূর্তে, ক্ষিপ্র এক নড়াতেই মাটি থেকে সিধে হয়ে ছুটে এল, তার তীব্র গতির উৎস যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। চিতাবাঘের আওয়াজ শুনতেই পায়নি বেবুনটা, তবে দ্রুতগতি পা বাতাসে একটা কাঁপন সৃষ্টি করল, কানে সেটা অনুভব করে বিদ্যুৎবেগে ঘুরল সে, ঘাড়ের ওপর লোমগুলো খাড়া হয়ে গেছে। পালটার কাছে ফিরে আসার চেষ্টা করল সে, সময় পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে আতঙ্কে চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

চিতাবাঘ কোণাকুণি একটা পথ ধরে ছুটে আসছে, নিঃসঙ্গ বেবুন আর পালটার মাঝখানে পৌঁছুতে চায়। পালের সব ক'টা বেবুন ভয়ে ও অক্ষম রাগে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে রোমান্সপ্রিয় তরুণ বেবুনটাও। থামল চিতাবাঘ, নিচু হয়ে পেট ঠেকাল মাটিতে, তারপর অত্যন্ত ধীর ও সতর্ক ভঙ্গিতে সামনে এগোল। তার কালো মুখোশ ভাবলেশহীন, তবে হলুদ চোখ দুটো নিষ্পলক আর সরু হয়ে উঠল। তার সামনে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো বেবুনটা, পা দুটো মাটি খুঁড়ছে, আতঙ্কে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা, তবে এখনও চিৎকার করছে। তিন ফুট দূরে স্থির হলো চিতাবাঘ। বেবুনটাকে এক মুহূর্ত দেখল সে।

তারপর একটা থাবা বাড়িয়ে বেবুনের মাথায় আঘাত করল অনায়াসে, প্রায় অলসভঙ্গিতে, যেন একটা বিড়াল মাছি ধরার চেষ্টা করল।

কালো থাবার দিকে হাত ঝাপটা মারল বেবুন, কিন্তু থাবাটা তখন নেই ওখানে। ইতিমধ্যে লাফ দিয়েছে চিতাবাঘ, মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়েছে, পরমুহূর্তে বেবুনের ঘাড়ের ওপর ভারি পাথরের মত নামল। চোয়াল দিয়ে তরুণ বেবুনের খুলিতে চাপ দিল সে, ভেঙে গুড়িয়ে দিল সেটা, মেরে ফেলল তাকে।

খেঁকিয়ে উঠল চিতাবাঘ, শিকার শুরু করার পর এটাই তার প্রথম শব্দ, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। পালটা এরইমধ্যে পালাতে শুরু করেছে, ঝোপের আড়ালে হারিয়ে যাওয়ায় তাদের চিৎকার ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে। চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে এলাকাটা দেখে নিল সে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী চোখে পড়ল না। সবশেষে ভাঙা খুলির রক্ত চাটল, খেতে বসল শান্ত হয়ে।

আধ মাইল দক্ষিণে কান খাড়া করে শুনছে ডোরা ডারবি। বেবুনদের অকস্মাৎ চিৎকার, পাল থেকে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ বেবুনটার আর্তনাদ, তারপর হঠাৎ জমাট বাঁধা নিস্তব্ধতা—এ-সব থেকে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। এখন তার অপেক্ষা করার পালা।

বিশ মিনিট যেতে দিল সে। তারপর বিকেলের শেষ আলোয় ঝোপের ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোল।

চিতাবাঘটা চলে গেছে, তবে আওয়াজ শুনে যেখানে শিকারের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যাবে বলে ধারণা করেছিল ঠিক সেখানেই পেল। শিকারটা এত ছোট যে গাছে ঝোলাবার গরজ করেনি চিতাবাঘ, যতটুকু পেরেছে খেয়ে ফেলে রেখে গেছে মাটিতে। সেটার দিকে হেঁটে আসছে সে, দেখল একটা শিয়াল নাড়ীভুঁড়ি ধরে টানাটানি করছে। তার দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল একবার, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাল। এগিয়ে এসে হাঁটু মুড়ে বসল ডোরা ডারবি, প্রায় মাংসবিহীন প্রাণীটিকে কয়েক সেকেণ্ড দেখল, তারপর পকেটে হাত ভরল নোট-বুক

বের করার জন্যে।

দুই কি তিন বছরের একটা পুরুষ—হাড়ের আকার-আকৃতি আর পশমের রঙ দেখে আন্দাজ করা যায় বয়েসটা, ছেঁড়া তলপেটের নিচেটা দেখে বোঝা যায় লিঙ্গ। ওজন ছিল ত্রিশ থেকে চল্লিশ পাউণ্ড, প্রায় এক তৃতীয়াংশ খেয়ে ফেলা হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে ঠিক পাঁচটা দশ মিনিটে—অসহায় বেবুনের শেষ চিৎকারটা শুনে ঘড়ি দেখেছিল সে। খুন হয়েছে সম্ভবত পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায়। এলাকা: খোলা প্রান্তর, এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে কিছু ঝোপ আর পাথরের স্তূপ। আবহাওয়া: শান্ত ও পরিষ্কার, হালকা দখিনা বাতাস আছে।

দ্রুত, তবে সাবধানে লিখল সে; নিয়মমাফিক প্রতিটি খুঁটিনাটি। একটি মাত্র শিকারের বর্ণনা থেকে কোন তাৎপর্যই ধরা পড়বে না। তবে অন্যান্য শিকারের রেকর্ড করা বর্ণনার সঙ্গে মেলালে একটা প্যাটার্ন ঠিকই বেরিয়ে আসবে। তখন জানা যাবে দুনিয়ার সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য প্রাণীটি কেন কি আচরণ করছে।

দিনের আলো নিভে যাচ্ছে, আকাশে তারা ফুটতে শুরু করল। অপেক্ষারত শিয়ালগুলোর চোখ ঝোপের ভেতর জ্বলজ্বল করছে। এ-সব দিকে কোন খেয়াল নেই ডোরা ডারবির, একমনে লিখে যাচ্ছে সে। তার সমগ্র মন জুড়ে রয়েছে কালো একটা ছায়া।

শহরকে পিছনে ফেলে সবুজ এই বনভূমিতে ঢুকলেই মনটা আনন্দে ভরে ওঠে রানার। মহান কিছু একটা অর্জন করার কৃতিত্ব অনুভব করে। এই আনন্দ অমূল্য, নিজের জীবন বাজি রেখে গোটা একটা পরিবারকে অবধারিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারার ফসল।

তোবড়ানো পুরানো মরিসটা একপাশে থামিয়ে নেমে পড়ল রানা, বাকি পথটুকু হেঁটে যাবে। নতুন কেউ এলে বুঝতেই পারবে না ঘন এই অরণ্যের ভেতর আনন্দমুখর সুখী একটা পরিবার আজ প্রায় একশো বছর ধরে বসবাস করে আসছে। বিশাল তাদের এই সম্পত্তি কারও দয়ার দান

নয়, দুই প্রজন্মের কঠিন পরিশ্রমের পুরস্কার।

জঙ্গলের কিনারায় চলে এল রানা, এখান থেকে শুরু হয়েছে খেত-খামার। বহু যুগ আগে যেসব ভারতীয় বতসোয়ানা বা আফ্রিকার অন্যান্য দেশে ভাগ্য ফেরাতে এসেছিল তারা প্রায় সবাই ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ে, নজর রাখে শুধু টাকা কামানোর দিকে। স্থানীয় কালোদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়নি তাদের, বরং শাসক শ্বেতাঙ্গদের সহযোগিতা করেছে। ব্যতিক্রম আদভানি পরিবার। কৃষ্ণ আদভানির বয়েস এখন প্রায় সত্তর, তাঁর বাবা গোপাল আদভানি পনেরো বছর বয়েসে বতসোয়ানায় আসেন। তিনি ব্যবসার দিকে না গিয়ে চাষাবাদের দিকে মন দেন, শ্রম দেন গুরু-ছাগলের বংশবৃদ্ধির কাজে। তখন শত শত মাইল জমি অনাবাদী পড়ে ছিল, লোকসংখ্যা ছিল নগণ্য। ভুট্টার চাষ করে ধীরে ধীরে সচ্ছল হয়ে উঠল পরিবারটি। গোপাল আদভানি তাঁর তিন ছেলের মধ্যে দুই ছেলের বিয়ে দিলেন স্থানীয় কালো মেয়ের সঙ্গে, তাদের ঘরে আফিকান ছেলেমেয়ে জন্ম নিল, পরিবারটি আফ্রিকার মাটির সঙ্গে মিশে গেল এক হয়ে। শুধু তাঁর ছোট ছেলে, কৃষ্ণ আদভানি, স্বদেশী অর্থাৎ ভারতীয় এক মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করলেন, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে। তাঁর দুই ভাই, কুমার আদভানি আর বিশ্বজিৎ আদভানির কোন মেয়ে নেই, দু'জনেরই তিনটে করে ছেলে। সবাই তারা লেখাপড়া শিখেছে, তবে ব্যবসা বা চাকরি করে না, খেত-খামার নিয়েই আছে, বিয়েও করেছে স্থানীয় কালো মেয়েকে। কৃষ্ণ আদভানির কোন ছেলে নেই, শুধু একটা মেয়ে—ইভা পুনম। আজ থেকে নয় কি দশ বছর আগে রানা যখন বতসোয়ানায় প্রথমবার একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এল, ইভা পুনম তখন বারো কি তেরো বছরের কিশোরী। ছবির মত সুন্দর, দেখে মনে হত বোবা—নিষ্পলক চোখে শুধু তাকিয়ে থাকত। সেই ইভা পুনম বড় হয়েছে, আগের চেয়ে আরও বেশি সুন্দরী হয়েছে। লণ্ডনের একটা স্কুলে বেশ ক'বছর লেখাপড়া করেছে পুনম, আধুনিক জীরনযাত্রার সঙ্গে সেখানেই তার পরিচয়। তার পোশাক বা আচরণে লাজুক মেয়েলি ভাব

খুঁজে পাওয়া মুশকিল, দেখে মনে হবে একাহারা গড়নের ছটফটে তরুণ। নিজেদের খেতের ওপর প্লেন থেকে ওষুধ ছিটাবে, ট্রাক চালিয়ে রাজধানী থেকে কয়েক শো মাইল দূরের কোন আড়তে পৌঁছে দেবে ভুট্টা বা গম, রাইফেল হাতে একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে ভাল কোন শিকার পাবার আশায়। একটা মেয়েও যে একইসঙ্গে এতগুলো দিকে দক্ষ হতে পারে, পুনমকে না দেখলে বিশ্বাস করত না রানা।

যদিও পুনম সম্পর্কে এ-সব তথ্য লোকমুখে শুনেছে রানা, অল্প যেটুকু দেখেছে তা-ও আড়াল বা দূর থেকে। ওর কাছে মেয়েটা সেই নয়-দশ বছর আগে দেখা কিশোরীই রয়ে গেছে, আজও বড় হয়নি। সেজন্যে দায়ী অবশ্য পুনমই। গত পাঁচ-সাত বছরে বহুবার দেখা হয়েছে ওদের, আর দেখা হলেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে পুনম, নম্র, লাজুক, মেয়েলি ভাব এসে গেছে চেহারা ও আচরণে, দেখে মনে হয়েছে কথা বলতে পারে না, বোবা। রানা ধরে নিয়েছে, পুনমের এ এক ধরনের হীনম্মন্যতা, কিংবা এর জন্যে দায়ী হয়তো কৃতজ্ঞতা বোধ। তাদের পরিবারকে সমূলে উৎখাত করা হচ্ছিল,একদল শ্বেতাঙ্গ হায়েনা দখল করে নিচ্ছিল তাদের সমস্ত সম্পত্তি, সেই বিপদের সময় রানা সাহায্য করতে এগিয়ে না এলে আজ তাদের কোন অস্তিত্বই থাকত না—কথাটা সম্ভবত পুনম ভুলতে পারে না। রানার সামনে পড়লেই লজ্জাবতী লতার মত গুটিয়ে যায় সে, কি যেন বলতে গিয়েও পারে না, শুধু তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক।

খেত-খামারে আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে আদভানি পরিবার বতসোয়ানার অর্থনীতিতে বেশ ভাল অবদান রাখছে। কাজের লোকজন সবাই কালো ও আফ্রিকান, তাদের মধ্যে কেউ কেউ রানাকে চিনতে পেরে খেত থেকেই হাত নাড়ল। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা, আধ মাইলটাক হেঁটে আবার ঢুকল বনভূমির দ্বিতীয় অংশে। আদভানিদের দোতলা বাড়িটা এর ভেতরই। ডান পাশে এয়ারস্ট্রিপ, বাম পাশে গ্যারেজ, তারপর সরু একটা কৃত্রিম লেক, লেকের দক্ষিণ প্রান্তে

বাড়িটা। গাছ পালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির সামনে একটা ঘোড়া দেখল রানা, পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুনম, দূর থেকে দেখে মনে হলো ঘোড়ার পিঠে জিন পরাচ্ছে।

কোন আওয়াজ পায়নি, কারণ এখনও অনেকটা দূরে রয়েছে রানা, তবু কিছু একটা অনুভব করে ঘাড় ফিরিয়ে সরাসরি ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। চোখাচোখি হতেই স্থির হয়ে গেল সে, যেন একটা পাথুরে মূর্তি। হালকা রঙের জিনস পরে রয়েছে, পায়ে বুট, সাদা শার্টটা জিনসের ভেতর গোঁজা।

কাছে এসে রানা বলল, 'তোমরা সবাই কেমন আছো, পুনম?'

আড়ষ্ট হেসে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'ভাল। আপনি ভাল? এদিকে তো আজকাল আসেনই না।'

পুনমের গলায় সামান্য অভিমানের সুর, লক্ষ করে হেসে উঠল রানা। 'একদম সময় পাই না, বুঝলে। কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

ইতস্তত একটা ভাব এসে গেল পুনমের চেহারায়, মাথা নেড়ে বলল, 'না, এখন আর যাব না।'

'তোমার বাবা বাড়িতে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জ্বী,' বলল পুনম, তারপর মাথাটা নিচু করে পায়ের ওপর চোখ রেখে জানতে চাইল, 'আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'বাবা ইনকাম ট্যাক্স অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছে। আপনি ভেতরে বসুন, চা দিতে বলি?' মুখ তুলে আবার লাজুক হাসি হাসল পুনম। 'ভুলে আমারও চা খাওয়া হয়নি।'

'ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপার? তাহলে তো সহজে মিটবে না। আমি বরং পরে আসি...।'

'না!' প্রায় আঁতকে উঠল পুনম। 'আপনি এসে ফিরে গেছেন শুনলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে বাবা। আসুন, ভেতরে এসে বসুন, বাবাকে আমি খবর পাঠাচ্ছি।'

রানা এসেছে শুনে কৃষ্ণ আদভানি ইনকাম ট্যাক্স অফিসারদের বিদায় করে দিলেন। পুনম পথ দেখিয়ে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে গেল ওকে।

দোতলার ড্রইংরুমে ঢুকতেই দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন কৃষ্ণ আদভানি, আলিঙ্গন করলেন রানাকে, তারপর ওর হাত ধরে সোফায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। 'কেমন আছ, ডিয়ার সান? শুনলাম…,' চেহারায় উদ্বেগ, মাঝপথে থেমে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তাঁর ছেলে নেই, বোধহয় সেজন্যেই রানাকে 'ডিয়ার সান' বলে অতৃপ্তি বা অভাবটা পূরণ করার চেষ্টা করেন ভদ্রলোক।

'জ্বী, ঠিকই শুনেছেন,' বলল রানা। 'সেজন্যই আপনার কাছে আসা।'

'ইয়েস?' রানার দিকে ঝুঁকলেন বৃদ্ধ। একটা ব্যাকুলতা বোধ করছেন তিনি, ভাবছেন এতদিনে বোধহয় ঋণের খানিকটা অন্তত পরিশোধ করার সুযোগ তাঁকে দেবেন ঈশ্বর। সে আজ প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা, এই বাঙালী তরুণের কাছে ঘটনাচক্রে তিনি চিরঋণী হয়ে পড়েন। সেই থেকে প্রতিটি দিন সুযোগের সন্ধানে থেকেছেন, কিন্তু বৃথাই, ঋণ শোধ করার কোন সুযোগই ঈশ্বর তাঁকে দেননি। কতবার রানার সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি, কত কিছু সেধেছেন—খামার ব্যবসার আংশিক মালিকানা, নগদ টাকা, দান হিসেবে বনভূমির অংশবিশেষ, রফতানি ব্যবসার শেয়ার—কিন্তু তাঁর প্রস্তাব ভাল করে শুনতে পর্যন্ত রাজি হয়নি রানা।

মনে পড়লে আজও শিউরে উঠতে হয়, কী সাংঘাতিক একটা বিপদেই না পড়েছিল আদভানি পরিবার। প্রথমে রটিয়ে দেয়া হয় তাদের এই বিশাল সম্পত্তি সরকার রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে দখল করে নেবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সত্যিই তাই—প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা তাঁদের সম্পত্তি সরকারের দখলে আনার জন্যে কাগজ-পত্র তৈরি করছেন। তারপরই কয়েকজন ব্রিটিশ, তারা বতসোয়ানারও নাগরিক, অদ্ভুত একটা প্রস্তাব নিয়ে এল। সরকার দখল করে নিলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে

তারা নামমাত্র টাকা পাবে, তা-ও বহু যুগ পর। তারা প্রস্তাব দিল, ক্ষতিপূরণ হিসেব যা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় তার তিনগুণ টাকা নিয়ে গোটা সম্পত্তি তাদের কাছে বেচে দেয়া হোক। তিন ভাই আলোচনা করলেন, সিদ্ধান্ত নিলেন সরকার দখল করে নিলে নিক, সম্পত্তি তাঁরা কারও কাছে বেচবেন না। এর কিছুদিন পরই পরিবারটির ওপর অত্যাচার শুরু হলো। রাতের অন্ধকারে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো গোলাবাড়িতে, ভুট্টা আর গমবাহী ট্রাক মাঝপথ থেকে ছিনতাই করা হলো, বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হলো কয়েক ডজন গরু-ছাগল। ইতিমধ্যে আদভানি পরিবার সরকারের ওপর মহল থেকে জানতে পেরেছেন, রাজধানীর চৌহদ্দির মধ্যে না পড়লে কারও কোন সম্পত্তি দখল করার কোন ইচ্ছে সরকারের নেই। কিন্তু অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে পুলিসের সাহায্য চেয়ে বিফল হলেন তাঁরা, বলা হলো হাতেনাতে ধরা না পড়লে বা নিরেট কোন প্রমাণ দেখাতে না পারলে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে তাদের কিছুই করার নেই। বোঝা গেল, পুলিসকে টাকা দিয়ে হাত করে ফেলেছে শত্রুরা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বিপদগুলো রোমহর্ষক। গোটা পরিবার আতঙ্কিত ইঁদুরের মত কোণঠাসা হয়ে পড়ল। কৃষ্ণ আদভানির দুই যুবক ভাইপোকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল তারা। টেলিফোনে জানানো হলো, তাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে দু'জনকেই মেরে ফেলা হবে। তারা যে মিথ্যে হুমকি দেয়নি সেটা বোঝা গেল তিন দিন পর, দু'জনের মধ্যে একজনের ক্ষতবিক্ষত লাশ রাজধানীর প্রধান সড়কে পড়ে থাকতে দেখে। সঙ্গে একটা চিঠি ছিল, তাতে বলা হয় আরও তিন দিন পর দ্বিতীয় ছেলেটিকে খুন করা হবে, তারপর কিডন্যাপ করা হবে কৃষ্ণ আদভানির একমাত্র কন্যা পুনমকে।

তিন ভাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে তাদের আর কোন উপায় নেই। পরদিন স্থানীয় দৈনিকে তিন ভাইয়ের নামে একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হলো—'বাঘা নামে একটা বুলডগ হারিয়ে

গেছে, তার গায়ের রঙ··· ।' কিডন্যাপাররা আগেই জানিয়ে রেখেছিল, এ-ধরনের একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হলে তারা বুঝতে পারবে তাদের প্রস্তাব মেনে নেয়া হয়েছে। সেদিনই যোগাযোগ করবে তারা পরবর্তী নির্দেশ দেয়ার জন্যে।

সারাটা দিন পেরিয়ে গেল, কিডন্যাপাররা যোগাযোগ করল না। কি ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছে না আদভানি পরিবার। একটা ছেলেকে ইতিমধ্যেই হারিয়েছে তারা, দ্বিতীয় ছেলেটির জন্যে উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠল সবাই। পরদিনও কিডন্যাপারদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সাড়া দেবে কি, নিজেরাই প্রাণ ভয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে তারা। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক, সংখ্যায় পাঁচজন। তাদের মধ্যে দু'জন ছিল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী। অপর তিনজন এদেরকে ভাড়া করেছে এক লাখ মার্কিন ডলারে। দুই টেরোরিস্ট এই প্রথম নয়, এভাবে আফ্রিকার অন্যান্য রাষ্ট্রে আরও অনেক ভারতীয়-আফ্রিকান পরিবারকে ভয় দেখিয়ে উৎখাত করেছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে তাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ জমা হয়ে আছে, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ব্রিটিশ পুলিস তাদেরকে ধরতে পারেনি। অবশেষে তারা সাহায্য চেয়েছে রানা এজেন্সির।

রানা এজেন্সি বিসিআই-এরই একটা কাভার। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অনুরোধ পাবার পর লণ্ডন থেকে তদন্ত শুরু করল রানা, সূত্র ধরে চলে এল বতসোয়ানায়, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত একটা দৈনিকের স্টাফ রিপোর্টারের কাভার নিয়ে।

বতসোয়ানায় এসেই স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছ থেকে আদভানি পরিবারের বিপদ সম্পর্কে জানতে পারল ও, এক হপ্তা পর কিডন্যাপারদের হাতে খুন হওয়া ছেলেটার লাশও রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল। রানার ধারণা হলো, নিক আর ফ্রেড-ই বোধহয় দায়ী, যাদের খোঁজে বতসোয়ানায় এসেছে ও।

দুই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী নিক আর ফ্রেড কোন পদ্ধতিতে কাজ

করে, কি তাদের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সব তথ্যই জানা ছিল রানার। সরাসরি তাদের পিছনে না দৌড়ে, পুলিস হেডকোয়ার্টারে চলে এল ও, সঙ্গে ওর দুই শ্বেতাঙ্গ বন্ধু—দু'জনেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এজেন্ট। বতসোয়ানা পুলিস বিভাগের ডেপুটি কমিশনার একজন শ্বেতাঙ্গ। তার সঙ্গে দেখা করল ওরা। বন্ধুদের পরিচয় দিল রানা আগ্রহী বিনিয়োগকারী হিসেবে, পুলিসের সঙ্গে কথা বলতে চায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সম্পর্কে। তাদের প্রতিনিধি হিসেবে একটা প্রস্তাবও দিল রানা। ভারতীয়-আফ্রিকান কাংকারিয়া পরিবার রাজধানীর অন্যতম ধনী পরিবার, বেশিরভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য তারাই পরিচালনা করে। তাদের সমুদয় ব্যবসা ও গুডউইল কিনে নিতে চায় রানার মক্কেলরা। কি দরে কেনা যাবে সেটা ওর মক্কেল আর কাংকারিয়া পরিবারের মাথাব্যথা, ওরা শুধু জানতে চায় এ-ব্যাপারে সম্ভাব্য সব রকম পুলিসী সহায়তা পাবার জন্যে কি রকম খরচ পড়বে।

এর আগে নিক আর ফ্রেডের কাছ থেকে পঁচিশ হাজার মার্কিন ডলার ঘুষ খেয়েছেন শ্বেতাঙ্গ ডেপুটি কমিশনার। রানার কাছ থেকে তিনি তিন লাখ ডলার দাবি করলেন, কারণ আদভানিদের চেয়ে অনেক বেশি সম্পত্তির মালিক কাংকারিয়া পরিবার। দরে বনল না, ফলে বিকেল পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়ে থানা হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কেউ জানল না, পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে ওদের আলোচনার প্রতিটি শব্দ পকেটে লুকিয়ে রাখা মিনি টেপ-রেকর্ডারে রেকর্ড হয়ে গেছে।

ওদের জন্যে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন পুলিস কর্মকর্তা, কিন্তু ওরা কেউ এল না। রাত আটটার সময় হতাশ হয়ে থানা হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, জীপ নিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন। নির্জন পথে তাঁর জীপের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল একটা মাইক্রোবাস, নিচে নেমে তাঁর দিকে পিস্তল তাক করল তিনজন মুখোশ পরা লোক।

পুলিস কর্মকর্তাকে হাইজ্যাক করে একটা খালি বাড়িতে নিয়ে আসা

হলো। সোজা আঙুলে ঘি উঠল না, নির্যাতনের প্রথম পর্যায়ে কেটে নেয়া হলো তাঁর একটা কান। দ্বিতীয় পর্যায়ে অপর কানটা কাটার প্রস্তুতি চলছে, এই সময় মুখ খুলতে রাজি হলেন তিনি। নিক আর ফ্রেড সম্পর্কে সমস্ত তথ্য পাওয়া গেল তাঁর কাছ থেকে। কোথায় তারা আস্তানা গেড়েছে, তাদের মক্কেল তিনজনের পরিচয় ও ঠিকানা, আদভানি পরিবারের অপর ছেলেটিকে কোথায় রাখা হয়েছে, নিক আর ফ্রেডের কাছ থেকে কত টাকা ঘুষ খেয়েছেন তিনি, তাদের কুকীর্তিতে স্থানীয় কারা সহায়তা যুগিয়েছে, ইত্যাদি আরও অনেক তথ্য। সবশেষে তাঁকে দিয়ে একটা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিখিয়ে সই করানো হলো। সমস্ত কথাবার্তাও টেপ করে নিল রানা।

রাত দশটার দিকে বতসোয়ানার চীফ পুলিস কমিশনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুরোধে সাক্ষাৎ দান করলেন রানাকে। ওর মুখে সমস্ত ঘটনা জানার পর তখুনি ডেপুটি পুলিস কমিশনারকে গ্রেফতার করার নির্দেশ জারি করলেন তিনি। আদভানি পরিবারের ছেলেটিকে উদ্ধার এবং নিক আর ফ্রেডকে ধরার জন্যে পুলিসের ছোট একটা দল সহ রানার সঙ্গে তিনি নিজেও রওনা হলেন। পরদিন সকালে আদভানি পরিবারের বিজ্ঞাপন ছাপা হলো পত্রিকায়। তার আগে, ভোর রাতে, কিডন্যাপারদের আস্তানায় হানা দিয়েছে পুলিস। কিন্তু কিডন্যাপার বা তাদের জিম্মি কাউকে সেখানে পাওয়া যায়নি।

পরবর্তী ঘটনাকে সাহসিকতা ও বীরত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলতে হবে। কৃতিত্বটা একা রানার পাওনা। পুলিস আসছে, এ-খবর আগেই পেয়ে যায় কিডন্যাপাররা, সম্ভবত থানা হেডকোয়ার্টার থেকে কেউ তাদেরকে ফোন করেছিল। জিম্মিকে একটা মিনিবাসে তুলে নিয়ে রাজধানী ছেড়ে পালায় তারা, পুলিস এসে পৌছুনোর মিনিট পনেরো আগে।

কিডন্যাপাররা পালিয়েছে দেখে রানা আন্দাজ করে, সীমান্তের দিকে যাবে ওরা। এ-ধরনের অপরাধীরা নিরাপদ বোধ করে দক্ষিণ

আফ্রিকায়। সময় নষ্ট না করে একাই পুলিসের একটা জীপ নিয়ে ধাওয়া করল ও। ওর সঙ্গে কেউ যেতে চাইল না, কারণ সবারই ধারণা কিডন্যাপাররা শহরেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।

বারো ঘণ্টা পর সীমান্তের পথেই তাদেরকে দেখতে পায় রানা।

একা পাঁচজন লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে কিভাবে জিতল রানা, কিভাবে উদ্ধার করল জিম্মিকে, সে-সব ঘটনার বর্ণনা কৃষ্ণ আদভানি আজ পর্যন্ত জানতে পারেননি। তিনি শুধু জানেন, বিজ্ঞাপন ছাপা হবার আট চল্লিশ ঘণ্টা পর তাঁর ভাইপোকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনে ও। পরদিন খবরের কাগজ দেখে জানতে পারেন, নিক আর ফ্রেড নামে দু'জন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী নিজেদের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে মারা গেছে, আহত হয়েছে তাদের তিনজন সঙ্গী।

'ইয়েস, মাই সান?' রানা ইতস্তত করছে দেখে আবার জিজ্ঞেস করলেন কৃষ্ণ আদভানি। 'বলো, কি চাই তোমার?'

'আমার এক বন্ধু আছে, মি. আদভানি। অত্যন্ত প্রভাবশালী বন্ধু। আমি যে বিপদে পড়েছি, ইচ্ছে করলে তা থেকে তিনি আমাকে উদ্ধার করতে পারেন।'

'ভেরি গুড। বলো, তোমার বন্ধুর কি দরকার...।'

'তিনি কিছু অস্ত্র চাইছেন, মি. আদভানি। এক জোড়া অটোমেটিক রিপিটার—স্মাইযার অথবা স্টার্লিং। আর একটা অটোমেটিক রাইফেল।'

হঠাৎ হেসে উঠলেন কৃষ্ণ আদভানি। 'তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ, মাই সান।'

'জ্বী-না,' বলল রানা। 'ঠাট্টা করছি না। এগুলো তার দরকার, এবং আজ রাতেই।'

'আর যদি ঠাট্টা না-ও করো, এ-সব আমি কোথায় পাব বলে ভাবছ?'

'কোথায় পাবেন সে আপনি জানেন। আমি শুধু জানি, এ-সব আপনার কাছে যদি না-ও থাকে, যোগাড় করে দিতে পারবেন।'

'হুম,' গম্ভীর আওয়াজ করলেন কৃষ্ণ আদভানি। 'আর কিছু না, শুধু এগুলো?'

'না। একটা ট্রাকও দরকার।'

'অস্ত্র দরকার, একটা ট্রাক দরকার। আর কিছু?'

'আপনাদের দু'জন ফার্ম ম্যানেজার আছে, নিকেল আর ডেকান—ওদেরকেও দরকার আমার।'

'ট্রাক আর স্টাফদের দায়িত্ব পুনমের, কাজেই এ-সব ব্যাপারে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে তোমাকে,' কৃষ্ণ আদভানি বললেন।

রানা জানতে চাইল, 'আর অস্ত্রগুলো?'

কৃষ্ণ আদভানি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'ওগুলো তুমি কোথায় ডেলিভারি চাও?'

'সেটা আপনাকে একটু পরে জানাব, পুনমের সঙ্গে কথা বলার পর।'

'তাহলে তো এখুনি তোমাকে নিচে নামতে হবে, ঘোড়া নিয়ে কোথায় যেন যাবে বলছিল ও।'

নিচে নেমে এসে ড্রইংরুমেই তাকে পেল রানা, যেন ওর অপেক্ষাতেই বসে আছে। কোন রকম ভূমিকা না করেই বলল, 'আমার একটা ট্রাক আর নিকেল ও ডেকানকে ধার হিসেবে কয়েক দিনের জন্যে দরকার, পুনম। তোমার বাবা বললেন, এ-সব ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে হবে।' নিকেল আর ডেকানকে আগে থেকেই চেনে রানা, দু'জনেই অত্যন্ত বিশ্বস্ত, এক সময় পুলিসে ছিল। ডেকান খুব দক্ষ ট্র্যাকার।

হেসে ফেলল পুনম, বলল, 'বাবা আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন। দরকার, নিয়ে যান।'

'কেন দরকার, জানতে চাও না?'

'আমি শুনেছি, কি একটা অসুবিধের মধ্যে পড়েছেন আপনি,' শান্ত, ম্লান গলায় বলল পুনম। 'শুনেছি লোকমুখে, আপনার মুখে নয়। আপনি

তো আরেক জগতে বাস করেন, আমাদের কথা মনে পড়ে না। এ-সব কেন দরকার, তা-ও লোকমুখে ঠিকই জানতে পারব।'

হেসে উঠল রানা। 'বুঝেছি, আমার ওপর অভিমান করেছ। শোনো, ট্রাকটা ফোর-হুইল ড্রাইভ হওয়া চাই, টয়োটা হলে ভাল হয়। আর নিকেল ও ডেকানকে বলে দিতে হবে, আমার সঙ্গে কাজ করার সময় ওদের স্বাধীন ইচ্ছে বলে কিছু থাকবে না, আমার কথা মত চলতে হবে।'

'ফোর-হুইল ড্রাইভ?' অবাক হয়ে তাকাল পুনম। 'তারমানে আপনি বাইরে যাবেন?' বতসোয়ানায় 'বাইরে' মানে মরুভূমিতে।

'হ্যাঁ।'

'কতদিনের জন্যে?'

'এই ধরো দু'হপ্তা।'

'গোটা ব্যাপারটা বোধহয় গোপন রাখতে হবে আমাদের, তাই না?'

'ঠিক ধরেছ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর পুনম বিড়বিড় করে বলল, 'আপনার জন্যে প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই তো করার নেই আমাদের। যেখানেই যান, যা-ই করুন, সাবধানে থাকবেন...।'

পুনমের মাথায় মৃদু হাত বুলিয়ে ছোট বোনের মত আদর করল রানা। 'আরে পাগলী, আমার কিছু হবে না...।'

একবার তো মনে হলো চিতাবাঘটাকে সে হারিয়েই ফেলেছে।

এক রাতে হঠাৎ পেট ব্যথা করায় ঘুম ভেঙে গেল তার, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ক্যাম্প থেকে। পরবর্তী আধঘণ্টা এমন অসুস্থবোধ করল, মনে হলো মারা যাচ্ছে। কোন রকমে ফিরে এল ক্যাম্পে, বিছানায় পড়ে ছটফট করছে। কারণটা বোধহয় বদহজম, আন্দাজ করল ডোরা ডারবি। ছোকরাগুলো আজ সকালে একটা হরিণ মেরেছিল, ঠিকমত রান্না করতে পারেনি—খেতে বসেই মনে হয়েছিল একটু যেন কাঁচা রয়ে গেছে।

তিন দিন অসুস্থ থাকল সে, তাঁবুর ভেতর অসহায় বন্দিনী, শরীরে সামান্যতম শক্তিও নেই। চতুর্থ রাতে সুস্থ বোধ করল, পরদিন সকালে বিছানা ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করল নিজেকে। অসম্ভব দুর্বল বোধ করছে, হাঁটতে গেলে পা কাঁপে, মনে হয় মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। এক পা এক পা করে এগোল সে, সোজা চলে এল শেষবার যেখানে চিতাবাঘটাকে দেখেছিল।

অসুস্থ অবস্থায় এই ক'দিন প্রায় সারাক্ষণ শুধু ওটার কথাই ভেবেছে ডোরা ডারবি। পেট-ব্যথায় যখন অন্ধকার দেখছিল চোখে, ঘামে ভিজে যাচ্ছিল শরীর, বারবার বমি করছিল, তখনও তার সঙ্গে ছিল ওটা—কালো একটা বিড়ালের মতো আকৃতি তার আচ্ছন্ন ও ব্যথায় কাতর মস্তিষ্কের ভেতর বিরতিহীন পায়চারি করে যাচ্ছে। তাপ-দগ্ধ দুপুরে বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করার সময় বা রাতে আরামে ঝিমোবার সময়ও চিতাবাঘটাকে ভুলতে পারেনি সে। এই মুহূর্তে সকালের তাজা বাতাস ঠেলে টলতে টলতে হাঁটছে, এক সময় পৌঁছে গেল সেই গাছটার কাছাকাছি। এই গাছেই শেষবার বিশ্রাম নিয়েছিল ওটা।

গাছের নিচে বালির ওপর পরিচিত পায়ের দাগ দেখা গেল, তবে চিতাবাঘটা নেই। ওখানে পৌঁছেই ব্যাপারটা ধরে ফেলল সে, এতটাই নিশ্চিত যে আবার হাঁটতে শুরু করে গাছটার সরাসরি নিচে চলে এল, তারপর মুখ তুলে তাকাল ওপর দিকে। তার যদি বুঝতে ভুল হয়ে থাকে, চিতাবাঘটা যদি এই মুহূর্তে গাছের ডালে এখনও ঘুমিয়ে থাকে, জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করে ফেলেছে ডোরা ডারবি। কিন্তু না, গাছটার ডালে কিছুই নেই, শুধু দেখা গেল কয়েকটা ডালের ছাল উঠে কাঠ বেরিয়ে পড়েছে, যে-সব জায়গায় ঘষে নখরগুলো ধারাল করেছে চিতাবাঘ।

চোখ নামিয়ে পায়ের দাগগুলো পরীক্ষা করল সে। ট্র্যাকিং সম্পর্কে তার নিজের যেমন ভাল ধারণা নেই, ক্যাম্পের ছোকরাগুলোরও সেই একই অবস্থা। তবে দেখতে পেল দাগগুলো নিখুঁত নয়, কিনারা ভেঙে

পড়ছে। সে যখন অসুস্থ ছিল, সম্ভবত যে রাতে তার পেটব্যথা শুরু হয়, গাছ থেকে নেমে অন্যদিকে চলে গেছে ওটা শিকারের জন্যে নতুন আরেকটা এলাকার খোঁজে। রেখে গেছে শুধু এই প্রায়-অস্পষ্ট পায়ের দাগ।

ক্যাম্পের উত্তর দিকের জঙ্গলে তিন দিন খোঁজাখুঁজি করল সে। কখনও তার সঙ্গে ক্যাম্পের দুই ছেলে থাকল, তবে ওদের অভিজ্ঞতা তার চেয়ে বেশি নয়। বেশিরভাগ সময় একা একা ঘুরে বেড়াল সে—ভোর অন্ধকারে ঘুম থেকে জাগে, সামান্য কিছু মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ক্যাম্প থেকে, তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটে। সারাটা দিন পায়ের দাগ খুঁজে বেড়ায়, তারপর ক্লান্তিতে নুয়ে সন্ধের দিকে ফিরে আসে তাঁবুতে।

অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইছে ডোরা ডারবি। বন্য প্রাণীদের পায়ের দাগ কিভাবে চিনতে হয় সে-সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। বালির ওপর, তাজা ও পুরানো, অসংখ্য দাগ দেখছে সে, পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে আছে, কোনটা কোন প্রাণীর বুঝবে কিভাবে। কয়েক প্রজাতির হরিণ, তাদের পায়ের ছাপ একেক রকম। আরও তো কত রকম প্রাণী চলাফেরা করছে—ছোটবড় বুনো বিড়াল ও চিতাও তো কয়েক ধরনের, তারপর আছে সিংহ ও জেব্রা। কাঁটাঝোপে লেগে তার কাপড় আর চামড়াই শুধু ছেঁড়ে, সামনে পড়ে থাকে সীমাহীন ফাঁকা মরুভূমি।

অথচ তবু হাল ছাড়ার কথা একবারও ভাবে না ডোরা ডারবি। ক্লান্তিতে পা চলে না, গরমে মাথা ঘুরে অথবা কিছুর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, অ্যাকাসিয়া গাছের তলায় পৌঁছে বিশ্রাম নেয় কিছুক্ষণ, তারপর আবার শুরু করে হাঁটা। চিতা-বাঘটা তার সামনে কোথাও আছে। ওটার ওপর তিন মাস নজর রেখেছে সে, তাল মিলিয়ে চলেছে, বলা যায় একসঙ্গে বসবাস করেছে দু'জন। সেই একই নিষ্ঠা আর অটল জেদ নিয়ে ওটাকে সে খুঁজবে, যতক্ষণ আবার না পায়, তারপর আগের

মত আবার নজর রাখবে।

সুস্থ হবার পর চারদিন পেরিয়ে যাচ্ছে, সন্ধের খানিক আগে নিচু একটা রিজ-এর ওপর উঠে এল সে, সামনে ও নিচে ঘাস ঢাকা বিস্তৃত প্রান্তর। হরিণের কয়েকটা পাল দেখা গেল, গোধূলির ম্লান আলোয় চরে চরে ঘাস খাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর, ক্যাম্পে ফেরার জন্যে যে-ই ঘুরতে যাবে, হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল। হরিণের পালগুলো অকস্মাৎ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। আলোড়নটা শুরু হয়েছে তার বাম দিকে, হরিণগুলো অসংখ্য ভাগে ভাগ হয়ে একের পর এক ঢেউ সৃষ্টি করছে যেন, তীরবেগে ছুটে চলেছে দিগন্তরেখার দিকে।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডোরা ডারবি। সহজ ব্যাখ্যা হতে পারে, একজোড়া চিতা, কিংবা হয়তো পশুরাজ সিংহ বেরিয়েছে শিকারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে যেখানে শিকার করতে চাইছে শুধু সেই জায়গার আশপাশের প্রাণীগুলোকে নিজেদের অস্তিত্ব বা উদ্দেশ্য টের পেতে দেবে ওগুলো। এখানে দেখা যাচ্ছে গোটা প্রান্তর নড়ে উঠেছে। বিচ্ছিন্ন ঢেউগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, যেন একটা স্রোতে পরিণত হতে চলেছে। খুরের আঘাতে কাঁপতে শুরু করল মাটি, বাতাসে ধুলোর ঘূর্ণি দেখা গেল। চারদিকের সমস্ত প্রাণী ছুটছে প্রাণভয়ে।

আবার একটা ঝাঁকি খেলো ডোরা ডারবি। ঢেউগুলোর পিছনে, লম্বা তামাটে ঘাসের ভেতর দিয়ে, কি যেন একটা এগিয়ে আসছে। প্রথমে অস্পষ্ট আর ছায়া ছায়া লাগল, ঘাসের ফাঁকে রহস্যময় একটা আকৃতি। তারপর, আরও কাছে চলে আসতে, ধুলোর ভেতর স্পষ্ট হতে শুরু করল আদলটা। বিশাল একটা কিছু, অসম্ভব কালো আর ভীতিকর—খরাপীড়িত শুকনো মাটির ওপর দিয়ে নিষ্ঠুর নিয়তির মত অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে ঠিক যেভাবে ওটাকে সে তার মনের ভেতর হাঁটতে দেখেছে।

কোন দিকে যাচ্ছে, কোথায় পৌঁছুবে, ভাল করে দেখে বুঝে নিল

ডোরা ডারবি। তারপর, চিতাবাঘটা চোখের আড়ালে চলে যেতে, ভাঁজ হয়ে গেল তার হাঁটু, মাটিতে পড়ে কাঁদতে শুরু করল সে।

## ছয়

'তুমি রেডি, নিকেল?'

'জ্বী, স্যার।' অন্ধকারে সাদা দেখাল আফ্রিকান তরুণের দাঁত। আকাশে চাঁদ নেই, মাথার ওপর গাছের পাতা সামান্য খসখস করছে, বাতাস বরফের মত ঠাণ্ডা।

'তুমি, ডেকান?'

'রেডি, স্যার।' ডেকানের গলা একটু দূর থেকে ভেসে এল, টয়োটার ক্যানভাস ঢাকা পিছনটায় এরইমধ্যে উঠে পড়েছে সে। রানা আর নিকেল ট্রাকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাতঘড়ি দেখল রানা। এইমাত্র তিনটে বাজল। ভোর হতে আরও তিন ঘণ্টা। এই তিন ঘণ্টার মধ্যে লেৎলহাকেং-এর শেষ মাথায় পৌঁছুতে হবে ওদেরকে। পৌঁছুনো সম্ভব, যদি সময় নষ্ট না করে।

'ঠিক আছে, চলো যাই।' প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল রানা, নিকেল বসল হুইলের পিছনে। গর্জে উঠল এঞ্জিন, জ্বলে উঠল হেডলাইট, লাফ দিয়ে উদ্ভাসিত হলো গাছের সার সার গুঁড়ি, গড়াতে শুরু করে রাস্তার দিকে এগোল ট্রাক।

শুরুতে গাড়ি চালাবার দায়িত্ব নিকেলকে দিয়েছে, কারণ খুব ক্লান্ত বোধ করছে রানা, একটু ঘুমিয়ে নিতে চায়; তবে আরও বড় কারণ ওদের অভিযানে লেৎলহাকেংই একমাত্র অংশ যে-টুকু পার হতে পারবে

চিহ্নিত পথ ধরে। তারপর জঙ্গলে ঢুকতে হবে। রওনা হবার জন্যে রাতের এই সময়টা বেছে নিয়েছে যাতে কেউ ওদেরকে দেখতে না পায়। তারপরও যে দেখে ফেলার ঝুঁকি নেই, তা নয়। রাস্তাটায় তো সারারাতই গাড়ি চলে, কেউ যদি আদভানিদের ট্রাকটা দেখে চিনে ফেলে তার মনে অবশ্যই প্রশ্ন জাগবে, অসময়ে কোথায় যাচ্ছে ওটা। তবু ঝুঁকিটা রাতে নেয়া যায়, দিনের বেলা প্রশ্নই ওঠে না। চিহ্নিত পথে নিকেলের ওপর আস্থা রাখা যায়, কিন্তু জঙ্গলে ঢোকার পর সতর্ক থাকতে হবে রানাকে। অচিহ্নিত পথে পাথর আছে, আছে গর্ত, ট্রাকটা দক্ষ হাতে না পড়লে একটা অ্যাকসেল ভেঙে যেতে পারে, টান টান ও ভঙ্গুর সময়ের ছকটা এলোমেলো হয়ে যেতে পারে।

পা দুটো লম্বা করে দিল রানা, হেলান দিল ফোম রাবারের প্যাডে, তারপর চোখ বুজে ঝিমুতে শুরু করল।

'লেৎলহাকেং, স্যার।' রানার কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুম ভাঙাল নিকেল। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সিধে হলো ও, হাই তুলল, তারপর বাইরে তাকাল।

'বোঝা গেল ট্রাকটাকে খুব জোরে ছুটিয়ে এনেছে নিকেল, কারণ সবেমাত্র ফর্সা হতে শুরু করেছে পুবদিকের আকাশ। সামনে আধো অন্ধকারে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা মাটির কুঁড়েঘর, গ্যাস স্টেশন আর একমাত্র সাদা রঙের পাকা ভবনটা। ভবনের সামনের অংশে কয়েকটা দোকান, ছাদের কাছে একটা ল্যাম্প জ্বলছে।

'সোজা বেরিয়ে যাও, নিকেল,' বলল রানা। 'আরও খানিক পর হুইল ধরব আমি। পথে কিছু আসা-যাওয়া করতে দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল নিকেল। 'ঘাঞ্জি থেকে শুধু দুটো ট্রাককে আসতে দেখেছি, স্যার। আমাদের পিছনে কেউ নেই, কেউ ওভারটেকও করেনি।'

স্বস্তিবোধ করল রানা। ঘাঞ্জিতে অনেকগুলো র‍্যাঞ্চ আছে, ধরেই নিয়েছিল ওদিক থেকে ট্রাক আসবে। ওগুলো কোন সমস্যা নয়, কারণ ড্রাইভাররা টয়োটাকে আলোর একটা ঝলকের মত দেখতে পাবে শুধু।

দশ মিনিট পেরিয়ে গেল, রানা বলল, 'এখানে, নিকেল।'

ট্রাক দাঁড় করাল নিকেল, নিচে নেমে আড়মোড়া ভাঙল রানা। দ্রুত আলোয় ভরে যাচ্ছে চারদিক। পুবদিকের আকাশ এখন লাল, যে-কোন মুহূর্তে দিগন্তে উঠে আসবে সূর্য। আর সূর্য উঠলেই রাঙা সোনা হয়ে যাবে কালাহারি। আরও মিনিট পনেরো পর সূর্যটাও দেখতে হবে ঠিক যেন সোনার একটা চকচকে থালা। তারপর গরম কাকে বলে। মাটি থেকে সমস্ত শিশির শুষে নেবে, শূন্য ডিগ্রীর নিচে থেকে তাপমাত্রা উঠে আসবে ছায়ার ভেতর নব্বুই ডিগ্রী।

এই দেশটাকে, শুধু এই দেশটাকে নয়, গোটা আফ্রিকাকে ভালবাসে রানা। এর বিশালত্ব আর বুনো ভাবটুকু বিস্ময়ে মুগ্ধ করে তোলে ওকে। বতসোয়ানার দক্ষিণে রয়েছে স্থির ঢেউয়ের মত বালিয়াড়ি। মাঝখানটা মরুভূমি—পাথর ছড়ানো, বালি আর কাঁটাঝোপে ঢাকা ধু-ধু প্রান্তর—এই মুহূর্তে সেই মরুভূমিরই কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। উত্তরে বিশাল অববাহিকা, দশ হাজার বর্গ মাইল জুড়ে লেগুন, নলখাগড়া আর বন্য প্রাণীদের পদচারণা। বনসম্পদ আর বন্য প্রাণী থেকেই বতসোয়ানা সরকার প্রতি বছর বিশ হাজার কোটি টাকা আয় করতে পারে, ওগুলোর কোন ক্ষতি না করেই। কিন্তু আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মত বতসোয়ানাতেও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে নিজেদের স্বার্থে শ্বেতাঙ্গরাই, দেশটা স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও। এর জন্যে দায়ী দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিকরা। তৃতীয় বিশ্বের সব দেশে এই একই অবস্থা। বতসোয়ানা আকারে বড়, সে তুলনায় লোকসংখ্যা নগণ্য, প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন নেই। দায়ী সেই দুর্নীতিপরায়ণ নেতারা। নিজের দেশের কথা মনে পড়ে যায় রানার। মূল সমস্যা সেখানেও এই একটাই। ছোট্ট একটুখানি জায়গায় গিজগিজ করছে মানুষ, সে তুলনায় সম্পদ অপ্রতুল। তারপরও হিসাবে দেখা যায়, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে, জনশক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে, জাপান বা তাইওয়ান হয়ে ওঠা বাংলাদেশের পক্ষে খুবই সম্ভব।

সম্ভব যে, তার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া আর দক্ষিণ কোরিয়া। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে এই সম্ভবকে অসম্ভব করে তুলেছে রাজনৈতিক দলগুলো। যে দলই ক্ষমতায় আসে, শুরু হয়ে যায় পাইকারী লুঠপাট। বিরোধী দল কিছুদিন সময় দেয়, তারপর যখন দেখে যে সরকারী দল যথেষ্ট লুঠপাট করেছে তখন নিজেরা ক্ষমতা পাবার জন্যে শুরু করে আন্দোলন। এ এক অশুভ চক্র, জেগে ঘুমিয়ে থাকা অশিক্ষিত অসহায় জনগোষ্ঠিকে যুগের পর যুগ নিঙড়ে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া। যখন প্রশ্ন ওঠে দেশের শিক্ষিতের হার কত, দুঃখে হাসি পায় রানার। ওর সন্দেহ সত্যিকার শিক্ষায় শিক্ষিত, মুক্তবুদ্ধির অধিকারী কুসংস্কারমুক্ত মানুষ দেশে হাজারকরা এক ভাগও হবে কিনা। তা না হলে রাজনৈতিক দলগুলোর মাত্র দুই-আড়াই শো নেতা বারো কোটি লোককে কিভাবে গর্দভ বানিয়ে রাখে।

শরীরটা কেঁপে উঠল রানার, মরুভূমির ঠাণ্ডা বাতাসে নাকি স্বদেশের অধোপতন উপলব্ধি করে, বলা কঠিন। যে কাজটা নিয়ে এসেছে সেটার কথা ভাবল ও। একারের সাফারিতে ওকে একটা শিকার চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে, একদল ডাকাতের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে হবে। ট্রফির নাম ডোরা ডারবি।

হুইলের পিছনে বসে ট্রাক ছেড়ে দিল রানা, দু'পাশে ঢেউ তুলে দু'ফাঁক হয়ে গেল কাঁটাঝোপ। ঝাঁকি খেতে খেতে এগোল ওদের টয়োটা।

এক সময় মাথার ওপর উঠে এল সূর্য। অসহ্য গরমে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

দুপুরের দিকে রানা বলল, 'এবার খানিক বিশ্রাম।'

কয়েকটা মাহাতা গাছের নিচে থামল ট্রাক, প্রায় লালচে-বেগুনি আকাশের গায়ে ধুলোমোড়া পাতাগুলো খয়েরি লাগছে। স্পীডমিটারের দিকে তাকাল রানা। ছ'ঘণ্টায় সত্তর মাইল পেরিয়েছে ওরা, ওর বিবেচনায় ঠিকই আছে। ট্রাক থেকে নেমে পড়ল ও। ক্লান্ত আর

আড়ষ্টবোধ করলেও, মরুভূমিতে এলে প্রতিবার যা হয়, পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে মাথা, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে ইন্দ্রিয়গুলো, প্রাণশক্তিও ফিরে আসতে শুরু করেছে।

ছায়ায় উবু হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে নিকেল আর ডেকান, ওদের সেৎসোয়ানা ভাষায়। সুরটা গভীর, অস্থিরতার কোন ভাব নেই। নিকেল দীর্ঘদেহী শক্ত-সমর্থ পুরুষ, কাঁধ দুটো বিশাল, লম্বা বাহুতে চোখে পড়ার মত পেশী। প্রতিটি কাজে তার নিষ্ঠা থাকে, কথা বলে কম, হাসে আরও কম। ডেকান লম্বা, রোগা, যে-কোন গল্প টেনে টেনে লম্বা করা তার স্বভাব, তারই ফাঁকে ঘন ঘন বিস্ফোরণের মত হাসি ছাড়বে। হলুদ জংলীদের কথা বাদ দিলে, তার মত দক্ষ ট্র্যাকার বতসোয়ানায় দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। দু'জনেই তারা সবুজ সাফারি ওভারঅল পরে আছে।

দু'জনের কেউই জানে না তারা কোথায় বা কেন যাচ্ছে। ইভা পুনম রানার দিকে একটা হাত তুলে তাদেরকে বলেছে, 'উনি আমার লোক, যে-ক'দিন দরকার হয় ওঁর সঙ্গে থাকবে তোমরা, ওঁর কথামত চলবে।' ব্যস, আর কিছু বলতে হয়নি। তাদের চেহারায় কোন ভাব ফোটেনি, প্রায় একযোগে মাথা কাত করেছে দু'জন। তারপর নিজেদের ব্যাগ হাতে রানার সঙ্গে মাঝরাতে দেখা করেছে। একটু পরই তাদের সঙ্গে কথা বলবে রানা, যতটুকু জানাবার জানাবে, তার আগে ছায়ায় বসে ক্লান্তি দূর করার ফাঁকে গোটা ব্যাপারটা নিজেই একবার ভেবে নিচ্ছে ও।

চওড়া গোঁফ, ল্যারি ব্রায়ান। প্ল্যানটা তাঁরই। রানা রওনা হবার পর ছ'দিনের দিন সকাল দশটায় ড্রপ-জোনের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে একটা প্লেন, নিচে ফেলবে টিনের কৌটোটা। ইতিমধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবে ওরা তিনজন, কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থাকবে। টিনের কৌটোর মধ্যে পোরা উত্তরে জানানো হবে, মুক্তিপণ দেয়া হবে, তবে দাবি অনুসারে অস্ত্রগুলো এক জায়গায় জড়ো করতে আরও এক হপ্তা সময় দিতে হবে।

ল্যারি ব্রায়ানের ধারণা, টিনের কৌটো নিয়ে টেরোরিস্টরা তাদের আস্তানায় ফিরে যাবে, যেখানে ডোরা ডারবিকে জিম্মি হিসেবে আটকে রাখা হয়েছে। নিকেল, ডেকান আর রানা তাদের পিছু নেবে, ক্যাম্পটা কাছ থেকে ভাল করে দেখে আক্রমণের প্ল্যান তৈরি করবে। তারপর, যদি রানা সফল হয়, ডোরা ডারবিকে সঙ্গে নিয়ে টয়োটায় চড়ে ফিরতি পথ ধরবে।

এই হলো প্ল্যান। এটাকে সফল করতে আক্রমণটা হওয়া চাই আকস্মিক, টেরোরিস্টরা যাতে হতভম্ব ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে দরকার ভাল অস্ত্র আর প্রচুর অ্যামুনিশন।

আর্মস আর অ্যামুনিশন সব ঠিকঠাক মতই দিয়েছেন কৃষ্ণ আদভানি, যেমন চেয়েছিল রানা। রাজধানীর নির্জন এক গলিতে ওগুলো ডেলিভারি দিতে বলেছিল রানা, আগেই সেখানে রেখে এসেছিল পুনমের কাছ থেকে পাওয়া টয়োটাকে। ওগুলো এখন ট্রাকের টুল লকারে রয়েছে। একজোড়া নতুন স্মাইযার সাবমেশিন গান, একটা বেলজিয়ান অটোমেটিক রাইফেল। তিনটে অস্ত্রই কার্ডবোর্ড কার্টনে ভরে রাখা হয়েছে, লেবেলে লেখা আছে—'সাফারি বুটস'। ওগুলোর পাশে, চতুর্থ কার্টনে আছে অ্যামুনিশন—ভুলে কৃষ্ণ আদভানির কাছ থেকে চাওয়া হয়নি, তিনি নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। শেষ কার্টনের লেবেলে লেখা আছে: 'বুটগুলোর জন্য অতিরিক্ত লেস, বিনামূল্যে।'

কাল রাতে রানা শুধু একবার চোখ বুলিয়েছে অস্ত্রগুলোর ওপর। এই মুহূর্তে একটা কার্টন বের করার জন্যে টেইলগেটের ওপর ঝুঁকে পড়ল ও। চ্যাপ্টা কার্ডবোর্ড বক্সটা হাতে নিয়ে ইতস্তত করল। নিকেল আর ডেকান অস্ত্রটা দেখামাত্র চমকে উঠবে। নানা প্রশ্ন জাগবে তাদের মনে। ভাল হয় এখুনি ওদের সঙ্গে কথা বললে।

'শোনো তোমরা—নিকেল, ডেকান। ট্রাকে কার্টনটা রেখে ওদের সামনে এসে বসল রানা, উবু হয়ে। 'মিস পুনম আমার কথা মত চলতে বলেছে তোমাদের, ঠিক?'

দু'জনেই মাথা কাত করল, ঘামে চকচক করছে কালো মুখ, ফাঁক করা হাঁটুর মাঝখানে হাতগুলো অলসভঙ্গিতে বালির ওপর নড়াচড়া করছে।

'আমরা শিকার করতেই বেরিয়েছি, তবে এবারের সাফারিটা একটু অন্যরকম...।'

কাহিনীটা ধীরে ধীরে, থেমে থেমে বলে গেল রানা। ইংরেজিতেই বলছে ও, বতসোয়ানায় সবাই ভাষাটা বোঝে ও বলতে পারে। বিশেষ করে নিকেল আর ডেকান ইংরেজিতে যতটা ভাল, ওদের ভাষা সেৎসোয়ানায় রানা ততটা ভাল নয়।

রানা চুপ করার পর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। কথা বলার সময় দু'জনেই তারা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, এই মুহূর্তে বালির দিকে নামিয়ে নিয়েছে চোখ। তারা কি ভাবছে রানার কোন ধারণা নেই। আফ্রিকার লোকদের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা আজকের নয়, তবু তাদের আচরণ ও হাবভাব অনেক সময় রহস্যময় লাগে ওর। এমন হতে পারে একজন বিদেশীর সামনে তারা খুব সতর্ক থাকে, গোপন করে রাখে নিজেদের অনুভূতি। যদিও আফ্রিকানদের আস্থা ও বিশ্বাস, ভালবাসা ও আন্তরিকতা সবই পেয়েছে রানা। শুধু জিম্বাবুয়ে নয়, বতসোয়ানাতেও। তবে এবার ওর প্রিয় মানুষগুলোকে সঙ্গে আনেনি। এমনিতেই তারা একটা বিপদের মধ্যে আছে, নতুন আরেকটার সঙ্গে তাদেরকে জড়াতে চায়নি ও। নিকেল আর ডেকান ওর পরিচিত, যদিও প্রিয় হয়ে ওঠার মত ঘনিষ্ঠতা নেই তাদের সঙ্গে—হবে কিনা সময়ই তা জানে।

'এই লোকগুলো, স্যার,' চিন্তিত সুরে নিস্তব্ধতা ভাঙল নিকেল, এখনও তাকিয়ে আছে বালির দিকে, 'বাইরে থেকে এসেছে?'

বাইরে থেকে। বাইরে মানে দেশের বাইরে নয়, জানতে চাওয়া হচ্ছে গোষ্ঠির বাইরে থেকে কিনা। বতসোয়ানায় গোষ্ঠি প্রীতিই সার কথা। বতসোয়ানার দক্ষিণ এলাকার লোক তারা, শুধু ওই এলাকার

কাউকে লক্ষ্য করে গুলি করতে বললে রানার সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধবে, চিড় ধরবে ইভা পুনম বা আদভানি পরিবারের প্রতি আনুগত্যে।

এ-ধরনের প্রশ্ন করা হবে, জানত রানা। উত্তরে কি বলবে তা-ও ভেবে রেখেছে। সত্যি কথাই বলল ও, 'নিকেল, লোকগুলো কোথাকার আমি আসলে তা জানি না। কিন্তু ভেবে দেখো, তোমরা বা বাতাওয়ানার কোন লোক কি কখনও এধরনের কাজ করেছে, না করবে?'

দু'জনেই এবার মুখ তুলে তাকাল। মাথা নাড়ল নিকেল। বতসোয়ানায় সাতটা সোয়ানা গোষ্ঠি রয়েছে, তাদের মধ্যে বাতাওয়ানারাই সবচেয়ে শান্তিপ্রিয়। চারদিকে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হলেও, বাতাওয়ানারা দূরে সরে আছে।

'না,' বলল রানা। 'যদিও আমি সঠিক বলতে পারছি না, তবে শতকরা নিরানব্বুই ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, লোকগুলো সীমান্তের ওপার থেকে এসেছে—সম্ভবত উত্তর সীমান্ত পেরিয়ে। ওদেরকে দেখার পর ব্যাপারটা বোঝা যাবে। তবে তোমাদের আমি একটা কথা দিচ্ছি। আমার যদি ভুল হয়, লোকগুলো যদি বাতাওয়ানা হয়, পুনমের নির্দেশ মানার দরকার নেই তোমাদের—আমি একাই তখন কাজটা করব। ঠিক আছে?'

'না, স্যার···।' মুখ খুলল এবার ডেকান, কথা বলছে দু'জনের হয়েই, যদিও রানা শুরু করার পর একবারও পরস্পরের দিকে তাকায়নি ওরা। 'লোকগুলো সম্পর্কে আপনি সত্যি কথা বলেছেন। তারা যদি বাতাওয়ানা হয়, গোষ্ঠির জন্যে ক্ষতিকর কাজ করছে তারা। আমরা আপনার সঙ্গে থাকব।'

'ধন্যবাদ, ডেকান।' দু'জনের সঙ্গেই হ্যাণ্ডশেক করল রানা, তারপর উঠে দাঁড়াল। 'এসো, অস্ত্রগুলো একবার দেখে রাখি।'

ট্রাকের পিছন দিকে চলে এল রানা, বালির ওপর বড় একটা গ্রাউণ্ড শিট বিছাতে বলল। এরপর বের করল কার্টনগুলো।

স্নাইযার দুটো কালো রঙের, গায়ে গ্রিজ মাখানো রয়েছে। দু'জনের

হাতে একটা করে ধরিয়ে দিল রানা, গ্যাসোলিন ভেজানো ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করতে বলল। অটোমেটিক বেলজিয়ান রাইফেলটা পরিষ্কার করার দরকার নেই, শুধু ব্রীচ-এর কাছে সামান্য একটু তেল লেগে আছে। অস্ত্রটা বেশ পুরানো, আন্দাজ করল রানা।

আঙুল দিয়ে ঠেলে রেগুলেশন ক্যাচ সিঙ্গেল শট-এ আনল ও, কাঁধে তুলে লক্ষ্য স্থির করল পঞ্চাশ গজ দূরে ঝোপের ভেতর একটা বোল্ডারে। খুব ভাল ব্যালেন্স, ভারি ধাতব স্টক মুখের পাশে স্থির ও ঠাণ্ডা লাগল। ব্যারেলটা নিচু করার সময় গম্ভীর হয়ে উঠল ওর চেহারা। কাজের সময় রাইফেল তুলেই গুলি করতে হবে ওকে, বেশিরভাগ সম্ভাবনা খুব বেশি আলো পাবে না। পঞ্চাশ বা পঁচাত্তর গজ দুরের টার্গেট কোন সমস্যা নয়, কিন্তু তার বেশি হলে টেলিস্কোপ সাইট দরকার হবে। কিন্তু এটাতে তা নেই।

ওর রেডফিল্ড স্কোপটা পাওয়া গেলে সবচেয়ে ভাল হত। হান্টিং রাইফেলের সঙ্গে তাশানিতে রয়ে গেছে সেটা। এখন আর কিছু করার নেই। শুধু আশা করতে পারে গুলি শুরু করার আগে শত্রু-শিবিরের যথেষ্ট কাছাকাছি পৌঁছুনোর সুযোগ পাবে ও।

রাইফেলটা নামিয়ে রেখে নিকেল আর ডেকানের কাজ শেষ হবার অপেক্ষায় থাকল রানা। তারপর একটা খালি ম্যাগাজিন ভরে ব্রীচ মেকানিজম পরীক্ষা করল। গ্রিজ লেগে থাকায় এখনও একটু চটচটে ভাব আছে, তবে দুটোর অ্যাকশনই সাবলীল ও নিখুঁত। 'আপাতত আর কিছু দেখার নেই,' বলল ও। 'জঙ্গলের আরও ভেতরে ঢুকে আরেকবার মুছে পরীক্ষা করা যাবে। বাক্সে ভরে আগের জায়গায় রেখে দাও।'

টুল লকারে ভরে রাখা হলো কার্টুনগুলো। এরপর ওদের বাকি সাপ্লাই পরীক্ষা করল রানা।

একজোড়া জেরি-ক্যানে পানি নেয়া হয়েছে, প্রতিটি দশ গ্যালনের। কাঠের একটা বাক্সে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের টিনজাত খাবার, ওর অ্যাপার্টমেন্টের কিচেন শেলফগুলোয় যা ছিল সবই নিয়ে এসেছে।

আরও রয়েছে ওর রিজার্ভ বারো-গজ শটগান, এক বাক্স কার্ট্রিজ, পুরানো একটা স্লীপিং ব্যাগ ও বড় মাপের ক্যানভাস ব্যাগ—ওতে আছে টুলস, কেবল, রশি, স্ক্রু ছাড়াও টুকিটাকি স্পেয়ার পার্টস, মরু অভিযানে বেরলে একটা গাড়ির যা যা দরকার হতে পারে।

অল্প সময়ের ভেতর এর বেশি কিছু সংগ্রহ করতে পারেনি রানা। অবশ্য খাবারের জন্য কষ্ট করতে হবে না, ঝোপের ভেতর বুনো মোরগ বা হাঁস পাওয়া যাবে। পানিও কোন সমস্যা নয়, অন্তত অভিযানের প্রথম পর্বে। যে রুট ধরে ওরা এগোবে তার কাছাকাছি একাধিক পানির উৎস আছে, ক্যান দিয়ে পাঠালে ভরে আনতে পারবে নিকেল। তবে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে টয়োটা ছেড়ে হাঁটা শুরু করার পর। সে-সময় ওরা কালাহারির গভীর প্রদেশে থাকবে, পিঠে ভার থাকবে যত বেশি বওয়া যায়, পাড়ি দিতে হবে পাঁচ কি ছয় দিনের পথ।

পিছিয়ে এলো রানা। হাতের কাজ সেরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে নিকেল আর ডেকান। পাতার ফাঁক দিয়ে ওপরে তাকাল ও। সরাসরি মাথার ওপর রয়েছে সূর্য, ছায়ার বাইরে রোদে তেতে আছে বালি। অন্য সময় হলে লাঞ্চ আর বিশ্রামের জন্যে এক ঘণ্টা থাকত এখানে। আজ সময় নেই। 'স্টোর থেকে এক জোড়া ক্যান বের করে খোলো, ডেকান,' বলল রানা। 'পথে খেয়ে নেব।'

কেবিনে উঠল ও, স্টার্ট দিল এঞ্জিন, ঝোপের ভেতর দিয়ে হেলেদুলে এগোল টয়োটা।

আরও একশো মাইল পেরিয়ে এসে সন্ধের দিকে ক্যাম্প ফেলার সিদ্ধান্ত নিল রানা। সকালের চেয়ে দুপুরের পর ভালই এগিয়েছে ওরা, কারণটা হলো ওয়েনেনগ এলাকায় অনেকগুলো ক্যাটল স্টেশন আছে, প্রতিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে চিহ্নিত পথ। আফ্রিকান রাখাল ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার আশঙ্কা প্রায় ছিলই না, তবু চিহ্নিত পথ যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে ব্যবহার করলেও, স্টেশনগুলো সাবধানে

এড়িয়ে গেছে রানা, যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পাশ কাটিয়েছে ওগুলোকে। শেষ স্টেশনটাকে পিছনে ফেলে এসেছে বিকেলে, শেষ এক ঘণ্টা এগোতে হয়েছে বালি, পাথর আর ঝোপ ঢাকা জমিনের ওপর দিয়ে। সামনের ড্রপ-জোন পর্যন্ত প্রকৃতির রূপ খুব একটা বদলাবে না।

নিচে নামানো টেইলগেটে বসল রানা। ক্যাম্প ফেলল নিকেল, ক্যাম্পের সামনে আগুন জ্বালল ডেকান। প্রায় একটানা আঠারো ঘণ্টা ট্রাক চালাবার ফলে পেশীগুলো কাঁপছে রানার, ক্লান্তিতে নিস্তেজ লাগছে। যদিও প্রাণশক্তি বা উৎসাহ পুরোপুরি বজায় আছে, ঘাঞ্জি রোডে বাঁক ঘোরার পর থেকে যে সতর্কতা বোধ ও উত্তেজনা ভর করেছে তা-ও পুরোমাত্রায় অটুট।

গর্তটা থেকে লাফ দিয়ে উঠল আগুনের শিখা। ঝট করে পিছন দিকে হেলান দিল ডেকান, তারপর হাড়ের মত সাদা মাহাতার ডাল তুলে নিয়ে আগুনের ওপর সাজাতে শুরু করল। তার মাথার পাশে অস্ত যাচ্ছে সূর্য, ঠিক যেন গোলাপী একটা আধুলি, চার পাশে কালো মেঘমালা।

সূর্য ডোবার পর কয়েক মুহূর্ত কোথাও কিছু নড়ল না, নিস্তব্ধতাও জমাট বেঁধে থাকল। তারপর ইতস্তত ভঙ্গিতে ডেকে উঠল একটা শিয়াল, আওয়াজটা ভেসে এল অনেক দূর থেকে, প্রায় অস্পষ্ট। জবাব দিল একটা সিংহ, ওটার চেয়ে একটু কাছ থেকে—অধিকার ফলাবার জন্যে গর্জন নয়, বিরক্ত হয়ে সাবধান করে দেয়া, যেন নিজের উপস্থিতি জানিয়ে সতর্ক করল। শিয়াল আর সিংহের মাঝখানে কোথাও একটা হায়েনা ডাক ছাড়ল। তারপর কিছুক্ষণ ওগুলোর ডাক আলাদাভাবে চেনা গেল না। এক সময় আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল।

মরুভূমিকে যেমন ভয় করে রানা, তেমনি অন্য এক অর্থে নিরাপদও বোধ করে। বিশেষ করে কালাহারি মরুভূমিকে ভয় করার কারণ আছে, এখানে খানিক পর পর বিপজ্জনক কাঁটাঝোপ আছে, কাঁটাগুলোর মুখ সূচের মত তীক্ষ্ণ, কোথাও কোথাও ক্ষুরের মত ধারাল। সে-সব ঝোপের

ফাঁকে রাতে শিকার করতে বেরোয় হিংস্র প্রাণীরা। বিপদ আরও বহু রকমের আছে, তা সত্ত্বেও নিরাপদ বোধ করার কারণ হলো কালাহারি রানার পরিচিত মরুভূমি, এখানকার বৈরী পরিবেশ সম্পর্কে ওর অভিজ্ঞতা আছে।

'স্টু, স্যার…।'

ডেকানের হাত থেকে পেয়ালাটা নিল রানা, একসঙ্গে খাওয়া শেষ করল তিনজন। রানাকে কফি দেবে কিনা জানতে চাইল ডেকান। 'তোমরা খাও,' বলল ও। 'আমার ঘুম পেয়েছে।'

টেইলগেট থেকে উঠে কয়েক পা হেঁটে এল রানা, ঢুকে পড়ল স্লীপিং ব্যাগে। আগুনের ধারে বসে নিচু গলায় কথা বলছে নিকেল আর ডেকান, মাথার ওপর একটা পেঁচা ডাকছে। একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল ও।

প্লেনে চড়ে তাশানি থেকে চলে আসার পর এই প্রথম শান্তিতে ঘুমাল রানা।

'এখানে, স্যার…?' জিজ্ঞেস করল নিকেল, পরদিন বিকেলে।

ঘাঞ্জি রোডের বাঁক থেকে আড়াই শো মাইল দূরে রয়েছে ওরা, শেষ বসতি থেকে অনেক দূরে। রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করবে।

ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে এক সারি গাছের কাছে তিনটে তেল ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে পাঠিয়েছে নিকেলকে। ইতিমধ্যে দুটো স্মাইযার আর বেলজিয়ান রাইফেলটা বের করেছে ডেকান, অ্যামুনিশন কার্টন সহ সাজিয়ে রেখেছে টয়োটার হুডের ওপর।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' জবাব দিল রানা। 'কোমর সমান উঁচুতে পেরেক দিয়ে গাঁথো, এক গজ পর পর।'

গাছের গুঁড়িতে ন্যাকড়াগুলো আটকে ফিরে এলো নিকেল। সামান্য বাতাস আছে, জঙ্গলের কালো ছায়ার গায়ে সাদাটে নোংরা পতাকার মত পতপত করছে ওগুলো। শেল-এর একটা বাক্স তুলে নিল রানা,

একটা ম্যাগাজিনে বারোটা গুলি ভরল, ঠেলে ঢুকিয়ে দিল স্মাইযারের ব্রীচে, তারপর অস্ত্রটা তুলল, নিতম্ব থেকে সামান্য উঁচুতে। লক্ষ্যস্থির করল বাম দিকের ন্যাকড়াটায়, টেনে দিল ট্রিগার।

ক্ষণস্থায়ী ঘনঘন বিস্ফোরণের শব্দ হলো, ঝাঁকি লাগল পাঁজরে, নাকে ঢুকল করডাইটের গন্ধ। স্মাইযার নিচু করল রানা, আরেকটা ম্যাগাজিন ভরে গুলি করল দ্বিতীয় স্মাইযার থেকে—লক্ষ্যস্থির করল মাঝখানের টার্গেটে।

এগিয়ে এসে টার্গেট দুটো পরীক্ষা করল রানা। দুটো ন্যাকড়াই শতছিন্ন হয়ে গেছে,গাছের নিচে বালির ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ছাল আর কাঠের টুকরো। দুটো রিপিটারের কোনটাতেই কোন ত্রুটি নেই, আগে থেকেই নিখুঁত ব্যালেন্স করা আছে, খালি শেলকেসগুলো ব্রীচ থেকে সাবলীল ভঙ্গিতে মুক্ত হয়ে ছিটকে পড়েছে। ন্যাকড়াগুলো নতুন করে গাছের গুঁড়িতে আটকাল রানা, ভাঁজ করে নিল যাতে ছোঁড়া অংশগুলো সামনের দিকে না থাকে, তারপর পিছিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলো।

'তুমি আগে, ডেকান।' তাকে একটা স্মাইযার আর ম্যাগাজিন দিল রানা। 'কিভাবে লোড করতে হয় জানো তো?'

মাথা ঝাঁকাল ডেকান। 'জানি, স্যার। এটাকে তো স্টার্লিং-এর মতই লাগছে, পুলিসে থাকতে আমরা যেগুলো ব্যবহার করতাম।'

ম্যাগাজিনে শেল ভরল ডেকান, তাকিয়ে আছে রানা। ডিসচার্জ স্প্রিঙে চাপ দিয়ে একটা একটা করে ভরল সে। তার কথাই ঠিক, লোডিং মেকানিজম একই আছে, বদলায়নি। বেলজিয়ান অটোমেটিক রাইফেলেও এই একই মেকানিজম।

'গুড,' ডেকান তৈরি হবার পর বলল রানা। 'তিনটে বিস্ফোরণ, বাম দিক থেকে ডান দিকে, কয়েক সেকেণ্ড করে বিরতি। ট্রিগারে চাপ দিলে ব্যারেল সব সময় ডান দিকে সরে যাবে, কাজেই বাম হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখতে ভুলো না।'

দীর্ঘদেহী ডেকান টার্গেটের দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে আছে, একটা পা সামনে বাড়াল, সামনের দিকে ঝুঁকল সামান্য, তারপর দ্রুত ঘন ঘন ট্রিগারে টান দিল।

হেঁটে এসে ন্যাকড়াগুলো পরীক্ষা করল রানা। ওর গুলি যেমন ছোট ছোট গর্তের সমষ্টি তৈরি হয়েছিল, সেরকম নয়, তবে প্রতিটি ন্যাকড়ায় অন্তত এক জোড়া করে ফুটো সৃষ্টি হয়েছে। ডেকান যদি অস্ত্রটা একদিক থেকে আরেক দিকে ঘোরাত, বুলেটের তৈরি দীর্ঘ রেখার মাঝখানে কচুকাটা হয়ে যেত সব। 'ভেরি গুড, ডেকান,' বলল রানা। 'রীতিমত একজন প্রফেশনালের কাজ।' তার কাঁধ চাপড়ে দিল ও। 'হাত যদি ঠিক রাখতে পারো, প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী হিসেবে তোমার চাকরি ঠেকায় কে।'

আনন্দ ও গর্বে হাসতে শুরু করল ডেকান। দ্বিতীয় স্নাইযারটা নিকেলের হাতে তুলে দিল রানা। 'এবার তোমার পালা, বন্ধু। দেখা যাক প্রতিযোগিতায় টিকতে পারো কিনা।'

নিকেলের কাজ আরও ভাল হলো। তৃতীয়বার পরীক্ষা করতে এসে রানা দেখল, ন্যাকড়াগুলোর প্রায় কোন অস্তিত্বই নেই— গুঁড়ির গায়ে পেরেকের সঙ্গে ঝুলছে কাপড়ের কয়েকটা সরু ফালি মাত্র।

রানা এখনও জানে না নিকেল আর ডেকানকে দিয়ে ঠিক কি কাজ করাবে, টেরোরিস্টদের ক্যাম্প না পাওয়া পর্যন্ত জানাও যাবে না। তবে আদভানি পরিবারের কাছে সাহায্য চাইতে যাবার সময় যা আন্দাজ করেছিল তা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে—এ-ধরনের একটা অভিযানে অংশগ্রহণের যোগ্য যারা তাদের মধ্যে থেকে সেরা দু'জন লোককে পেয়েছে ও।

'হেল, কেউ বলবে না একদল শিকারী সাফারিতে বেরিয়েছে!' হেসে উঠল রানা। 'এ তো পুরোদস্তুর সেনাবাহিনী, যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। ভেরি গুড। এবার দেখি কিভাবে কাজ করে এগুলো—কিছুই অজানা থাকা উচিত নয়।'

সহাস্যে কাজ শুরু করল নিকেল আর ডেকান। স্মাইযার দুটো খুলে ফেলল ওরা, প্রতিটির ওয়ার্কিং পার্টস চেক করল, তারপর আবার জোড়া লাগাল।

সব মিলিয়ে অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করতে আধ ঘণ্টা লাগল, তারপর আবার রওনা হলো ওরা।

দিনের বাকি অংশটা অন্যান্য দিনের মতই কাটল, পরের দিনটাও। রাতগুলো আলাদা কিছু নয়। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে একই দৃশ্য দেখা গেল— তারাগুলোকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে দিনের আলো ফুটছে, জমি ভিজে আছে শিশিরে, ঝাপসা হয়ে আছে টয়োটার উইণ্ডস্ক্রীন। শিখাহীন গনগনে আগুনের ধারে বসে কফির মগে চুমুক দেয়া। সূর্য উঠলেই ক্যাম্প গুটিয়ে আবার যাত্রা শুরু, 'উত্তর-পশ্চিমে মুখ করে খাঁ-খাঁ মরুভূমির ওপর দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছোটা।

মাঝে মধ্যে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওরা, কিনারায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেল সামনে একটা প্যান, রোদে পোড়া মাটির তৈরি খোলা, অগভীর একটা গামলা, আকরিক স্ফটিকের প্রলেপ থাকায় চকচকে সাদা লাগছে গা। ট্রাকের গতি বাড়িয়ে দেবে রানা, জাহাজের বো থেকে ওঠা ঢেউ-এর মত দু'পাশে ছড়িয়ে পড়বে ভীত-সন্ত্রস্ত হরিণের পাল, ট্রাকের পিছনে রূপালি ধুলো ফুলে-ফেঁপে উঠবে। পরে আবার ঝোপের রাজ্যে ঢুকবে ওরা, খোলা জানালা দিয়ে ওদের নাগাল পেতে চেষ্টা করবে কাঁটাগুলো, চাকায় লেগে ছিটকে যাবে নুড়ি পাথর, গা বেয়ে নেমে আসা ঘাম জমা হবে সীটের ওপর, স্টিয়ারিং হুইল ধরা হাত দুটো টনটন করবে ব্যথায়।

এ-ধরনের অভিজ্ঞতা কয়েক দিন আগেও হয়েছে রানার। ক্যাম্প থেকে একজন মক্কেলকে নিয়ে রওনা হবার পর এক সময় এক জায়গায় থামাতে হয় হাঁটার প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে, সেখান থেকে শুরু হয় শিকারের পায়ের ছাপ অনুসরণ। মাঝখানে সব সময় ঘণ্টা কয়েক থাকতে হয় গাড়ির ভেতর। তবে এখনকার পরিস্থিতি আলাদা,

সাফারিতে বেরিয়ে কখনোই একটানা তিন দিন বিশ্রামহীন ছোটার মধ্যে থাকতে হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর কোথাও পৌঁছুনোর তাগাদাও থাকে না।

মাঝে মধ্যে ট্রাকের দায়িত্ব নিকেলের হাতে তুলে দিয়েছে রানা, দিয়েছে বাধ্য হয়ে, যখন বুঝেছে একটানা হুইল আঁকড়ে থাকায় মনোযোগ আর ধরে রাখতে পারছে না—বিশ্রাম না নেয়া পর্যন্ত নিকেলের হাতে থাকাই নিরাপদ। ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে হেডরেস্ট, তবু সেটার ওপরই মাথা রেখে চোখ বুজেছে, নিজের অজান্তেই চিন্তার মধ্যে চলে এসেছে মেয়েটা। ডোরা ডারবি। গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা ব্লাউজ, ফটোতে দেখে মনে হয় পূর্ণ বয়স্কা এক নারীর মুখ, কোমলতা আর কমনীয়তায় ভরা। আশ্চর্য, এ মেয়ের ভয়-ডর বলে কিছু নেই? বিপজ্জনক কালাহারিতে কি করছে সে?

ফটোতে যতই হাসুক বা কোমল মনে হোক, আসলে মেয়েটা ঠিক কি রকম হবে আন্দাজ করা কঠিন নয়, ভেবেছে রানা। নিজে যা ভাল-বাসে শুধু সে-সব ব্যাপারে ব্যাকুল, পুরুষালি ভঙ্গিতে আদেশ-নির্দেশ দিতে অভ্যস্ত। মাস কয়েক মরুভূমিতে কাটাবার পর নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে মনে করে, সেই আত্মবিশ্বাস থেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে তাদেরকে, যারা বছরের পর বছর এখানে শিকার করে বেড়িয়েছে। এদেরকে চেনে রানা, দু'চারটে নমুনা দেখার সুযোগ হয়েছে। সাধারণত খিটখিটে মেজাজের হয় এরা, সদ্য ভার্সিটি থেকে পাস করে বেরিয়েছে, পরে থাকে নতুন সাফারি স্যুট, কাউকে সামনে পেলেই 'কনজারভেশন' আর 'ইকোলজি' সম্পর্কে লেকচার ঝাড়বে।

পার্থক্য হলো, তারা সবাই পুরুষ আর ডোরা ডারবি একটা মেয়ে। স্বাধীনচেতা, শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা, কালাহারি মরুভূমিকে কানাডার একটা নিরাপদ পার্ক বলে ধরে নিয়েছিল— তারপর, এখন, বুঝতে পেরেছে কত ধানে কত চাল। খপ করে ধরে ফেলেছে তাকে একদল টেরোরিস্ট, টেনে হিঁচড়ে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদছে সে, ভাবছে নিজের একি সর্বনাশ করলাম।

সবুর করো, আসছি আমরা।

তারপর রানা ভাবল, এ-যাত্রা মেয়েটা যদি উদ্ধার পায়, জীবনে আর কখনও কালাহারিতে আসবে না সে। এরপর থেকে প্রিয় চিতাবাঘের ওপর গবেষণা চালাবে নিরাপদ লাইব্রেরীতে বসে, চেয়ারে দোল খেতে খেতে।

গতি কমল ট্রাকের, শুকনো একটা নালায় পড়ে ভীষণ ঝাঁকি খেলো, তন্দ্রাচ্ছন্ন রানাকে প্যাসেঞ্জার সীট থেকে ধাতব ড্যাশবোর্ডের গায়ে ছুঁড়ে দিল। গুঙিয়ে উঠল ও, হাত বুলাল কপালে, তারপর আবার চোখ বুজে ঝিমাতে শুরু করল।

‘এটাতেই কাজ হবে···।’

তিন দিনের দিন, গোধূলি। লেৎলহাকেং থেকে প্রায় চারশো মাইল দূরে এখন ওরা, ল্যারি ব্রায়ানের সঙ্গে একমত হয়ে রানাও ধারণা করেছিল এরপর আর টয়োটা নিয়ে এগোনো উচিত হবে না। এখান থেকে ওদেরকে পায়ে হেঁটে এগোতে হবে।

ছোট একটা জঙ্গলের পাশে থেমেছে ট্রাক। নিচে নেমে জঙ্গলটাকে এক চক্কর ঘুরে এল রানা। গাছগুলো গায়ে প্রায় গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে মাঝখানে ফাঁকা একটু জায়গা দেখা গেল। জঙ্গলটার আকৃতি প্রায় গোল, এক জোড়া গাছের মাঝখানের ফাঁকটুকু মেপে দেখা গেল কোন রকমে ঢুকতে পারবে ট্রাক।

‘নিকেল, তোমার প্যাঙ্গা বের করো,’ নির্দেশ দিল রানা। ‘গাছের ডাল কেটে পুরো ট্রাকটা ঢেকে ফেলতে হবে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে জঙ্গলের বাইরে ঝোপ কাটতে শুরু করল নিকেল।

মরুভূমির এই অংশে কারও আসার সম্ভাবনা খুবই কম, তবে বুশম্যান আর পোচারদের কথা কিছু বলা যায় না। আশপাশে বুশম্যানরা থাকলে ট্রাক লুকিয়ে রাখার এই পরিশ্রমটুকু বৃথা যাবে ওদের, এখান

থেকে অনেক মাইল দূরে অস্পষ্ট চাকার দাগও তাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না, ট্রাকটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত অনুসরণ করে আসবে। তবে দলটা যদি পোচারদের হয়, ডাল-পালা দিয়ে ঢেকে রাখলে তাদের চোখে সহজে ধরা পড়বে না।

ডেকানের দিকে ফিরল রানা, ট্রাক থেকে অস্ত্র আর রসদ নামাতে ব্যস্ত সে। 'প্যাক হবে তিনটে, ডেকান,' বলল ও। 'দুটোয় থাকবে খাবার, অ্যামুনিশন, রশি, ছুরি এই সব; বাকিটায় শুধু একটা জেরি-ক্যান। দ্বিতীয় জেরি-ক্যান আর বাকি যা সঙ্গে নেব না, সব বালির নিচে পুঁতে রাখতে হবে।'

যতটা সম্ভব কম ঝুঁকি নিচ্ছে রানা। জিনিসগুলো ট্রাকের ভেতর রেখে গেলে বুশম্যান বা পোচারদের হাতে পড়তে পারে। যদিও মাটিতে পুঁতে রাখলেই যে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে তা মনে করার কোন কারণ নেই। বরং বলা চলে হায়েনাগুলোকে একটা সুযোগ দেয়া হচ্ছে। ওগুলোর কাঁধ আর চোয়ালে সাংঘাতিক শক্তি, গন্ধ শুঁকে যদি বুঝতে পারে মাটির তলায় কিছু আছে, কয়েক ফুট পর্যন্ত গর্ত করে ফেলবে, তারপর যা পাবে সব চিবিয়ে নষ্ট করবে। তবু সুযোগটা বুশম্যান বা পোচারদের না দিয়ে হায়েনাদের দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা।

'প্যাকগুলো কি দিয়ে তৈরি করব, স্যার?'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা, আঙুল মটকাচ্ছে। সাফারিতে সাধারণত বড় আকারের ক্যানভাস ব্যাক-প্যাক নিয়ে আসে ও, কিন্তু এবার তাড়াহুড়োর মধ্যে ভুলে গেছে। অবশেষে বলল, 'গ্রাউণ্ড শীটটা কেটে ফেলো। কেটে তিন টুকরো করো, তারপর প্রতিটি টুকরোর কিনারা তার দিয়ে সেলাই করো। শোল্ডার-স্ট্র্যাপ লাগিয়ে নিলেই হবে। খুব একটা আরাম পাওয়া যাবে না, তবে কাজ চলবে।'

গ্রাউণ্ড শীটটা বের করে কাজে লেগে গেল ডেকান।

রওনা হবার প্রস্তুতি নিতে দু'ঘণ্টা লাগল ওদের। ঝোপ-ঝাড় কেটে পাহাড় তৈরি করা হয়েছে; ভেতরে ট্রাকটাকে দেখা যাচ্ছে না।

প্যাকগুলো তৈরি করে ভেতরে যা ভরার ভরে নিয়েছে ডেকান, বাকি সব বালির ভেতর পুঁতে পাথর চাপা দেয়া হয়েছে। জঙ্গলের কিনারা থেকে পঞ্চাশ গজের মধ্যে নিজেদের সমস্ত দাগ মুছে ফেলেছে নিকেল। ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেল আটটা। জাঁকিয়ে বসছে শীত, দিগন্তে মাথা তুলছে আধখানা চাঁদ।

'কিভাবে কি করা হবে শোনো…।' ছোট আগুনটার সামনে বসে রয়েছে রানা, ওর উল্টোদিকে বসেছে নিকেল আর ডেকান। 'আমার হিসেবে, ড্রপ-জোন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে রয়েছি আমরা। তুমি আমার সঙ্গে একমত, নিকেল?'

মাথা ঝাঁকাল নিকেল। আদভানি পরিবারের ফার্ম ম্যানেজার হিসেবে দূর-দূরান্তে গরু-মোষের পাল নিয়ে আসা-যাওয়া করতে হয় তাকে, ম্যাপ দেখে কাজ করতে অভ্যস্ত, লেৎলহাকেং থেকে নেভিগেট করতে সাহায্যও করেছে রানাকে। এমনিতেও ড্রপ-জোনটা খুঁজে নেয়া কঠিন হবে না। জঙ্গলের ভেতর টিনের কৌটোটা হারিয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে কোন ঝুঁকি নেয়নি টেরোরিস্টরা, বাধ্য হয়ে নির্দিষ্ট একটা প্যান-এর কথা উল্লেখ করতে হয়েছে তাদের। ছোট্ট একটা প্যান-এর কথা বলেছে তারা, কো-অর্ডিনেটস-এর ভেতর ওটাই একমাত্র।

'আমাদেরকে তাহলে দুই রাতে চল্লিশ মাইল পেরুতে হবে, কারণ এখন থেকে আমরা শুধু রাতে হাঁটব আর দিনে ঘুমাব। টেরোরিস্টরা পাহারা দেবে, প্যান থেকে কয়েক মাইল পর্যন্ত। তার মানে হলো, আজকের রাতটাই শুধু সহজে এগোতে পারব আমরা। তুমি পথ দেখাবে, ডেকান। মাঝখানে থাকবে নিকেল। আমি পিছনে। কালকের রাতটা অন্যরকম হবে। ড্রপ-জোনের কাছাকাছি পৌঁছে যাব আমরা…কে জানে ওটার চার ধারে কি করে রেখেছে ওরা। ঠিক আছে…।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। দিন হতে এগারো ঘণ্টা বাকি। এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিলে হাতে থাকবে দশ ঘণ্টা, এই সময়ের ভেতর অন্তত পঁচিশ

মাইল পেরুতে হবে ওদেরকে। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বিরতিহীন কঠিন পদযাত্রা, তবে যেহেতু ডেকানের নেতৃত্বে তিনজনের দলটা বন্য প্রাণীদের চলাচলে তৈরি পথগুলো ব্যবহার করবে, কাজটা অসম্ভব নয়।

'ঠিক ষাট মিনিট পর রওনা হব আমরা।' নিজের প্যাকের গায়ে হেলান দিল রানা। আগুনের আঁচ লাগছে মুখে, তবে মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে দক্ষিণের পাহাড় থেকে ছুটে আসা কালাহারির শীতকালীন বাতাস, ঠাণ্ডায় হি হি করছে গাছের পাতাগুলো।

## সাত

ব্যাপারটা যে আবার ঘটতে যাচ্ছে তিন দিন আগেই তা অনুভব করতে পারল ডোরা ডারবি।

ইতিমধ্যে চিতাবাঘ একই জায়গায় দু'হপ্তা কাটিয়েছে। উত্তরদিকে রওনা হবার পর এত লম্বা সময় এই প্রথম থাকল। ডোরা ডারবির সন্দেহ হতে লাগল, তার বোধহয় বুঝতে ভুল হয়েছে, ওটা হয়তো কোন অভিযানে বেরোয়নি—ভাল শিকার পাবার আশায় অস্থিরভাবে নতুন একটা এলাকা খুঁজছিল, এতদিনে পেয়ে গেছে সেটা।

চিতাবাঘ আস্তানা গেড়েছে বড় একটা বেওব্যাব গাছে। গ্রন্থি, মোচড় আর ছায়া ভরা একটা গাছ। প্রতিদিন ভোর আর সন্ধের দিকে ওখানে গেছে মেয়েটা, কয়েকটা পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসেছে, ত্রিশ গজ দূর থেকে চোখে বিনকিউলার তুলে তাকিয়ে থেকেছে। সন্ধের সময় প্রায় প্রতিবারই গাছ থেকে নেমে শিকারে বেরুবার সময় চিতাবাঘটাকে দেখতে পায়নি সে। রাতের অন্ধকার গাঢ় না হওয়া পর্যন্ত

অপেক্ষা করবে ওটা, কখন যে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে বোঝাই যায় না। ঘন অন্ধকার ঝোপের গায়ে কালো একটা ছায়া, কিভাবে দেখতে পাবে? মরুভূমির ওপর দিয়ে হেঁটে কোনদিকে চলে গেল বোঝার কোন উপায় নেই। তবে কোন কোন রাতে, আরও পরে, প্যানে জমে থাকা পানি খেতে দেখা গেছে।

ভোরগুলো অবশ্য অন্যরকম। আলো ফুটতে শুরু করার পনেরো মিনিটের মধ্যে নিয়মিত ফিরে আসে ওটা। ফিরেই গাছের গুঁড়িটাকে ঘিরে চক্কর দেবে, এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বাতাস শুঁকবে, প্রস্রাব করবে, তারপর এক লাফে উঠে যাবে ওপরে, চোখের পলকে হারিয়ে যাবে শাখাগুলোর আড়ালে। রোদে তপ্ত লম্বা দিনটা ওখানেই কাটিয়ে দেবে ঘুমিয়ে।

এক সকালে সে অনুভব করল ওটা বোধহয় আবার রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সকালটা শুরু হলো অস্বাভাবিক একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে। চিতাবাঘকে শিকার করতে দেখল মেয়েটা।

এর আগেও দু'বার ওটাকে শিকার করতে দেখেছে সে, তবে দু'বারই রাতের অন্ধকারে, অনেকটা দূর থেকে। দেখেছে চাঁদের আলোয় ছুটন্ত একটা ঝাপসা আকৃতি, মোচড় খাচ্ছে ঘাসের ওপর ধরাশায়ী একটা হরিণের দেহ, ম্লান ও ভাঙাচোরা; তারপর চোখে পড়েছে ধীরগতি বালির ঘূর্ণি। ব্যস, এইটুকু। যদিও জানে যে এটুকু দেখতে পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার। খোলা প্রান্তরে কদাচ শিকার করে চিতাবাঘ, শিকারের জন্যে তার পছন্দ গাছ বা ঝোপের নিরেট আড়াল। সেক্ষেত্রে একবার নয়, খোলা প্রান্তরে দু'বার শিকার করতে দেখা ভাগ্যের ব্যাপার তো বটেই। সেদিন সকালে উজ্জ্বল আলোয় শিকার করা হলো, মাত্র ত্রিশ গজ দূর থেকে দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতেও পেল সে।

সেদিন অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেকটা দেরি করে ফিরল চিতাবাঘ। দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে উঠে এসেছে সূর্য, শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে শিশির, ফিরে যাবার জন্যে মনে মনে তৈরি হচ্ছে মেয়েটা. ভাবছে সে

এখানে এসে পৌঁছুনোর আগেই বোধহয় ফিরে এসে গাছে উঠে পড়েছে ওটা। তারপর হঠাৎ উদয় হলো। সেই একই মুহূর্তে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল বুনো একটা শুয়োর, শান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে ঘাসের ওপর দিয়ে, চিতাবাঘের উপস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানে না।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল চিতাবাঘ, গায়ে জড়িয়ে থাকা কালো পশমের কোট গাছটার গাঢ় রঙের গুঁড়ির সঙ্গে এমন মিশে আছে, মনে হলো বাঁকা ও ঢেউ খেলানো একটা শিকড় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। হেলেদুলে এগিয়ে আসছে শুয়োরটা, তারপর কি ভেবে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল, মাথা নিচু করে মাটি শুঁকল, তারপর আবার মাথা তুলে একটা আওয়াজ ছাড়ল ঘোঁৎ করে—দাঁতগুলো মেটে আর হলদেটে। এই সময় লাফ দিল চিতাবাঘ।

আধ মিনিট ধরে কাতর আর্তনাদ শুনতে পেল মেয়েটা। কাপড়ের তৈরি একটা পুতুলের মত এদিক ওদিক ঘন ঘন আছাড় খেলো শুয়োরটা, যম তার গলার শিরা খুঁজে পাবার জন্যে যুদ্ধ করছে। শিরাটা পেয়ে গেল, মাংস ছেঁড়ার শব্দ হলো, পেশীর স্বতঃস্ফূর্ত খিঁচুনি এলোমেলো করে দিল বালি, তারপর নিস্তব্ধতা নামল—সে নিস্তব্ধতা ফুটো হলো শুধু নরম সন্তুষ্টিসূচক গরগর আওয়াজে।

ধীরে ধীরে সিধে হলো চিতাবাঘ, নিহত শুয়োরের চারপাশটা শুঁকল, তারপর পেটে দু'একটা কামড় দিয়ে অল্প খানিকটা মাংস খেলো। সদ্য শিকার করা পুরস্কার চিহ্নিত করল না, কোথাও সরালও না, লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাছের ওপর।

দুপুর পর্যন্ত পাথরগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকল মেয়েটা। ক্যাম্পে ফিরতে না দেখে ছোকরাদের একজন খুঁজতে এল তাকে। ইতিমধ্যে একজোড়া হায়েনা শুয়োরটার ওপর ভাগ বসিয়েছে, টুকরো-টাকরা মাংসের লোভে ছুটে এসেছে কয়েকটা মিয়ারক্যাট, আশপাশে বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে কয়েকটা শকুন। সকালের পুরোটা সময় মাটি থেকে মাত্র নয় ফুট ওপরে শুয়ে থাকলেও একবারও ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করেনি

চিতাবাঘ।

বিস্মিত হয়ে ফিরে এল সে। চিতাবাঘ হত্যা করে শুধু খিদে পেলে, নয়তো কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বারা আক্রান্ত হলে। কিন্তু শুয়োরটা তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, আক্রমণও করেনি—প্রায় নিরীহ একটা প্রাণী, একবার ধমক দিলেই আতঙ্কে পালাতে দিশে পেত না। আবার, খিদে লেগেছে বলেও হত্যা করেনি। শিকার করার পর দু'এক কামড়ে অল্প একটু মাংস খেয়েছে, বাকিটা অবহেলার সঙ্গে ফেলে রেখে গেছে মরুভূমির ক্ষুধার্ত প্রাণীদের জন্যে। বড় জাতের অন্য কোন বিড়ালকে এ-ধরনের অদ্ভুত আচরণ করতে দেখেনি সে।

সন্ধে ও ভোরে, পরপর দু'দিন আবার ফিরে এল মেয়েটা; কিন্তু চিতাবাঘটাকে আর দেখতে পেল না। গাছের নিচে বালি পরীক্ষা করল সে, পায়ের কোন চিহ্ন নেই। শুয়োরটা ইতিমধ্যে কঙ্কালে পরিণত হয়েছে, দখল করে নিয়েছে ঝাঁক ঝাঁক পোকা। তারপর তৃতীয়দিন ভোরের আধো অন্ধকারে আবার সেটাকে দেখতে পেল সে।

একটা ডাল থেকে লাফিয়ে নিচে নামল চিতাবাঘ, মুহূর্ত কয়েক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল হালকা কুয়াশার ভেতর, তারপর দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপে রওনা হলো উত্তর দিকে। পাথরগুলোর আড়ালে শুয়ে থাকল মেয়েটা। করার কিছু নেই তার। পথের চিহ্ন কিভাবে খুঁজে পেতে হয় তা যদি জানাও থাকত, তবু পায়ের ছাপ অনুসরণ করার উপায় ছিল না। এখন শুধু অপেক্ষা আর আশা করতে পারে সে।

বেলা এগারোটায়, সূর্য অনেক ওপরে উঠে এসেছে, তার অনুমান সত্যি প্রমাণিত হলো, পূরণ হলো আশা। আবার উদয় হলো চিতাবাঘ, হাঁপাচ্ছে, হাঁটাচলার গতি আগের চেয়ে অনেক ধীর, গাঢ় মুখের কিনারা থেকে ফ্যাকাসে লাল জিভ অসাড়ভাবে ঝুলছে। ওটার ব্যাকুলতা বা আকাঙ্ক্ষার কারণ যাই হোক, উত্তরদিক ওটাকে চুম্বকের মত যতই টানুক, কালাহারির অসহ্য উত্তাপে কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারা।

বেওব্যাব গাছের গুঁড়িটাকে দ'বার চক্কর দিল চিতাবাঘ। তারপর

ক্লান্ত ভঙ্গিতে ওপরের ডালে চড়ে বসল।

পাথরগুলোর আড়ালে দাঁড়াল মেয়েটা। শুয়োরটাকে যখন মারা হলো তখনই ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়েছিল সে, এখন নিশ্চিত হলো। দিশেহারা হয়ে পড়েছে চিতাবাঘ, দিকভ্রান্তির শিকার। সেজন্যেই শুয়োরটাকে আক্রমণ করে। খাদ্য বা শত্রু মনে করে নয়, মস্তিষ্কের জটিল মেকানিজমে একটা পথ খুঁজে পাবার প্রক্রিয়া চলছিল, এই সময় হঠাৎ সামনে উদয় হয়ে চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে বসে শুয়োরটা, বাধা সরানোর জন্যে হত্যা করা হয় তাকে।

আজকের দিনটা চিতা বিশ্রাম নেবে। কিন্তু আজ রাতে, কিংবা কাল বা পরশু রাতে, আবেগ ও প্রেরণা ফিরে পেলে, আবার রওনা হবে ওটা—এবার ঠাণ্ডা অন্ধকারকে বেছে নেবে, দিনের উত্তাপে নিজেকে কাহিল হতে দেবে না। আর চিতা যখন রওনা হবে, ওটার পিছনে থাকবে মেয়েটা। পাথরগুলোর ভেতর দিয়ে ছুটল সে, প্যানের ওপর ক্যাম্পের দিকে উঠে যাচ্ছে।

## আট

ঝোপ-ঝাড়ে পুরোপুরি ঢাকা লম্বা, নিচু একটা গর্তের মাঝখানে উবু হয়ে বসে আছে রানা।

দেখতে না পেলেও ওর পাশেই রয়েছে নিকেল, তবে কাত হলে দু'জনের হাঁটু পরস্পরকে ছুঁয়ে দিচ্ছে। ওদের কয়েক ফুট সামনে প্রায় খাড়া ঢালু হয়ে নেমে গেছে জমিন, নিচে সমতল প্যান আরও সামনে, আধ মাইল দূরে প্যানের অপর দিকটায় আরেকটা উঁচু ঢাল দেখা যাচ্ছে,

ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা। দুই ঢালের মাঝখানে কিছুই নেই, চাঁদের আলোয় ম্লান রূপালি চাদরের মত পড়ে আছে মরুভূমি।

মাথা ঘুরিয়ে কান পাতল রানা, অন্ধকারের ভেতর কোন শব্দ হয় কিনা শুনছে। পোকা-মাকড়ের গুঞ্জন, দূর থেকে ভেসে আসা একদল শিয়ালের কোরাস, বাতাস পাওয়া ঘাসের খস খস। আর কোন আওয়াজ নেই। খানিক পর গর্তটার ভেতর ঝোপগুলো দু'ফাঁক হওয়ায় ডেকানের ফিরে আসার শব্দ পাওয়া গেল।

হামাগুড়ি দিয়ে রানার আরেক পাশে চলে এল ডেকান, কানের কাছে মুখ তুলে ফিসফিস করল, 'কিছুই দেখলাম না, স্যার। দু'দিকেই একশো গজ পর্যন্ত গেছি। প্রচুর ছাপ দেখলাম, মানুষের পায়ের দাগও আছে, তবে সবই পুরানো—গতকাল বা তারও আগের। আজ রাতে এদিকটায় কেউ আসেনি।'

'ঠিক আছে। সকাল না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকছি আমরা।' বাম কব্জিটা চোখের সামনে তুলল রানা। আলোকিত ডায়ালে ছ'টা বাজে। ভোর হতে আর এক ঘণ্টা বাকি। 'বিশ মিনিট করে পাহারায় থাকো। প্রথমে আমি, তারপর নিকেল আর ডেকান।'

নড়াচড়ার মৃদু শব্দ হলো, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল নিকেল আর ডেকান। তারপর আবার অটুট নিস্তব্ধতা। আগের মতই উবু হয়ে বসে থাকল রানা, খালি প্যানটার দিকে তাকিয়ে।

এই জায়গায় চারটের দিকে পৌঁচেছে ওরা, ইতিমধ্যে ট্রাক ছেড়ে রওনা হবার পর ত্রিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। প্রথম রাতে এগোতে তেমন কোন অসুবিধে হয়নি, ঝোপগুলো ছিল ছড়ানো-ছিটানো, বুনো প্রাণীদের চলাচলের ফলে একটার সঙ্গে অপরটার মাঝখানে অস্পষ্ট পথ তৈরি হয়েছে। কোন ঘটনা ছাড়াই প্রথম রাতে পঁচিশ মাইল পেরিয়ে আসে ওরা। দিনটা ঘুমিয়ে কাটায়। ছোট একটা জঙ্গলের ভেতর প্রত্যেকে পাহারায় ছিল চার ঘণ্টা করে। কোথাও কাউকে দেখা যায়নি, সন্ধের পর আবার হাঁটা ধরে।

দ্বিতীয় রাতটা ভোগায় ওদের। টেরোরিস্টদের প্যান থেকে মাত্র পনেরো মাইল দূরে ছিল ওরা, জঙ্গলটা থেকে বেরিয়ে খানিক দূর আসতেই ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে ঝড় শুরু হলো। বৃষ্টি ছাড়াই সরে গেল ঝড়টা, কিন্তু তারপর কয়েক ঘণ্টা চাঁদটাকে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখল ভারি মেঘ। এক অর্থে অন্ধকার গাঢ় হওয়ায় উপকারই হয়েছে, ওদিকটায় টেরোরিস্টদের কোন গার্ড থাকলে দেখতে পায়নি ওদের। কিন্তু এগোবার গতি কমে যায়। মাঝরাতে, রওনা হবার পাঁচ ঘণ্টা পর, টেনেটুনে মাত্র সাত মাইল এগোতে পারে ওরা।

তারপর মেঘ কেটে গেল, রানা সিদ্ধান্ত নিল ঝুঁকি যা-ই থাক হাঁটার গতি বাড়াতে হবে। ভোরের যথেষ্ট আগে টেরোরিস্টদের প্যানের মাথায় পজিশন নিতে না পারলে গোটা মিশনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। টিনের কৌটার পতন চাক্ষুষ করতে হবে ওদেরকে। দশ মিনিট বিশ্রাম নিতে বলে ও, প্যাকগুলো নিজেরদের মধ্যে বদলাবদলি করে নেয়—জেরি-ক্যানটা সবগুলোর চেয়ে বেশি ভারি—তারপর প্রায় ছোটার ভঙ্গিতে হাঁটা ধরে।

সবচেয়ে খারাপ সময় ছিল শেষ এক ঘণ্টা। রাত তখন দুটোর মত, রানার হিসেবে এক মাইলেরও কম হাঁটতে হবে ওদের। প্যানটা খুঁজে বের করার জন্যে ডেকানকে পাঠিয়ে দেয় ও—প্যানের আশপাশটা দেখে আসবে, নিজেদের আস্তানার জন্যে একটা জায়গাও বাছবে। তিনটের দিকে ফিরে এল ডেকান। প্যানটা সরাসরি ওদের সামনে, একটা ঝোপের কিনারা কেটে পরিষ্কার করে রেখে এসেছে, অবজারভেশন পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু প্যানটার চারদিকে অনেকগুলো পথ দেখা গেছে, আর শেষ চারশো গজ থাকতে ঝোপগুলো কয়েক ফুট খাটো হয়ে গেছে লম্বায়। কাজেই হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হবে ওদেরকে, আকাশের গায়ে ওদের কাঠামো যাতে না ফোটে।

অবশেষে যখন ঝোপ আর গাছপালার ভেতর পৌঁছুল ওরা, ঠাণ্ডা

বাতাস আর কুয়াশা থাকা সত্ত্বেও ঘামে ভিজে গেছে রানার শার্ট, হাঁটুর চামড়া উঠে গেছে, বাহু দুটো কাঁপছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বলল ও, তারপর আবার পাঠাল ডেকানকে। ডেকান এতক্ষণে ফিরে এসে খবর দিল ওদের দু'পাশে কোন দিকেই একশো গজ পর্যন্ত এখনও কোন গার্ড নেই।

অবাক লাগছে রানার। পায়ের যে-সব ছাপ ডেকান দেখে এসেছে তা থেকে বোঝা যায় গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় বেশ কিছু লোক এদিক দিয়ে আসা-যাওয়া করেছে। অথচ টিনের কৌটা পড়ার আগের রাতে জায়গাটা একদম খালি পড়ে আছে। প্যাক থেকে বিনকিউলার বের করে প্যান-এর পেরিমিটার খুঁজল রানা। সিগারেটের আগুন বা কারও নড়াচড়া ধরা পড়তে পারে চোখে। হতাশ হতে হলো, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কাঁধের ওপর স্লীপিং ব্যাগটা ফেলে শীত ঠেকাবার চেষ্টা করল ও।

সাতটার পর ফর্সা হতে শুরু করল আকাশ। ইতিমধ্যে নিজেদের পালা শেষ করেছে নিকেল আর ডেকান, তারাও এখন রানার দু'পাশে উবু হয়ে বসেছে। তিনজনই তাকিয়ে আছে প্যানের দিকে—সূর্য ওঠার পর প্যানের জমিন রূপালি থেকে লালচে হয়ে উঠল, তারপর চোখ-ধাঁধানো সাদা। ঘড়ির কাঁটা আট-এর ঘর পেরুল, তারপর নয়-এর ঘর, ঝোপের ছায়াতেও এখন রোদের আঁচ এসে ঢুকছে, চকচক করছে প্যানটা, তবু কিছু দেখা গেল না।

'স্যার...।'

রানার বাহুতে হাত পড়ল ডেকানের। দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। সবার আগে ডেকানের কানেই ধরা পড়েছে। রানাও শুনতে পেয়েছে শব্দটা—দক্ষিণ দিকে কোথাও মৃদু গুঞ্জন। ড্রপ প্লেন।

একবার মনে হলো, প্লেনটা চক্কর দিচ্ছে। তারপর, ঠিক এক ঘণ্টা পেরিয়ে যেতে, যান্ত্রিক গুঞ্জনটা বাড়ল, পরমুহূর্তে চলে এল দৃষ্টিপথের ভেতর। হালকা নীল একটা সেসনা নিচে দিয়ে দ্রুত পুবদিক থেকে উড়ে গেল, পিছনে সূর্য। চোখ কুঁচকে তাকাল রানা, পরিষ্কার দেখতে না

পেলেও মনে হলো ফিউজিলাজে কালো একটা তীর আঁকা রয়েছে—কালাহারি এয়ার-এর প্রতীক চিহ্ন। এই কোম্পানীর প্লেনই চালায় জর্জ।

ড্রাম পেটানোর মত আওয়াজ তুলে প্যানটার ওপর দিয়ে উড়ে এল প্লেনটা, ওদের মাথার ওপর এসে বাঁক ঘুরল, বৃত্ত তৈরি করে ফিরে গেল পুবদিকে, তারপর হারিয়ে গেল দিগন্তরেখার ওপারে। চোখ নামিয়ে প্যানের দিকে তাকাল এবার রানা। টিনের কৌটোটাকে প্লেন থেকে ফেলতে দেখেনি ও, তবে এই মুহূর্তে সেটাকে মাটিতে পড়তে দেখল। টিনের কৌটা মানে একটা মেটাল সিলিণ্ডার, ওপরে ফুলে রয়েছে ছোট হলুদ প্যারাস্যুট। মাটির ওপর ঘন ঘন আছাড় খেলো সিলিণ্ডারটা, পিছনে খুদে ধুলোর মেঘ রেখে যাচ্ছে। এক সময় স্থির হলো সেটা, হলুদ সিল্কটাও ধীরে ধীরে নিচে পড়ল।

'দেখুন, স্যার…!' এবার নিকেল কথা বলল, পাতার ফাঁক দিয়ে একটা হাত লম্বা করে দিয়েছে। 'ওদিকে, বামে।'

চোখে বিনকিউলার তুলে তাকাল রানা। হাফপ্যান্ট ও ছেঁড়া শার্ট গায়ে এক কৃষ্ণবর্ণ তরুণ লাফাতে লাফাতে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে প্যানের কিনারায় দাঁড়াল। এক সেকেণ্ড থামল সে, চারদিকটা ভাল করে দেখে নেয়ার কোন গরজ নেই, ঢাল বেয়ে নেমে এল প্যানের সমতল জমিনে। এতক্ষণে স্থির হয়ে দাঁড়াল সে, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কি যেন বলল। এক মুহূর্ত পর আরও দু'জন যোগ দিল তার সঙ্গে। একই বয়েস, একই পোশাক, কারও হাতেই কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই। সিলিণ্ডারের দিকে হেঁটে আসছে, বিনকিউলারটা ডেকানের হাতে ধরিয়ে দিল রানা, বলল, 'কি বুঝছ, দেখে বলো।'

তিনজনের দলটাকে ভাল করে দেখল ডেকান। তারপর নিকেলকে দিল বিনকিউলার। সবশেষে নিজেদের মধ্যে সেৎসোয়ানা ভাষায় কথা বলল নিচু গলায়।

'ওরা বাইরের লোক, স্যার—সোয়ানা তো নয়ই, জুলু বা বান্টুও

নয়।'

তার সঙ্গে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল নিকেলও। স্বস্তিতে একবার চোখ বুজল রানা। আর যাই ঘটুক না কেন, টেরোরিস্টদের ক্যাম্প লক্ষ্য করে গুলি চালাতে কোন সমস্যায় পড়তে হবে না।

বিনকিউলারটা ফেরত নিয়ে আবার প্যানের দিকে তাকাল রানা। সিলিণ্ডারের কাছে পৌঁছে গেছে তিনজনের দলটা, দেখে মনে হলো নিজেদের মধ্যে তর্ক করছে তারা। অবশেষে, দু'জনের ধাক্কা খেয়ে এগোল একজন, সাবধানে ভয়ে ভয়ে খোঁচা মারল পা দিয়ে। গড়াতে শুরু করল সিলিণ্ডারটা, আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল আফ্রিকান তরুণ, তার সঙ্গীরা হেসে উঠল। তাদের সন্দেহ ছিল, সিলিণ্ডারটা বোমা বা অন্য কোন ধরনের বিপদ হতে পারে। প্রথম তরুণ আবার এগিয়ে এল, এবার সাহসের সঙ্গে ধরল সিলিণ্ডারটা, কাঁধে তুলে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। বাকি দু'জন গুছিয়ে তুলে নিল প্যারাস্যুটটা, পিছু নিল প্রথমজনের। এক সময় ঢালের মাথায় উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল তিনজনই।

বিনকিউলার নামিয়ে রাখল রানা, ঝোপের গায়ে হেলান দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। বিস্ময়ের মাত্রা আরও বরং বেড়েছে ওর। প্যানের চারপাশে কোন গার্ড তো ছিলই না, এখন আবার সিলিণ্ডারটা নিতে এল তিনজন নিরস্ত্র তরুণ, গোটা ব্যাপারটাই যাদের কাছে কৌতুকপ্রদ। টেরোরিস্ট গ্রুপের সদস্য হিসেবে একেবারেই বেমানান এরা। মুক্তিপণ চেয়ে যে ভাষায় চিঠি লেখা হয়েছে, তার সঙ্গেও কোন মিল নেই। নাকি নিজেদের ওপর এত বেশি আস্থা তাদের যে সাবধান হবার কোন প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেনি?

নিকেলের দিকে তাকাল রানা। 'কি বুঝলে?'

ভুরু কুঁচকে চোয়ালে আঙুল ঘষল নিকেল। 'মাথায় কিছু ঢোকেনি, স্যার।'

'ডেকান?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল ডেকান। ওর মত তারাও অবাক হয়ে

গেছে।

'ঠিক আছে, রাতের আগে আমাদের কিছু করার নেই,' আড়মোড়া ভেঙে বলল রানা। 'অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে ছাপগুলো খুঁজে বের করবে তুমি, ডেকান। ফিরে এসে আমাদের নিয়ে যাবে। দেখা যাবে ক্যাম্পটা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।'

পালা করে ঘুমাল আর পাহারা দিল ওরা, বিকেল পর্যন্ত। চারটের সময় রানার ঘুম ভাঙাল ডেকান। পাহারা দেয়ার পালা নিকেলের, তবে ডেকানও জেগে রয়েছে—ঝোপের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে দু'জনেই।

'কি ব্যাপার?' উঠে বসল রানা, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়ে ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল। রোদে পোড়া প্যান খালি পড়ে আছে, কিনারাগুলোতেও কাউকে দেখা গেল না।

'ধোঁয়া, স্যার,' বলল নিকেল। 'ক্যাম্প ফায়ার।'

বাতাস শুঁকল রানা, গরম আর শুকনো। মাটি আর ঘাসের গন্ধ পেল শুধু। 'ঠিক জানো?'

'কোন সন্দেহ নেই, স্যার।' পিছন দিকে হেলান দিল ডেকান, ঝোপটা দু'হাতে ধরে ফাঁক করল, তারপর চোখ ইশারায় দেখাল। 'ওদিকটা থেকে আসছে।' যেখানে মরা গাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, লোকগুলো ওটার পাশ দিয়েই হেঁটে গেছে তখন। গাছটার ঠিক কাছে নয়—খানিকটা বাম দিকে, খুব বেশি হলে দুশো গজ দূরে। একটা নয়, স্যার, দুটো আগুন। ঝোপের মাথার ওপর ভাল করে তাকান, ধোঁয়া দেখতে পাবেন।'

আবার তাকাল রানা। মরা গাছটা সহজেই চিনতে পারল। কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর ধোঁয়ার রেশও দেখতে পেল। 'হয়তো ছোটখাট দাবানল শুরু হয়েছে,' বলল ও।

মাথা নাড়ল ডেকান। 'না, স্যার। ধোঁয়ার সরু দুটো রেখা। দাবানল হলে মেঘের মত জমে যেত। ওখানেই ওরা ক্যাম্প ফেলেছে, স্যার।'

'মাই গড!' পিছনে হেলান দিল রানা। গার্ডের অনুপস্থিতি, তিন আনাড়ি যুবকের সকৌতুক আচরণ, ড্রপ-জোনের কিনারায় ক্যাম্প—গোটা ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য লাগছে ওর। ধারণা করেছিল, ড্রপ-জোন থেকে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ মাইল হেঁটে পৌঁছুতে হবে টেরোরিস্টদের ক্যাম্পে। 'ঠিক আছে, ডেকান,' বলল ও, 'তোমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো। তিন ঘণ্টা পর বেরিয়ে পড়ো, ঘুরে এসে আমাকে জানাও ব্যাটাদের উদ্দেশ্যটা কি।'

তিন ঘণ্টা পার হলো, অস্ত গেল সূর্য। অন্ধকার একটু গাঢ় হতেই বেরিয়ে পড়ল ডেকান।

রাত এগারোটার দিকে ফিরল সে। যেমন নিঃশব্দে গিয়েছিল তেমনি নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এল। 'ছোট একটা ক্যাম্প, স্যার। আগুন দুটো জ্বালা হয়েছে গর্তের ভেতর, তবে গোটা ক্যাম্পে আলোর কোন অভাব নেই। একটাই তাঁবু, সব মিলিয়ে আট কি নয়জন লোক। সবাই সারাক্ষণ হাসাহাসি আর খাওয়াদাওয়া করছে। একটা ঠেলাগাড়ি দেখলাম, ভেতরে কয়েকটা রাইফেল...।'

রানা আর নিকেলের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে বসেছে ডেকান, ঘামে ভেজা মুখ চাঁদের আলোয় চকচক করছে।

'আর কি দেখলে?'

'আর দেখলাম ম্যাডামকে। ক্যাম্পের কাছে তখনও পৌঁছাইনি, আরেকটু হলে ধাক্কা খাচ্ছিলাম তাঁর সাথে...।'

'কি বলতে চাইছ?' রানার গলায় ধমকের সুর। 'মেয়েটাকে ওরা পাহারা দিচ্ছে না?'

'না, স্যার। প্যানটা ঘুরে ওদের রেখে যাওয়া কাল সকালের ছাপগুলো খুঁজে বের করি, মরা গাছটাকে পাশ কাটিয়ে এগোই...তারপর হঠাৎ দেখি ম্যাডাম সরাসরি আমার সামনে হাঁটছেন। কোত্থেকে এলেন বলতে পারব না, শুধু দেখলাম একা হেঁটে যাচ্ছেন, সঙ্গে কেউ নেই। পিছু নিলাম আমি, সরাসরি ক্যাম্পে পৌঁছুলেন

ম্যাডাম, ছোকরাদের সঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া শুরু করলেন।'

'তারপর কি ঘটল?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডেকান। 'কিছুই না, স্যার। কিছুক্ষণ দেখলাম ওদের, ক্যাম্পটাকে ঘিরে চক্কর দিলাম একটা। কিন্তু এবারও কোন গার্ড দেখলাম না। তারপর ফিরে এলাম। আসার সময় দেখে এলাম, ছোকরাগুলোর সঙ্গে বসে তখনও খাচ্ছেন ম্যাডাম।'

'ক্যাম্পটা আমাকে এঁকে দেখাও।' পিছন দিকে সরে বসল রানা, হাত দিয়ে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করল। ইতিমধ্যে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে চাঁদ। সরু একটা ডাল হাতে নিয়ে টেরোরিস্টদের ক্যাম্প ও আশপাশের এলাকাটা বালির ওপর আঁকল ডেকান।

ছড়ানো-ছিটানো গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড়ের মাঝখানে ফাঁকা, প্রায় গোলাকার একটা জায়গায় ক্যাম্পটা। ঠেলা গাড়িটা এক প্রান্তে। দুটো আগুনের মাঝখানে পনেরো ফুট ব্যবধান, মাঝখানে ভিড় করে বসে আছে টেরোরিস্টরা। তাঁবুটা ক্যাম্পের অপর প্রান্তে।

নকশাটা মনোযোগ দিয়ে দেখল রানা। তাঁবুটা যে ডোরা ডারবির জন্যে, বোঝাই যায়। কিন্তু রাতের বেলা একা একা চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন মেয়েটা? টেরোরিস্টরা তার ওপর নজরই বা রাখছে না কেন? অদ্ভুত ব্যাপার, এমনকি ক্যাম্পটাকেও কেউ পাহারা দিচ্ছে না। এর শুধু একটা ব্যাখ্যাই মাথায় আসছে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। মেয়েটা এতদিন ধরে তাদের হাতে বন্দী, কাজেই তারা জানে যে ওর ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। তাছাড়া, আরও জানে যে ক্যাম্প থেকে পালিয়েও কোন লাভ নেই, মরুভূমিতে পথ হারিয়ে মরতে হবে। কিন্তু তাই বলে…

আসলে ব্যাপারটা কি তা জানার একটাই মাত্র উপায় আছে।

'ঠিক আছে, এসো তৈরি হই আমরা,' বলল রানা। 'ওখানে আমরা সরাসরি যাব। তুমি যেমন দেখে এসেছ, পরিস্থিতি যদি একই থাকে, হামলা করব ভোরবেলা। গ্রিজের বোতলটা দাও, নিকেল।'

তিনজনই ওরা ওদের শার্ট আর শর্টস কালো রঙ করে নিয়েছিল সেই ট্রাক ছাড়ার পরপরই। শ্বেতাঙ্গদের দৃষ্টিতে রানা কালো হলেও, ওর গায়ের রঙ কালো নয়—সেজন্যেই হাত-পা আর মুখে গ্রিজ মেখে নিতে হলো, বালির সঙ্গে মিশিয়ে। তারপর অস্ত্রগুলো চেক করল একবার। দুটো স্মাইযারেই ভরা ম্যাগাজিন রয়েছে, তারপরও একটা করে স্পেয়ার থাকল নিকেল আর ডেকানের কাছে। বেলজিয়ান অটোমেটিক রাইফেলে বারোটা বুলেটের একটা ক্লিপ ভরল রানা, পকেটে রাখল আরও ত্রিশটা—একটা কাপড়ে বেঁধে নিয়েছে, যাতে শব্দ না করে।

কার্টুনে আরও অনেক অ্যামুনিশন আছে, তবে এর বেশি সঙ্গে নেয়ার দরকার নেই। আকস্মিক হামলার প্ল্যান করেছে ওরা, দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছে না।

'রেডি?'

মাথা ঝাঁকাল নিকেল আর ডেকান, হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল তিনজন। প্যান-এর বাঁ দিকের কিনারায় ঝোপগুলো একটু বেশি লম্বা আর ঘন, প্রথম একশো গজের পর সিধে হয়ে এগোতে পারল। চল্লিশ মিনিট পর একটা হাত তুলল ডেকান, সে-ই নেতৃত্ব দিচ্ছে। ওদেরকে মাটির সঙ্গে মিশে থাকার ইঙ্গিত দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

পনেরো মিনিট পর ফিরল, ফিসফিস করল রানার কানে। 'সব সেই আগের মতই আছে, স্যার। ম্যাডামকে কোথাও দেখলাম না, তবে তাঁবুর মুখ বন্ধ। ক্যাম্পের মাঝখানে এক লোক হাঁটাহাঁটি করছে। বাকি সবাই আগুনের ধারে পড়ে ঘুমাচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তার গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে এগোবার নির্দেশ দিল রানা। খানিক দূর এগিয়ে থামল ওরা, ঝোপ ফাঁক করে সামনে উঁকি দিল ডেকান। তার কাঁধের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকাল রানা।

ওদের সামনে নিচু, অগভীর একটা জায়গায় ক্যাম্পটা, ঠিক যেমন ডেকান এঁকেছে। ডান দিকে ঠেলাগাড়ির কাঠামো দেখা যাচ্ছে,

মাঝখানে শিখাবিহীন আগুন দুটোর চারপাশে শুয়ে রয়েছে লোকজন, তাঁবুর কিনারা দেখা যাচ্ছে বাঁ দিকে, বেশ খানিকটা দূরে। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করছে এক লোক।

কয়েক সেকেণ্ড সময় নিয়ে প্রতিটি খুঁটিনাটি ভাল করে দেখে নিল রানা—গাছ, পাথর, ঝোপ ইত্যাদির অবস্থান গেঁথে নিল মনে। তারপর পিছিয়ে এল। 'গার্ডের দায়িত্ব আমি নিলাম।' তিনটে মাথা প্রায় এক হয়ে আছে, ফিসফিস করে নির্দেশ দিচ্ছে ও। 'তোমরা ডান দিক থেকে ভেতরে ঢুকবে, চেষ্টা করবে আগুনের যতটা সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছুতে। তারপর চুপ করে বসে থাকবে, যতক্ষণ না আমার গুলির শব্দ পাও। গুলি হলেই ছুটোছুটি শুরু হয়ে যাবে। নিকেল, তোমার দায়িত্ব ঠেলাগাড়ির দিকে কাউকে যেতে দেখলেই বাধা দেয়া। ডেকান, তুমি নিজের জায়গা ছেড়ে নড়বে না, নজর রাখবে চারদিকে। আমরা ধারণা করতে পারছি না এমন কিছু যদি ঘটে, সামলাবার দায়িত্ব তোমার।

'আমি সরাসরি তাঁবুর দিকে যাব, বের করে আনব মেয়েটাকে। তাকে নিয়ে ফিরে যাব যেখানে প্যাকগুলো রেখে এসেছি, আমাদের সঙ্গে নিকেল থাকবে। তুমি, ডেকান, পাঁচ-সাত মিনিট নিজের জায়গায় থাকবে, কেউ যদি আমাদের ফলো করে তাকে বাধা দেয়ার জন্যে। তারপর ফিরে যাবে। ঠিক আছে?'

রানার সঙ্গে একমত হলো ওরা। হাতঘড়ি দেখল রানা। প্রায় দুটো বাজে।

'আমি গুলি করব আলো ফোটার পর, এই ধরো সাতটার কিছু আগে। তারমানে এখনও পাঁচ ঘণ্টা বাকি। চাঁদ না ডোবা পর্যন্ত কাছাকাছি যাবার চেষ্টা কোরো না, তবে ছ'টার মধ্যে পজিশনে পৌঁছে যাওয়া চাই। এবার, কাকে কি করতে হবে শোনাও আমাকে।'

ওরা থামার পর রানা নির্দেশ দিল, 'যাও।'

•

চার ঘণ্টা পর, ক্যাম্প থেকে ত্রিশ গজেরও কম দূরে একটা উইঢিবির ওপর শুয়ে আছে রানা। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, হি-হি করছে ও। জমি

ভিজে আছে শিশিরে। চাঁদ ডুবে যাবার পর সামনের অন্ধকারে শুধু নিঃসঙ্গ গার্ডকে দেখতে পাচ্ছে ও। রাত দুটোর দিকে যে পায়চারি করছিল, এ লোকটা সে নয়। পালা বদলের সময় উইঢিবি আর একটা ঝোপের মাঝখানে খোলা জমিনের ওপর ছিল রানা। স্থির হয়ে পড়ে ছিল ও, শুনতে পেল ঘুম জড়ানো গলায় কথা বলছে ওরা। একটু পরই ওদের কথা থেমে যায়, আবার ক্রল করে এগোয় ও।

এই মুহূর্তে দ্বিতীয় লোকটাকে লক্ষ্য করছে ও। কয়েক মিনিট পরপর আগুনের সামনে এসে দাঁড়ায় সে, হাত-পা গরম করে নেয়। তারপর তাঁবু পর্যন্ত হেঁটে যায়। ঝোপের ফাঁকে তারাজ্বলা আকাশ, ওদিকে গেলে প্রতিবারই আকাশের গায়ে লোকটার কাঁধ আর মাথা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে রানা। তাঁবুটাকে ঘিরে একটা চক্কর দেয় সে, তারপর আবার ফিরে আসে আগুনের কাছে। এভাবেই বয়ে চলেছে সময়।

অটোমেটিক রাইফেলটা সামনে ঠেলে দিয়ে হাত দুটো ঘষল রানা, তাকিয়ে আছে ক্যাম্পের দিকে। হঠাৎ প্রায় চমকে উঠল।

ভোর হতে এখনও আধঘণ্টা বাকি, পুব আকাশে আলোর চিহ্নমাত্র নেই, অথচ তাঁবুর ভেতর বাতি জ্বলে উঠেছে। রাইফেলটা শক্ত করে ধরে ক্রল করে খানিকটা সামনে এগোল রানা। তাঁবুর ভেতর আলোটা এদিক-ওদিক আসা-যাওয়া করছে, ক্যানভাসের পিছনে গোলাপী একটা আভা। তারপর নিভে গেল সেটা। চেইন টানার শব্দ হলো, বাইরে বেরিয়ে এল একটা মূর্তি।

'নাফা…,' নরম সুর, মেয়েলি গলা।

সামনে এগোল মেয়েটা। রানা আন্দাজ করল, কাপড় পাল্টে বেরিয়েছে সে, নিশ্চয়ই ট্রাউজার আর শার্ট পরে ঘুমায়নি। গার্ড লোকটা আগুনের ধারে উবু হয়ে বসেছিল, ডাক শুনে লাফ দিয়ে সিধে হলো, ছুটল মেয়েটার দিকে।

'আমি এখন ওদিকে যাচ্ছি। সূর্য ওঠার সময় যদি ওটা নড়াচড়া করে, সোজা ফিরে আসব…।'

পালাবদলের সময় আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছিল ওরা, কিছুই বুঝতে পারেনি রানা। এই মুহূর্তে মেয়েটা ইংরেজিতে কথা বলছে, প্রতিটি শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও।

'আর যদি না নড়ে, আটটা পর্যন্ত দেখে ফিরে আসব। ঘুম ভাঙার পর শেঙ্গিকে জানাবে, কেমন?'

মাথা ঝাঁকাল গার্ড। তাঁবুর ভেতর ঢুকে আবার টর্চ জ্বালল মেয়েটা।

ক্রল করে উইটিবি থেকে নিচে নেমে এল রানা। কি ঘটতে যাচ্ছে ওর কোন ধারণা নেই। মেয়েটা, জিম্মি, গার্ডের সঙ্গে এমন সুরে কথা বলল, যেন তার চাকর।

ক্যানভাসের পিছনে টর্চের আলো নড়াচড়া করছে, সম্ভবত তাঁবুর ভেতর থেকে এটা-সেটা সংগ্রহ করছে মেয়েটা। আরও এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা। ও শুধু জানে, একটু পরই বেরিয়ে আসবে সে, তারপর কোন একদিকে হাঁটা ধরবে। তারমানে গোটা অপারেশনটাই ভেস্তে যেতে বসেছে।

কি করবে ঠিক করে ফেলল রানা। সিধে হলো, অফ করল সেফটি-ক্যাচ, তারপর সামনের দিকে ছুটল।

লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর সামনে, রানা তার দশ গজের মধ্যে পৌঁছুবার পর পায়ের আওয়াজ পেল। ঝট করে ঘুরল সে, অন্ধকারে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল, তারপর চিৎকার করার জন্যে হাঁ করল। সেই মুহূর্তে রাইফেল তুলে গুলি করল রানা। নিস্তব্ধ ভোর রাতে বিস্ফোরণের শব্দটা কানে তালা লাগিয়ে দিল। পিছন দিকে এমন ভঙ্গিতে ছিটকে পড়ল লোকটা, গুলিটা যেন বুকে খেয়েছে। চেম্বারে আরেকটা বুলেট ভরল রানা, ছোটার গতি সামান্য বদলে সরাসরি তাঁবুর দিকে এগোল, পরমুহূর্তে তাঁবুর ফ্ল্যাপ ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। 'বেরিয়ে এসো, জলদি!'

কোলে বিনকিউলার, একটা গ্রাউণ্ড শিট-এর ওপর হাঁটু গেড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে মেয়েটা। রানা যখন গুলি করে, সে সম্ভবত লেন্স পরিষ্কার করছিল—তার এক হাতে একটা টিস্যু, অপর হাতে ছোট

ব্রাশ দেখা গেল। এই মুহূর্তে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে, ফ্যাকাসে চেহারা। কোঁকড়ানো সোনালি চুল স্তূপ হয়ে রয়েছে কাঁধের ওপর। তাকিয়েই আছে, কথা বলতে পারছে না।

'ফর গড'স সেক, কাম অন…!' হাত বাড়িয়ে তার কজিটা শক্ত করে ধরে ফেলল রানা, টান দিয়ে দাঁড় করাল, বের করে আনল তাঁবুর বাইরে। ওর পিছনে টেরোরিস্টরা চিৎকার করছে, তারপরই শোনা গেল একটা অটোমেটিক-এর একটানা গর্জন—নিকেল সম্ভবত আগুনের চারধারে গুলি করছে।

উইটিবির দিকে ছুটল রানা, মেয়েটার হাত ছাড়েনি। টিবিটার আড়ালে পৌঁছে বসাল তাকে, তার পাশে নিজেও হাঁটু গাড়ল। ক্যাম্প জুড়ে মহাশোরগোল আর ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। তাকিয়ে আছে রানা, এক লোককে আগুন থেকে জ্বলন্ত একটা লম্বা কাঠ তুলে নিতে দেখল। উন্মাদের মত এদিকেই ছুটে আসছে সে, বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ জোড়া।

একেবারে কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর কোমরের কাছ থেকে গুলি করে ফেলে দিল লোকটাকে।

'এ-সব কি ঘটছে? কেন…?' গলা কেঁপে গেল মেয়েটার।

'যা কিছু ঘটছে তোমার ভালর জন্যেই,' বলল রানা। 'আমাদের কাছে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কথা বলো না, যা করতে বলব করে যাও।'

ডান দিকে তাকাল রানা, ওদিকে স্মাইযারের ব্রীচ ফ্ল্যাশ দেখা যাচ্ছে। তাকাতেই হতাশ বোধ করল। অন্ধকারের ভেতর, দূরত্বটুকু পেরিয়ে নিকেলের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়, মাঝখানে অনেক বাধা। প্যানের কিনারাকে ঘিরে থাকা যে পথটা ধরে এখানে ওরা পৌচেছে সেটা ওর পক্ষে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। এখন শুধু একটা কাজই করতে পারে—সরাসরি প্যানের দিকে এগোবে ও, আশা করবে নিকেল তা আন্দাজ করতে পেরে এক ছুটে ওখানে ওর সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করবে। এর ফলে খোলা জায়গায় বেরুতে হবে ওদেরকে, কিন্তু

প্যাকগুলোর কাছে ফিরে যাবার আর কোন উপায়ও নেই।

'হাতটা শক্ত করে ধরো, যতটা সম্ভব নিচু করে রাখো মাথা, তারপর ঝেড়ে দৌড় দাও।' মেয়েটাকে পিছনে নিয়ে ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল রানা। হোঁচট খেলো, হড়কে গেল, পাথরে পা বেধে যাওয়ায় আছাড় খেলো, তবে থামল না একবারও।

থামল দশ মিনিট পর। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে, হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন। ওদের ঠিক নিচেই প্যান। পুব আকাশে দিনের প্রথম আলোর আভাস ফুটতে শুরু করেছে। রাইফেলটা হাত বদল করল রানা, খালি হাতে মেয়েটার বাহু আঁকড়ে ধরল, তারপর ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

'নিকেল! নিকেল!' নিচে নেমে বিশ গজ এগিয়েছে ওরা, দাঁড়িয়ে আছে খোলা জায়গায়। মুখ তুলে বালি আর ঝোপের উঁচু পাঁচিল লক্ষ্য করে চিৎকার করল রানা। ক্যাম্প থেকে যদি কোন টেরোরিস্ট অস্ত্র হাতে পালিয়ে এসে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে থাকে, টার্গেট প্র্যাকটিস করার এমন মোক্ষম সুযোগ অবশ্যই ছাড়বে না সে।

কোন সাড়া নেই দেখে আবার চিৎকার করল রানা। তবু কেউ আসছে না। আরেকবার ডাকল রানা, ক্যাম্পে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিস্তব্ধতার ভেতর প্রতিধ্বনি তুলল ওর আওয়াজ। তারপর, হতাশ হয়ে যখন হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছে, ওর ডান দিক থেকে সাড়া দিল নিকেল, অনেকটা দূর থেকে।

'স্যার!'

সারা শরীরে স্বস্তির পরশ অনুভব করল রানা। ও কোথায় রয়েছে আন্দাজ করতে পেরেছে নিকেল, প্যানের কিনারায় ঝোপের ভেতর কোথাও চলে এসেছে সে।

'নিচে নামো, নিকেল! তাড়াতাড়ি!' আবার চিৎকার করল রানা।

মেয়েটার হাত ধরে উঁচু পাড়ের দিকে ছুটল ও, নিরাপদ আড়ালে চলে এল। এক মুহূর্ত পর ঝোপের ডালপালা ফাঁক হয়ে গেল, বেরিয়ে এল নিকেল, স্মাইযারটা মাথার ওপর ধরে আছে।

‘থ্যাঙ্ক গড!’ ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রানা। ‘ঠিক আছ তুমি?’

হেসে উঠল নিকেল। ‘বহাল তবিয়তে আছি, স্যার। চার কি পাঁচটাকে ফেলে দিয়েছি। বাকি সবাই পাগলের মত ছুটোছুটি করছে। যখন দেখলাম আপনি আসছেন না, ভাবলাম...।’

‘আর ডেকান?’

‘সে-ও ভাল আছে, স্যার। আপনার কথা মত অপেক্ষা করছে। কি করতে হবে জানে, প্যাকের কাছে ঠিক সময়েই পৌঁছে যাবে।’

‘চলো, দেরি করে লাভ নেই। ওগুলো খুঁজে পাবে তো?’

মাথা ঝাঁকাল নিকেল, তারপর প্যানের নিচের কিনারা ধরে ছুটল। মেয়েটার হাত ধরে তার পিছু নিল রানা।

ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা সরু, লম্বা ও অগভীর গর্তটা প্যানের উঁচু মাথা থেকে ঢাল বেয়ে নিচে পর্যন্ত নেমে এসেছে, খানিক আগে মেয়েটাকে নিয়ে প্যানের ঠিক যেখানটায় নেমেছে রানা সেখান থেকে দুশো গজ দূরে। দেখতে না পেয়ে ওটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল নিকেল, তারপর ফিরে আসার সময় চোখে পড়ল। ঢাল বেয়ে দ্রুত উঠে পড়ল ওরা। এক মুহূর্ত থেমে কান পাতল রানা। ইতিমধ্যে চারদিকে আলো ফুটতে শুরু করেছে। ভোরবেলা মরুভূমি জেগে ওঠার পরিচিত শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না ও।

‘কে তুমি?’

ঝট করে ঘুরল রানা। প্রশ্ন করেছে মেয়েটা। প্রথম কথা বলেছিল অন্ধকার উইটিবির কাছে, চারদিকে ছুটোছুটি চিৎকার আর গোলাগুলির আওয়াজ হচ্ছিল—সে-সময় বিশেষ মনোযোগ দেয়নি ও। এবারই প্রথম ভাল করে তাকাল।

এত লম্বা মেয়ে খুব কমই দেখেছে রানা, সম্ভবত ওর চেয়ে এক-আধ ইঞ্চি কম হবে। পরনে সাফারি বুট, জিনস, চেক শার্ট। গলায় গিঁট দিয়ে আটকানো একটা সোয়েটার। রঙিন ফটোতে যেমন দেখেছিল,

কোঁকড়ানো সোনালি চুল মাথায় মুকুটের মত লাগছে। তবে মুখ আর চোখ দুটো অন্য রকম লাগল, ফটোর সঙ্গে মেলে না। মুখে হাসি নেই, চেহারায় কঠিন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটা ভাব। চোখ দুটোও হালকা রঙের অস্পষ্ট কোন ব্যাপার নয়—ঘন কালো, নিষ্পলক আর ধারাল।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নিজের চোয়াল স্পর্শ করল রানা, হঠাৎ করেই গ্রিজ ঘাম আর কাঁটায় ছেঁড়া শার্ট সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। ফটোতে দেখে তাকে সুন্দরী বলেই মনে হয়েছিল, তবে এরকম চোখ-ধাঁধানো রূপের কথা কল্পনা করতে পারেনি। ওর ধারণা ছিল নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞান ও বিদ্যার চর্চা করায় মেয়েটার চেহারায় দুর্বল ও ভঙ্গুর একটা ভাব থাকবে। ধারণাটা একেবারেই সত্যি নয়। এখনও তাকে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, দৌড়ে আসায় ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে বুক। কিন্তু গত কয়েক মিনিটের হতবুদ্ধিকর অভিজ্ঞতার পরও নিজেকে বিচলিত হতে দেয়নি সে, সরাসরি কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওকে দেখছে।

'মাসুদ রানা,' বলল ও। 'আমার বিশ্বাস তুমি...।'

'আমি ডোরা ডারবি,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিল মেয়েটা। 'আমি শুধু জানতে চাই, আসলে কি করছ তুমি?' প্রশ্নটা এমন সুরে করা হলো, রানা যেন মস্ত কোন অপরাধ করে বসেছে।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল রানা, আবার সেটা বন্ধ করে মাথা নাড়ল। পাঁচশো মাইল কালাহারি পাড়ি দিয়ে এখানে পৌঁচেছে ও, একদল ভয়ঙ্কর টেরোরিস্ট অর্থাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছে মেয়েটাকে, অথচ তার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তো দূরের কথা, চোখ গরম করে ধমক দিতে চাইছে ওকে। 'শোনো, ডারবি, তোমার ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা ধকল গেছে, তুমি বরং এখানটায় বসে বিশ্রাম নাও...।'

আবার বাধা দিল মেয়েটা। 'তুমি শুধু আমার প্রশ্নের জবাব দাও, প্লীজ।' গলার স্বরে যত কাঠিন্যই থাক, বিশুদ্ধ উচ্চারণে আভিজাত্যের ছোঁয়া আছে।

অসহায় ভঙ্গিতে শ্রাগ করল রানা। 'তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যে পাঠানো হয়েছে আমাকে।'

'কে পাঠিয়েছে?'

'তোমাদের লোকেরা, কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়— অন্তত আমার তাই ধারণা।'

'তারা তোমাকে এই কাজ করতে বলেছে…?' রানার দিকে এক পা এগোল মেয়েটা, ওর বুকের দিকে আঙুল তাক করল।

নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না রানা।

'জবাব দাও, তারা তোমাকে এই জঘন্য কাজ করতে বলেছে? বলেছে, যাকে সামনে পাবে তাকেই গুলি করে মেরে ফেলতে হবে?' তিক্ত কণ্ঠস্বর, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে রাগে কাঁপছে।

রানারও ইচ্ছে হলো, কর্কশ আচরণ করে, ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয় মেয়েটাকে। কিন্তু শুধু চেহারা নয়, মেয়েটার আচরণে এমন একটা মার্জিত ভাব আছে, যে কঠোর হতে বাধল ওর। নিজেকে অনেক কষ্টে শান্ত রাখল, বলল, 'ওরা তোমাকে জিম্মি করেছিল,তাই না? একটা টেরোরিস্ট গ্রুপের লোক ওরা। আমরা যদি ওদেরকে না মারতাম, ওরা আমাদের মেরে ফেলত, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে সব সময় তাই হয়।'

'শোনো, তোমার সম্পর্কে কি আমার ধারণা বলি।' থরথর করে কাঁপছে ডারবি। তারপর, রানা সাবধান হবার আগেই, ওর গালে ঠাস করে একটা চড় মারল। 'তুমি একটা স্যাডিস্টিক বাস্টার্ড!'

## নয়

সঙ্গে সঙ্গে রানার হাতও উঠল, আত্মরক্ষার জন্যে নয়, পাল্টা আঘাত

করার জন্যে। তারপর, প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে, সামলে নিল নিজেকে। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল ডারবি, কড়া সুরে থামিয়ে দিল ও। 'তোমার যদি কিছু ব্যাখ্যা করার থাকে, পরে। এখন আমরা রওনা হব। এখনও আমরা নিরাপদ নই।'

দ্রুত ঘুরল রানা, হেঁটে ঝোপের একটা ফাঁকের কাছে চলে এল, তারপর ঝুঁকে ডেকানের খোঁজে প্যানের নিচে তাকাল। তাকাতেই তাকে দেখতে পেল ও—প্যানের পেরিমিটার ঘেঁষে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে, স্নাইযারটা বুকের কাছে ধরা। কয়েক মুহূর্ত পর ঢাল বেয়ে উঠে এল সে।

'কি দেখে এলে, ডেকান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার সামনে সশ্রদ্ধভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে ডেকান। ঘামে চকচক করছে তার মুখ, তবে মোটেও হাঁপাচ্ছে না। 'নিকেল গুলি করার পর দিশেহারা হয়ে পড়ে ওরা, স্যার। খানিক পর কাউকে দেখতে পেলাম না। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করি আমি, তারপর চক্কর দিয়ে আপনি যেখানে ছিলেন সেখানে চলে যাই। তারপরও কাউকে দেখতে পেলাম না। লক্ষ করলাম, ওদের কারও পায়ের ছাপ এদিকে আসেনি। আমার ধারণা, সবাই ওরা পুব দিকে পালিয়েছে।'

'ক'টা লাশ, গুণেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চার কি পাঁচজন আহত হয়েছে, স্যার,' বলল ডেকান। 'তার মধ্যে দু'জনকে দেখলাম পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছে, বাকিগুলো হয় হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেছে, নয়তো ধরাধরি করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি তো কোন লাশ দেখলাম না।'

'বলছ বটে পালিয়েছে, তবে আমরা কোন ঝুঁকি নেব না,' বলল রানা। 'চার-পাঁচজন এখনও ওরা অক্ষত—কোথাও থামতে পারে, জড়ো হয়ে পিছু নিতে পারে...।'

আকাশের দিকে তাকাল ও। ভোরের আলো ফুটে ওঠায় একটা তারাও আর দেখা যাচ্ছে না। তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে আরও

দু'ঘণ্টা পর। 'ন'টা পর্যন্ত ছুটব আমরা। মাইল আটেক সরে যেতে চাই। নিকেল, সামনে এবার তুমি থাকবে। ডেকান পিছনে।'

দু'জনেই ওরা নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল। আবার ঘুরল রানা, তাকাল মেয়েটার দিকে। 'তুমি আমার সঙ্গে মাঝখানে থাকবে, ডারবি। যদি কিছু ঘটে, আমি যা বলব ঠিক তাই করবে তুমি।'

ডারবির চোখে কঠিন দৃষ্টি, শরীরের দু'পাশে শক্ত হয়ে আছে হাতের মুঠো, একটু একটু কাঁপছে সে। 'তোমার সঙ্গে কোথাও আমি যাচ্ছি না,' একটু থেমে থেমে উচ্চারণ করল, বক্তব্য জোরাল করার জন্যে। 'আমি এখানেই থাকব।'

শুনতে না পাবার ভান করল রানা। অটোমেটিক রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিল, পিঠে ঝোলাল একটা প্যাক, ইঙ্গিতে রওনা হতে বলল নিকেলকে। তারপর আবার ডারবির দিকে তাকাল। 'হয় তুমি স্বেচ্ছায় আমার পাশে থাকবে, নয়তো তোমাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে—কোনটা তোমার পছন্দ?'

রানার মনে অনেক প্রশ্ন, রাগ আর বিস্ময় জমে-উঠেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে সব ভুলে গেছে ও। এখন শুধু একটা ব্যাপারকেই গুরুত্ব দিচ্ছে, প্যান থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে নিরেট কোন আড়ালে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে, পাল্টা হামলা চালিয়ে টেরোরিস্টরা যাতে সুবিধে করতে না পারে।

এখনও ওর দিকে তাকিয়ে আছে ডারবি, সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছে বাধা দেবে কিনা। সম্ভবত রানার কথা বা ভাবে এমন কিছু ছিল, যা দেখে বুঝে নিয়েছে বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। আরও দু'সেকেণ্ড ইতস্তত করল সে, তারপর হঠাৎ ঘুরে পিছু নিল নিকেলের। ঝোপের ভেতর দিয়ে এরইমধ্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে সে।

দু'রাত আগে প্যানের দিকে আসার সময় যে-পথটা বেছে নিয়েছিল ডেকান সেই একই পথ ধরে ছুটল ওরা। সেবার এগোবার গতি ছিল মন্থর, ক্লান্তিকর, কয়েক মিনিট পরপর অন্ধকারে কান পাততে হয়েছে, শেষ চারশো গজ এগোতে হয়েছে ক্রল করে। এখন সিধে হয়ে সকালের

ঠাণ্ডা বাতাসে দৌড়াতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না। পুরো পথই যে দৌড়াল ওরা তা নয়, দম ফুরিয়ে গেলে বেশ কিছুক্ষণ শান্তভাবে হেঁটে এগোল। সকাল ন'টার দিকে রানা আন্দাজ করল, প্যান থেকে আট মাইলের মত দূরে সরে এসেছে ওরা।

একগাদা পাথরের পাশে বিশাল একটা অ্যাকেশিয়া গাছ দেখল রানা, ডাক দিয়ে দাঁড় করাল ডেকানকে। গাছের গুঁড়িটা পরীক্ষা করে মাথা ঝাঁকাল ডেকান, তারপর সেটা বেয়ে উঠে গেল ওপরে, মগডালের কাছাকাছি। মাটি থেকে বিশ ফুট উঁচুতে উঠে চারদিকে আধ মাইল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে সে।

পানির জেরি-ক্যানটা চেক করল রানা। পাঁচ গ্যালনের মত আছে, দুই দিন আর দুই রাতের জন্যে মাথা পিছু নয় পাইন্ট করে পাওয়া যাবে। পরিমাণে খুবই কম, তবে ওরা যেহেতু শুধু রাতের বেলা চলার মধ্যে থাকবে, তেমন অসুবিধে হবে না।

ছোট একটা আগুন জ্বেলে নিকেলকে কফি চড়াতে বলল ও। তারপর ডারবির দিকে হেঁটে এল, গাছের ছায়ায় একটা পাথরের ওপর বসে আছে মেয়েটা। 'কেমন লাগছে তোমার?'

প্যান ছেড়ে রওনা হবার পর একটাও কথা বলেনি সে। সব সময় রানার সামনে ছিল, একবারও ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকায়নি। ওর চলার গতি দেখে মনে মনে স্বস্তি বোধ করেছে রানা, ভেবেছে ট্রাক পর্যন্ত পৌঁছুতে কোন সমস্যায় পড়তে হবে না।

'তোমার সঙ্গে আমার কথা হওয়া দরকার, ডারবি।'

'আমারও তাই ধারণা।'

ওর সামনে একটা পাথরে বসল রানা। ট্রাকের কাছে পৌঁছুতে হলে এখনও চল্লিশ মাইল পেরোতে হবে ওদেরকে, কাজেই সিদ্ধান্ত নিল মেয়েটার সঙ্গে নরম আচরণ করবে ও। 'শোনো, তখন তোমাকে যা বলেছি, সেজন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু ভেবে দেখো, টেরোরিস্টরা পাল্টা হামলা করতে পারত। বুঝি, ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটায় তুমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলে...।'

রানার দিকেই তাকিয়ে আছে, তবে চেহারায় কোন ভাব নেই। 'মিথ্যে কথা। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খাইনি, ওদেরকে টেরোরিস্ট বলেও মনে করি না। তারচেয়ে বড় কথা, তোমার দুঃখ প্রকাশে আমার কোন ভাবান্তর নেই।' আবার সেই তীক্ষ্ণ, কঠিন কণ্ঠস্বর। চেহারার ভাবও বদলে গেল—শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল, রাগে ফর্সা মুখ লালচে হয়ে উঠল।

অবাক লাগছে রানার। 'তাহলে কয়েকটা প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব দাও,' বলল ও। 'তোমাকে কি কিডন্যাপ করা হয়নি?'

'এক অর্থে, হ্যাঁ, আমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল।'

'কিডন্যাপ কিডন্যাপই, তার আবার একাধিক অর্থ কি? যাই হোক, সে-কথাই বলা হয়েছে আমাকে, তারপর অনুরোধ করা হয়েছে তোমাকে যেন ওদের হাত থেকে উদ্ধার করি। ঠিক তাই করেছি আমি। এ প্রসঙ্গে তোমার কি বলার আছে?'

পাথর থেকে নামল ডারবি, গাছটাকে ঘিরে চক্কর দিল একবার, ফিরে এসে আবার বসল আগের জায়গায়, কিন্তু জবাব দিল না।

'শোনো, ডারবি,' আবার বলল রানা। 'হতে পারে বুঝতে কোথাও ভুল হয়েছে আমার, হয়তো অনেক কথা আমি জানি না। তুমি যদি জনো, ব্যাপারটা পরিষ্কার করছ না কেন?'

দু'মগ কফি নিয়ে এল নিকেল। হাত বাড়িয়ে নিজের কাপটা নিল ডারবি, নিঃশব্দে চুমুক দিল। তারপর মুখ তুলল সে। 'তুমি কি করো, মি. রানা?'

'এই মুহূর্তে তোমাকে রাজধানীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি।'

'এখনকার কথা বলছি না, আমি তোমার পেশার কথা জানতে চাইছি।'

'আমি একজন শিকারী,' বলল রানা। 'প্রফেশনাল হান্টার।'

'ওহ্, মাই গড!' ছোট্ট হাসির শব্দ করল ডারবি, আনন্দবিহীন ও ব্যঙ্গাত্মক, তারপর বালিতে ঢেলে দিল মগের সবটুকু কফি। 'কী অশ্লীল একটা প্রহসন! তবে হ্যাঁ, চমৎকার মিলও আছে. এরকম একটা জঘন্য

কাজের জন্যে তোমার মত যোগ্য লোককেই তো পাঠাবে ওরা।' যোগ্য শব্দটার ওপর জোর দিল সে, নিন্দার ভাবটুকু পরিষ্কার করার জন্যে। 'তা এ-ধরনের পাইকারী হত্যার জন্যে কত টাকা দিচ্ছে ওরা?'

সম্পূর্ণ শান্ত রানা, ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে মগে, তাকিয়ে আছে নিজের সামনে বালির ওপর। ডারবিকে নয়, তার ছায়াটাকে লাফিয়ে উঠতে দেখল ও। অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল।

'ঠিক আছে,' বলল ডারবি, স্থির হয়ে গেছে ছায়াটা। 'ঠিক আছে, কি ঘটেছে বলছি তোমাকে। আমার কথা তুমি বুঝবে বলে বিশ্বাস হয় না, তবে ধৈর্য ধরে শুনলে বাধিত হব।'

আবার পাথরটার ওপর বসল ডারবি। মুখ তুলে তাকাল রানা।

'এখানে আমি চার মাস হলো এসেছি। নির্দিষ্ট কিছু ম্যামল স্টাডি করার জন্যে। বিশেষ করে লার্জার ক্যারনিভরা-র একটা নমুনা, প্যান্থেরা পারডাস স্টাডি করার জন্যে...।'

ল্যারি ব্রায়ানের দেয়া বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। চার মাস আগে জঙ্গলে ক্যাম্প ফেলে ডারবি, পিছনে ফেলা আসা প্যানটার পাশে নয়, আরও একশো মাইল দক্ষিণে। প্রথমে সব মিলিয়ে ক্যাম্পে ওরা চারজন ছিল। ডারবি, এক তরুণ রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, একজন কুক ও একজন ট্র্যাকার। পৌঁছুনোর পর পরই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রথম সাপ্লাই ফ্লাইট নিয়ে এসে ফেরার সময় তাকে প্লেনে তুলে নেয় চার্টার পাইলট।

'টেররিস্টরা এল আজ থেকে ছ'হপ্তা আগে এক সন্ধ্যায়,' বলল ডারবি। 'এগারোজন ছিল ওরা। কিছুই ঘটেনি—না বিপদ, না গোলাগুলি, না কোন ছেলেমানুষি নাটক। সোজা ঢুকে পড়ল ক্যাম্পে, তারপর জানাল কি করতে যাচ্ছে।'

রানার ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে আছে। 'কে জানাল?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ডারবি বলল, 'ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল এক আফ্রিকান, ভালই ইংরেজি বলতে পারে। এক হপ্তা থেকে সবকিছু গুছিয়ে দিয়ে চলে যায়। তার ফিরে আসার সময় দশ দিন আগে পেরিয়ে

গেছে। কি কারণে জানি না ফিরতে দেরি করছে সে...।'

টেরোরিস্ট গ্রুপটার অস্বাভাবিক আচরণের কারণ এতক্ষণে পরিষ্কার হলো রানার কাছে। লিডার না থাকায় নিয়ম শৃংখলা মেনে চলার গরজ দেখায়নি কেউ। এমনিতে বয়েস কম, তার ওপর অনভিজ্ঞ, বোকামি করার সেটাই কারণ। তবু যে ওরা অন্তত রাতে একজন লোককে পাহারায় রাখার ব্যবস্থা করেছিল, এটাই আশ্চর্য। সেটা বোধহয় সিংহের ভয়ে।

'কি বলল সে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বলল, চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে আটকে রাখবে। চিঠিটা এমন ভাবে রাখা হবে, এসেই যাতে দেখতে পায় পাইলট। বলল, তারপর আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে।'

'তার আগে কি করতে হবে তোমাকে?'

আবার একটা ইতস্তত ভাব এসে গেল ডারবির চেহারায়। গলায় বাঁধা সোয়েটারটা খুলল সে, ভাঁজ করে কোলের ওপর রেখে দিল। তারপর হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকল, জিজ্ঞেস করল, 'কালো চিতাবাঘ বলতে কি বোঝায়, তুমি জানো, রানা?' সরাসরি রানার চোখে তাকিয়ে আছে। চেহারা বা গলার স্বরে রাগের লেশমাত্র নেই, দৃষ্টিতে গভীর আগ্রহ।

'জানি।'

'তবে আজ পর্যন্ত একটাও দেখার সৌভাগ্য হয়নি?'

মাথা নাড়ল রানা। না, দেখেনি ও। কালো চিতাবাঘ স্বপ্নে বিচরণ করে, একটা কিংবদন্তী। ধারণা করা হয় গত ত্রিশ বছরে বুশম্যানদের হাতে খুন হয়েছে দুটো, ওগুলোর চামড়া মরুভূমির কোন ট্রেডিং স্টোরে বিনিময় করা হয়েছে তামাকের সঙ্গে। ওর যতটুকু জানা আছে, প্রাণীটিকে দেখতে পাবার এটাই একমাত্র রিপোর্ট। চামড়া দুটো নিজের চোখে দেখেছে, এমন কাউকে চেনে না ও। কালো চিতাবাঘ সম্পর্কে সব গল্পই পুরানো, অস্পষ্ট, পরস্পর বিরোধী আর অতিরঞ্জিত। নিশ্চিতভাবে কেউই জানে না আজও প্রাণীটির অস্তিত্ব সত্যি আছে কিনা,

কিংবা আদৌ কোনকালে ছিল কিনা, বা থাকলেও দেখতে কি রকম ছিল।

'আমি কালো একটা চিতাবাঘ দেখেছি,' বলে যাচ্ছে ডারবি। 'আসলে, গত তিন মাস ধরে প্রতিদিন দেখছি। শেষবার দেখেছি গতকাল সন্ধ্যায়। তারপর যদি সরে গিয়ে না থাকে, এখান থেকে এখনও দশ মাইলের মধ্যে আছে ওটা। আমি জানি, কারণ প্রথমবার দেখার পর থেকে ওটাকে অনুসরণ করছি…।'

বিস্ময় ও আগ্রহে ঝুঁকে পড়েছে রানা, ডারবির কথাগুলো গোগ্রাসে গিলছে যেন।

টেরোরিস্টরা পৌঁছুনোর ছয় হপ্তা আগে, এক বিকেলে, তার ট্র্যাকার ক্যাম্পে ফিরে এসে খবর দিল, পশ্চিমের মরুতে চিতাবাঘের তাজা ছাপ দেখেছে সে। এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ডারবি, ছাপগুলোর রেখা খুঁজে পেয়ে পিছু নিল। এরকম বড় আকৃতির ছাপ সে বা ট্র্যাকার, দু'জনের কেউই আগে কখনও দেখেনি। পিছু নিয়ে বিরাট এক অ্যাকেশিয়া গাছের কাছাকাছি এসে থামল ওরা। সন্ধে থেকে অপেক্ষার পালা শুরু হলো; তারপর মাঝরাতের দিকে গাছটা থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল চিতাবাঘ।

'সেদিন চাঁদ ছিল আকাশে, জোছনার ফিনিক ফোটা আলোয় ওটাকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই—একটানা কয়েক মিনিট। তারপর শিকার ধরতে চলে যায়। ট্র্যাকার যত বড় হবে বলে আন্দাজ করেছিল তত বড়ই—একটা মেয়ে, প্রায় দুশো পাউণ্ড ওজন। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, এত বড় আকারের চিতাবাঘ আগে কখনও দেখা যায়নি। আর পুরোপুরি কালো ওটা…।'

গাছটার কাছাকাছি সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকে ডারবি, ভোরবেলা ওটাকে ফিরে আসতে দেখে। সারাটা দিন খেটে একটা অবজারভেশন পোস্ট তৈরি করে সে, পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সামনে ফিট করে একটা টেলিস্কোপ।

তিন হপ্তা ওটার ওপর নজর রাখে সে। তারপর এক সকালে গাছটার

কাছে ফিরল না চিতাবাঘ। ট্র্যাকারকে সঙ্গে নিয়ে দুটো দিন আশপাশের এলাকা চষে ফেলল ডারবি, আবার খুঁজে বের করল ওটার পায়ের ছাপ। পিছু নিয়ে দেখল, চিতাবাঘ তার আস্তানা অন্য এক গাছে সরিয়ে নিয়ে গেছে, কয়েক মাইল উত্তরে।

অবজারভেশন পোস্ট সরিয়ে ফেলা হলো, দৈনিক দু'বার ওটার নতুন আস্তানার ওপর নজর রাখছে সে। তারপর আবার একদিন অদৃশ্য হয়ে গেল চিতাবাঘ। খোঁজাখুঁজির পর আরেক নতুন আস্তানায় পাওয়া গেল তাকে, আরও কয়েক মাইল উত্তরে।

এক হপ্তা পর টেরোরিস্টরা তার ক্যাম্পে হাজির হলো। এরপর ডারবি যা বলল, বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো রানার। ডারবির ভাষায়, টেরোরিস্টদের লিডারকে সে তার কাজ সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দেয়, তারপর অনুরোধ করে চিঠির উত্তর না আসা পর্যন্ত তাকে যেন তার কাজ চালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়া হয়।

'আশ্চর্য! তোমার অনুরোধ মেনে নিল সে? রোজ সকাল-সন্ধ্যায় তোমাকে ক্যাম্প ছেড়ে বেরুতে দিল একা একা?'

'শুধু তাই নয়, আরও অনেক সুযোগ দেয়া হলো আমাকে,' বলল ডারবি। ইতিমধ্যে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে চিতাবাঘ একটা ছক ধরে এগোচ্ছে বা বারবার আস্তানা বদলের ফলে একটা ছক তৈরি হচ্ছে। কারণটা বোঝা যাচ্ছে না, তবে একটা নিয়ম বজায় রেখে উত্তর দিকে যাচ্ছে ওটা। কাজেই অনুসরণ করতে হলে ক্যাম্পও সরাতে হবে।

'আমি তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝালাম, ক্যাম্পের জায়গা নির্বাচনে সে আমাকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করল। সে-কারণেই কাল রাতে আমি প্যানে ছিলাম। ওখানে আমরা দু'হপ্তা আগে পৌঁচেছি, শুধু এই কারণে যে চিতাবাঘের পথে পড়ে ওটা। সিলিণ্ডারটা আরও কয়েকদিন পর ফেলা হলে আমি বোধহয় আরও অনেক উত্তরে থাকতাম।'

থামল ডারবি, রানা তার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল।

দীর্ঘাঙ্গী, অপরূপ সুন্দরী এই সাদা চামড়ার মেয়েটি অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। কালো একদল খুনে টেরোরিস্টকে যেভাবেই হোক জাদু

করেছে সে, নিজের কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাবার অনুমতি আদায় করে নিয়েছে। স্বভাবতই এর ফলে টেরোরিস্টরা তাদের আয়োজন ও প্ল্যান বদল করতে বাধ্য হয়েছে। আরেকটা কথা ভেবে আশ্চর্য লাগছে রানার—কাজ চালিয়ে গেছে ডারবি টেরোরিস্টদের হাতে বন্দী থাকা অবস্থায়, মৃত্যুর হুমকি মাথায় নিয়ে। কি করে সম্ভব? মেয়েটার কি ভয়-ডর বলে কিছু নেই? এরকম পরিস্থিতিতে একটা মেয়ের পক্ষে কিভাবে স্বাভাবিক আচরণ করা সম্ভব?

অবিশ্বাস্য হলেও, ব্যাপারটা ঘটেছে। আর ঘটেছে বলেই শেষ প্রশ্নগুলোর উত্তরও পেয়ে যাচ্ছে রানা। তাঁবু থেকে টেনে বের করে আনায় তার রেগে ওঠারই কথা। ডারবির স্বাভাবিক আচরণ টেরোরিস্টদের জন্যে এক অর্থে স্বস্তিকরই ছিল বলা যায়। সে ওদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়, চিতাবাঘ ছাড়া অন্য কিছুর ওপর তার কোন আগ্রহ নেই। জিম্মি সহযোগিতা করতে চাওয়ায় তাদের কাজ অনেক হালকা হয়ে যায়, এমন কি পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করারও দরকার হয়নি। আতঙ্কিত জিম্মিকে নিয়ে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে আত্মহত্যা করে না বসে। ডারবির ক্ষেত্রে এ-সব ঝামেলা ছিল না।

ডারবি যে সত্যি কথা বলছে সে-ব্যাপারে রানার মনে কোন সন্দেহ নেই। কালো চিতাবাঘের মত এ-ও দুর্লভ প্রজাতির এক নারী। নিজের কাজকে সাধনা হিসেবে নিয়েছে সে, চিতাবাঘটা তাকে জাদু করেছে। কাজটা ছাড়া বাকি সবকিছু তার কাছে গুরুত্বহীন। এ মেয়ে যে-কোন হুমকি অগ্রাহ্য করবে, যে-কোন পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে আনার জন্যে যে-কোন ঝুঁকি নেবে, কৌশলে ক্রীতদাসে পরিণত করবে পরম শত্রুকেও।

'রানা...।' আবার পাথরটা থেকে নেমে সিধে হলো ডারবি, রানার দিকে পিছন ফিরে ঝোপের দিকে তাকাল। 'তুমি যেহেতু একজন শিকারী, তোমাকে আমার ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই চিতাবাঘটা কি রকম দুষ্প্রাপ্য। মাটির বুকে দুষ্প্রাপ্যতম প্রাণীদের অন্যতম

ওটা। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ওটার খোঁজ পাবার চেষ্টা করেছে জুলজিস্টরা, কিন্তু সফল হয়নি। গত তিন মাসে আমার যে অবজারভেশন, তার তুলনা হয় না, কিন্তু তবু ব্যাপারটা এক অর্থে কিছুই নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আমার অবজারভেশন থেকে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি আমি যেটা স্টাডি করছি সেটা আসলে কি।'

ঝট করে ঘুরল সে, ভাঁজ করা সোয়েটারে ডেবে রয়েছে আঙুলগুলো।

'তুমি কি মেলানিজম টার্মটা বোঝো, রানা...মি. রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শুধু রানা বললেই পারো।' নির্দিষ্ট কিছু পশু, পাখি ও পোকা-মাকড়ের রঙ অস্বাভাবিক কালো হলে সেটাকে মেলানিজম বলা হয়, ঠিক যেমন অজ্ঞাত কারণে ওগুলোর রঙ অস্বাভাবিক সাদা হলে বলা হয় অ্যালবিনিজম।

'এই চিতাবাঘের যে রঙ, তার সম্ভাব্য মাত্র দুটো ব্যাখ্যা থাকতে পারে, রানা। হয় এটা মেলানিজম-এর একটা নমুনা, নয়তো...।' ইতস্তত করছে ডারবি।

পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা ধরাল রানা, তিন দিনে এই প্রথম। ডারবির আর কিছু না বললেও চলে, কারণ সে কি বলতে চায় আন্দাজ করতে পারছে ও। 'নয়তো সম্পূর্ণ আলাদা একটা প্রজাতি।'

'গড হেভেনস!' আড়ষ্ট হেসে প্রতিবাদ করল ডারবি। 'সাহস করে ঠিক অতটা আমি বলতে চাইছি না...।' এই মুহূর্তে একজন বিজ্ঞানী সে—সতর্ক, সাবধানী, খুঁতখুঁতে। প্রতিবাদ করলেও, রানার সঙ্গে নিজস্ব ঢঙে একমত হবার চেষ্টাও থাকল। 'ওটা স্রেফ হয়তো একটা সাব-স্পিশিজ, কিংবা স্বাভাবিক জাতেরই ভিন্ন একটা রূপ বা সংস্করণ। তবে, হ্যাঁ, সম্পূর্ণ আলাদা স্পিশিজ কিনা সে প্রশ্নও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'সিদ্ধান্তে আসার জন্যে কি করার কথা ভাবছ তুমি?'

'তোমাকে আগেই বলেছি, উত্তর দিকে যাচ্ছে ওটা,' বলল ডারবি।

'বড় আকৃতির চিতাবাঘ কারণ ছাড়া কখনোই নিজের এলাকা ত্যাগ করে না। স্বাভাবিক কারণগুলো বলছি—শিকার করা নিয়ে প্রতিযোগিতা, শিকারের বা পানির অভাব, মানুষের উপদ্রব। এখানে এগুলোর একটাও প্রযোজ্য নয়। কাজেই অন্য কোন কারণ আছে। আমার একটা ধারণা আছে, বোধহয় সেটাই সত্যি।'

'কি সেটা?'

'চিতাবাঘটা সঙ্গী খুঁজছে।'

'কালো?'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি। 'ওটা যদি স্রেফ মেলানিস্টিক হয়, তাহলে অবশ্যই যে-কোন রঙের স্বাভাবিক পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হলেই বাচ্চা দেবে—কারণ, দুটো একই প্রজাতির। কিন্তু ওটার জাত যদি সত্যি আলাদা হয়, কালো চিতাবাঘের যদি আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে, তাহলে শুধু নিজের মত কারও সঙ্গে মিলিত হবে সে। এক্ষেত্রে আমার চিতাবাঘ সাধারণ পুরুষগুলোকে এড়িয়ে যাবে, যতক্ষণ না আরেকটা কালো সঙ্গী পায়।'

এবং ডোরা ডারবি যদি সাক্ষ্য দেয় যে বিজ্ঞানে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সে। মৌখিক সাক্ষ্য হলে চলবে না—তাকে প্রমাণ করতে হবে কিংবদন্তীর কালো ছায়া বাস্তব সত্য, রক্ত-মাংসের তৈরি। অবজারভেশনের রিপোর্ট থাকতে হবে, ফটোগ্রাফ থাকতে হবে। এ-সব দাখিল করতে পারলে বিজ্ঞানের জগতে তার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে—একজন ন্যাচারালিস্ট-এর এটাই সবচেয়ে বড় স্বপ্ন।

এখন রানা সবই বুঝতে পারছে, বুঝতে পারল না শুধু পরবর্তী ঘটনাটা।

'তুমি আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ, তাই না, রানা?' জিজ্ঞেস করল ডারবি। এখনও রানার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, হাতে সোয়েটার। মুখে ধুলো-বালি লেগেছিল, ঘামে তা ভিজে গিয়ে নোংরা করে তুলেছে চেহারা।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মুখ তুলল রানা। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'আমাকে

একটা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আমি সেটা পালন করার চেষ্টা করছি। শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা জানা গেছে, সেজন্যে আমি খুশি।'

'আমার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেজন্য আমি লজ্জিত—ক্ষমা চাই। কোন অর্থে আমি ওদের হাতে বন্দী ছিলাম সেটা তোমার জানার কথা নয়। সত্যি অসভ্যতা হয়ে গেছে…কি করেছি বা বলেছি, ভুলে গেলে খুশি হব।'

'দূর!' বিরক্ত বোধ করল রানা। 'এ পরিস্থিতিতে যা ঘটার তাই ঘটেছে…।'

ডারবি এমন সুরে কথা বলে গেল, রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি। 'এখন যখন আমি মুক্ত, তোমার কাজও শেষ হয়েছে। প্যানে ফিরে যাবার জন্যে তুমি যদি শুধু আমাকে খানিকটা পানি দাও, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব আমি। আর যদি না দাও, পানি ছাড়াই চালিয়ে নেব। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলে আর কোন সমস্যা হবে না—বৃষ্টির পানি এখনও খানিকটা জমে আছে তলায়।'

এক মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, শুনতে ভুল করেছে ও। ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাকে বলতে চাইছ ওখানে আবার ফিরে যাবে?'

'নিশ্চয়ই।' দৃঢ়কণ্ঠে বলল ডারবি। 'এইমাত্র এত কষ্ট করে তাহলে কি ব্যাখ্যা করলাম? এমন একটা সুযোগ আমি পেয়েছি, কেউ জীবনে কোনদিন যা পায় না। নতুন এক প্রজাতির চিতাবাঘকে সনাক্ত করার সুযোগ। শুধু তাই নয়, নতুন প্রজাতিটিকে নিশ্চিহ্ন হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করার এটাই বোধহয় শেষ সুযোগ। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাঁধে বিশাল একটা দায়িত্ব এসে চেপেছে। এখন যদি আমি পিছিয়ে যাই, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না? বেঈমানী করা হবে না আফ্রিকা মহাদেশের সঙ্গে? কোন অবস্থাতেই আমি ওটাকে ছেড়ে…।'

'কিন্তু ভেবে দেখেছ,' দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, 'ওখানে ফিরে যাবার পর কি ঘটতে পারে তোমার কপালে? টেরোরিস্টরা তোমাকে নিয়ে কি করতে পারে?'

'ওখানে ওরা আছে, এ আমি বিশ্বাস করি না,' বলল ডারবি। 'যেখান থেকে এসেছিল আবার সেখানেই ফিরে গেছে। তবু যদি থাকে, ওদেরকে আমি মানিয়ে নিতে পারব। একবার পেরেছি, দ্বিতীয়বারও পারব।'

'মরুভূমিতে একা টিকবে বলে মনে করো?'

'ক্যাম্পে প্রচুর রসদ আছে,' বলল ডারবি। 'না, ওরা যদি নিয়ে যায়ও, সব নিয়ে যেতে পারবে না। তাছাড়া, এক কি দেড় হপ্তারই তো ব্যাপার, তাই না? ততদিনে তোমরা রাজধানীতে ফিরে যাবে। তোমার কাছ থেকে খবর পাওয়া মাত্র আমাদের হাই কমিশন থেকে প্লেন পাঠানো হবে, অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া তখন কোন সমস্যা হবে না।'

চুপ করে থাকল রানা।

পাগল একটা মেয়ে, এতক্ষণে উপলব্ধি করতে পারছে ও। ওর সঙ্গে আশ্চর্য একটা মিল আছে ডারবির। কোন কোন ব্যাপারে ও নিজেও এরকম পাগলামি করে বৈকি। একটা মাত্র প্রাণী, বিরল প্রজাতির, ওকে সম্মোহিত করে রেখেছে। কারও কোন যুক্তি এখন শুনবে না সে।

বেশিরভাগ সম্ভাবনা টেরোরিস্টদের গ্রুপটা সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে। আবার বলা যায় না, তারা হয়তো ধাওয়া করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইতিমধ্যে পায়ের ছাপ দেখে জানা হয়ে গেছে, মাত্র তিনজন লোকের সাথে লড়তে হবে তাদেরকে। জিম্মি হিসেবে ডোরা ডারবি মহামূল্যবান, যুদ্ধ ছাড়া তাকে হারাতে রাজি না হবারই কথা। আবার যদি তাদের হাতে পড়ে মেয়েটা, কোন রকম স্বাধীনতা দেয়ার প্রশ্নই উঠবে না। আহত তো হয়েইছে, দু'একজন মারাও যেতে পারে, কাজেই টেরোরিস্টরা মেয়েটার ওপর প্রতিশোধ নেবে। আর মেয়েদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার প্রচলিত পদ্ধতি হলো...।

ধরা যাক, টেরোরিস্টরা পালিয়েছে। কিন্তু মরুভূমি তো আর পালাবে না। এর আগে ডারবির স্থায়ী ক্যাম্প ছিল, তার ওপর খেয়াল রাখার জন্যে ছিল অভিজ্ঞ দু'জন আফ্রিকান। এখন সামান্য পানি, কিছু

রসদ নিয়ে একা যেতে চাইছে সে, নিরস্ত্র অবস্থায়। কোথায়? কালাহারি পাড়ি দিতে। ভাগ্যগুণে প্রথম রাতটা যদি টেকে, তারপর বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে সে। মরুভূমির বালিতে শিয়াল আর হরিণের কংকালের সঙ্গে তার হাড়গুলোও শোভা পাবে।

কিন্তু বিশ ঘণ্টা সময়ও তাকে দেবে না রানা। এজন্যে নয় যে ব্রায়ান ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। মানবিক কারণেই মেয়েটাকে একা ছেড়ে দিতে পারবে না ও। নিজের বিপদ সম্পর্কে সচেতন নয় মেয়েটা, তাই বলে তাকে তো আর মরতে দেয়া যায় না। 'ডারবি, আমাদের সঙ্গে রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছ তুমি,' নরম সুরে বলল রানা। 'ওখানে পৌঁছুনোর পর যা খুশি করতে পারো, আমি অন্তত বাধা দেব না।' বাধা দেয়ার আরও লোক থাকবে তখন।

'ততোদিনে অনেক দেরি হয়ে যাবে। অনেক দূরে সরে যাবে ওটা, আমি আর খুঁজে বের করতে পারব না...তুমিও তা জানো।' ডারবির কপালের পাশে একটা রগ বার দুয়েক লাফিয়ে উঠল, তবে গলার স্বরে রাগ নেই, শুধুই শান্ত ব্যাকুলতা।

রানা চুপ করে আছে।

'তোমার শর্তটা কি, রানা? কি শর্তে আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ?'

'অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন,' বলল রানা।

'না, অপ্রাসঙ্গিক নয়। আমার ধারণা, আমাকে উদ্ধার করার জন্যে তোমাকে মোটা টাকা দেয়া হবে। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে তোমার মধ্যে যে জেদ লক্ষ করছি, তার একমাত্র অর্থ হতে পারে এই যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতে না পারলে তোমাকে ওরা টাকা দেবে না। সেজন্যেই আমাকে জানতে হবে. কত টাকায় রফা হয়েছে।'

'জানলে, তারপর?'

'তোমাকে আমি আরও বেশি টাকা দেব। আমার কথায় বিশ্বাস রাখো, টাকা জোগাড় করা আমার জন্যে কঠিন নয়।'

রানা বুঝল, মেয়েটা প্রস্তাব দিচ্ছে না, মরিয়া হয়ে আবেদন জানাচ্ছে। মাথা নাড়ল ও। 'দুঃখিত, ডারবি—তোমার নিরাপত্তার দিকটা দেখতে হবে আমাকে।'

'বেশ...।' কাঁধ দুটো নিচু করল ডারবি, ঘুরে যাচ্ছে। রানা ধরে নিল ব্যাপারটা বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে সে, ডেকানকে ডাকার জন্যে মুখ তুলে গাছটার দিকে তাকাল।

যে-ই নড়েছে রানা, ঝট করে ঘুরে ওর মুখে সোয়েটারটা ছুঁড়ে মারল ডারবি। অন্ধ হয়ে গেল রানা, টলতে টলতে পিছু হটল। তারপর, সোয়েটারটা মুখ থেকে সরাবার আগেই, তলপেটের নিচে প্রচণ্ড একটা ব্যথা অনুভব করল। কুঁকড়ে গেল শরীরটা, কাত হয়ে পড়ে গেল একপাশে, কাতরাচ্ছে, দু'হাতে চেপে ধরেছে উরুসন্ধি। কি ঘটেছে আন্দাজ করার চেষ্টা করল ও...নিশ্চয়ই সাফারি বুটের শক্ত ডগা দিয়ে ওকে লাথি মেরেছে ডারবি। তারপরই শুনতে পেল ঘাসের খসখস আওয়াজ আর ছুটন্ত পায়ের শব্দ।

'নিকেল!' পড়িমরি করে হাঁটুর ওপর খাড়া হলো রানা, কর্কশ চিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে, গোটা শরীর এখনও আড়ষ্ট হয়ে আছে। 'থামাও ওকে, ফর গড'স সেক!'

ত্রিশ গজ দূরে ডারবি, কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটছে, সোনালি চুল হাতপাখার মত প্রসারিত হয়ে আছে দু'দিকে। হাত থেকে কফির মগ ফেলে দিয়ে ছুটল নিকেল, পাশ কাটাল রানাকে। এক মুহূর্ত পর ধপাস করে একটা শব্দ হলো, গাছ থেকে নেমে ডেকানও ধাওয়া করল ডারবিকে।

কুঁজো হয়ে হাঁটছে রানা, ওদের সঙ্গে মিলিত হলো পাঁচ মিনিট পর। ইতিমধ্যে গাছটার কাছ থেকে একশো গজ দূরে ঝোপের মাঝখানে, ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গেছে ওরা। মাটিতে পড়ে মোচড় খাচ্ছে ডারবি, মুখটা বালির সঙ্গে সাঁটা। তার পা দুটো চেপে ধরে আছে ডেকান, আর নিকেল ধরেছে হাত দুটো পিছমোড়া করে। নিকেলের একটা কব্জি থেকে রক্ত বেরুচ্ছে সামান্য।

দ্রুত হাতে কোমর থেকে বেল্টটা খুলে ফেলল রানা, ওদের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, ডারবির এক করা হাত দুটো বেঁধে ফেলল। 'ঠিক আছে, ছেড়ে দাও এবার।'

তিনজন একসঙ্গে সিধে হলো। নিকেল তার কব্জিটা চুষছে। কয়েক মুহূর্ত পর আড়ষ্টভঙ্গিতে দাঁড়াল ডারবি।

'তোমাকে ও কামড়ে দিয়েছে, নিকেল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জ্বী। তবে, স্যার, আগেও আমি বিড়ালের কামড় খেয়েছি, কিন্তু মরিনি।' কোন শব্দ না করে হাসল নিকেল।

ডারবির দিকে তাকাল রানা। দাঁড়িয়ে আছে টান টান হয়ে, তবে হাত দুটো পিছনে বাঁধা থাকায় সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে আছে। হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন। ঘামে ভেজা মুখে নতুন করে ধুলো-বালি লাগায় সাদাটে দেখাচ্ছে। ঘৃণা আর রাগে চকচক করছে বড় বড় চোখ দুটো।

নিজের অজান্তেই এক পা পিছিয়ে এল রানা। এমন তীব্র আর গভীর ঘৃণা আগে কখনও দেখেনি ও। চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে নিজের রাগ আর ব্যথার কথা ওর মনেই থাকল না। তারপর ধীরে ধীরে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনল ও। 'ব্যাপারটার এখানেই সমাপ্তি, ডারবি,' বলল ও। 'আর কোন কথা নয়, কোন ঝামেলা নয়। আমরা রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি।'

'প্রতিটি ইঞ্চি আমাকে তোমার বয়ে নিয়ে যেতে হবে।' ডারবির কণ্ঠস্বর আগের চেয়েও তীক্ষ্ণ, আরও বেশি তিক্ত।

শ্রাগ করল রানা। 'যেটা তোমার পছন্দ। হয় শান্তভাবে আরামে হাঁটবে, নয়তো তোমাকে বেঁধে, মুড়ে, মুখে কাপড় গুঁজে বস্তা বানিয়ে ফেলা হবে। যেভাবেই হোক ওখানে তোমাকে আমরা নিয়ে যাব। আরেকটা কথা...।' উরু-সন্ধি এখনও ব্যথায় দপদপ করছে ওর, হঠাৎ খেয়াল হতে রাগটা একটা স্রোতের মত ফিরে এল আবার। 'আমি চাই বয়ে নিয়ে যেতে তুমি যাতে বাধ্য করো। ব্যাপারটা আমাদের জন্যে কষ্টকর হবে, তবে তোমার কষ্টের তুলনায় তা কিছুই না। প্রতিটি পদক্ষেপে মজাটা টের পাবে তুমি। তোমাকে ওরকম কষ্ট পেতে দেখলে

ব্যক্তিগত ভাবে ভাল লাগবে আমার…।'

'ইউ বাস্টার্ড…।'

'তোমরা এদিকে এসো তো,' ডারবির দিকে খেয়াল না দিয়ে নিকেল আর ডেকানকে ডাকল রানা, হেঁটে ফাঁকা জায়গাটার শেষ প্রান্তে চলে এল। আসলে কি ঘটেছে, ওদেরকে ব্যাখ্যা করে শোনাল ও। চিতাবাঘ, মরুভূমি আর টেরোরিস্ট গ্রুপ মেয়েটার মনে তীব্র চাপ সৃষ্টি করেছে, ফলে সাময়িক একটা পাগলামির ভাব দেখা দিয়েছে তার মধ্যে, সেটা এতই প্রবল যে ঝোপের রাজ্যে একা হারিয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করতে মন চাইছে তার। তারপর বলল, 'আমার দায়িত্ব নিরাপদে ওকে রাজধানীতে পৌঁছে দেয়া, এমনকি যদি কাঁধে করেও বয়ে নিয়ে যেতে হয়।'

রানা কি বলতে চাইছে বুঝতে পারল ওরা, দু'জন একযোগে মাথা ঝাঁকাল। এরপর ডেকানকে গাছটার কাছে ফেরত পাঠাল রানা একটা প্যাক নিয়ে আসার জন্যে, তারপর ফিরে এল ডারবির কাছে। 'কোনটা তোমার পছন্দ, ঠিক করেছ?' জিজ্ঞেস করল ও।

কোন জবাব নেই, চোখে আগুন ঝরছে।

'ঠিক আছে, ধরে নিচ্ছি আমার পছন্দই তোমার পছন্দ,' বলল রানা। 'বেশ, ঘণ্টা কয়েক বোঝা হয়ে থাকো, কেমন লাগে নিজেই বুঝতে পারবে।'

প্যাক নিয়ে ফিরে এল ডেকান। ভেতর থেকে জিনিস-পত্র বের করে ক্যানভাসটা ছিঁড়ে ফালি করতে বলল রানা। তারপর ডারবিকে বাঁধতে শুরু করল।

ডারবির হাত আগে থেকেই বাঁধা, তারপরও কাজটা শেষ করতে কয়েক মিনিট লেগে গেল ওদের। সর্বক্ষণ ধস্তাধস্তি করল সে, পা ছুঁড়ল, মোচড়াল শরীরটা, কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করার চেষ্টা করল। চারজনই ওরা দরদর করে ঘামছে। তবে এক সময় নিস্তেজ হয়ে পড়ল ডারবি, বালির ওপর শুয়ে হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন। ক্যানভাসের ফালিগুলো দিয়ে তার পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত পেঁচিয়েছে ওরা।

দাঁড়াল রানা, চোখ নামিয়ে তাকাল তার দিকে। 'সত্যি চাও মুখেও কাপড় গুঁজি?'

আহত ও বন্দী পশুর মত লাগছে ডারবিকে, মুহূর্তের জন্যে তার প্রতি একটু করুণাও জাগল রানার মনে। কিন্তু তারপরই লক্ষ্য করল, ডারবির চোখে এখনও প্রচণ্ড ঘৃণা আর রাগ। সে মুখ না খুললেও, উত্তরটা আন্দাজ করতে পারল ও। কোন সুযোগ দেখলেই হয়, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করবে ডারবি। এমন কি তাতে যদি টেরোরিস্ট গ্রুপটার হাতে ওদেরকে ধরাও পড়তে হয়, দ্বিধা করবে না সে।

পকেট থেকে রুমালটা বের করে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। এতক্ষণে মুখ খুলল ডারবি; জিভ দিয়ে ঠোঁটের ধুলো সরাল, উঁচু করল মাথাটা। 'এখন বুঝতে পারছ না কত বড় অপরাধ করছ। দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর প্রাণী মাটির বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এবং তার জন্যে একা তুমি দায়ী থাকবে। এই অপরাধবোধ নিয়ে সারা জীবন বেঁচে থাকতে হবে তোমাকে। তারপর...যত সময়ই লাগুক, যা-ই করতে হোক আমাকে, আমি দেখব তোমাকে যাতে এর মাসুল দিতে হয়।'

তাড়াতাড়ি তার মুখটা রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেলল রানা, তারপর হাত ইশারায় নিকেলকে ডাকল। এগিয়ে এসে ডারবিকে কাঁধে তুলে নিল সে। গাছটার কাছে ফিরে যাচ্ছে ওরা।

## দশ

নিজের ওপর রাগে কেঁপে উঠল রানা। ওরই দোষ, স্রেফ একটা আনাড়ির মত আচরণ করেছে। কিংবা দোষ আসলে ওর ক্লান্তির, আর

এই ক্লান্তির জন্যে যে দায়ী—ডারবি।

চোখ তুলে তার দিকে তাকাল ও। তারাজ্বলা আকাশের গায়ে ফুটে আছে কাঠামোটা। বিড়বিড় করে আবার নিজেকে গাল দিল ও। নিকেল আর ডেকান হতভম্ব হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গাছটা ছেড়ে রওনা হবার পর প্রথম রাত, ভোর হতে আর দু'ঘণ্টা বাকি। দিনের বেলা পালা করে ডারবিকে বয়েছে ওরা, দুপুরের অসহ্য গরম যতক্ষণ না থামতে বাধ্য করেছে। এগোবার গতি একেবারেই মন্থর ছিল। থামার পর রানার হিসেবে প্যানটা থেকে আরও ছ'মাইল দূরে সরে এসেছে ওরা।

অন্ধকার না নামা পর্যন্ত বিশ্রাম নেয় ওরা। তারপর আবার ডারবিকে কাঁধে ফেলে হাঁটা ধরে। লম্বা-চওড়া শরীর তার, অসম্ভব ভারি। ভুগতে হয়েছে ওদেরকে, তবে ডারবিও আরাম পায়নি। রক্ত চলাচলে বাধা পাওয়ায় অসাড় হয়ে গেছে তার হাত-পা, প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খেতে হয়েছে। তিনবার তাকে হাঁটার প্রস্তাব দেয়া হয়। কোন উত্তর পায়নি রানা। নিষ্পলক চোখে রাজ্যের ঘৃণাই শুধু দেখতে পেয়েছে ও। বোঝাটা রানা বা ডেকানের চেয়ে বেশিক্ষণ বহন করেছে নিকেল, কিন্তু তার বিপুল শক্তিও তো সীমাহীন নয়। রানা ওর পালা শেষ করেছে মাত্র, এই সময় সর্বনাশটা ঘটে গেল।

থামার নির্দেশ দিল রানা, বিশ্রাম দরকার। ডেকানকে বলল পানির জেরি-ক্যানটা বের করতে। মাটির ওপর জেরি-ক্যানটা রেখে একটা মগে পানি ঢালল ডেকান। ঢক ঢক করে খেলো রানা, সামনে পা বাড়াল মগটা আবার ভরার জন্যে, আর অমনি হোঁচট খেলো। বাকি সবার মত, কাঁধে-পিঠে বোঝা নিয়ে হাঁটার মধ্যে থাকায়, কনকনে ঠাণ্ডার কথা ভুলেই গিয়েছিল।

জেরি-ক্যানটা লাইট-ওয়েট পলিইউরেথেন দিয়ে তৈরি। দিনের বেলা নরম থাকে, চাপ লাগলে ডেবে যায় গা; কিন্তু রাতে তাপমাত্রা ফ্রিজিং-পয়েন্টে নেমে গেলে হয়ে ওঠে শক্ত আর ভঙ্গুর। হোঁচট খেয়ে তাল সামলাবার চেষ্টা করল রানা, জেরি-ক্যানটা ধাক্কা খেলো একটা

পাথরের সঙ্গে। পরমুহূর্তে কলকল শব্দে সমস্ত পানি বেরিয়ে এল, ফেটে চৌচির তলার দিকে এক-আধ কাপ জমে থাকল শুধু। বেরুতে যা দেরি, সমস্ত পানি শুষে নিল বালি।

লাথি দিয়ে ভাঙা প্লাস্টিকের টুকরোগুলো সরিয়ে দিল রানা, তারপর মুখ তুলে ডেকানের দিকে তাকাল। 'আর কত দূর?'

ট্রাক, স্যার? পনেরো মাইল,' বলল ডেকান।

শুধু ট্রাক নয়, পানিও। পানি ভরা দ্বিতীয় জেরি-ক্যানটা বাকি রসদের সঙ্গে পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রেখে এসেছে ওরা, ট্রাকের কাছেই।

চিন্তা করছে রানা। পনেরো মাইল। ওরা যদি শুধু তিনজন হত, কোন রকম দ্বিধা না করে সোজা ট্রাকের দিকে হাঁটা ধরত। কাজটা সহজ নয়, মরুভূমির প্রচণ্ড গরমের মধ্যে শেষ ক'টা ঘণ্টা পানি ছাড়া হাঁটতে হবে। সবাই অসুস্থ হয়ে পড়বে, কোন সন্দেহ নেই, তবে সম্ভবত কেউ মারা যাবে না। কিন্তু ওরা তিনজন নয়, সঙ্গে রয়েছে ডারবি। তাও একটা বোঝা হিসেবে। এই অবস্থায় পানি ছাড়া ওখানে পৌছুতে চেষ্টা করলে তা হবে আত্মহত্যার শামিল। না, সবাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া সম্ভব নয়। কাজটা যে-কোন একজনকে করতে হবে। 'আমি একা যাব,' কারও সঙ্গে পরামর্শ না করে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল রানা। ডারবিকে কাঁধে নিয়ে প্রায় দু'মাইল হেঁটে এখানে পৌচেছে ও, খুবই ক্লান্ত বোধ করছে, তবে কাজটা ওর পক্ষে সম্ভব, অন্তত আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই। যেতে আসতে ত্রিশ মাইল, মাঝরাতের মধ্যে ফিরে আসতে পারবে বলে আশা করছে।

'স্যার, কাজটা আসলে আমার,' এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল ডেকান। 'তাছাড়া, এ কেবল একা আমার দ্বারা সম্ভব। আপনারই তো কোনমতেই যাওয়া চলে না।'

'কেন?'

'দলে আমিই একমাত্র ট্র্যাকার, এই মুহূর্তে আমিই একমাত্র ক্লান্ত নই,' বলল ডেকান। 'মিশনটাই তো ম্যাডামকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাবার, তাই না? আর আপনি আমাদের লিডার।

কাজেই ম্যাডাম যেখানে থাকবেন, আপনাকেও সেখানে থাকতে হবে।' ডেকানের কথায় যুক্তি আছে। এ-ও সত্যি যে সে-ই একমাত্র ট্র্যাকার, সে ক্লান্তও নয়, বাকি দু'জনের চেয়ে তার শরীরে শক্তিও অনেক বেশি।

রানার অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করল না, ডেকানের কাঁধে খালি প্যাকটা তুলে দিল নিকেল, তারপর ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে রানার দিকে তাকাল। 'ও ঠিকই বলছে, স্যার।'

'তোমার প্ল্যানটা বলো।'

ডেকান বলল, 'দিনের গরম বেড়ে ওঠার আগেই ওখানে আমি পৌঁছে যাব, স্যার। দিনটা পার করব ট্রাকের ছায়ায় শুয়ে। তারপর জেরি-ক্যানটা প্যাকে ভরে সন্ধের দিকে ফিরতি পথ ধরব।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো রানা। 'গুড লাক, ডেকান।'

রানার কথা শেষ হয়নি, অন্ধকারে হারিয়ে গেল ডেকান। ধীর পায়ে ডারবির সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'বলা যায় তোমারই দোষে বিপদটা দেখা দিয়েছে,' বলল ও। 'এই বিপদের মানে হলো, পুরো একটা দিন পানি ছাড়া কাটাতে হবে আমাদের। মরুভূমিতে পানি ছাড়া একটা দিন কিভাবে কাটে তোমার কোন অভিজ্ঞতা আছে? রোদ উঠলেই টের পাবে। ডেকানের কথা ভাবো একবার। তোমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে অতিরিক্ত ত্রিশ মাইল হাঁটতে হবে তাকে। তোমার বোধহয় খুব আনন্দ লাগছে, তাই না?'

অটল বসে থাকল ডারবি, আড়ষ্ট ভঙ্গি, কথা বলার চেষ্টা না করে নিষ্পলক চোখে শুধু তাকিয়ে থাকল।

তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল রানা, রুমালটা খুলে নিল মুখ থেকে। তারপর ক্যানভাসের ফালি দিয়ে বাঁধা হাত আর পা জোড়াও মুক্ত করে দিল। এখন এমন কি রাগ করাও অর্থহীন। মেয়েটাও কম ক্লান্ত নয়, দ্বিতীয়বার পালাবার চেষ্টা করবে না। 'আমার পরামর্শ যদি শোনো, একটু ঘুমিয়ে নাও।' সিধে হলো রানা। 'আর যদি পালাবার কথা ভেবে থাক, ভুলে যাও। আমি বা নিকেল, দু'জনের একজন সারাক্ষণ জেগে আছি।'

নিকেলের কাছে ফিরে এল রানা, তাকে পাহারায় থাকতে বলে

বালিতে শুয়ে পড়ল, শীত ঠেকাবার জন্যে বুকের ওপর ভাঁজ করে রাখল হাত দুটো। চোখ বন্ধ করার আগে দেখল, এখনও শিরদাঁড়া খাড়া করে বালির ওপর বসে আছে ডারবি।

ভোর হলো, তারপর সূর্য উঠল, শুরু হলো গরমে সেদ্ধ হবার পালা। মাথা গোঁজার মত কোন গাছ নেই, ঝোপের নিচে শুধু ছেঁড়াখোঁড়া ছায়া। রোদ ওঠার আগে চারদিকে একবার তল্লাশি চালিয়ে এসেছে নিকেল, জংলী কয়েকটা তরমুজ পেয়েছে সে। ছোট আকৃতির সবুজ ফল, তবে রসাল; চুষে তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে সবাইকে ভাগ করে দিল রানা।

দিনের বাকি সময় ঝোপের ভেতর শুয়ে কাটাল ওরা, কথা বলল না কেউ, নীল আকাশের গায়ে ঈগলদের আনাগোনা দেখল। নিকেল তরমুজগুলো না পেলে সন্ধে পর্যন্ত কারও জ্ঞান থাকত কিনা সন্দেহ, ভাবল রানা। দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে, মাথাটা ঝিমঝিম করছে ওর। মুখের ভেতরটা শুকনো খটখটে, ঠোঁট ফেটে গেছে, ঘাম শুকিয়ে যাওয়ায় মোটা লাগছে গায়ের চামড়া।

মেয়েটা অসাধারণ। একটা কথাও বলেনি। স্থির হয়ে পড়ে থাকল শুধু—সারা শরীরে ধুলো, মলিন চেহারা, চুলে বালি, সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তবে রানা জানে, ঈগল দেখছে না, দেখছে চিতাবাঘটার ছবি।

তারপর যেন হঠাৎ করেই অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। ধীরে ধীরে সময় গড়াচ্ছে। এক সময় বারোটা বাজল। আরও ত্রিশ মিনিট পর ফিরল ডেকান। কাঁধ থেকে প্যাকটা নামাল সে, জেরি-ক্যানটা বের করে একটা মগে পানি ঢালল—কলকল শব্দটা যেমন কোমল তেমনি ঠাণ্ডা।

প্রথমে পানি খেলো ডারবি, তারপর সুযোগ পেল নিকেল। স্বস্তিবোধ করছে রানা, যথেষ্ট পানি থাকায় এখন আর ট্রাকের কাছে ফিরে যেতে কোন অসুবিধে হবে না ওদের।

ডেকানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। ফেরার পর একটাও কথা বলেনি সে, এমনকি রানার দিকে একবার তাকায়ওনি রানা বুঝতে পারছে, কিছু একটা ঘটেছে। বোধহয় খুব খারাপ কিছুই হবে।

সবার শেষে পানি খেলো রানা, পরপর তিন মগ। মগটা নামিয়ে রাখার সময় দেখল নিকেল আর ডেকান একটু দূরে সরে গেছে, নিজেদের ভাষায় কথা বলছে নিচু গলায়। হেঁটে এল রানা, ওদের সামনে উবু হয়ে বসল। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, ডেকান?'

মুখ নিচু করে বসে থাকল ডেকান, কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। কথা বলল আরও কয়েক সেকেণ্ড পর। 'আপনি কি আমাদেরকে সব কথা বলেছেন, স্যার?'

'অবশ্যই, ডেকান। কেন, কি হয়েছে?'

'আপনি ঠিক জানেন, এর মধ্যে আর কেউ নেই?'

'কাজটা যিনি আমাকে দিয়েছেন, সেই কানাডিয়ান ভদ্রলোক ছাড়া, আর কেউ নেই।'

ইতস্তত করছে ডেকান। তারপর আবার রানার দিকে তাকাল সে। সব সময় শান্ত আর হাসিখুশি থাকে, এখন তার চেহারায় উদ্বেগ আর সন্দেহের ছায়া, চোখ দুটো অস্থির। 'আমরা যত দূর বলে মনে করেছিলাম তারচেয়ে বেশ খানিকটা কাছে রয়েছে ট্রাকটা,' অবশেষে শুরু করল সে। 'সূর্য তখনও বেশি ওপরে ওঠেনি, ওটার আধ মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেলাম আমি। এই সময় ছোট একটা হরিণ দেখে ভাবলাম, খানিকটা মাংস পেলে মন্দ হয় না। ধাওয়া শুরু করলাম, পৌঁছে গেলাম আমাদের ট্রাক যেখানে লুকানো আছে তার কাছাকাছি। হঠাৎ দেখি, নতুন চাকার দাগ।'

ভুরু কুঁচকে রানা জানতে চাইল, 'তারমানে কি পোচার?'

'প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম, স্যার। কাজেই সাবধানে দাগগুলো অনুসরণ করলাম। এভাবে পৌঁছে গেলাম সেই গাছগুলোর কাছে, যেখানে আমাদের ট্রাকটা রয়েছে। তারপর আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখি, গাছগুলোর কাছে আরেকটা ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিরাট একটা নতুন শেভী, স্যার। পাঁচজন লোক। সাদা, প্রত্যেকের কাছে অস্ত্র আছে। একজনকেও চিনি না। তবে ওদের সঙ্গে একজন কালো লোকও আছে, তাকে চিনি—গ্যাবোরোনে দেখেছি...।' মাথাটা

আবার নিচু করল ডেকান। তারপর আবার বলল, 'তার নাম উনাভু, স্যার। ধনী লোক, নিজের ফার্ম আর ট্রাক আছে। তার সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা শোনা যায়। লোকে বলে দক্ষিণ আফ্রিকান পুলিসের হয়ে কাজ করে বলেই তার এত পয়সা...।'

চোখ বুজে এক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা। ভাবল, সর্বনাশ! তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি করলে, ডেকান?'

'কিছুক্ষণ আড়াল থেকে লক্ষ রাখলাম। মনে হলো ওরা যেন কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে। হরিণটাকে দেখতে না পেলে সরাসরি ওদের হাতে গিয়ে পড়তাম আমি। তারপর আমি পিছিয়ে আসি, একটা ঝোপের ভেতর শুয়ে ঘুমাই। রাত নামার পর জঙ্গলটার আরেক দিকে চলে যাই, যেখানে রসদ লুকানো আছে। লোকগুলোকে দেখলাম নিজেদের ট্রাকের পাশে আগুন জ্বেলে বসে আছে। পাথরগুলোর ঠিক নিচেই জেরি-ক্যানটা রেখেছিলাম, কাজেই ওটা বের করার জন্যে মাটি খুঁড়তে হয়নি আমাকে। ওটা নিয়ে ফিরে এসেছি।'

আবার নিস্তব্ধতা নামল। ডেকান কথা বলার সময় নিকেলও মাথা নিচু করে রেখেছিল। এই মুহূর্তে তারার আলোয় রানার দিকে তাকিয়ে আছে দু'জনেই।

'লোকগুলো সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই,' বলল রানা। 'আমাকে তৃতীয় কোন পক্ষের কথা বলা হয়নি। যদি জানতাম দক্ষিণ আফিকান পুলিস এর সঙ্গে জড়িত, তোমাদের আমি সঙ্গে করে আনতাম না। আমি নিজেও আসতাম না। এইটুকুই আমার বলার আছে।'

রানাও সরাসরি ওদের দিকে তাকাল। দু'জনেই নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল, মেনে নিল রানার কথা।

'আমাকে একটু সময় দাও,' বলল রানা। 'চিন্তা করে দেখি কি করা যায়।' দাঁড়াল ও, সরে এল ওদের কাছ থেকে। কোন সন্দেহ নেই, বোকা বানানো হয়েছে ওকে। ব্রায়ান মিথ্যে কথা বলেছেন ওকে, অনেক তথ্য চেপে গেছেন। তিনি ওকে বলেননি ব্যাপারটার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকান ইন্টেলিজেন্স 'বস' জড়িত। বললে তাঁর প্রস্তাব এমনকি

শুনতেও রাজি হত না রানা। শহরে ফিরে কর্তৃপক্ষকে ব্রায়ান সম্পর্কে রিপোর্ট করত। বসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া শুধু নিকেল আর ডেকানের জন্যে বিপজ্জনক নয়, ওর জন্যেও বিপজ্জনক।

'রানা...।'

ঘুরল রানা। ওর দিকে হেঁটে আসছে ডারবি, বালিতে পায়ের কোন শব্দ হচ্ছে না। অন্ধকারে ওর সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'আমি তোমাদের কিছু কথা শুনতে পেয়েছি। লোকগুলো বসের এজেন্ট, তাই না?'

ত্রিশ ঘণ্টায় এই প্রথম কথা বলল ডারবি। তার গলায় রাগ নেই, চেহারা থেকে উন্মত্ত ভাবটুকুও অদৃশ্য হয়েছে। চিতাবাঘ সম্পর্কে কথা বলার সময় যেমন শান্ত দেখাচ্ছিল, এখনও তেমনি দেখাচ্ছে।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'যদিও আমার কোন ধারণা নেই এখানে কি করছে ওরা।'

'আমার আছে,' বলল মেয়েটা। 'আমি যখন ব্যাখ্যা করে বলছিলাম যে কিডন্যাপারদের লিডার চিতাবাঘের ওপর নজর রাখার অনুমতি দিয়েছে আমাকে, তোমাকে খুব অবাক দেখাচ্ছিল। যাই হোক, তুমি কিন্তু তার নাম জিজ্ঞেস করোনি। অবশ্য জিজ্ঞেস করলেও তোমাকে আমি নামটা তখন বলতাম না। এখন বলব। তুমি সম্ভবত তার কথা জানো। তার নাম ডেকা বারগাম।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। চোখ-মুখ গরম হয়ে উঠেছে ওর। ডেকা বারগাম, দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে দুঃসাহসী টেরোরিস্ট লিডার। ডোরা ডারবির একজন বন্ধু। দু'জনের সম্পর্ক যাই-হোক, বস্ যদি জানতে পারে অপহরণের সঙ্গে ডেকা বারগাম জড়িত, এই সুযোগে তাকে ধরার বা তার সম্পর্কে তথ্য পাবার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করবে তারা।

'এমনকি বারগামের মত মূল্যবান একটা পুরস্কারের জন্যেও,' বলল ডারবি, 'বতসোয়ানায় লোক পাঠানোর কথা ভাববে না বস্। ব্যাপারটা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের জন্যে সাংঘাতিক বিপজ্জনক। বতসোয়ানায়

শুধু তাদেরকে দেখা গেলে হয়, গোটা এলাকার রাজনীতিতে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। ব্যাপারটা তুমি বিবেচনা করে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তারপরও তারা ঝুঁকিটা নিয়েছে।'

'ঝুঁকি? কতটুকু ঝুঁকি, চিন্তার বিষয়। আমার ধারণা, যারা তোমাকে পাঠিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে কাজ করছে বস্। সেজন্যেই তারা জানে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে তোমার ট্রাকটা। বস্ জড়িত, এটা আমি এক সময় জানব—কিন্তু আমাকে উদ্ধার করায়, কৃতজ্ঞতার কারণে, তারা ধরে নেবে আমি মুখ খুলব না। আর মাত্র একজন জানবে—তুমি।' কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল ডারবি, তারপর বলল, 'বস্ কাউকে অবিশ্বাস করলে তার পরিণতি কি হতে পারে, তুমি জানো, রানা?'

কথা বলল না রানা। ঠাণ্ডা আর অসাড় লাগছে, কঠিন সত্যটা হজম করার চেষ্টা করছে। ইলফ স্ট্রীটের গম্ভীরদর্শন বিল্ডিংটার ছবি ভেসে উঠল ওর মনের পর্দায়। বস্-এর হেডকোয়ার্টারে ব্রায়ানের সঙ্গে আলোচনা করছেন কোনও একজন কর্মকর্তা। কর্মকর্তার বক্তব্য আন্দাজ করতে পারছে ও, বোধহয় এরকম হবে—'ডোরা ডারবিকে উদ্ধার করতে রাজি হবে এমন এক লোক আমরা আপনাকে খুঁজে দেব (যে বন্ধুর কাছে রানার নাম শুনেছেন ব্রায়ান, তার পরিচয় জিজ্ঞেস করায় রানাকে তিনি মিথ্যে কথা বলেছেন, সে 'বন্ধু' সম্ভবত বস্-ই)। তার মিশন যদি সফল হয়, ডোরা ডারবিকে দিন কয়েক আমাদের কাছে রাখব ডেকা বারগাম সম্পর্কে তথ্য পাবার জন্যে। আর লোকটাকে আমরা সরিয়ে ফেলব। দ্রুত, তড়িঘড়ি, গোপনে, যাতে কারও জন্যেই ব্যাপারটা বিব্রতকর না হয়। মুখের ভেতর একটা বুলেট—লাশ না পাওয়ায় ধরে নেয়া হবে কালাহারিতে নিখোঁজ হয়েছে আরেক দুর্ভাগা।'

পানির মত সহজ, তাই সহজেই অনুমেয়। কতটা সহজ অনুমান করতে পারছে না ডারবি, কারণ লাইসেন্সের কথাটা তার জানা নেই। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। হিম বাতাস বইছে, তারপরও হাতের তালু ঘেমে গেছে ওর, দুর্বল লাগছে হাঁটু।

'আমার ধারণা, এটা তোমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র,' রানাকে চুপ

করে থাকতে দেখে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল ডারবি। 'আর যদি আমার ভুল হয়, বস্ যদি তোমাকে বাঁচিয়েও রাখে, আমি তো আছি। তুমি যে ওদের সঙ্গে জড়িত, হাত মিলিয়েছ, মিডিয়াকে জানালেই হবে। যতই তুমি অস্বীকার করো, কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। বতসোয়ানা থেকে তোমাকে বের করে দেয়া হবে, রাষ্ট্রবিরোধী কাজের জন্যে গ্রেফতার করাও হতে পারে।'

কথা বলছে না রানা, জানে ডারবির কথা এখনও শেষ হয়নি।

'বসের ওই এজেন্টরা আমার জন্যে কোন হুমকি নয়,' আবার বলল সে। 'বারগাম সম্পর্কে কোন তথ্যই তারা আমার কাছ থেকে পাবে না, তবে আমাকে দেরি করিয়ে দেবে—হয়তো এত দেরি করিয়ে দেবে যে পরে শত চেষ্টা করলেও আর চিতাবাঘটাকে খুঁজে পাব না। যাই হোক, তোমার যেহেতু ট্রাক আছে, রসদ আছে, অভিজ্ঞ একজন ট্র্যাকার আছে, তোমাকে আমি একটা সুযোগ দিতে পারি...।' রানার দিকে অপলক তাকিয়ে কথা বলছে ডারবি, আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই।

রানা ধৈর্য ধরে শুনছে।

'ট্রাকটা উদ্ধার করো, যেখানে শেষবার দেখেছি চিতাবাঘকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে চলো আমাকে, ওটাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করো। তারপর তোমার এক লোককে আমার কাছে রেখে ফিরে যাও গ্যাবোরোনে। তুমি এই ভেবে সন্তুষ্ট থাকবে যে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পেরেছ। বিনিময়ে আমি কাউকে কোনদিন বলব না যে তুমি বসের সঙ্গে জড়িত।'

'ব্যাপারটা কি এতই সহজ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'লোকগুলোর নাকের ডগা থেকে ট্রাকটা কিভাবে আনব? যে চারজনকে দেখে এসেছে ডেকান তারা ট্রেনিং পাওয়া লোক, দক্ষ সৈনিক।'

'সহজ কি কঠিন তুমি জানো,' বলল ডারবি। 'সমস্যাটাও তোমার। একটা কথা তোমাকে বুঝতে হবে, জেরি-ক্যানটা ভেঙে যাওয়ার পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গেছে। ট্রাকটা ফিরে পাওয়া সত্যি কি কঠিন? আমরা জানি ওরা ওখানে আছে, তাতে করে অবশ্যই কিছুটা

সুবিধে পাবে তুমি। যদি আড়াল থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো, ওদেরকে নিরস্ত্র করা কঠিন হবে বলে মনে হয় না। তারপর ওদের ট্রাকটাকে অচল করে দিয়ে, একটাও গুলি না ছুঁড়ে···।'

পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা।

'আমার ধারণা, কাজটা তুমি পারবে, রানা। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে আসলে পারতেই হবে। তোমার জন্যে এটা স্রেফ একটা সুযোগ নয়, একমাত্র সুযোগ।' দমকা একটা বাতাস ডারবির পায়ের চারধারে ঘূর্ণি তৈরি করল, উড়ে যেতে যেতে নরম সুরে ডেকে উঠল একটা পেঁচা।

ইতস্তত করছে রানা। তারপর ঝট করে ঘুরে ফিরে এল নিকেল আর ডেকানের কাছে। সেই একই জায়গায় এখনও উবু হয়ে বসে আছে তারা। 'ট্রাকের কাছে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে, ডেকান?' জিজ্ঞেস করল ও।

'পা চালিয়ে গেলে চার ঘণ্টা, স্যার।'

'দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলে আরেকবার যেতে পারবে তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল ডেকান। 'পারব, স্যার।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তুমি এখুনি শুয়ে পড়ো। দু'ঘণ্টা পর সবাই আমরা রওনা হব। প্রথমে একটা কাজ সারতে হবে। তারপর যাব চিতাবাঘ ধরতে।'

সাবধানে মাথা তুলল রানা, বালিময় ফাঁকা জায়গাটার ওপর দিয়ে শেভীটার দিকে তাকাল। ওর বাঁ পাশে জঙ্গল, ওই জঙ্গলের ভেতরই ওদের ট্রাকটা লুকানো আছে। ওর ডানদিকে পঁচিশ গজ দূরে রয়েছে শেভী। ওটাকে প্রথম যখন দেখল, এক ঘণ্টা আগে অন্ধকারের ভেতর, জেগে ছিল মাত্র একজন লোক, হুডের পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে, এখন আরও চারজনকে দেখতে পাচ্ছে ও—তিনজন সাদা, একজন কালো। কালোটার নাম উনাভু, ডেকান তাকে চেনে।

নিচু একটা আগুনে ডালপালা গুঁজে দিল এক লোক, শিখার ওপর একটা ক্যান চাপাল। 'পাঁচ মিনিট, পিটার, ঠিক আছে?' টানা টানা নাকি সুর শুনেই বোঝা যায় দক্ষিণ আফ্রিকান, ভোরের স্থির বাতাসে ভর করে স্পষ্টভাবে ভেসে এল তার কথা।

'ধুস শালা, এত সময় নিচ্ছিস কেন! এদিকে আমি জমে বরফ হয়ে যাচ্ছি।' হুডের কাছ থেকে সরে এসে আগুনের পাশে দাঁড়াল গার্ড, শিখাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল।

জমিনে মাথা নামিয়ে নিল রানা। ওর ডান পাশে শুয়ে রয়েছে নিকেল, বাঁ পাশে ডেকান, দু'জনের সামনেই লোড করা স্মাইযার। জঙ্গল থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ঝোপের ভেতর মেয়েটাকে রেখে এসেছে ওরা। সে-ও ওদের সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, তবে শেষ পর্যন্ত রানার যুক্তি মেনে নিয়েছে—পরিস্থিতি যদি ওদের বিরুদ্ধে চলে যায়, ডারবি একটা অতিরিক্ত ঝামেলা হয়ে দাঁড়াবে। একটা হাত তুলে পাঁচটা আঙুল যথাসম্ভব ফাঁক করল রানা, তারপর পালা করে দু'জনের দিকে তাকাল। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল নিকেল আর ডেকান। এরপর অটোমেটিক রাইফেলের সেফটি-ক্যাচ পরীক্ষা করল ও।

'যে যার মগ নিয়ে চলে এসো, কফি হয়ে গেছে!'

সেই একই নাকি সুর ভেসে এল। আরও দু'মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর আবার মাথা তুলে তাকাল। গার্ড লোকটা শেভীর দরজায় ঠেস দিয়ে রেখেছে তার রাইফেল, পাঁচজনই আগুনটার চারধারে গোল হয়ে বসে কফির মগে চুমুক দিচ্ছে। 'রেডি!' ফিসফিস করল ও।

ওর দু'পাশে নড়ে উঠল নিকেল আর ডেকান, হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে স্থির হলো, হাতে বাগিয়ে ধরা স্মাইযার, আদেশ পেলেই এক লাফে সিধে হবে।

'নাউ!'

একসঙ্গে সিধে হলো ওরা। প্রথমে কেউ ওদেরকে দেখতে পেল না। তারপর এক লোক অলস ভঙ্গিতে এদিকে তাকাল, পরমুহূর্তে একটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল।

লোকটা চিৎকার করতে যাবে, তার আগেই গর্জে উঠল রানা, 'নড়ো না! মারা পড়বে! যে যেখানে আছ বসে থাকো, একচুল নড়বে না।'

বালির বিস্তৃতিটুকু দ্রুত পেরিয়ে এল ও, ওর দু'পাশে নিকেল আর ডেকান। আগুনটার কাছাকাছি চলে এসেছে, এই সময় এক লোক উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল—বেঁটে আর মোটা, মাথায় সোনালি চুল। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, রাইফেলটা সরাসরি তার দিকে তাক করল। 'আর এক ইঞ্চি নড়ে দেখো, পেটে বুলেট খাবে।'

বসে পড়ল লোকটা। আবার এগোল রানা, আগুনটার কয়েক ফুটের মধ্যে চলে এল। পাঁচজনই মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। পালা করে সবার দিকে একবার করে তাকাল ও। কালো লোকটা অর্থাৎ উনাভুর হাত খালি, বাকি চারজনের কোমরে হোলস্টারে ভরা হ্যাণ্ড-গান রয়েছে। গার্ডের রাইফেলটা দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা। তাছাড়াও কয়েকটা রিপিটার দেখা যাচ্ছে ট্রাকের ভেতর।

'হোলস্টার খুলে এদিকে ছুঁড়ে দাও,' নিজের বাঁ দিকটা ইঙ্গিতে দেখাল রানা। 'আমার লোকদের নির্দেশ দেয়া আছে, কাউকে চালাকি করতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। এক এক করে ছুঁড়ে দাও, তুমি শুরু করো।' শেষ কথাটা বেঁটে লোকটাকে বলল ও। আর সবার চেয়ে তার বয়েস একটু বেশি, পঁয়ত্রিশের কম হবে না। রানা আন্দাজ করল, সেই ওদের লিডার।

'কি চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'কোন কথা নয়!'

'মেয়েটাকে তুমি পেয়েছ?' নিষেধ মানছে না সে, কোন রকম ভান না করে সরাসরি তুলল প্রসঙ্গটা। 'বোঝাই যাচ্ছে, পেয়েছ। তা না হলে এরকম করতে না। আমরা শুধু তার সঙ্গে কথা বলতে চাই, দোস্ত—মাত্র কয়েক ঘণ্টা, খুব বেশি হলে একটা দিন, তারপর সবাই তোমরা চলে যেতে পারবে...।'

তাক করা রাইফেলের ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়াল রানা। 'আর

একটা কথা বলে দেখো…।'

বিপদ দেখলে চিনতে পারে লোকটা, কথা না বাড়িয়ে হোলস্টার খুলে ছুঁড়ে দিল রানার দেখানো জায়গায়। তার পাশের লোকটার দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'এবার তুমি। নিকেল, সবগুলো তুলে নাও। কি করতে হবে তুমি জানো।'

স্নাইয়ারটা কাঁধে ঝোলাল নিকেল, হোলস্টারগুলো তুলে নিল, সংগ্রহ করল রাইফেল আর রিপিটারগুলো, তারপর ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। খানিক পর পর একটা করে সিঙ্গেল শট-এর ভোঁতা আওয়াজ ভেসে এল। রানার নির্দেশ মতই কাজ করছে নিকেল। মাটিতে ব্যারেল ঢুকিয়ে একটা করে গুলি করছে, মাজলগুলো যাতে বিস্ফোরিত হয়।

ফিরে এল নিকেল, ট্রাকের কেবিন আর পিছনটা পরীক্ষা করল। 'আর তো কিছু দেখছি না, স্যার।'

'ঠিক আছে, এরপর কি করতে হবে তুমি জানো।'

জঙ্গলটার দিকে হেঁটে গেল নিকেল। একপাশে সামান্য সরে দাঁড়াল রানা, যাতে ও আর ডেকান আরও ভালভাবে কাভার দিতে পারে গ্রুপটাকে। এক লোক নড়ল একটু, একটা পা যেন একটু গুটিয়ে নিল।

'সাবধান, আর যেন না দেখি!'

স্থির বসে থাকল ওরা। তারপর লিডার লোকটা মুখ তুলল। 'তুমি আমাদেরকে গ্যাবোরোনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্ল্যান করেছ, মিস্টার?'

'সময় হলে জানতে পারবে।'

'বেশ। তবে তোমারও একটা কথা জানা দরকার—তার সময় হয়েছে। কথাটা হলো, আমরা একা নই। গাড়ি-পথে কয়েক ঘণ্টা লাগবে, ওখানে আমাদের একটা বোনানজা, একটা ব্যাক-আপ ট্রাক আর একদল লোক আছে। তারা তোমাদের বেরিয়ে যেতে দেবে না। তাছাড়া, বিশ মিনিট পর রেডিওতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথাও হয়ে আছে।'

দ্রুত একবার ট্রাক কেবিনের দিকে তাকাল রানা। খোলা জানালা

দিয়ে মেটাল গ্রিল আর ট্র্যান্সমিটারের কন্ট্রোল নব দেখা যাচ্ছে।

'বিশ মিনিট পর আমরা যদি যোগাযোগ না করি, বিদ্যুৎচমকের মত এখানে হাজির হবে ওরা। চিন্তা করে দেখেছ ব্যাপারটা?'

কথা বলল না রানা। লিডার লোকটা মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। ব্যাক-আপ তো থাকারই কথা। লোকটার সব কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো বিপদই। বিশেষ করে ব্যাক-আপ টিমের সঙ্গে যদি একটা বোনানজা স্পটার প্লেন থাকে। কতটুকু সত্যি বোঝার কোন উপায় নেই, বুঝলেও কিছু করার নেই ওর।

'শোনো, দোস্ত।' মাথা ঝাঁকিয়ে কপাল থেকে সোনালি চুল সরাল লোকটা। 'তুমি হেরে গেছ, বুঝলে। সত্যি হেরে গেছ। যাই করো না কেন, আমরা যোগাযোগ করতে পারি বা না পারি, ছোট্ট বোনানজা তোমাদের খোঁজে আকাশে চক্কর দেবেই। ওটাকে তোমরা খসাতে পারবে না। কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে আমার প্রস্তাব বিবেচনা করা। তাতে সময় ও শ্রম দুটোই বাঁচবে। মেয়েটাকে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে কেটে পড়ো…।'

কঠিন সুরে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, টয়োটার আওয়াজ শুনে চুপ করে থাকল। কয়েক মুহূর্ত পর, চোখের কোণ দিয়ে দেখল, জঙ্গলের কিনারা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা। হুইলের পিছন থেকে নেমে ওর পাশে চলে এল নিকেল, হাতে স্নাইযার।

'স্টোর, নিকেল?'

'সব ভেতরে, স্যার।'

'ঠিক আছে।' গ্রুপটার দিকে তাকাল রানা। 'মাথার ওপর হাত। আগামী দু'মিনিটের মধ্যে কেউ যদি মারা যাও, সেটাকে খুন বলা যাবে না, অ্যাক্সিডেন্ট বলতে হবে।'

প্রথমে শেভীর চাকা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল রানা, দ্রুত স্থান বদল করে। তারপর র‍্যাডিয়েটর। সবশেষে মেইন, রিজার্ভ ও সাপ্লিমেন্টারি ফুয়েল ট্যাঙ্ক। গুলির শব্দ থামল, তারপরও বেশ কিছুক্ষণ শোনা গেল বাতাস, গ্যাস আর গ্যাসোলিন নির্গত হবার আওয়াজ। পা ভাঙা উটের

মত নিচু হয়ে গেল ট্রাকটা।

'পিছিয়ে এসো, নিকেল,' শেভীর সামনে থেকে ডাকল রানা। পিছিয়ে দুটো ট্রাকের মাঝখানে চলে এল নিকেল।

আবার বেঁটে লোকটার দিকে তাকাল রানা। 'আমরা চলে যাচ্ছি,' বলল ও। 'পরিস্থিতি একই থাকবে, কেউ পিছু নিতে চেষ্টা করলে গুলি খেয়ে মরবে। আর যদি রেডিওতে যোগাযোগ হয়, তোমার বন্ধুদের এই কথাগুলো বোলো। আমরা সেন্ট্রাল গেম রিজার্ভের ভেতর রয়েছি। একটা রেঞ্জার পোস্ট পেতে খুব বেশি হলে একদিন লাগবে আমাদের। ওখানে ওদের কাছে রেডিও আছে। পাঁচ মিনিট পর গোটা বতসোয়ানা তোমাদের খোঁজে নেমে পড়বে। নিজেদের ভাল চাইলে...।'

'শোনো, আমার একটা কথা আছে...।' ধীরে ধীরে দাঁড়াতে শুরু করল লোকটা।

এক পা পিছাল রানা, ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়াল, তারপর ঢিল দিল। নিরস্ত্র অবস্থায় কিছুই করার নেই এর, বাকি লোকগুলোকেও কাভার দেয়া হচ্ছে। 'আমি শুনতে চাই না,' বলল ও।

রানার কথা শেষ হয়নি, লিডার লোকটা দ্রুত কি যেন বলল তার সঙ্গীদের। তার ভাষা বুঝল না রানা, চুপ করার নির্দেশ দিতে যাবে, এই সময় হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত নিজের মারাত্মক ভুলটা ধরতে পারল ও।

রাইফেলের ম্যাগাজিনে গুলি ছিল বারো রাউণ্ড, সব ক'টা শেভীতে ব্যবহার করা হয়ে গেছে, কিন্তু তারপর আর নতুন ম্যাগাজিন ভরার কথা মনে নেই ওর। দক্ষিণ আফ্রিকান লোকটা গুলির শব্দ গুণেছে। সে জানে।

নতুন ম্যাগাজিনে হাত দিতে যাচ্ছে রানা, লোকটা চাপা গলায় গর্জে উঠল, 'নাউ!' পরমুহূর্তে লাফ দিল ওর দিকে।

ধাক্কা খেয়ে পিছু হটল রানা, রাইফেলটা আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করছে। ধস্তাধস্তি শুরু হলো, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে লিডার। সেই মুহূর্তে দেখতে পেল, আরেক লোক শেভীর সাইড প্যানেল খুলে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল একটা অটোমেটিক, লুকানো ছিল

পিছনের গর্তে। রানা যে লিডারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, গুলি করতে পারছে না, নিকেল বা ডেকান এখনও তা জানে না।

সাবধান করার জন্যে মুখ খুলল রানা। ও চিৎকার করার আগেই এক পশলা গুলির শব্দ হলো, ঝাঁকি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নিকেল, হাত থেকে ছিটকে পড়ল স্নাইযার। লিডারকে ল্যাং মারল রানা, তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে লোকটা। হ্যাঁচকা টানে তার হাত থেকে কেড়ে নিল রাইফেল, সবেগে ছুঁড়ে দিল সশস্ত্র লোকটার দিকে।

গুলি করার জন্যে অটোমেটিকটা ডেকানের দিকে ঘোরাচ্ছিল সে। রাইফেলটা যখন আঘাত করল, তার অটোমেটিক তখন মাত্র অর্ধেক পথ ঘোরা শেষ করছে—সরাসরি রানার দিকে তাক করা। রাইফেলের বাঁট তার মুখে আঘাত করল, কাত হয়ে শেভীর গায়ে পড়ল সে, পড়ার সময় ট্রিগার টান লাগায় গুলি বেরুল একটা। রানা অনুভব করল কে যেন আধ পাক ঘুরিয়ে দিল ওকে, একটা কাঁধে হঠাৎ যেন আগুন ধরে গেছে। টলতে টলতে কয়েক পা সামনে এগোল, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বালির ওপর।

মাটিতে পড়ার আগেই বুঝতে পারল রানা, সব শেষ। ডেকান সশস্ত্র লোকটাকে দেখতে পেয়েছে, তবে অনেক দেরি হয়ে গেছে তার। এক পশলা গুলি করেছে সে, রাইফেল ছুঁড়ে লোকটাকে রানা ফেলে দেয়ার কয়েক সেকেণ্ড পর। এরপর আরেক লোক লাফ দিয়ে ছুটে এল, কুণ্ডলী পাকানো একটা বলের মত আঘাত করল ডেকানের পায়ে, দ্বিতীয়বার সে গুলি করার আগেই।

চারজনের বিরুদ্ধে ওরা এখন মাত্র দু'জন, ডেকানের গুলি সশস্ত্র লোকটার ঘাড় প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। ওরা দু'জন নিরস্ত্র—কাঁধে গুলি খেয়ে রানা অসহায়, তৃতীয় লোকটার নিচে পড়ে মোচড় খাচ্ছে ডেকান।

কয়েক সেকেণ্ড স্থির পড়ে থাকল রানা, ক্ষতটা থেকে বেরুনো রক্ত শুষে নিচ্ছে বালি। তারপর উঠে বসার চেষ্টা করল। এই সময় শুনতে পেল…।

'ফেলো ওটা! ফেলো!' চিৎকার করল ডারবি।

শরীরটা মোচড় দিয়ে ফিরল রানা। মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা, শটগানটা নিতম্বের কাছে ধরে। তার সামনে লিড়ার লোকটা এখনও হাঁটুর ওপর সিধে হয়ে রয়েছে, হাতে অটোমেটিকটা।

'ফেলছ না, কাজেই আমি গুলি করছি।'

চোখ ভরা অবিশ্বাস, অস্ত্রটা ফেলল না লিডার। সিধে হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে। যতক্ষণ না সিধে হলো, অপেক্ষা করল ডারবি। তারপর ট্রিগার টানল।

পিছন দিকে ঝাঁকি খেলো লিডারের মাথা, রক্তের একটা পর্দায় ঢাকা পড়ে গেল মুখ। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সে, অন্ধের মত এক পা থেকে আরেক পায়ে ভর দিচ্ছে। তারপর টলতে টলতে আড়াআড়িভাবে এগোল, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় গতি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। শেভীর গায়ে ধাক্কা খেলো সে, নেতিয়ে পড়ল হুডের ওপর।

'আমার কথা না শুনলে তোমাদেরও একই অবস্থা হবে।' এক টানে ব্রীচ খুলল ডারবি, খালি কেসটা ফেলল, শান্তভাবে ভরল আরেকটা কারট্রিজ। 'ডেকান, তোমার অস্ত্রটা তোলো, তারপর এখান থেকে এটা নাও,' লিডারের হাত থেকে খসে পড়া অটোমেটিকটা ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'তারপর আমার পাশে এসে দাঁড়াও।'

যার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিল তাকে একটা লাথি মারল ডেকান, তারপর ডারবির কথা মত কাজ করল।

'তুমি হাঁটতে পারবে, রানা?'

চেষ্টা করে দাঁড়াতে পারল রানা, টলতে টলতে কাঁধের ক্ষতটা পরীক্ষা করল। কলার-বোনের নিচের পেশী ভেদ করে সোজা ঢুকেছে বুলেটটা, বেরিয়ে গেছে অপরদিক দিয়ে। ক্ষত হিসেবে খুব একটা মারাত্মক হয়তো নয়, তবে পিছনের গর্তটা বেশ বড়, দ্রুত রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

ধীরে ধীরে হেঁটে এল রানা। থামল রাইফেলটা যেখানে পড়ে আছে। তোলার জন্যে ঝুঁকল, আচ্ছন্ন বোধ করায় ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু।

'থামো, আমি সাহায্য করছি। ডেকান, ওদের দিকে অস্ত্র ধরে থাকো…।'

ওরা এখন মাত্র তিনজন। উনাভু, ট্রাকের তলায় ঢুকে আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে। বাকি দু'জন শ্বেতাঙ্গ তাকিয়ে আছে ডারবির দিকে, মুখে রক্ত নেই, এক চুল নড়ছে না।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল ডারবি, রানাকে আবার দাঁড়াতে সাহায্য করল। ওকে ছাড়ল না, ধীর পায়ে টয়োটার দিকে এগোল। হাঁটতে গিয়ে তার গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে রানা, হেলান দিচ্ছে।

টয়োটার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। ডারবিকে ছেড়ে দিয়ে টেইলগেটে উঠল রানা, পড়ে গেল বসার সময়। কাঁধটা ধাতব মেঝেতে ঠুকে যাওয়ায় অসহ্য ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল ও। পরে, অস্পষ্টভাবে অনুভব করল ট্রাকটা চলছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

## এগারো

'বেশ, লেফটেন্যান্ট,' সুলেভান বললেন, 'এবার তুমি এই কানাডিয়ান ভদ্রলোককে বলো কি ঘটেছে।' তাঁর কণ্ঠস্বর কঠিন, চেহারায় রাগ।

'জ্বী, স্যার।' শরীর শক্ত হয়ে উঠল লেফটেন্যান্ট ডেরিকের, ধীরে ধীরে ব্রায়ানের দিকে ফিরল সে। সুলেভানের অফিসে, বড় জানালাটার সামনে সোফায় বসে আছেন তিনি। সন্ধে হতে যাচ্ছে, নিচের রাস্তা থেকে যানবাহনের খুব কম শব্দই উঠছে পনেরো তলায়। 'আমি সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড ছিলাম, স্যার,' ব্রায়ানকে বলল সে। 'ওখানে আমরা দু'দিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। তৃতীয় দিন ভোরে ওরা হঠাৎ হামলা

করল…।'

'ওরা হামলা করল, তাই না, লেফটেন্যান্ট?' কড়া ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন সুলেভান। 'একজন এশিয়ান হান্টার, দু'জন কালো আর একটা মেয়ে—হামলা করল?'

ডেরিকের মুখ লাল হয়ে উঠল। 'কমাণ্ডে ছিলেন মেজর অ্যাম্বলার, স্যার। আমি শুধু তাঁর নির্দেশ পালন করছিলাম।'

'বলে যাও, তারপর কি হলো বলে যাও…।'

সিকিউরিটি সার্ভিসের ফিল্ড ইউনিফর্ম পরে রয়েছে ডেরিক। তার ঘাড় অত্যন্ত মোটা। একটা ঢোক গিলে কি ঘটেছে বর্ণনা করে গেল সে।

ব্রায়ান জানতে চাইলেন, 'ওরা কোন্ দিকে গেল, তোমার কোন ধারণা নেই?'

মাথা নাড়ল লেফটেন্যান্ট। 'না, স্যার, কোন ধারণা নেই।'

'আর ভদ্রমহিলা? তাঁকে দেখে তোমার কি ধারণা হলো?'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল ডেরিক, তারপর বলল, 'প্রথমে আমার বিশ্বাসই হয়নি যে শটগান হাতে তিনিই দাঁড়িয়ে আছেন। মেজর অ্যাম্বলারও বিশ্বাস করতে পারেননি। সেজন্যেই তিনি উঠে দাঁড়ান। তিনি বোধহয় আমার মতই ভাবছিলেন যে ভদ্রমহিলা শিকারী আর তার সহকারীদের হুমকি দিচ্ছেন। তারপরই তিনি গুলি করে বসলেন…।'

থামল সে, ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে, যেন এখনও ব্যাপারটা তার বোধগম্য হচ্ছে না। তারপর আবার বলল, 'তাঁকে ঠিক বুঝতে পারিনি, স্যার। কথা বললেন স্বাভাবিক স্বরে, হাবভাব একেবারে শান্ত। একটুও কাঁপছিলেন না, এমনকি মেজরকে গুলি করার পরও না। কিন্তু যখন বললেন যে আবার গুলি করবেন, আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করলাম। সার্জেন্ট পিনম্যানও করল। সেজন্যেই আমরা সবাই চুপচাপ বসে থাকি। জঙ্গলে এতদিন থাকার পর ভদ্রমহিলার আসলে মাথা খারাপ হয়ে গেছে, স্যার।'

আঙুল দিয়ে গোঁফ নাড়াচাড়া করলেন ব্রায়ান, তারপর সুলেভানের দিকে তাকালেন।

'ঠিক আছে, ডেরিক,' বললেন সুলেভান। 'এখন তুমি যেতে পারো। কাল সকালে তোমার লিখিত রিপোর্ট চাই আমি। সাবধান, নিচে নামার সময় আবার যেন হামলার শিকার হয়ো না।'

আবার লালচে হলো ডেরিকের চেহারা, স্যালুট করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'আমি দুঃখিত, মি. ব্রায়ান...।' ডেস্কের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুলেভান, ম্লান চেহারা থমথম করছে। 'এজেন্টদের ভুলের জন্যে ক্ষমা চাইতে আমি অভ্যস্ত নই। তবে এখন চাইছি। লোকগুলো বোকা, অযোগ্য। মেজর অ্যাম্বলার বেঁচে থাকলে বেশিদিন পদটা ধরে রাখতে পারত না। লেফটেন্যান্ট ডেরিকও পারবে না। ভাবতেও অবাক লাগে, একটা মিশনে গিয়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় বসে থাকল কিভাবে!'

'প্লীজ, মি. সুলেভান। যা হবার তা তো হয়েইছে। সন্দেহ নেই, অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা, এ-ধরনের হামলা হবার কথা নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি ওদের কোন দোষ দেখছি না। আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা ব্যাখ্যা করুন—ঘটনাটা ঘটল কেন?'

'ঘটেছে শিকারীর জন্যে—মাসুদ রানা দায়ী,' বললেন সুলেভান। 'যেভাবেই হোক, আমাদের লোকগুলোকে দেখে ফেলেন তিনি, পরিচয় অনুমান করতে পারেন, বুঝতে পারেন ওরা তাঁর জন্যে একটা বিপদ। কাজেই আচমকা হামলা চালিয়েছেন।'

'আর মিস ডারবির ব্যাপারটা?'

কাঁধ ঝাঁকালেন সুলেভান। 'তাঁর ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। তবে মরুভূমি সম্পর্কে জানি আমি, জানি মানুষকে কিভাবে প্রভাবিত করে। এ-ধরনের টেরোরিস্টদের হাতে বন্দী হবার পর মানুষ কি রকম আচরণ করে তা-ও আমার জানা আছে। সময় সচেতনতা, ব্যক্তিত্ব, উৎসাহ, সব হারিয়ে ফেলে; চিন্তা শক্তি খুইয়ে জড় পদার্থে পরিণত হয়। আমি সাইকোলজিস্ট নই, তবে ডেরিক বোধহয় ঠিকই বলেছে—ভদ্রমহিলাকে এখন প্রায় পাগলই বলতে হবে।'

'কাজেই মি. রানা যদি তাঁকে বলে থাকেন আপনার লোকেরা শত্রু,

তিনি তা বিশ্বাস করবেন?'

'অবশ্যই।' মাথা ঝাঁকালেন সুলেভান। 'তাঁকে একটা দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্ত করেছেন মি. রানা। তাঁর দৃষ্টিতে মি. রানা একজন উদ্ধারকর্তা, দেবতার মত। আবার তাঁকে বন্দী করা হতে পারে, শুধু এ-কথা শুনলেই মি. রানা যা বলবেন তা-ই করতে রাজি হবেন তিনি।'

বিড়বিড় করলেন ব্রায়ান, 'এখন তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? প্রথমে মিস ডারবি টেরোরিস্টদের হাতে জিম্মি ছিলেন, এখন তিনি মাসুদ রানার হাতে জিম্মি?'

আবার মাথা ঝাঁকালেন সুলেভান। 'হ্যাঁ, তাই। মি. রানা এখন জানেন যে আপনি আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ বসের সঙ্গে জড়িত। এর মানে হলো, তাকে দেয়া আপনার প্রতিশ্রুতির কোন দাম নেই। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর লাইসেন্স হারাবার ভয়টা এই নতুন বিপদের কাছে কিছু না। লাইসেন্স ফিরে না পেলে তিনি হয়তো বতসোয়ানা ছেড়ে যেতে বাধ্য হবেন। কিন্তু বসের সঙ্গে জড়িত হলে তাঁকে জেল খাটতে হবে, ইন্টারোগেশনের কথা না হয় বাদই দিলাম। এখন তাঁর একটাই কাজ করার আছে—পালানো, বীমা হিসেবে মিস ডারবিকে সঙ্গে নিয়ে।'

'কোথায় পালাবেন তিনি?'

'এদিকে আসুন, প্লীজ, মি. ব্রায়ান...।' দু'জনেই তাঁরা ওয়াল-ম্যাপের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বোতাম টিপে আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগের বিশেষ একটা এলাকা আলোকিত করলেন সুলেভান, বললেন, 'প্লেন থেকে ওদের চাকার দাগ দেখা গেছে এখানে...।' যে জঙ্গলটার কাছে আক্রান্ত হয়েছিল বসের এজেন্টরা তার উত্তর দিকে এক জায়গায় ম্যাপটা স্পর্শ করলেন তিনি।

গ্রুপটার লিডার, মেজর অ্যাম্বলার মিথ্যে হুমকি দেয়নি রানাকে। ও যেখানে তাদেরকে অ্যামবুশ করে সেখান থেকে গাড়ি-পথে আধ বেলার দূরত্বে একটা ব্যাক-আপ ঠিকই ছিল—দ্বিতীয় একটা ট্রাক, একটা বোনানজা স্পটার প্লেন। টয়োটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর ডেরিক ব্যাক-আপ টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল রেডিওর সাহায্যে। বোনানজা

আকাশে ওঠে, দ্বিতীয় ট্রাকটা রওনা হয় অকুস্থলের দিকে।

'চাকার দাগ উত্তর দিকে যাচ্ছে,' বলে যাচ্ছেন সুলেভান। 'এক ঘণ্টা তল্লাশী চালায় প্লেনটা, তবে ট্রাকটাকে দেখতে পায়নি পাইলট। হয়তো আওয়াজ শুনে জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে পড়েছে ওরা। যাই হোক, এক ঘণ্টা পর ফিরে আসে প্লেন। মেজর অ্যাম্বলার আহত হওয়ায় ওদেরকে অনুসরণ করার প্রশ্ন ওঠেনি। একটা মাত্র ট্রাক, সীমান্ত পেরিয়ে তাকে হাসপাতালে আনার কাজে লাগানো হয়। কাজেই আমাদের হাতে আছে শুধু চাকার দাগ, উত্তর দিকে চলে গেছে...।' একটু থেমে চোয়ালে আঙুল ঘষলেন তিনি। 'জাম্বিয়া, মি. ব্রায়ান, আমার ধারণা জাম্বিয়া।'

ম্যাপের ওপর চোখ রেখে মাথা ঝাঁকালেন ব্রায়ান। দক্ষিণ আর পশ্চিম দিক বাদ, কারণ ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা—ঢুকবে না রানা। পুব দিকে জিম্বাবুয়ে, কিন্তু এখন সেখানে প্রচণ্ড রাজনৈতিক গণ্ডগোল চলছে—তাছাড়া, জিম্বাবুয়ে যেতে হলে অর্ধেক কালাহারি পাড়ি দিতে হবে রানাকে। বাকি থাকল শুধু জাম্বিয়া। ওখানে পৌছুতে হলেও দুশো মাইল মরুভূমি পাড়ি দিতে হবে ওকে। ব্রায়ান বললেন, 'জাম্বিয়াও তো অনেক দূর, মি. সুলেভান।'

'সেটাই আমার আনন্দের কারণ, মি. ব্রায়ান...।' আজ সন্ধ্যায় এই প্রথম হাসলেন সুলেভান।

'ঠিক বুঝলাম না।'

'কালাহারিতে পানি ছাড়া আপনি বাঁচবেন না, মি. ব্রায়ান; আর গ্যাসোলিন ছাড়া আপনি নড়তেই পারবেন না। এই শিকারী ভদ্রলোকের জন্যে দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি যদি গ্যাসোলিন না পান তাহলেও মারা যাবেন, কারণ তাঁকে ধরা পড়তে হবে। কাজেই তাঁকে গ্যাসোলিন পেতে হবে...।'

'কোথায়?'

সিলেকটর বাটনে আবার চাপ দিলেন সুলেভান। ম্যাপের আলোকিত অংশ অদৃশ্য হলো, তার বদলে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মরুভূমির অন্য একটা দিক। সুলেভান বললেন, 'ঘাঞ্জি আর মাউন, সম্ভাব্য এই

দুটো উৎসের কথা ভাবতে পারেন তিনি। ঘাঞ্জিতে পৌঁছুতে হলে অনেকটা ঘুরপথে এগোতে হবে। তবে মাউন উত্তরদিকেই, যেদিকে তিনি যাচ্ছেন।'

ম্যাপের দিকে আবার তাকালেন ব্রায়ান। কালো দুটো বিন্দু ছোট একজোড়া গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করছে। ঘাঞ্জি, ক্যাটল-র‍্যাঞ্চ সেন্টার, বাঁ দিকে। মাউন, অববাহিকার শেষ প্রান্ত, ডান দিকে। রানা যদি জাম্বিয়া সীমান্তে পৌঁছুতে চায়, গ্যাসোলিনের জন্যে মাউনেই থামতে হবে ওকে। 'তিনি যদি মাউনে যান, তারপর কি হবে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না সুলেভান। ম্যাপের আলো নিভিয়ে নিজের ডেস্কে ফিরে এসে বসলেন তিনি। তারপর ডেস্কের ওপর একটা ঘুসি মেরে বললেন, 'আমার, আপনার ও মিস ডারবির জন্যে সিরিয়াস বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছেন শিকারী ভদ্রলোক। এর একটাই মাত্র সমাধান আছে।'

ব্রায়ান বললেন, 'আপনি বলতে চাইছেন, মাউনে লোক পাঠাবেন, ভদ্রলোককে বাধা দেয়ার জন্যে?'

'কিসের বাধা? বাধা মানে কি? খুন, মি. ব্রায়ান। আমার লোকদের বলা থাকবে, তাঁকে দেখামাত্র যেন মেরে ফেলা হয়।'

ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছেন কর্নেল সুলেভান। 'উনি আমাদের জন্যে একটা আতঙ্ক হয়ে উঠেছেন।'

চেয়ারে হেলান দিলেন ব্রায়ান। একটা ট্রাকের কথা ভাবছেন তিনি—মরুভূমির কোথাও আছে। ভাবছেন একজন শিকারীর কথা, এখন যার কিছুই হারাবার নেই। মিস ডারবির চেহারাটা ভেসে উঠল তাঁর চোখের সামনে। ভদ্রমহিলা নির্ঘাৎ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন ব্রায়ান। মনে একটা অপরাধবোধ জাগলেও, গোটা ব্যাপারটা এমন জটিল হয়ে উঠেছে যে এখন শিকারী মাসুদ রানার জন্যে তাঁর কিছু করার নেই। মনে পড়ল, বসের সাহায্য না নিয়ে তাঁর কোন উপায় ছিল না। বস্ ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত, এটা

গোপন রাখার জন্যে কর্নেল সুলেভান এখন শিকারী ভদ্রলোককে মেরে ফেলতে চাইছেন। ব্যক্তিগতভাবে শিকারীকে তিনি সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অথচ এখন তার মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করতে হচ্ছে তাঁকে...।

নড়ল রানা, তারপর চোখ মেলল। মাথার ওপর উজ্জ্বল আকাশ। নিচে কি যেন ঝাঁকি খাচ্ছে। কপালে চিন্তার রেখা, চেষ্টা করল উঠে বসতে, পরমুহূর্তে তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে পড়ে গেল। ব্যথাটা কাঁধে, সেদিকে তাকিয়ে ব্যাণ্ডেজটা দেখতে পেল। মনে পড়ে গেল সব।

ট্রাকের পিছনে, মেঝেতে শুয়ে রয়েছে ও, সম্ভবত ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় কেউ তার পিঠের নিচে স্লীপিং ব্যাগটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে সূর্য দেখল রানা, আন্দাজ করল এখন বিকেল। এত ক্লান্ত লাগছে, কব্জিটা তুলে ঘড়ি দেখার ইচ্ছে হলো না। বিকেল মানে ছ'ঘণ্টার মত ঘুমিয়েছে ও। ক্লান্তির কারণ প্যান থেকে অতটা পথ হেঁটে ট্রাকের কাছে পৌঁছুতে হয়েছিল, তারপর প্রচুর রক্তক্ষরণও হয়েছে।

ঘামছে রানা, আচ্ছন্নবোধ করছে, দপ দপ করছে কাঁধের ক্ষতটা, তবে পিপাসা লাগছে না। খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছে ট্রাক, সামনের দিক থেকে ডেকানের গলা ভেসে আসছে, যেন পথ নির্দেশ দিচ্ছে সে। ইচ্ছে হলো কি ঘটছে জানার জন্যে চিৎকার করে। তারপর হঠাৎ জানার আগ্রহটা নিস্তেজ হয়ে গেল। কয়েক মিনিট পর ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙল সন্ধের খানিক আগে। ঠাণ্ডা লাগছে ওর, অনুভব করল স্থির হয়ে আছে ট্রাক, টেইলগেট নামানো। এবার চেষ্টা করতে মাথাটা তুলে কাত হতে পারল একদিকে, ব্যবহার করল শুধু বাঁ হাতটা। ড্রাইভিং কেবিনের পার্টিশনের কাছে সরিয়ে আনল নিজেকে, তারপর ছোট্ট জানালা দিয়ে তাকাল। ডারবিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, তবে ট্রাকের সামনে কয়েক গজ দূরে ডেকানকে দেখা গেল, একটা আগুনের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। আরও খানিকটা সামনে ছোট একটা তাঁবু দেখা যাচ্ছে। 'ডেকান!'

কর্কশ গলা, ভেতরটা এখন শুকনো লাগছে ওর। লাফ দিয়ে সিধে হলো ডেকান, ছুটে এল ট্রাকের দিকে। 'কেমন আছেন, স্যার?' ব্যাকুল স্বরে জানতে চাইল সে।

'জিজ্ঞেস কোরো না। পানি খেতে দাও।'

উইং-মিররের সঙ্গে একটা ক্যানভাসের ওয়াটার-ব্যাগ ঝুলছে, সেটা নামিয়ে রানার মুখে ধরল ডেকান। পেট ফুলে ওঠার পর থামল রানা, হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল ব্যাগটা।

'আপনার শরীরটা এখন ভাল, স্যার?' আবার জানতে চাইল ডেকান, ধমক খাবার ভয়টাকে পাত্তা দিচ্ছে না।

'ভাল হয়ে যাব, ডেকান,' নরম সুরে বলল রানা। 'চিন্তা কোরো না। আমাকে একটু ধরে কোথাও বসিয়ে দাও।'

ঘুরে এসে ট্রাকে উঠল ডেকান, রানাকে ধরে সিধে হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল, হাঁটিয়ে নিয়ে এল মেঝের ওপর দিয়ে।

'হয়েছে,' নিচু করা টেইলগেটের ওপর বসে বলল রানা। 'আমরা এখন কোথায় বলো তো?'

'প্যান থেকে সম্ভবত বিশ মাইল উত্তরে, স্যার।'

'আর ম্যাডাম?'

'ওখানে, স্যার।' হাত তুলে তাঁবুটা দেখাল ডেকান। 'উনি ইকুইপমেন্ট বাছাই করছেন।'

'কিন্তু ওটা আমরা পেলাম...।' কথাটা রানা শেষ করল না। তাঁবুটা কোত্থেকে এল পরে জানলেও চলবে। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার জানার আছে। 'নিকেলের খবর কি?'

'ওরা তাকে শেষ করে দিয়েছে, স্যার।'

প্রশ্নটা না করলেও পারত রানা। ঝাঁকি খেয়ে নিকেল যখন পড়ে যাচ্ছিল, তখনই যা বোঝার বুঝে নিয়েছিল ও। তবু ঘুম আর স্বপ্নের মধ্যে মনে ক্ষীণ আশা জেগে ছিল—নিকেল বোধহয় শুধু আহত হয়েছে, ওর মত সে-ও হয়তো এ-যাত্রা বেঁচে যাবে।

মিছে আশা। নিকেল নেই। ঠাণ্ডা আর অসাড় হয়ে গেল রানা। ইভা

পুনমের মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। ঘুমের মধ্যে তাকে স্বপ্নে দেখেছে ও। কী অদ্ভুত একটা স্বপ্ন, যদিও সবটুকু এখন মনে পড়ছে না। পুনম কি যেন বলতে এসে কয়েকবার চলে গেল, তারপর শেষবার এসে রানাকে একটা চুমো খেলো। ছি ছি, এ অন্যায়। এরকম স্বপ্ন দেখা উচিত নয়। পুনমকে প্রথমবার যখন দেখে ও, তার বয়েস ছিল বারো কি তেরো। ওই বয়েসের একটা কিশোরীকে শুধু ছোটবোনের মত স্নেহ করাই সাজে, তার প্রাপ্য সেই স্নেহই দিয়ে এসেছে রানা। তাকে নিয়ে ভুলেও কখনও অন্য কিছু ভাবেনি। যদিও এবার বতসোয়ানায় আসার পর পুনমের আচরণে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন লক্ষ করেছে ও। সেটা হলো, অস্বাভাবিক লজ্জা। বোঝা যায়, ওকে দেখলেই তার ভেতর অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়, যার কোন ব্যাখ্যা নেই। ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি রানা। কিন্তু তাহলে এরকম বাজে একটা স্বপ্ন দেখার কি মানে? ওর অবচেতন মনে পুনমের এই ইমেজ কেন তৈরি হলো?

নিজের পক্ষ অবলম্বন করল রানা। ওর কোন দোষ নেই। পুনমের আচরণে নিশ্চয় কোন ত্রুটি ছিল, যার ফলে ওর অবচেতন মনে তার এরকম একটা ইমেজ তৈরি হয়েছে।

তারপর একে একে মনে পড়ল ল্যারি ব্রায়ান, টেরোরিস্ট গ্রুপ, ডারবি আর নিজের কথা। যা ঘটে গেছে, এর জন্যে কাউকে না কাউকে মূল্য দিতে হবে। 'তাহলে কি করলে তোমরা, ডেকান?' জানতে চাইল ও।

'নিকেলকে আমরা ওখানেই রেখে এসেছি, স্যার,' বলল ডেকান। 'আর কোন উপায় ছিল না। তারপর প্রথমে আমরা প্যানে ফিরে যাই, প্রায় চার ঘণ্টা লাগে।'

ওখানে পৌঁছে ডারবির ক্যাম্পে কাউকে দেখেনি ওরা। যতটুকু পেরেছে নিয়ে গেছে তারা, বাকিটুকু ওরা সংগ্রহ করে। এরপর একটা গাছের কাছে যায় ওরা, যেখানে শেষবার চিতাবাঘটাকে দেখেছিল ডারবি। তবে ওটাকে সেখানে পাওয়া যায়নি। অবশ্য খোঁজাখুঁজি করে ওটার পায়ের ছাপ পেয়ে যায় ডেকান। অস্পষ্ট, সম্ভবত দু'দিনের

পুরানো। ডারবি রানার যত্ন নেয়, ক্ষতটা পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। তারপর ছাপ ধরে উত্তর দিকে রওনা হয় ওরা—হুইলে থাকে ডারবি, পথ-নির্দেশ দেয় ডেকান।

'আর এখন?'

'দু'ঘন্টার মধ্যে ওটাই প্রথম চোখে পড়ল,' বলে কয়েকটা মরা গাছের দিকে হাত তুলল ডেকান, ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'তখনই আলো কমে আসছিল। সাফারি সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না ম্যাডাম, কাজেই আমি বললাম ক্যাম্প আর আগুন চাইলে এখানেই আমাদের থামতে হবে। তিনি খুশি হননি, ইচ্ছে ছিল ছাপ ধরে আরও এগোবেন, তবে শেষ পর্যন্ত আমার যুক্তি মেনে নিয়েছেন।'

এই সময় তাঁবুর ফ্ল্যাপ সরিয়ে বেরিয়ে এল ডারবি, তারপর সিধে হলো। চোখ মিটমিট করছে রানা, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

শেষবার তাকে জিনস্ আর ছেঁড়া চেক শার্ট পরে থাকতে দেখেছে ও, ঘাম আর ধুলো-বালিতে নোংরা হয়ে ছিল সোনালি চুল, হাতের শটগান থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। এখন তার পায়ে ভেলভেট কার্পেট স্লীপার, প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা কালো স্কার্ট, লম্বা আস্তিন সহ সাদা ব্লাউজ। মুখটা পরিচ্ছন্ন ও গোলাপি, সোনালি চুল যত্ন করে আঁচড়ানো হয়েছে। ট্রাকের দিকে হেঁটে আসছে সে, তাকিয়ে আছে রানার দিকে, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ। 'তোমার কাঁধের কি অবস্থা, রানা?'

টেইলগেটের সামনে দাঁড়াল ডারবি। কথা না বলে তাকিয়ে থাকল রানা। ওর বিস্ময়ের কারণটা বুঝতে পেরে চোখ নামিয়ে নিজের কাপড়চোপড় দেখল সে, তারপর হেসে উঠল। 'দুঃখিত। আমাকে দেখে মনে হতে পারে উৎসব করছি, আসলে তা কিন্তু সত্যি নয়। অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এগুলো প্রয়োজন। ঝোপের ভেতর দিয়ে সারাদিন হাঁটার পর পা দুটোকে আরাম দেয় এই স্লীপার। স্কার্টটা শীত ঠেকাবার জন্যে। আর ব্লাউজটা পরা হয়েছে মশককুলকে হতাশ করার জন্যে।'

অসাধারণ এক মেয়ে বটে! রানা শুধু এইটুকু ভাবতে পারল। কে বলবে আজ সকালে বসের এক এজেন্টের মুখে গুলি করেছে

সে—লোকটা যদি বাঁচেও, অন্ধ হয়ে বাঁচবে। রানা নিশ্চিত, বাকি লোকগুলো তার কথা না শুনলে আবার গুলি করত সে, দু'একটাকে মেরেও ফেলত। দশ ঘণ্টা পর সেই একই মেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল...তাঁবু থেকে নয়, যেন বেরিয়ে এল কোন ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতা থেকে।

মেয়েটাকে পাগল ভাবা উচিত হয়নি ওর, উপলব্ধি করল রানা। পাগল নয়, অন্য কিছু—আরও অসাধারণ, আরও বিপজ্জনক। মোহ বা মায়ায় পেয়েছে তাকে, শয়তানের দ্বারা সম্মোহিত। পৃথিবীর কোন কিছুরই মূল্য নেই তার কাছে—না জীবন, না মৃত্যু, না নিজের অস্তিত্ব—এক শুধু চিতাবাঘটা ছাড়া। ওটাকে অনুসরণ করার জন্যে এমনকি নরকে যেতেও আপত্তি নেই তার।

'বলছ না যে, কাঁধ কেমন আছে?'

'ব্যথা করছে, তবে মনে হচ্ছে টিকে যাব।'

'ড্রেসিংটা বদলাতে হবে। ডেকান!' ঘাড় ফিরিয়ে ডাক দিল ডারবি। 'আমাকে খানিকটা গরম পানি দাও তো।'

ক্যানে করে পানি নিয়ে এল ডেকান। ট্রাক থেকে ওষুধের একটা বাক্স বের করল ডারবি, নিশ্চয়ই তার ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ধীরে ধীরে, সাবধানে, ব্যাণ্ডেজটা খুলতে শুরু করল সে।

দক্ষিণ আফ্রিকান রিপিটারে সফট-নোজ বুলেট ভরা ছিল, আন্দাজ করল রানা। কারণ প্রথমবার দেখে ক্ষতটাকে যত বড় বলে মনে হয়েছিল, এখন দেখল তারচেয়েও বড়। ডারবি গজ প্যাড তুলে নিতেই নতুন করে রক্তক্ষরণ শুরু হলো। ক্ষতের মুখ কুৎসিত হাঁ করে আছে দেখে গা গুলিয়ে উঠল রানার। তবে বুলেটটা সরাসরি বেরিয়ে যাওয়ায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে হলো। হাড় স্পর্শ করলে গর্তটা ছড়িয়ে পড়ত, উড়িয়ে নিয়ে যেত কাঁধের বেশিরভাগটা।

ক্ষতের দু'দিকেই তরল অ্যান্টিসেপটিক ঢালল ডারবি, নতুন গজ প্যাড বসালো, তারপর শক্ত করে বেঁধে দিল ব্যাণ্ডেজটা।

টেইলগেট থেকে নামল রানা, সিধে হলো। সামান্য এটুকু নড়াচড়া

করতেই ব্যথাটা তীব্র হয়ে উঠল। টলছে দেখে খপ করে ওর কোমরটা ধরে ফেলল ডারবি। 'চলো, তোমাকে আগুনের ধারে বসিয়ে দিই।' সাবধানে হাঁটিয়ে আনল ওকে। আগুনের ধারে ছোট একটা টুলের ওপর বসতে সাহায্য করল। টুলটাও ক্যাম্প থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, সন্দেহ নেই রানার।

'যতক্ষণ না রক্ত পড়া বন্ধ হয়, অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে, রানা,' বলল ডারবি। 'অন্তত দশ দিন ওই কাঁধটা তুমি নাড়াচাড়া করতে পারবে না। তবে ইনফেকশন না হলে ভয়ের কিছু নেই, আটচল্লিশ ঘণ্টা পর সামান্য ব্যথা আর আড়ষ্ট লাগবে শুধু। চিন্তা কোরো না, এ-সময়টা আমি আর ডেকানই সামলে নেব সব।'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ...।' কুঁজো হয়ে বসে আছে রানা, ক্ষতটা দপ দপ করায় অসুস্থ বোধ করছে।

'এক মিনিট...,' বলেই তাঁবুর দিকে ছুটল ডারবি। ফিরে এল মাথায় কাপ আটকানো একটা ছোট্ট ফ্লাস্ক নিয়ে। 'আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, ব্যথা কমানোর ব্যাপারে এটার তেমন কোন ভূমিকা নেই। তবে, আমার দাদী ছিলেন স্কট, তাঁর মত আমিও মান্ধাতা আমলের নিরাময়-পদ্ধতিতে বিশ্বাসী।' ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা তরল পদার্থ ঢালল কাপে। 'এক ঢোকে খেয়ে ফেলো।'

তার কথা মত এক ঢোকেই খেয়ে ফেলল রানা। 'ধন্যবাদ। তবে পেইনকিলার ট্যাবলেট আর অ্যান্টিসেপটিক থাকলে আরও ভাল হত।'

'তা-ও আছে,' হেসে উঠে বলল ডারবি। 'হুইস্কি রাখি সত্যিকার ইমার্জেন্সীর জন্যে।'

দিনের শেষ আলোটুকুও দ্রুত ফুরিয়ে গেল, অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। মনে হলো এক নিমেষে তারায় তারায় ভরে গেছে আকাশটা।

রানার সামনে, একটা টুলে বসল ডারবি। 'এসো, এবার আমাদের প্ল্যান নিয়ে কথা বলি,' কোন রকম দ্বিধা বা জড়তা নেই তার কথায়। 'প্রথমে উচিত আমাদের মধ্যে যে তিক্ত সম্পর্কটা ছিল সেটার কথা ভুলে যাওয়া। বলা যায় আমার জেদেই ট্রাকের পাশে অপেক্ষারত

লোকগুলোর ওপর হামলা চালাও তুমি। দুঃখিত, পরিণতি কি হতে পারে তা আমার মাথায় আসেনি। সেজন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমাও চাইছি। তবে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আমরা নিকেলকে হারিয়েছি, ডেকান গাড়ি চালাতে পারে না, অদূর ভবিষ্যতে তুমিও পারবে না। থাকলাম একা শুধু আমি, ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। পাকা রাস্তা হলে এক হাতে ট্রাক চালাতে পারত ও, কিন্তু মরুভূমিতে অসম্ভব।

'কাজেই,' বলে চলেছে ডারবি, 'আমাদের আগের প্ল্যান বদলাতে হবে। আমরা চিতাবাঘটাকে খুঁজে পাবার পরও তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে না—ট্রাক চালাবার মত সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকতে হবে তোমাকে। গোটা পরিস্থিতিই ওলটপালট হয়ে গেছে। আমার ধারণা ছিল, আমি তোমার ওপর নির্ভরশীল। এখন ব্যাপারটা তা নয়। বরং তুমিই এখন পুরোপুরি আমার ওপর নির্ভরশীল।' তার কথায় বা সুরে কোন হুমকি বা চ্যালেঞ্জ নেই, শুধু বাস্তব পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

কথা না বলে অপেক্ষা করছে রানা।

'ডেকান নিশ্চয়ই সব কথা বলেছে তোমাকে। আজ যা শুরু হয়েছে, তা চলতে থাকবে—চিতাবাঘকে অনুসরণ করব আমরা। আবার উত্তর দিকে রওনা হয়েছে ওটা। তুমি যখন গাড়ি চালাবার মত সুস্থ হবে তখন আমরা কোথায় থাকব এখুনি তা বলা সম্ভব নয়।' দাঁড়াল ডারবি। 'দেখি, ডিনারের জন্যে কি করছে ডেকান।'

ট্রাকের পাশে একটা বাক্সের ভেতর হাত গলিয়ে কি যেন বের করছে ডেকান, তার দিকে হেঁটে গেল ডারবি। চোখ ফিরিয়ে আগুনের ওপর হাত রাখল রানা।

আধ ঘণ্টা পর খেলো ওরা, ঘন ভেজিটেবল স্টু। খেতে বসে বিশেষ কথা বলল না ডারবি। খানিক পর মোটা একটা নোটবুক বের করে লিখতে বসল, পাশে ছোট একটা ল্যাম্প জ্বলছে। খাওয়ার পর ঘুম পাচ্ছে রানার, ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে রয়েছে ডারবির দিকে। এক মনে লিখে

যাচ্ছে সে, অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই, মাঝে মধ্যে শুধু মশা তাড়াবার জন্যে হাত ঝাপটাচ্ছে, আর চিন্তা করার সময় কলমের মাথা চিবাচ্ছে।

এক সময় শেষ হলো লেখা। পড়ে দেখে বন্ধ করল নোটবুক। মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'এবার তোমার শোয়া দরকার, রানা। অসুস্থ শরীর নিয়ে জেগে থাকার কোন মানে হয় না।'

টুল ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল রানা। 'ডেকানকে বলি স্লীপিং ব্যাগটা ট্রাকের পাশে দিয়ে যাক…।'

আঁতকে উঠে বাধা দিল ডারবি। 'থামো, করো কি!' প্রায় লাফ দিয়ে সিধে হলো, এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার সামনে। 'তোমার বাইরে শোয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এমনিতেই ইনফেকশনের বিরাট ঝুঁকি রয়েছে। যতদিন না তুমি পুরোপুরি সুস্থ হও, আমার তাঁবুতে শোবে।'

তর্ক করার জন্যে মুখ খুলতে গেল রানা, তারপর বৃথা ভেবে চুপ করে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'আর তুমি?'

'বাইরে শোবো। কষ্ট করার অভ্যাস আছে আমার। তাছাড়া,' হাসল ডারবি, 'উনি যদি এদিকে একবার ঢুঁ মেরে যান, আমি তাঁকে দেখতে পাব।'

রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না চিতাবাঘটাকে ঠাট্টা করে 'আপনি' বলে সম্বোধন করছে সে।

ল্যাম্পটা তুলে নিল ডারবি, অপর হাতে ধরল রানাকে। ধীরে ধীরে টুল ছাড়ল রানা, হাঁটার সময় খানিকটা হেলান দিল ডারবির গায়ে। তাঁবুর দিকে এগোচ্ছে ওরা।

তাঁবুর একটা ফ্ল্যাপ তোলা রয়েছে। ল্যাম্পের আলো পড়ল ভেতরে। রানা দেখল, লোহার ফ্রেমের তৈরি একটা ক্যাম্প বেডের ওপর আগেই ফেলা হয়েছে তার স্লীপিং-ব্যাগটা। বেডে অতিরিক্ত একটা চাদর, হেড-রেস্টে এক গ্লাস পানি, গ্লাসের পাশে একটা টর্চও রয়েছে।

'হেল,' বলল রানা। 'শোনো, ডারবি, কাঁধটা আমার ঠিকমত কাজ করছে না, সত্যি। কিন্তু তারমানে এই নয় যে এভাবে বাচ্চা শিশুর মত যত্ন নিতে হবে আমার। আমি শিশু নই, একজন শিকারী।'

'কেউ তোমাকে শিশুর মত যত্ন করছে না, রানা। আমি শুধু যুক্তিসঙ্গত সাবধানতা অবলম্বন করছি। ঘটনাচক্রে তুমি এখন আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান একজন মানুষ। তাছাড়া,' আবার হাসল ডারবি, 'তুমি মনে হয় ভুলে গেছ যে এই সাফারি আমি পরিচালনা করছি, তুমি নও। স্লীপ ওয়েল!' রানার হাতে ল্যাম্পটা ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল সে, ক্রমশ দূরে সরে গেল স্কার্টের খসখস শব্দ।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা। তারপর মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভেতর। ফ্ল্যাপ নামিয়ে দিল, ধীরে ধীরে উঠল ক্যাম্প বেডে, নিভিয়ে দিল ল্যাম্পটা।

বুকে ভাঁজ করা হাত, চিৎ হয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল রানা। একটু নড়লেই ব্যথায় ঘাম ছুটে যাচ্ছে ওর। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল একবার, ন'টা বাজে। গত রাতে ঠিক এই সময় মান্ধাতা আমলের ভাঙা একটা স্যুটকেসের মত কাঁধে পিঠে ঝুলিয়ে ডারবিকে বহন করছিল নিকেল, দ্রুত পায়ে ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটছিল। সেই নিকেল এখন বেঁচে নেই, তার সঙ্গে অন্তত আরও একজন লোক মারা গেছে, ও হয়ে পড়েছে অচল, নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে মেয়েটার হাতে। ওদের পিছনে কোথাও রয়েছে টেরোরিস্ট আর বসের এজেন্টরা। সামনে, ওদের সবার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে, একটা বিরল প্রজাতির প্রাণী—কালো একটা চিতাবাঘ—মরুভূমি পাড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে উত্তর দিকে।

অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে নিজের অজান্তেই দাঁতে দাঁত ঘষার চেষ্টা করল রানা। পারল না। প্রচণ্ড শীত করছে, পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে দু'সারি দাত। শরীরে কাঁপুনি উঠে গেল, কাঁধের ক্ষতের মতই ব্যথা করছে মাথাটা—যেন একবার এটা, তারপর ওটা, পালা করে। পানির গ্লাসটা ধরার জন্যে হাত বাড়াল, কাঁপা কাঁপা আঙুলের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল সেটা। টর্চের খোঁজে হাতড়াচ্ছে ও। রাবারের আবরণে আঙুল ঠেকল, খুঁজে নিয়ে চাপ দিল বোতামে। আলোটা আঘাত করল ওর চোখে।

এক সেকেণ্ড সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর বিছানা থেকে

খসে পড়ে জ্ঞান হারাল।

গাঢ় গভীর অন্ধকার। ভীতিকর কালো একটা জগৎ, যার কোন সীমা নেই। একবার অসহ্য ঠাণ্ডা লাগছে, তারপর আবার অসহ্য গরম—এত গরম, ওর ভয় হলো ঘামের মধ্যে না ডুবে যায়।

মাঝে-মধ্যে অন্ধের মত ছুটছে রানা, আতঙ্কিত। সে-সময় ওর পিছনে একটা জন্তু থাকে। জন্তুটাকে দেখার সুযোগ হয়নি ওর—গা ঢাকা দিয়ে থাকে, ওকে ঘিরে চক্কর দেয়, বিকট শব্দে হুঙ্কার ছাড়ে, গোঁয়ারের মত ওর পিছু লেগে আছে। কাছে চলে এলে তার শব্দ পায় রানা, নাকে আঘাত করে দুর্গন্ধ, ঘাড়ে তার নিঃশ্বাসের স্পর্শ পায়। তারপর হাঁটুতে আর জোর পায় না রানা, আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। বাকি সময় অন্ধকার জগৎটায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকে ও। নিকেল চলে গেছে, চলে গেছে ডেকান, কিন্তু জন্তুটা এখনও আশপাশে কোথাও আছে, প্রস্তুতি নিচ্ছে হামলা করার।

বেশ ক'বার নিজের সঙ্গে কথা বলতে শুনল। খুব কাছেই কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে অথচ কেউ তারা ওর কথা শুনতে পাচ্ছে বলে মনে হলো না। গলা চড়াল, চড়াতেই থাকল, যতক্ষণ না গোটা অন্ধকার জগৎটা ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু তারপরও ওর কথা তারা শুনতে পেল না। এক সময় দূরে সরে গেল তারা, ওকে ক্লান্ত ও একা রেখে।

তারপর একবার জাগল। আলো দেখে বোঝা গেল, দিন। সারা শরীরে অদম্য একটা কাঁপুনি। ওর কপালে ভিজে কি যেন চেপে ধরেছে একটা হাত। মনে হলো কপালটায় যেন আগুন ধরে গেছে।

'আমি কোথায়?'

কেউ জবাব দেয়ার আগেই কালো একটা পর্দা গ্রাস করল ওকে। আবার ছুটছে ও, হাঁপাচ্ছে। জন্তুটা লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে বুঝতে পেরে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল শরীরটা।

এ অন্ধকার বিভীষিকার যেন কোন শেষ নেই। আর্তনাদ বেরুচ্ছে

গলা চিরে, হাড়ে নির্মম কামড় বসাচ্ছে শীত, ঘামের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে শরীর, অদৃশ্য পাথরের গায়ে নখর ঘষছে জন্তুটা। ওর সঙ্গে একবার দেখা করতে এল ইভা পুনম, দেবীর মত রূপসী আর পবিত্র, সাদা কাপড়ে সারা শরীর ঢাকা। তার দিকে তাকিয়ে মিনতি করছে রানা, সাহায্য চাইছে। ইতিমধ্যে কে যেন ওকে শক্ত করে বেঁধে রেখে গেছে আবার। অকস্মাৎ দেবী হয়ে উঠল প্রেমিকা, রানার কাছে প্রেম ভিক্ষা চাইল পুনম। আঁতকে উঠে মাথা নাড়ল রানা। থমকে দাঁড়াল পুনম, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল।

তারপর হঠাৎ কেটে গেল অন্ধকার। চোখ মেলে রানা দেখল তাঁবুর ভেতর ক্যাম্প বেডে শুয়ে রয়েছে ও। ফ্ল্যাপগুলো তোলা, ম্লান আকাশ থেকে শেষ তারাগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এত ক্লান্ত লাগল, মনে হলো যেন ওর কোন অস্তিত্বই নেই, প্রতিটি পেশী অসাড় আর অকেজো হয়ে গেছে। তবে আবার জ্ঞান ফিরে এসেছে। নাকে ভোরের বাতাসের গন্ধ পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে বন-মোরগের ডাক।

'স্যার?' ডেকানের গলা।

ঘাড় ফেরাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু তা-ও যেন অসম্ভব লাগল। হামাগুড়ি দিয়ে বেডের পাশে চলে এল ডেকান। 'আপনি এখন ভাল, স্যার?' উদ্বেগে বিকৃত হয়ে আছে তার চেহারা।

'মনে হয়। কি ঘটেছে?' গলার আওয়াজ অস্পষ্ট রানার, যেন ওর নয়। পানি ভরা গ্লাসটার দিকে তাকাল ও, লক্ষ করে তুলে নিল ডেকান সেটা, ওর ঠোঁটের সামনে ধরল।

'আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, স্যার,' রানার পানি খাওয়া শেষ হতে বলল ডেকান। 'তিন তিনটে দিন যমে-মানুষে টানাটানি হয়েছে। প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত আপনার পাশে বসেছিলেন ম্যাডাম। উনি না থাকলে আপনি বাঁচতেন বলে মনে হয় না আমার। এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, তবে আমাকে বলে রেখেছেন কিছু ঘটলে জানাতে হবে।'

বাধা দেয়ার জন্যে মুখ খুলল রানা, কিন্তু ইতিমধ্যে চলে গেছে ডেকান। পাঁচ মিনিট পর তাঁবুর প্রবেশ পথে দেখা গেল ডারবিকে।

ফ্যাকাসে চেহারা, ক্লান্তিতে ঝুলে পড়েছে মুখ, চোখের নিচে কালির ছাপ, তবে হাসছে সে। ভেতরে ঢুকে হাঁটু গেড়ে বসল। 'এখন কেমন বোধ করছ, রানা?'

'ভাল। ডেকান বলছিল তিন দিন…সত্যি?' নিস্তেজ গলায় জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকাল ডারবি। 'আসলে আমি ব্যাণ্ডেজ বাঁধার আগেই তোমার কাঁধে ইনফেকশন শুরু হয়ে গিয়েছিল। পাঁচের ওপর উঠে গিয়েছিল জ্বর, ভুল বকতে শুরু করেছিলে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'বড় বাঁচা বেঁচে গেছ। তুমি আসলে অত্যন্ত ভাগ্যবান মানুষ, রানা। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে তোমাকে বাঁচানো যাবে।'

'ডেকান বলছিল ভাগ্যের চেয়ে তোমার অবদানই বেশি।'

নিঃশব্দে একটু হাসল ডারবি। 'হুইস্কিতে যখন কাজ হলো না, বাধ্য হয়ে অন্য ব্যবস্থা নিতে হলো আমাকে। সেই অ্যান্টিবায়োটিকসেরই জয় হলো।'

'দোষ হুইস্কির নয়, মাত্রা কম হয়ে গিয়েছিল। সে যাই হোক, তোমার সঙ্গে এত কিছু থাকায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

হেসে উঠল ডারবি। 'এগুলো খেয়ে নাও…।' একটা শিশি থেকে দুটো ট্যাবলেট বের করল সে, রানার ঘাড়ের পিছনে হাত রেখে মাথাটা উঁচু করতে সাহায্য করল, তারপর পানি খাওয়াল। 'এখনও তোমাকে প্রচুর বিশ্রাম নিতে হবে, রানা। ওগুলো তোমাকে সন্ধে পর্যন্ত ঘুম পাড়িয়ে রাখবে। তারপর তোমাকে খেতে দেব।'

চলে গেল ডারবি, একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

সন্ধের দিকে ঘুম ভাঙল, এখনও অসম্ভব দুর্বল, তবে একার চেষ্টায় বালিশে হেলান দিয়ে বসতে পারল। তাঁবুর বাইরেটা দেখা যাচ্ছে। আগুনে কি যেন চাপিয়েছে ডেকান, তার পাশে একটা টুলে বসে রয়েছে ডারবি। যতটুকু দেখা গেল, ঝোপ-জঙ্গল অচেনা লাগল ওর। শেষবার যেখানে থেমেছিল, সে জায়গা নয় এটা।

আগুন থেকে হালকা ধোঁয়া উঠছে। আকাশটা তারায় তারায় ভরে

উঠল। এক সময় টুল ছেড়ে দাঁড়াল ডারবি, হাতে ধূমায়িত একটা পাত্র নিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকল সে। 'কেমন লাগছে এখন?'

পাত্র থেকে উঠে আসা বাষ্প শুঁকল রানা। 'রাক্ষসের মত।'

পাত্রটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল ডারবি, তারপর নিজের পেয়ালাটা নিয়ে এসে একটা টুলে বসল। চামচ দিয়ে স্টু খেলো ডারবি, রানা খেলো চুমুক দিয়ে। খাওয়ার পর শরীরটা আগের চেয়ে ভাল লাগল রানার, মনে হলো এরই মধ্যে শক্তি ফিরে পেতে শুরু করেছে। 'আমরা কোথায় বলো তো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'শেষবার কোথায় থেমেছিলাম তোমার মনে আছে? সেখান থেকে আশি মাইল উত্তরে।'

শিস দেয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় হেসে ফেলল রানা। 'তারমানে শুধু আমার সেবা করোনি, সেই সঙ্গে চিতাবাঘের ছাপও অনুসরণ করেছ?'

'হ্যাঁ,' বলল ডারবি। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত, কিন্তু সত্যি। এ-ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করেছ। কি কারণে জানি না রাতের চেয়ে দিনের বেলা শান্ত ছিলে তুমি। রাতগুলো ছিল ভয়ঙ্কর। কাজেই এগোবার সময় তোমাকে আমরা এটার সঙ্গে বেঁধে ট্রাকে তুলে নিতাম...,' হাত দিয়ে ক্যাম্প বেডটা দেখাল সে। 'নরম বিছানা, বেঁধে রাখায় গড়িয়ে পড়ার ভয়ও ছিল না। তাঁবু ফেলেছি শুধু রাতে। বিপদটা না দেখা দেয়া পর্যন্ত এভাবেই চলল।'

'বিপদ?'

'সাংঘাতিক অস্থির হয়ে উঠেছিলে তুমি, রানা। মাঝে মধ্যে এমন অবস্থা হয়েছে, দু'জন মিলেও তোমাকে চেপে ধরে রাখতে পারি না!' নরম হাসি ডারবির ঠোঁটে। 'তোমার গলাও, বাবা! ভাল কথা, মেয়েটা কে? বেচারি!'

চেহারা লালচে হয়ে উঠল রানার। 'মানে, কি বলেছি আমি?'

হেসে উঠল ডারবি। 'সে-সব আমি পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছি না। পুনম না কি যেন নাম, প্রেম নিবেদন করেছে বলে এমন ধমক দিতে শুরু করলে, সিংহরা পর্যন্ত চুপ মেরে গেল। বানাচ্ছি না, ডেকান সাক্ষী

দেবে। তা কে এই ইভা পুনম?'

'কেউ না…,' প্রতিবাদের সুরে বলল রানা। 'সে…তাকে আমি…।'

'কেউ না?' সামান্য বাঁকা চোখে তাকাল ডারবি।

'মানে তাকে আমি স্নেহ করি…।'

'সেটা বোঝা গেছে। সেজন্যেই তো বেচারি বলছি।' আবার হেসে উঠল ডারবি।

'সত্যি আমি দুঃখিত…।'

'এর মধ্যে দুঃখ প্রকাশের কিছু নেই,' বলল ডারবি। 'কি জানো, তোমার অস্থিরতা দেখে আমরা খানিকটা স্বস্তিও বোধ করি। মনে আশা জাগে, তোমার বোধহয় বাঁচার সম্ভাবনা আছে। ভয় পেয়েছি তুমি নিথর হয়ে পড়লে। তবে এ-ও সত্যি যে জুলজিস্টরা সিংহদের মত সহজে ঘাবড়ায় না।'

ডারবির দিকে তাকাল রানা। তার পিছনে রাতের আকাশ। দু'জনের মাঝখানে জ্বলছে ল্যাম্পটা। ল্যাম্পের আলোয় ওর চোখের তারা দুটো জ্বলছে। হাসি হাসি মুখ, চোখে তৃপ্তি আর দরদ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হেসে উঠল রানাও। 'তোমার খবর বলো, ডারবি। তোমার চিতাবাঘ কোথায়?'

ভুরু কোঁচকাল ডারবি। 'এখনও ওটা উত্তর দিকে যাচ্ছে। আগের চেয়ে গতি আরও বেড়েছে, রানা। গত পাঁচ-ছ'দিনে একশো মাইল। ডেকানের ধারণা, প্রায় নাগাল পেয়ে গেছি। কিন্তু আজ শেষ বিকেলে, এখানে থামার খানিক আগে, শুরু হয়েছে লাইমস্টোন। ক্যাম্প ফেলার পর পরীক্ষা করে দেখার সময় পাওয়া যায়নি, তবে দেখে মনে হয়েছে সামনে অনেক দূর পর্যন্ত আছে।'

লাইমস্টোন। কালাহারির বালির নিচে কোথাও সেটা কয়েক ফুট নিচে রয়েছে, কোথাও মাত্র কয়েক ইঞ্চি নিচে। যেখানে বালির ওপর অনেকটা জায়গা জুড়ে মাথাচাড়া দিয়েছে সেখানে ছাপ অনুসরণ করা অসম্ভব। এই লাইমস্টোনের কারণে অসংখ্য ট্রফি হারাতে হয়েছে রানাকে। ওদের সামনে লাইমস্টোনের মেঝে যদি অনেক লম্বা হয়,

চিতাবাঘকে হারাতে হবে।

'যাই হোক,' টুল ছেড়ে উঠে পড়ল ডারবি, 'কাল সকালে জানা যাবে। রাতে আমাদের দু'জনেরই ঘুম দরকার। এটা খেয়ে নাও...,' রানাকে আরেকটা ট্যাবলেট খাওয়াল সে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে মাথা নিচু করল ডারবি, পিছন থেকে রানা বলল, 'তুমি পরপর তিন রাত আমার পাশে বসে ছিলে?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডারবি। 'বেশিরভাগ সময়, হ্যাঁ।'

'কেন?'

'মানে?' রানার দিকে অবাক হয়ে তাকাল ডারবি।

'সারাটা দিন ট্রাক চালিয়েছ,' বলল রানা। 'আর কালাহারিতে কাজটা যে কি ক্লান্তিকর, আমি জানি। জ্বর ছিল আমার, খুব বেশি। কিন্তু আমাকে অ্যান্টিবায়োটিকস দেয়ার পর আর কিছু করার ছিল না তোমার। আমি যদি মারা যেতাম, তুমি সামনে বসে থাকলেও যেতাম, না থাকলেও যেতাম। তাছাড়া, তোমার জন্যে এমন কিছু করিনি আমি যে এই অতিরিক্ত শুশ্রূষা আমার পাওনা ছিল। তাহলে? তাহলে কেন সারারাত জেগে নিজেকে এত কষ্ট দিলে?'

ইতস্তত করল ডারবি, আবার কুঁচকে উঠেছে ভুরু জোড়া। তারপর বলল, 'এর সঙ্গে আমরা এখন দু'জনেই জড়িয়ে পড়েছি, রানা। এরকম যখন ঘটে, যতটা সম্ভব তুমি তোমার সঙ্গীর যত্ন নেবে। এটাই তো সহজ ব্যাখ্যা। গুড নাইট, রানা।'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল ডারবি। আগুনের আভায় ওর কাঠামোটা কিছুক্ষণ দেখতে পেল রানা। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে। ঝোপের মাথার ওপর কাস্তে আকৃতির চাঁদ উঠেছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা অপলক।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

## বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেল্‌স্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০·০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো হবে।

## আগামী বই

**২২-১-৯৫ যাত্রা অনিশ্চিত (ওয়েস্টার্ন) শওকত হোসেন**

বিষয়: টুসানে যাচ্ছিল ওয়েস কেনেডি, একা। মৃত্যুপথযাত্রী একজনকে কথা দিয়েছে ও, তার বোনকে পৌঁছে দেবে নিকটতম শহর লর্ডসবার্গে।...জড়িয়ে গেল উটকো ঝামেলায়। কেনেডি কি পারবে প্রাণ নিয়ে লর্ডসবার্গে পৌঁছতে?

**২২-১-৯৫ কনক পুরুষ (প্রজাপতি) আলী মাহমেদ**

বিষয়: বাসর ঘর। 'আমাকে ছোঁবেন না, প্লীজ!' বলল মেয়েটি। ওকে খাটে শুতে বলে ছেলেটি লম্বা হলো সোফায়। পাঠক, বলতে পারেন—এ কেমন বাসর রাত?

## আরও আসছে

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৮-১-৯৫ | রহস্যপত্রিকা | (১১ বর্ষ ৪ সংখ্যা ফেব্রুয়ারি '৯৫) | |
| ৪-২-৯৫ | মারাত্মক ভুল | (তিন গোয়েন্দা) | রকিব হাসান |
| ৪-২-৯৫ | মহাকাশে বন্দী | (প্রজাপতি/থ্রিলার) | কাজী শাহনূর হোসেন |

মাসুদ রানা
কালো ছায়া
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

# মাসুদ রানা

# কালো ছায়া

## দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুষ্প্রাপ্য একটি প্রাণীকে বাঁচাবার জন্যে মরণপণ যুদ্ধে মেতে উঠল মাসুদ রানা ও ডোরা ডারবি। কিন্তু কি আছে উত্তরে, এভাবে শত শত মাইল পেরিয়ে কোথায় পৌঁছুতে চাইছে কালো চিতা?

'তোমাকে ভালবাসি, তাই তোমার বিপদ শুনে স্থির থাকতে পারিনি,' রানাকে শুধু এই কথাটি বলার জন্যে ছুটে এল মিষ্টি কোমল মেয়ে ইভা পুনম, কিন্তু না এলেই ভাল হোত।

সন্ত্রাসী ডেকা বারগাম এবার অগ্নিমূর্তি ধারণ করে নিজেই হাজির হলো রণক্ষেত্রে। ফুয়েল নেই, রসদ নেই, সঙ্গীরাও হারিয়ে গেছে—কোণঠাসা রানা আঁধার দেখছে চোখে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

# মাসুদ রানা - ২২৪

# কালো ছায়া ২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ শামীম ফয়সাল
স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)
facebook.com/groups/Banglapdf.net

বইয়ের পোকা ♦ ( The INSECT of books )
facebook.com/groups/we.are.bookworms

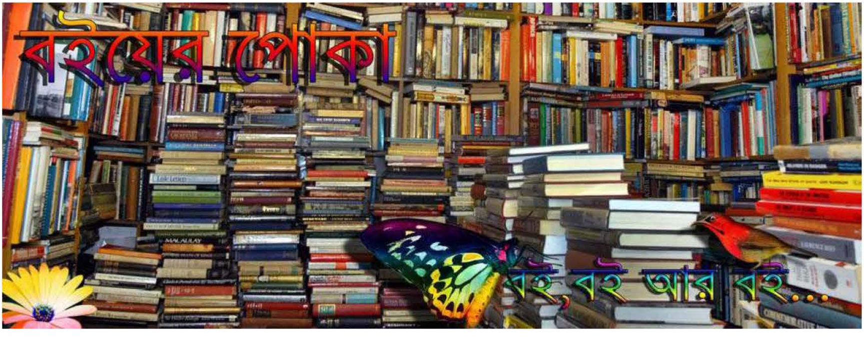

মাসুদ রানা-২২৪

# কালো ছায়া

## দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

আটাশ টাকা

ISBN 984 16 7224 3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: বনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-224
KALO CHHAYA
Part-II
By: Qazi Anwar Husain

# মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

---

**বিক্রয়ের শর্ত** : এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

সেবা প্রকাশনী

## এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনো ষড়যন্ত্র
প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত
সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট
কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি
জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক
আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন
বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট
সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার
হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা
বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা
চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ
কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত
শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত
আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য
অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা
সত্যবাবা*যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর
শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ
ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক
সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী
দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া।

# এক

তাঁবুর ভেতর ক্যাম্প বেডে ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার। ফ্ল্যাপ তুলে ভেতরে ঢুকল ডেকান, হাতের কফি ভর্তি মগ থেকে ধোঁয়া উঠছে, বেডের নিচে উবু হয়ে বসল সে। তার হাত থেকে মগটা নিল রানা। 'আমাদের পানির কি অবস্থা?' জানতে চাইল ও।

'পানি কোন সমস্যা নয়, স্যার। ম্যাডামের ক্যাম্পে বড় বড় জেরি-ক্যান ছিল, প্যান থেকে সেগুলো ভরে এনেছি। সাবধানে খরচ করলে এক হপ্তা চলে যাবে।'

'খাবার?'

'ম্যাডামের ক্যাম্পে খাবারও প্রচুর ছিল, স্যার। বেশিরভাগই নিয়ে এসেছি আমরা।'

'ওদের খবর কি? দু'দলের কথাই জানতে চাইছি।'

'আসার পথে বড় কোন গাছ দেখলেই ওপরে চড়েছি, স্যার। এখন পর্যন্ত কিছু চোখে পড়েনি।' ডেকানের চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'আমাদের এগোবার গতি খুব ধীর, স্যার। পিছনে মোটা দাগ রেখে যাচ্ছি।'

'হুম,' গম্ভীর আওয়াজ করল রানা। বাতাস ওদের চাকার দাগ মুছে ফেলবে ঠিকই, তবে সময় নেবে এক হপ্তা। এই ক'দিন এমন কি আকাশ থেকেও দেখা যাবে ওগুলো। বস্ বা বারগামের লোকেরা আবার যদি ওদেরকে ধরার চেষ্টা করে, এই ছাপ অনুসরণ করতে উৎসাহ যোগাবে তাদের। গ্যাবোরোন-এর নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে না গিয়ে, চাকার দাগ

তাদের জানিয়ে দেবে, খাঁ-খাঁ মরুভূমির গভীর প্রদেশে ঢুকছে ওরা।

বস্ বা বারগাম এ-ব্যাপারে কি ভাবতে পারে আন্দাজ করার চেষ্টা করল রানা। এক মুহূর্ত পরই মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিল। চিতাবাঘটাকে খুঁজে বের করাই এখন একমাত্র কাজ, তারপর ট্রাক চালাবার মত সুস্থতা ফিরে পেলে ব্যক্তিগত হিসাব মেলাবার কথা ভাবা যাবে। কোন টেরোরিস্ট গ্রুপকে শায়েস্তা করার জন্যে কালাহারিতে আসেনি ও, এসেছে মেয়েটাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। কাজটা ওকে দেয়ার সময় কানাডিয়ান ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা ব্রায়ানের মনে পাপ ছিল ঠিকই, তবে সেজন্যে কোনভাবেই ডারবিকে দায়ী করা যায় না। সুন্দরী নারীর প্রতি যে-কোন পুরুষের দুর্বলতা থাকে, তবে সেজন্যে নয়, মানবিক কারণে ডারবিকে সাহায্য করতে চাইছে ও। পৃথিবীতে কিছু মানুষ থাকে যারা তোমার প্রতি যদি বিরূপও হয়, তাদের জীবনবোধ, দর্শন, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ আর ব্যক্তিত্ব চুম্বকের মত আকর্ষণ করে তোমাকে। ডারবি মেয়েটা সেই প্রকৃতির। মেয়ে না হয়ে ছেলে হলেও তার প্রতি এই আকর্ষণটা বোধ করত রানা।

আপাতত কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার দরকার নেই, যখন যে সমস্যা আসবে তখন সেটার সমাধান করা যাবে। টেরোরিস্ট গ্রুপটাকে খুঁজতে যাবে না রানা, তবে তারা যদি পিছু নেয়, আত্মরক্ষার জন্যেই তাদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে ওকে। একই কথা বস্ সম্পর্কে, ওর জন্যে তারা বিপদ হয়ে দেখা দিলে বাধ্য হয়ে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে ওকে। আর ব্রায়ানকে···সুযোগ পেলে এই ভদ্রলোককে একটা উচিত শিক্ষা অবশ্যই দেবে ও।

চোখ নামিয়ে কাঁধটার দিকে তাকাল রানা। ও যখন অজ্ঞান ছিল, ডারবি একটা স্লিং বেঁধে দিয়েছে হাতে। গজ প্যাডটায় এখনও লালচে-মরচে দাগ লেগে রয়েছে। তবে রক্ত শুকিয়ে গেছে, ক্ষতটা এখন আর দপ দপও করছে না।

'আমাকে একটু ধরো, ডেকান···।' বেড থেকে পা নামাল রানা,

ওকে দাঁড়াতে সাহায্য করল ডেকান। মুহূর্তের জন্যে ঝিম ঝিম করে উঠল মাথাটা, মনে হলো হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে যাবে। তারপর, বাঁ হাত দিয়ে ডেকানের গলা জড়িয়ে, তার গায়ে প্রায় হেলান দেয়া অবস্থায়, ধীরে ধীরে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল—টলছে, তবে প্রতি মুহূর্তে নতুন শক্তি পাচ্ছে পায়ে। 'চলো, অদ্ভুত প্রাণীটাকে দেখে আসি,' ডেকানকে বলল ও। 'কাছাকাছি ছাপগুলো কোন দিকে?'

'ওদিকে, স্যার, পঞ্চাশ গজ দূরে··· ।'

লাইমস্টোনের একটা বিস্তৃতির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। হাত তুলে তাঁবুর পিছনটা দেখাল ডেকান, ওদিকে খানিকটা বালি ঢাকা জায়গা দেখা যাচ্ছে। 'আপনি যেতে পারবেন, স্যার?' তার গলায় সন্দেহ।

'না পারার কি আছে। চলো, দেখতে চাই।'

ডেকানের গায়ে ভর দিয়ে টলতে টলতে এগোল রানা, পাথরের বিস্তৃতিটুকু পেরিয়ে এল, বালির কিনারায় থেমে তাকাল নিচের দিকে। পরমুহূর্তে মৃদু শিস দিল ও।

বালির ওপর এক সারি ছাপ ফুটে রয়েছে, রাতে শিশির পড়ায় ছাপগুলোর কিনারা ভোঁতা হয়ে গেছে, তবে এখনও তাজা আর গভীর। এই আকৃতির ছাপ আগে কখনও দেখেনি রানা। ডারবির বর্ণনা শুনে যত বড় হবে বলে ধারণা করেছিল, এগুলো দেখা যাচ্ছে তারচেয়েও বড়। সামনের ও পিছনের পায়ের দূরত্ব দেখে আন্দাজ করা যায় প্রাণীটি দৈর্ঘ্যে নয় ফুটের চেয়ে কম হবে না। 'ইয়া আল্লা, ডেকান! এ যে দেখছি প্রকাণ্ড একটা বিড়াল!'

'সেই ছেলেবেলা থেকে ট্র্যাকিং-এ আছি, স্যার—ত্রিশ বছর হলো। এরকম আগে কখনও দেখিনি।'

ডেকানের ঘাড় থেকে হাত নামিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। ছাপগুলো শক্ত, প্রতিটি একই রকম, বিশাল এক পরিণত চিতাবাঘের দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপের প্রমাণ বহন করছে। তার মধ্যে কোন দ্বিধা নেই;

বালিতে এলোমেলো কোন দাগও নেই, যা থাকলে বোঝা যেত বাতাস শোঁকার জন্যে থেমেছে। ছাপগুলো চলে গেছে উত্তর দিকে।

'কোন ক্লায়েন্টকে দেখাতে পারলে,' ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা, 'শুধু এই ছাপ দেখেই পাগল হয়ে যেত সে। ঠিক আছে, চলো নাস্তাটা সেরে ফেলা যাক।'

ট্রাকের কাছে ফিরে এসে ওরা দেখল ডারবির ঘুম ভেঙেছে। রানার ড্রেসিংটা বদলে দিল সে। তারপর আগুনের ধারে বসে নাস্তা খেলো ওরা।

'আজ আমাদের প্ল্যানটা কি?' জানতে চাইল রানা।

'সেটা ঠিক করবে ডেকান,' বলল ডারবি।

ট্রাকের পিছনে বাসন-পেয়ালা গুছিয়ে রাখছে ডেকান, ফিরে এসে উবু হয়ে বসল ওদের সামনে। 'এই জায়গাটা মন্দ না,' বলল সে। 'আগুন জ্বালাবার ভাল কাঠ পাচ্ছি। ভাল আড়ালও পাচ্ছি। ছাপগুলো আবার না পাওয়া পর্যন্ত ক্যাম্প সরানোর কোন মানে হয় না। ভোরে একবার দেখে এসেছি, সামনে অনেক দূর পর্যন্ত শুধু পাথর, কিছুই চোখে পড়েনি। আমার মতে, যতদূর সম্ভব পায়ে হেঁটে খোঁজ করা দরকার। ছাপগুলো পাই, তখন এই জায়গা ছাড়া যাবে। তবে ক'দিন লাগবে বলা মুশকিল···ম্যাডামকে আমি আগেই জানিয়েছি।'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি। 'তোমার সঙ্গে আমিও যাব, ডেকান। ফ্লাস্কে কফি আর প্যাকেটে লাঞ্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব আমরা। রানা, ক্যাম্পে তোমাকে একা থাকতে হবে।'

কথা না বলে শ্রাগ করল রানা। জ্বর নেই, কাঁধের ক্ষতটাও শুকাতে শুরু করেছে, তা সত্ত্বেও ঝোপের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হলে আরও ক'টা দিন শক্তি ফিরে পাবার অপেক্ষায় থাকতে হবে ওকে। তবে ডেকানের সঙ্গে ডারবি না গেলেও পারে, কারণ তার কোন সাহায্যে আসবে না ও। তাছাড়া, চিতাবাঘ কখন কি আচরণ করবে আগে থেকে তা বলা সম্ভব নয়, কাজেই ছাপ খুঁজতে যাওয়াটা বিপজ্জনকও বটে। প্রসঙ্গটা

একবার তুলল রানা, কিন্তু ডারবি নিজের জেদ বজায় রাখল।

সে বলল, 'তিনমাস অনুসরণ করেছি, রানা। এখন আমি তাকে আর কারও হাতে তুলে দিতে পারব না।'

বিশ মিনিট পর ডেকানকে নিয়ে চলে গেল সে। দু'ঘণ্টা ধরে ক্যাম্পটাকে গুছাল রানা, তারপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল ক্যাম্প বেডে। রাইফেলটা হাতের কাছে থাকল।

সন্ধ্যার খানিক আগে ফিরল ওরা। ইতিমধ্যে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আগুন ধরিয়েছে রানা, পানি গরম করেছে। ওদের সঙ্গে কথা বলার দরকার হলো না, বুঝতে পারল লাভ হয়নি কোন। হাসি-খুশি ডেকানকে মনমরা দেখাচ্ছে, ডারবিকে ক্লান্ত আর নিস্তেজ।

'পাথর, স্যার।' কাঁধ থেকে স্মাইজার নামিয়ে বলল ডেকান। 'চারদিকে চার-পাঁচ মাইল পর্যন্ত। মাঝে মধ্যে বালি আছে, তবে সে-সব ঝোপে ঢাকা। চিতাবাঘ কাঁটাবনে ঢুকবে না, পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে। সারাদিন কোথাও কোন ছাপ দেখিনি আমরা।'

'পাথরের পর জায়গাটা কেমন?' জানতে চাইল রানা।

'কাঁটা-ঝোপ, স্যার। আর অ্যাকেশিয়া। এই ঝোপ বা জঙ্গলের কোথাও ঢুকেছে ওটা। কিন্তু এত ঘন ঝোপ, ত্রিশ গজ চেক করতে এক ঘণ্টা লেগেছে আমার।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা। কালাহারির এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওর ধারণা আছে। ছোট ছোট দ্বীপের মত মাথাচাড়া দিয়ে আছে লাইমস্টোন, চারপাশে নদী-নালার মত বালি ঢাকা জমিন, তার ওপর ঝোপ-ঝাড়। সন্দেহ নেই, ঝোপগুলোকে এড়িয়ে যাবে চিতাবাঘ, লাইমস্টোনের ওপর পা ফেলে এগোবে সে, আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে। দ্বীপগুলো যেখানে শেষ হয়েছে, আবার যেখানে শুরু হয়েছে বালি ঢাকা মরুভূমি, ওটার ছাপ পেতে হলে ওখানে খোঁজ করতে হবে। ঘন ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা, ত্রিশ গজের ওপর চোখ বুলাতে এক ঘণ্টা তো লাগবেই।

তারমানে পাথরের কিনারায় তল্লাশি চালাতেই লেগে যাবে ছয় কি সাত দিন। ততদিনে চিতাবাঘের পায়ের দাগ মুছে যাবে।

'ম্যাডাম বলছেন কাল আবার চেষ্টা করতে,' বলল ডেকান। 'উত্তর দিকে দশ-বারোটা খোলা লেন আছে, পাথর থেকে সরাসরি বালিতে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু তাঁকে যেমন বলেছি, আমি কোন আশা দেখছি না। এগুলো এমন প্রাণী, পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় সোজা পথে যায় না। কে বলবে এটা কোন্‌দিকে গেছে। পাথর থেকে বালিতে বেরিয়েছে হয়তো পুব বা পশ্চিম দিয়ে। তা যদি বেরিয়ে থাকে, কোনদিনই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'ঠিক আছে, ডেকান,' বলল রানা। 'সকালে একবার চেষ্টা করে দেখো। যাও, হাত-মুখ ধোও, তারপর কিছু খেতে দাও আমাদের।'

কোন কথা না বলে গরম পানি, তোয়ালে আর কাপড়চোপড় নিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেছে ডারবি। গরম পানি নিয়ে আরেক দিকে চলে গেল ডেকান। আগুনের ধারে বসে থাকল রানা। একটু পর আবার সেই লম্বা স্কার্ট ও সাদা ব্লাউজ পরে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল ডারবি।

'ডেকান বলছিল আবার কাল বেরুবে তোমরা।'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি। 'কাল। পরশু। তার পরদিন। এভাবে চলবে, যতদিন লাগে।'

'পানি আছে এক হপ্তা চলার মত।'

'সেক্ষেত্রে কোথাও থেকে যোগাড় করতে হবে। আমরা এখানে অচল হয়ে পড়িনি। পশ্চিম দিকে পানি থাকার কথা।'

'গ্যাসোলিনও একটা সমস্যা।'

'ঘাঞ্জি বা মাউন, গাড়িতে দু'দিনের পথ। ফুয়েল যা আছে, যে-কোন একটায় পৌঁছুনোর জন্যে যথেষ্ট—আমি জানি, ট্যাংক আর ম্যাপ চেক করে দেখেছি। ওখানে পানিও পাওয়া যাবে...।' হঠাৎ থেমে মাথা নাড়ল ডারবি। 'এখন তুমি বাধা দিয়ো না তো, রানা। আমি আমার কথা রাখব। ওটাকে খুঁজে পাবার পর তুমি চলে যেতে পারবে। ট্রাক

চালাবার মত সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি, আমার ক্যাম্পও হয়ে উঠবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার আগে পর্যন্ত একসঙ্গে থাকব আমরা।'

'কেন ভাবছ আমি ট্রাক চালাতে পারলেই তোমার ক্যাম্প রি-ইকুইপ করা সম্ভব হবে?'

'আমার কাছে ডেকান থাকবে। ট্রাক নিয়ে ঘাঞ্জি বা মাউনে যাবে তুমি, রেডিওর সাহায্যে খবর দেবে আমাদের হাই কমিশনে, তারাই সব ব্যবস্থা করবে।'

'তাহলে সব কথা শোনা দরকার তোমার...।' ব্যাপারটা নিয়ে আজ সারা দিন চিন্তা করেছে রানা। এর আগে গুরুত্বটা আবছাভাবে ধরা পড়েছিল, তেমন গ্রাহ্য করেনি; তাঁবুর ভেতর শুয়ে বসে সময় কাটানোর ফাঁকে ওর মাথার ভেতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সব। 'প্রথমে তুমি ভেবেছিলে আমাকে টাকা দেয়া হয়েছে, তারপর তোমার ধারণা হয় আমি একটা ষড়যন্ত্রের শিকার। না, তোমাকে উদ্ধার করার বিনিময়ে আমি কোন টাকা নিচ্ছি না। হ্যাঁ, বলতে পার ষড়যন্ত্রেরই শিকার। আমি একটা বিপদে পড়েছিলাম, তোমাদের ফরেন অফিসের এই ভদ্রলোক আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দায়িত্বটা কাঁধে চাপিয়ে দেন...।'

নিজের কনসেশন লাইসেন্স, ব্রায়ানের প্রস্তাব সম্পর্কে বলল রানা। চুপচাপ শুনল ডারবি—ভুরু কুঁচকে আছে, চিন্তিত। ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক, আগুনের আভায় লালচে দেখাচ্ছে তার মুখ। রানা থামতে সে জানতে চাইল, 'এ-সবের তাৎপর্য কি?'

'ব্রায়ান এখন জানেন যে আমি তাকে ফাঁকি দিয়েছি বা এড়িয়ে যাচ্ছি। জানেন যে বতসোয়ানা থেকে এমনিতেও আমাকে বের করে দেয়া হবে। তিনি সম্ভবত ভাবছেন, তোমাকে বীমা হিসেবে সঙ্গে নিয়ে প্রাণভয়ে সীমান্তের দিকে ছুটছি আমি। তবে তিনি এ-ও জানেন যে কোথাও না কোথাও থামতে হবে আমাকে—ফুয়েল, পানি, রসদ ইত্যাদির জন্যে। তখনই আমাকে ধরার আর তোমাকে উদ্ধার করার

সুযোগ হবে তাঁর। আমাকে সরাসরি ধরার ক্ষমতা বা অধিকার তাঁর নেই, তবে তার প্রয়োজনও নেই। গেম ডিপার্টমেন্ট যে রিপোর্ট পেয়েছে, আমাকে সম্ভবত এরইমধ্যে তারা অবাঞ্ছিত বহিরাগত বলে ঘোষণা করেছে। এখনও যদি না করে থাকে, যাতে করে, তার ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন তিনি। মরুভূমি বাদ দিলে বতসোয়ানা খুব ছোট একটা দেশ। যেখানেই আমি থামি—মাউন, ঘাঞ্জি—সেখানেই আমাকে ধরার চেষ্টা করা হবে।'

একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ডারবি। বোঝার কোন উপায় নেই কি ভাবছে সে।

'দুঃখিত, ডারবি,' আবার বলল রানা। 'দু'জনেই আমরা ভুল বুঝেছি। আমি ভুল বুঝেছি হিসাব মেলাতে পারিনি বলে, তুমি ভুল বুঝেছ সব ঘটনা জানা ছিল না বলে। বিপদ আসলে দু'জনেরই। আমি সরাসরি ধরা পড়লে ওদের হাতে খুন হয়ে যেতে পারি। আর তথ্য পাবার আশায় তোমাকে ওরা এক হপ্তা দেরি করিয়ে দেবে। অর্থাৎ চিতাবাঘটাকে চিরকালের জন্যে হারাবে তুমি।'

আরও কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকল ডারবি, তারপর উঠে দাঁড়াল। 'এ-সব তুমি আমাকে শোনালে কেন, রানা?'

রাত এখন ঘন অন্ধকার। শিখাগুলোকে নিয়ে খেলা করছে বাতাস। ডারবির সাদা ব্লাউজে আগুনের আভা প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন নকশা তৈরি করছে। লালচে আভা আর কালো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ এক নারীমূর্তি। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটি টান টান, যৌবনের রেখাগুলো স্পষ্ট, অথচ কোন লোভ জাগে না। রানার দৃষ্টিতে, ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক রহস্যময়ী। আকৃষ্টবোধ করার সেটাই কারণ। 'আমি চাইছি না চিতাবাঘটাকে তুমি হারিয়ে ফেলো।'

'তাহলে তোমার প্রস্তাবটা কি?'

'পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত থাকি আমি, তারপর চলে যাব। তোমার ক্যাম্প রি-ইকুইপ করা দরকার, এ-ও সত্যি। মাউন বা ঘাঞ্জিতে

যাব আমরা, থামব বাইরে কোথাও। শুধু বোধহয় আমার নয়, ট্রাকটারও বর্ণনা দেয়া হবে লোকজনকে, কাজেই সাপ্লাই আনার জন্যে একা হেঁটে যাবে ডেকান। তারপর ওর সঙ্গে ফিরে আসবে তুমি। দিন দুয়েক গা ঢাকা দিয়ে থাকব আমি, তারপর কোন গ্রামে ঢুকব। ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছ তুমি, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আমি একটা যোগাযোগের মাধ্যম, এটা গোপন রেখে তোমাদের হাই কমিশনকে যেভাবে হোক জানিয়ে দেব কোথায় তোমাকে পাওয়া যেতে পারে। তারপর তারা যা করার করবে।'

'সত্যিই কি তুমি এ-সব শুধু চিতাবাঘটার জন্যে করতে চাইছ?'

'নয়তো কি। অন্য কি কারণ থাকতে পারে, তুমিই বলো।'

ডারবি কিছু বলল না। অন্য একটা কারণ আছে। যা কিছু ঘটেছে, আজ সারাদিন ধরে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কারণটা ধরা পড়েছে রানার কাছে। একা শুধু ও নয়, কারণটা ডারবিও উপলব্ধি করে—তার সঙ্গে চিতাবাঘটার কোন সম্পর্ক নেই।

কারণটা হলো ডারবি স্বয়ং। শুরুতে রানাকে আক্রমণ করেছে সে, লাথি মেরেছে উরুসন্ধিতে, বাধ্য করেছে কাঁধে করে বয়ে বেড়াতে। রানা তখন স্রেফ তাকে একটা পাগল ভেবেছিল। পরে মরুভূমির সঙ্গে বেমানান পোশাক পরা অবস্থায় তাকে হাসতে দেখে, অনর্গল কথা বলতে শুনে, ধারণাটা পাল্টাতে শুরু করে। পাগল নয়, রানা বুঝতে পারে, নেশাগ্রস্ত। বিরল প্রজাতির এক চিতাবাঘ তাকে সম্মোহিত করেছে, এমন দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে নিয়ে চলেছে যে পথের কোন বাধাকেই বাধা বলে মনে করছে না। সেজন্যেই তাকে ভীতিকর আর বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছিল।

কিন্তু আবার সিদ্ধান্ত পাল্টেছে রানা। মেয়েটাকে ভালভাবে বোঝার মত কাছাকাছি এখনও পৌঁছুতে পারেনি ও—চিতাবাঘ তাকে অবশ্যই সম্মোহিত করেছে, সে হয়তো হাফ-ম্যাডও। তবে আরেকটা কথা জানে রানা। ডারবির দৃষ্টিতে রানা একজন শিকারী, একজন খুনী,

তার ক্যাম্প ধ্বংস করার জন্যে দায়ী—ওর প্রতি তার শুধু ঘৃণা হবারই কথা। অথচ পর পর তিন রাত, ওকে নিয়ে যখন যমে-মানুষে টানাটানি চলছে, এক ফোঁটা না ঘুমিয়ে ওর পাশে বসে থেকেছে সে। চেষ্টা করেছে রানা যাতে আরাম পায়, যুদ্ধ করেছে জ্বরের সঙ্গে। ডেকানের ভাষায়, ডারবি না থাকলে রানা বাঁচত কিনা সন্দেহ। রানার নিজেরও তাই ধারণা।

তার এ আচরণের কোন কারণ নেই। যদিও শান্ত সুরে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে ডারবি। কেউ তোমার সঙ্গে থাকলে তোমার দ্বারা যতটা সম্ভব সাহায্য করো তুমি। কথাগুলোর ঠিক কি অর্থ এখনও রানা তা জানে না। শুধু জানে, ওর সঙ্গে এরকম আচরণ আগে কেউ কখনও করেনি—কোন মেয়ে তো নয়ই। ডারবির এই আচরণ ওর মনে গভীর একটা আঁচড় কেটেছে।

কথা বলছে না ডারবি, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'আসলে...,' ইতস্তত করছে রানা। '...চিতাবাঘটার গুরুত্ব আমি ছোট করে দেখছি না। হ্যাঁ, আমি একজন শিকারী, সে-কারণে আমার চোখে ওটা একটা সাংঘাতিক লোভনীয় ট্রফি ছাড়া আর কিছু হবার কথা নয়। কিন্তু ওটাকে নিয়ে তুমি যা করছ, এ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে, কারণ গোটা ব্যাপারটার মধ্যে মহৎ...,' শুরু করার সময় রানা ভেবেছিল আত্মমর্যাদা বজায় রেখে, বিব্রতবোধ না করে শেষ করতে পারবে, কিন্তু মাঝপথে এসে দেখা যাচ্ছে ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

'আমি ভাবছি...।' ভাব দেখে মনে হলো না রানার কথা শুনছিল ডারবি। আগুনটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল সে, ভুরুর মাঝখানে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে আবার। '...আমরা যদি আবার ওটাকে খুঁজে পাই, যদি জানতে পারি কি ওটা,' আপনমনে বিড়বিড় করছে সে, 'সত্যি সে তার সঙ্গীকে খুঁজছে কিনা, তাহলে কি হবে? আমাদের হাতে চলে আসবে শ্বাসরুদ্ধকর একটা গল্প। তুমি কি জানো, রানা, যাদেরকে

"টেলিভিশন পারসোনালিটি" বলা হয়, আমিও তাদের একজন?'

মাথা নাড়ল রানা। ব্রায়ান ওকে বলেননি। তবে মেয়েটা সম্পর্কে এখন সম্ভব-অসম্ভব সব কিছু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত হয়ে আছে ও।

'টিভির প্রতি আমার কোন মোহ নেই। আমি কি করছি সে-সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল জাগাবার জন্যে ওটাকে আমি ব্যবহার করি মাত্র। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে টিভি অত্যন্ত শক্তিশালী একটা মাধ্যম—ওটাকে আরও অনেক কাজে ব্যবহার করা যায়।'

'ঠিক বুঝলাম না...।'

থামল ডারবি, বসল আবার, রানার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল—আগুনের আভা লেগে জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। 'ভাগ্য যদি সহায় হয়, রানা, আর ঘোষণা করার সময় তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো, সারা দুনিয়ায় হৈ-চৈ পড়ে যাবে। দেখবে, পাবলিসিটি কাকে বলে! যার রয়েছে নতুন একটা প্রজাতি আবিষ্কারের কৃতিত্ব, তার লাইসেন্স কেড়ে নেয়া বা দেশ থেকে বিতাড়িত করার তো প্রশ্নই উঠবে না, তার বদলে ওরা তোমাকে হিরো বানাবে...।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল রানার। ওর আসল পরিচয় জানে না বলে ডারবি ভাবছে এ-ধরনের পাবলিসিটির লোভ দেখালে ওকে তার সঙ্গে রাখা সম্ভব হবে। চুপ করে থাকল ও, চেহারা নির্লিপ্ত। পাবলিসিটির লোভ দেখিয়ে ওকে সঙ্গে রাখতে চাইছে সে, আসল কথাটা বলতে পারছে না—রানাও যেমন বলতে পারেনি। তারপর মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, নিশ্চিত হবার জন্যে, 'তুমি কি বলতে চাইছ তোমার সঙ্গে আমি থাকব?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ডারবি। 'এ-ধরনের গল্প যখন তৈরি হয়, রানা, গল্পটার মধ্যে একটা রোমান্টিক ভাব থাকতে হয়—এখানে যেটার অভাব বোধ করছি। কারণটা হলো, আমি একা; একা একটা মেয়ে। গল্পটার মধ্যে কোন পুরুষ চরিত্র নেই। সেজন্যেই তোমাকে বলছি...।'

'কিন্তু আমার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানো না তুমি...।'

'তোমাকে সঙ্গে রাখতে চাওয়ার সেটাই তো আসল কারণ,' হঠাৎ হেসে উঠল ডারবি। 'সব যদি জানাই থাকল, তাহলে আর রোমান্টিক ভাব কিভাবে সৃষ্টি হবে। আমি তোমাকে বুঝতে চাই, রানা। সেজন্যেই চাইছি তুমি আমার সঙ্গে থাকো...এবার একেবারে পথের শেষ মাথা পর্যন্ত।'

বাতাস পাওয়া আগুনের হিসহিস শব্দ শুনছে রানা। দূর থেকে ভেসে আসছে তরুণ কোন পুরুষ হাতির ডাক।

## দুই

পরবর্তী দুটো দিন খুব একঘেয়ে কাটল রানার। দু'দিনই ভোরবেলা নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে গেল ডারবি আর ডেকান, ফিরে এল সন্ধের দিকে। মাঝখানে দীর্ঘ সময়টা একা রানার কাটতেই চায় না। এখনও দুর্বল, ওদের সঙ্গে যাবার প্রশ্ন উঠল না। সারা দিন ক্যাম্পের সামনে হাঁটাহাঁটি করল, আড়ষ্ট ভাবটুকু দূর করার জন্যে ধীরে ধীরে ঘোরাল কাঁধটা, ক্লান্ত হয়ে পড়লে ট্রাকের ছায়ায় বা তাঁবুর ভেতর বিশ্রাম নিল। শুয়ে বসে তাকিয়ে থাকল আকাশের দিকে, শকুন আর ঈগল দেখল।

দিনে দু'বার চিতাবাঘের ছাপ দেখতে গেল রানা, বালির ওপর ডেকান যেগুলো ওকে দেখিয়েছিল। বড় আকারের ছাপগুলো এখনও আছে, তবে আগের চেয়ে অনেক নরম আর অগভীর হয়ে উঠেছে, শিশির আর বাতাস লেগে ভেঙে পড়ছে কিনারা। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায়, ইতিমধ্যে ডারবি আর ডেকান বৃথাই তিন দিন ঝোপ-জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়েছে, রানা উপলব্ধি করল, আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আবার

যদি নতুন ছাপ খুঁজে পাওয়া না যায়, চিতাবাঘটাকে দেখতে পাবার আশা ছেড়ে দেয়াই ভাল।

ডারবির আত্মবিশ্বাস আগের মতই অটুট। সারাদিন তল্লাশি চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে, নিস্তেজ আর হতাশ লাগে দেখতে, কিন্তু হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে যেন প্রাণশক্তি আর দৃঢ় মনোবল ফিরে পায়। রানার পাশে আগুনের ধারে বসবে, কথা বলবে অনর্গল, ওর শিকার করা চিতাবাঘ সম্পর্কে হাজারটা প্রশ্ন করবে, নিজে যেগুলোর ওপর গবেষণা করেছে সেগুলো সম্পর্কে বলবে, ঘুরে-ফিরে সব সময় ফিরে আসবে কালো চিতাবাঘ প্রসঙ্গে, যেটার খোঁজ পাবার চেষ্টা করছে সে। প্রকাণ্ড এক কালো ছায়া, এখনও উত্তরদিকে যাচ্ছে। জানা নেই ঠিক কোথায় যাচ্ছে বা কেন যাচ্ছে।

তখন তার চেহারাটা দেখার মত হয়। আগুনের আঁচ পেয়ে গরম হয়ে ওঠে দুধ-আলতা মুখ, উজ্জ্বল চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে যায় হাসি, মুকুটের মত সোনালি চুল স্তূপ হয়ে থাকে কাঁধে। তখন ওর দিকে তাকিয়ে রানার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না যে এই মেয়েটাই দক্ষিণ আফ্রিকান এজেন্টদের দিকে শটগান তাক করে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করেছিল। রানার কাছে এখনও সে অদ্ভুত এক নারী, রহস্যের একটা আধার—সেই সঙ্গে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার মত রূপসীও বটে।

চিতাবাঘটার সঙ্গে লেগে থাকার তার এই অটল জেদই শুধু দু'জনকে এক করে রেখেছে। রানা উপলব্ধি করে, এটা ডারবির সাধনা। ওর খুব দেখার ইচ্ছে, এই সাধনায় ডারবি সফল হয় কিনা।

চারদিনের দিন সকালে ছকটা হঠাৎ করেই বদলে গেল। রোজকার মত নাস্তা খেয়েই ডেকানকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ডারবি। দু'ঘণ্টা পর ট্রাকের চাকা পরীক্ষা করছে রানা, ফিরে এল ওরা। রানা ভাবল, তাহলে বোধহয় নতুন ছাপ পাওয়া গেছে। তারপর সরাসরি ওর সামনে এসে দাঁড়াল ডেকান। 'মানুষ, স্যার,' বলল সে।

স্থির হয়ে গেল রানা, চাকার পাশে ধীরে ধীরে সিধে হলো। 'কোন্

দল?'

'না, স্যার।' মাথা নাড়ল ডেকান। 'দুটোর একটাও নয়। হলুদ মানুষ, স্যার—বুশম্যান।'

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা, স্বস্তিবোধ করল। 'কোথায় দেখলে?'

'আন্দাজ দেড় মাইল পশ্চিমে।' হাত তুলে পশ্চিম দিকটা দেখাল ডেকান। 'আমরা বেরুবার সময় ঠিক করি আজ অন্য দিকটা দেখব, সেজন্যেই পশ্চিমে রওনা হই। ঝোপের ভেতর ফাঁকা একটা জায়গায় বেরিয়ে আসি, ছোট দুটো শেলটার দেখতে পেলাম। লোকজন নেই, আমাদের আওয়াজ পেয়ে ছুটে পালিয়েছে। তবে চামড়া আর তামাক দেখে বুঝলাম এখানে তারা খানিক আগেও ছিল। চার-পাঁচ জোড়া পায়ের দাগ রয়েছে, সব তাজা।'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা। তারপর ট্রাকের পিছন দিকে চলে এল। চিনি ভরা দুটো ছোট ব্যাগ আর কয়েক প্যাকেট সিগারেট বের করে ধরিয়ে দিল ডেকানের হাতে। 'চেষ্টা করে দেখো ডেকে কাছে আনতে পারো কিনা। বলো এরকম আরও অনেক আছে আমাদের।'

জিনিসগুলো নিয়ে দ্রুত চলে গেল ডেকান।

'কি করতে চাইছ তুমি?' ধীর পায়ে হেঁটে রানার পাশে চলে এসেছে ডারবি।

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'বুশম্যানদের সম্পর্কে কতটুকু কি জানো তুমি?'

'সামান্যই জানি। এখনও দেখিনি, তবে জানি যে ওরা যাযাবর। এক কালে বিরাট এক উপজাতি ছিল, সংখ্যায় কমে গিয়ে অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। আজ পর্যন্ত একজনও চোখে পড়েনি, তাই ধরে নিয়েছিলাম ওরা বোধহয় নেই-ই।'

'উপজাতি নয়, জাতি,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, সংখ্যায় তারা কমে গেছে...।'

বুশম্যানদের সম্পর্কে ডারবিকে বলল রানা। আকারে খুব ছোট ওরা, ঠিক যেন বাচ্চা ছেলেমেয়ে। এপ্রিকট ফলের মত গায়ের রঙ, উঁচু চোয়াল, মঙ্গোলদের সঙ্গে মিল আছে চেহারায়। কালো মানুষরা তো এদিকটায় এসেছে এই সেদিন, তারও শত শত বছর আগে মহাদেশটার দক্ষিণ অর্ধাংশের পুরোটা জুড়ে বসবাস করত তারা। বাস করত ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, পরস্পরের প্রতি ছিল অঢেল ভালবাসা, একজন তার জিনিস নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে দিত অপরজনকে। তারা ছিল যেমন নম্র তেমনি ভদ্র; ঋতু, বৃষ্টি, সূর্য আর চাঁদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে শিকার করত বটে, তবে পশুদের সঙ্গে তাদের দয়া-মায়ার একটা সম্পর্কও ছিল। বন্ধু, ভাই আর আত্মীয়দের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ ছিল তারা, এত মধুর ছিল তাদের সম্পর্ক, মানুষের অন্য কোন সমাজে যা কখনও দেখা যায়নি।

প্রথমে ওরা সংখ্যায় ছিল প্রায় দশ লাখের মত। তারপর উত্তর থেকে এল কালো উপজাতি বান্টুরা, এসেই গোগ্রাসে গিলে ফেলার মত দখল করে নিতে শুরু করল জমি। আরও পরে এল সাদা চামড়ার লোকজন, বান্টুদের চেয়েও নিষ্ঠুর আর লোভী। বুশম্যানরা শক্তিধর এই দু'দলের মাঝখানে পড়ে ছোট হতে শুরু করল আকারে। মানুষ নয়, তাদেরকে গণ্য করা হলো পশু হিসেবে। খেলার ছলে, আনন্দ পাবার জন্যে, গুলি করে মারা শুরু হলো তাদের। তাদের জমি বা এলাকা ছিল অচিহ্নিত, সীমানাবিহীন; সব কেড়ে নিয়ে পরিষ্কার করা হলো। নিজ বাসভূমে নিহত হলো তারা, অল্প কিছু যারা বাঁচল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পালিয়ে চলে এল কালাহারির গভীরে—কালাহারি এমন বৈরী আর নির্দয় মরুভূমি, কালো বা সাদা চামড়ার লোক তাদের পিছু নিতে সাহস পেল না।

কিভাবে যেন এই প্রতিকূল পরিবেশেও টিকে গেল বুশম্যানরা। প্রতি বছরই কমে যাচ্ছে, তবে এখনও একেবারে অস্তিত্ব হারায়নি। সোয়ানা উপজাতির লোকজন তাদের সুন্দরী মেয়েদের কিনে আনে, রেখে দেয়

ক্রীতদাসী হিসেবে। শেষ যে এলাকায় তারা শিকার করত সেটা তুলে দেয়া হয়েছে সাফারির জন্যে কনসেশন কোম্পানীগুলোর হাতে। এমনকি মরুভূমির কিনারা পর্যন্ত দখল করা হয়েছে, সেচের মাধ্যমে ঘাস ফলানোর আওতায় আনার জন্যে।

এভাবেই, ধীরে ধীরে পরিকল্পিতভাবে প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে একটা জাতিকে। অল্প যে ক'জন আজও টিকে আছে, ফেরারি আসামীর মত পালিয়ে বেড়াতে হয় তাদের।

'দুঃখজনক, অমানবিক,' বলল রানা। 'তবে কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি। ঘড়ির কাঁটা পিছন দিকে ঘোরাবার সাধ্য কারও নেই। ওরা তোমার চিতাবাঘের মত নয়, ডারবি। সোয়ানাদের সঙ্গে মেলামেশা করছে ওরা। আরও পনেরো-বিশ বছর যেতে দাও, খাঁটি রক্ত আছে এমন বুশম্যান একটাও তুমি খুঁজে পাবে না।' একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'তোমার ভাগ্য বলতে হবে, ওদের একটা গ্রুপকে দেখতে পেয়েছ।'

'বুঝলাম,' বলে ডারবিও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর সে জানতে চাইল, 'তুমি কি ভাবছ ওরা আমাদের কোন উপকারে আসবে?'

'ডেকান খুব ভাল একজন ট্র্যাকার,' বলল রানা। 'তবে বুশম্যানরা…ওদের কোন তুলনা হয় না। শুধু শিকার করে বেঁচে থাকে তো, পশুদের অনেক গুণ আর বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেছে। আমরা যেখানে পায়ের ছাপ দেখতে পাব না, ওরা পাবে। এত অস্পষ্ট গন্ধ, আমরা পাচ্ছি না, ওদের নাকে ঠিকই ধরা পড়বে। বললেও সম্ভব বলে বিশ্বাস করবে না তুমি—শূন্যতার ভেতর অনেক জিনিস স্পর্শ করতে পারে ওরা, সেরকম বৃষ্টি আর বাতাসের ভেতরও। ডেকান যদি ডেকে আনতে পারে ওদের, জানা যাবে কোথায় আছে চিতাবাঘ।'

ডারবি আর রানা ট্রাকের পাশে বসে অপেক্ষায় থাকল। তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। তারপর দৃষ্টিপথে আবার দেখা গেল ডেকানকে। ক্যাম্প

ঘিরে থাকা নিচু ঝোপের ভেতর দিয়ে হেঁটে এল সে, ওদের মত বসে পড়ল—ওদের সঙ্গে ট্রাকের ছায়ায় নয়, কয়েক গজ দূরে খোলা জায়গায়, মধ্য গগনের সূর্যের নিচে সাদা বালি যেখানে জ্বলছে।

'আমি মাঝখানে থাকব,' শান্ত, নিচু গলায় বলল রানা। 'তুমি বসবে আমার ডানে।'

দাঁড়াল ওরা, ডেকানের দিকে এগোল। খোলা জায়গায় পাশাপাশি বসে থাকল তিনজন। বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে গেল। কিছুই ঘটছে না। রোদে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। একটু বাতাস নেই, চারদিকের ঝোপ স্থির হয়ে আছে। মাথায় ওপর জ্বলন্ত আকাশ। রানা অনুভব করল, আড়াল থেকে ওদেরকে লক্ষ করা হচ্ছে। স্থির ঝোপের কোথাও থেকে, ছোট ছোট চোখে পলক নেই। ওদেরকে দেখছে, ট্রাকটাকে দেখছে, বোঝার চেষ্টা করছে ওরা বন্ধু, না কি শত্রু।

তারপর এক দিকের ঝোপ ফাঁক হয়ে গেল। ডালপালাগুলো এমন নিঃশব্দে নড়ল, কয়েক সেকেণ্ড কেটে যাবার পর রানা দেখতে পেল ওখানে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার আগে কিছু টেরই পায়নি। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে গুঁড়ি মেরে বসে থাকল সে। খুদে একজন মানুষ, পাখির মত সরু হাড়, চামড়ায় সোনালি আভা। শুধু কোমরে সামান্য কাপড়, বাকি শরীর খালি। কাঁধের কাছে খাড়া হয়ে রয়েছে কয়েকটা তীর, হাতে একটা ধনুক।

পকেটে হাত ভরে এক প্যাকেট সিগারেট বের করল রানা, ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে। খপ করে ধরে ফেলল লোকটা, তারপর হাততালি দিল—সংক্ষেপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাই তাদের রীতি। তারপর আগের মতই নিঃশব্দে আরও একজন লোক বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে। তাকেও এক প্যাকেট সিগারেট দিল রানা। এই লোকটাও তীক্ষ্ণ শব্দে একবার হাততালি দিল। অপেক্ষা করছে রানা, কিন্তু আর কেউ ঝোপ থেকে বেরুল না।

'ওদেরকে এখানে আসতে বলো,' ডেকানকে নির্দেশ দিল ও।

ডাকল ডেকান, লাফ দিয়ে সিধে হলো লোক দু'জন, ফাঁকা জায়গাটুকু এক ছুটে পেরিয়ে এল। নয় বছরের বাচ্চাদের মত খাটো তারা। কাছাকাছি এসে গুঁড়ি মেরে বসেছে, রানা আন্দাজ করল, প্রথম লোকটার বয়স হবে ত্রিশ, দ্বিতীয় লোকটার কিছু কম।

'ওদেরকে তুমি কি বলেছ?' জানতে চাইল ও।

'বলেছি ছাপ খুঁজছি আমরা, স্যার,' জানাল ডেকান। 'বলেছি ওরা যদি আমাদের সঙ্গে কিছুটা সময় থাকে, অনেক জিনিস উপহার পাবে।'

'ঠিক আছে। আগে ওদেরকে দেখাও কিসের ছাপ অনুসরণ করছি আমরা।'

বুশম্যান দু'জনের সঙ্গে আবার কথা বলল ডেকান, তারপর ওরা পাঁচজনই উঠে দাঁড়াল। বালির বিস্তৃতি লক্ষ্য করে হাঁটছে ওরা, লোক দু'জন আবার আগের মত হালকা পায়ে ছুটল। ছাপগুলোর কাছে পৌঁছে থামল সবাই। বালির ওপর হাঁটু গেড়ে পরীক্ষা করল তারা ছাপগুলো, তারপর নিজেদের মধ্যে দ্রুত কথা বলতে শুরু করল। দেখে মনে হলো, খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। কথার মধ্যে বিস্ময়সূচক আওয়াজই বেশি, জিভ আর টাকরা সংযোগে বিচিত্র শব্দও থাকল, আর থাকল মৃদু শিস।

'ওদের নিজেদের আলাদা ভাষা আছে,' ডারবিকে বলল রানা। 'পৃথিবীর কোন ভাষার সঙ্গে তার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ওদের একটা শব্দও আমি বুঝি না, ওরা ছাড়া আর কেউ বোঝে কিনা তা-ও বলতে পারব না। তবে ওদের মধ্যে অনেকেই সেৎসোয়ানা বলতে পারে। ডেকান হয়তো চেষ্টা করলে বোঝাতে পারবে...।'

ডেকানের দিকে তাকাল রানা। 'কি বলছে ওরা?'

লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করল ডেকান, তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, 'বলছে বিরাট একটা পশু, স্যার। মাদী চিতাবাঘ। চার রাত আগে, এক সন্ধ্যায় এখান দিয়ে হেঁটে গেছে। বলছে খুব খিদে পেয়েছিল তার, তিন কি চারদিন কিছু শিকার করেনি সে।'

'কি বলে!' ডারবির গলায় অবিশ্বাস। 'চারদিনের পুরানো ছাপ দেখে

বলে দিচ্ছে…?'

রানার ঠোঁটে মৃদু হাসি, মাথা ঝাঁকাল। 'আরও অনেক কিছু বলতে পারবে। আকৃতি, বয়েস, কি ভাবছিল ওটা, রেগে আছে, নাকি নার্ভাস। বিশ্বাস করো, ওটার কোন নাম থাকলে তা-ও ওরা বলে দিতে পারত। তবে এখন শুধু আমরা জানতে চাই কোথায় আছেন ম্যাডাম… ।'

আবার ডেকানের দিকে ফিরল ও। 'ওদের বলো, আমাদেরকে চিতাবাঘের কাছে নিয়ে যেতে পারলে আরও সিগারেট আর চিনি পাবে, আমি ওদেরকে বড় একটা হরিণও শিকার করে দেব।'

ডেকানের মুখে প্রস্তাবটা শুনে আবার কিছু বিস্ময়সূচক ধ্বনি ছাড়ল ওরা, ঘন ঘন শিস দিল, পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরল। এক মুহূর্ত পর ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল দু'জন, পরস্পরের মাঝখানে দূরত্ব কখনই তিন ফুট ছাড়াল না—লাইমস্টোনের মেঝের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করছে।

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল। হঠাৎ দীর্ঘ শিসের আওয়াজ শোনা গেল, একশো গজ দূরে ঝোপের পিছনে এক হলো খুদে মূর্তি দুটো। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল তারা, সারাক্ষণ কথা বলছে। খানিক পর থামল, ছুটে ফিরে এল ওদের সামনে। প্রথমজন, বয়েসে বড়, মুঠোর ভেতর কি যেন একটা ধরে আছে। হাতটা রানার সামনে তুলে খুলল সে।

তাকাল রানা। লোকটার হাতের তালুতে একটা মাত্র চুল। ছোট, মিহি, চকচকে—পুরোপুরি কালো। ভাল করে দেখল ও, তারপর মুখ তুলল, তাকাল ডারবির দিকে। 'তোমার চিতাবাঘকে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে… ।'

রানার কথা শেষ হয়নি, ওকে হতভম্ব করে দিয়ে অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল মেয়েটা। হঠাৎ ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, দু'হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরে খুব জোরে চুমো খেল গালে।

# তিন

প্রচণ্ড রাগে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল, ডান হাত শক্ত করে ঘুসি মেরে বসল দেয়ালে। রক্ত গড়াতে শুরু করল আঙুলের গিঁট থেকে, চামড়া উঠে গেছে। পুরো বাহুতে ছড়িয়ে পড়ল ব্যথা, কিন্তু গ্রাহ্য করল না বারগাম। গ্রাহ্য করল না, কারণ ব্যথার চেয়ে রাগটাই বেশি—শেঙ্গির ওপর, বাকি সবার ওপর, তবে সবচেয়ে বেশি নিজের ওপর।

তার বোঝা উচিত ছিল, ওরা এ-ধরনের একটা ব্যবস্থা নেবে। সাদা চামড়ার লোক, পাল্টা আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত হয়েই থাকে। প্যারাস্যুট যোগে লোক নামায়নি, তার লোকদের কর্ডনও করেনি, কিংবা বিরাট গ্রাউণ্ড ফোর্স পাঠিয়ে হামলা করেনি। এ-সব সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখেছিল সে, বাতিল করে দিয়েছিল সবগুলো, কারণ সে জানত প্রতিপক্ষও এগুলো বাতিল করবে। এ-সবের বদলে কি করেছে ওরা? না, কোন সাদা চামড়ার লোককে পাঠায়নি, পাঠিয়েছে শ্যামলা এক বিদেশীকে, সঙ্গে দু'জন ভাড়াটে কালো। রাতের অন্ধকারে অকস্মাৎ হামলা চালিয়েছে। শেঙ্গি সতর্ক থাকলে এই হামলাও ব্যর্থ হত। ক্যাম্পের চারদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল না। শেঙ্গি একটা গাধা, গোটা ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নিয়েছিল সে। তার ধারণা ছিল কোন রকম বিপদ ঘটার সম্ভাবনা নেই। সে নিজে উপস্থিত থাকলেও হামলাটা সফল হতে পারত না।

কিন্তু জরুরী কাজ ছিল, শহরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে বারগাম। সে-ও ধরে নিয়েছিল, মুক্তিপণ হিসেবে অস্ত্র আর গোলা-বারুদ

দিতে বাধ্য কানাডা সরকার। ওগুলো কোথায় ফেলতে বলা হবে অর্থাৎ ড্রপ-সাইট বাছাই করার কাজটায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে তাকে।

আঙুলের গিঁটগুলো চুষল বারগাম, থুথু আর রক্ত ফেলল মেঝেতে, তারপর ঘুরল। করোগেটেড ছাদের নিচে ভন ভন করছে মাছি। ইঁটের দেয়ালে পলেস্তারা কবেই উঠে গেছে, ফাটল ধরেছে এখানে সেখানে, সেই ফাটল থেকে বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে প্রস্রাব ও পচা আবর্জনার গন্ধ। ধুলোর ওপর দিয়ে অন্ধকার কোণে ছুটে গেল একটা ইঁদুর। টেবিলের পিছনে একটা কাঠের বাক্সে বসে রয়েছে গামবুটি, নিঃশ্বাসের সঙ্গে জিন-এর গন্ধ বেরুচ্ছে। তার পাশে এখনও অপেক্ষা করছে বাকুতা।

তরুণ বাকুতার চেহারায় সব সময় উত্তেজনা আর উদ্বেগের ছাপ ফুটে থাকে। তবে বারগামের মতই আত্মনিবেদিত সে। শহরের বাইরে জঙ্গলের ভেতর ওদের রিসিভার আছে, সেটা অপারেট করে সে। ওই রিসিভারই ক্যাম্পের সঙ্গে বারগামের একমাত্র যোগাযোগ। সাধারণত একটা কিশোর ছেলে জঙ্গল থেকে রিপোর্ট নিয়ে আসে হপ্তায় একবার। ছেলেটা এই মুহূর্তে দরজার বাইরে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু আজ সকালে রেডিও মেসেজ পেয়ে ঘাবড়ে যায় বাকুতা, তাই নিজেই ছুটে চলে এসেছে।

কানাডা সরকার একটা জুয়া খেলেছে জিতেও গেছে—ভদ্রমহিলাকে ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। কিন্তু তারপর নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। সেটা এমন অদ্ভুত আর অপ্রত্যাশিত, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না বারগাম। 'এ-সব তুমি সরাসরি শেঙ্গির কাছ থেকে শুনেছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জ্বী,' বলল বাকুতা। 'সে রিলে করেনি, খোলা লাইনে সরাসরি কথা বলেছে।'

'সে নিশ্চিত, পুরোপুরি নিশ্চিত, এর অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই?'

মাথা নাড়ল বাকুতা। 'বলছে নেই।'

হামলায় দু'জন লোক মারা গেছে, আহত হয়েছে আরও দু'জন। তবে শেঙ্গি, বারগামের ডেপুটি, বাকি লোকদের নিয়ে পালাতে পেরেছে। গোলাগুলি থামার পর কয়েক ঘণ্টা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে ছিল তারা। তারপর দুপুরের দিকে সাবধানে ফিরে আসে ক্যাম্পে।

ক্যাম্পে পাওয়া যায়নি মিস ডারবিকে। তবে প্যানের ওপর পায়ের দাগ দেখে শেঙ্গি বুঝতে পারে, তাঁকে উদ্ধার করার জন্যে মাত্র তিনজন লোক এসেছিল। পায়ের ছাপগুলো দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। অনুসরণ করার কথা ভেবেছিল শেঙ্গি, তবে চিন্তাটা বাতিল করে দেয়। বাতিল করে সঙ্গত কারণেই। সবাই তারা শহুরে আফ্রিকান, ট্র্যাকিং-এর কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়া, হামলায় তিনজন লোক অংশগ্রহণ করলেও, হামলাকারীরা হয়তো তাদের ব্যাক-আপ টিমের কাছে ফিরে যাচ্ছে—সেটা হয়তো আরও বড় একটা দল, কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করছে। এ-সব কথা ভেবেই পিছু নেয়নি সে। রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করার সময় বেঁধে দেয়া আছে, তখনও আটচল্লিশ ঘণ্টা বাকি। ক্যাম্প থেকে যতুটুকু পারা যায় রসদ নিয়ে আবার ঝোপের ভেতর ফিরে আসে তারা, ক্যাম্পের ওপর নজর রাখার জন্যে দু'জনকে রেখে।

দু'দিন পর, রেডিও কল আসার ঠিক আগে, তারা দু'জন ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে। ক্যাম্পে একটা ট্রাক দেখা গেছে, চালিয়ে এসেছেন সেই ম্যাডাম অর্থাৎ মিস ডারবি, পাশে একজন কালো লোক। ট্রাকের পিছনে আরেকজন লোককে দেখা গেছে, শ্যামলা—দেখে মনে হয়েছে জ্ঞান নেই। ঝোপের কিনারায় গা ঢাকা দিয়ে কি ঘটে দেখার জন্যে অপেক্ষা করে তারা। কালো লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্প থেকে তাঁবু ও অবিশিষ্ট রসদ সংগ্রহ করেন ম্যাডাম, তারপর ট্রাক নিয়ে চলে যান যেখানে শেষবার দেখা গিয়েছিল চিতাবাঘটাকে।

'ঠিক আছে,' বলল বারগাম। 'সেটের কাছে ফিরে যাও, শেঙ্গিকে বলো খোলা লাইনের পাশে যেন দাঁড়িয়ে থাকে। এক ঘণ্টার মধ্যে

তাকে আমি নির্দেশ পাঠাব। ছেলেটাকে বলো, নেকটারকে ডেকে দিক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল বাকুতা।

মেঝেতে পায়চারি শুরু করল বারগাম। কি করা যায় ভাবছে। আন্দাজ করার চেষ্টা করছে আসলে কি ঘটেছে। বিদেশী লোকটাকে সাপে কামড়াতে পারে, কিংবা হয়তো কোন দুর্ঘটনার শিকার। সাপের কথা মনে পড়তে গা শিরশির করে উঠল তার। কিন্তু গ্যাবোরোন বা মরুভূমির কিনারায় কোন গ্রামের দিকে যাচ্ছে না কেন তারা? তাছাড়া, হামলা করার সময় তিনজন লোক ছিল, বাকি লোকটা কোথায় গেল? হতে পারে ট্রাক আসলে দুটো ছিল, একটা নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেছে সে। কিন্তু তাহলে অসুস্থ বিদেশী লোকটা দ্বিতীয় ট্রাকে না থেকে প্রথম ট্রাকে রয়েছে কেন, যে ট্রাকটা ফেরত এল কালাহারিতে? মিলছে না, কোনভাবেই মেলানো যাচ্ছে না। অবশেষে হাল ছেড়ে দিল বারগাম। সে শুধু জানে শেঙ্গির ধারণাই ঠিক—মিস ডারবি আবার তাঁর চিতাবাঘের পিছু নিয়েছেন।

'আমাকে দেখাও এখন তারা কোথায় আছে...।' টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল বারগাম।

ঢেকুর তুলল গামবুটি, ম্যাপটার ভাঁজ খুলে কাঁপা আঙুল রাখল এক জায়গায়। 'ক্যাম্পটা এখানে,' বলল সে। 'তবে ধরে নিতে হবে চিতাবাঘটার পিছু নিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছে ওরা। ঠিক বলতে পারছি না, তবে সম্ভবত এখানে কোথাও আছে।' ফাঁকা মরুভূমির আরেক জায়গা স্পর্শ করল আঙুল দিয়ে।

'আর তারা যদি এভাবে উত্তর দিকে যেতেই থাকে?'

'আরও দুশো মাইল গেলে মাউনে পৌঁছুবে,' বলল গামবুটি।

'কি রকম জায়গা সেটা?'

কাঁধ ঝাঁকাল গামবুটি। 'ডেল্টার কিনারায় ছোট্ট একটা শহর। সাদা চামড়ার লোকজন হবে শ দুয়েক, গ্যাস স্টেশন আছে, মুদি দোকান

আছে, দু'চারটে বারও আছে, আর আছে কয়েকটা কনসেশন কোম্পানীর হেডকোয়ার্টার··· ।'

'হুম,' গম্ভীর আওয়াজ করল বারগাম।

'তুমি কি তোমার ম্যাডামকে আবার জিম্মি করার কথা ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল গামবুটি।

বারগাম জবাব দিল না।

গামবুটি কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর আবার বলল, 'শোনো তাহলে, বারগাম। মাউনে মানুষ, ফার্ম, কুকুর, গরু-ছাগল, ট্রাক ইত্যাদি আছে। মাউনের পর, ওপারে, পানি পাবে তারা, দ্বীপ পাবে—যদিও সাংঘাতিক দুর্গম, তাদের পালিয়ে বেড়াতে সুবিধেই হবে। তুমি যদি ম্যাডামকে আবার ধরতেই চাও, ধরতে হবে মাউনে পৌঁছুনোর আগেই। একবার যদি ডেল্টায় পৌঁছুতে পারে, তাকে তুমি কোনদিনই খুঁজে পাবে না।'

কথা শেষ করে জিনের বোতলটা টেবিল থেকে তুলে নিল সে। এই সময় দরজায় শব্দ হলো।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বারগাম।

ভেতরে ঢুকল নেকটার। তার নড়াচড়া সব সময় ধীর, কথা বলে খুব কম, মুখে দাড়ি। শক্ত-সমর্থ কাঠামো, চোখ দুটো একজন ফ্যানাটিকের। বারগামের ধারণা, তার দলে নেকটারই সবচেয়ে যোগ্য লোক। প্ল্যানটা যখন তৈরি করা হয় তখন যদি তাকে পাওয়া যেত তাহলে শেঙ্গিকে ওখানে পাঠাতই না সে। নেকটার সে সময় কেপটাউনে দাঙ্গা লাগাতে ব্যস্ত ছিল।

'বিপদে পড়েছি, বুঝলে,' বলল বারগাম। 'তবে উদ্ধার পাবার একটা উপায় এখনও বোধহয় আছে··· ।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল নেকটার। কেপটাউন থেকে ফেরার পর অপারেশনটা সম্পর্কে তাকে বলেছে বারগাম, আর আজ সকালের ঘটনা ছেলেটার কাছ থেকে শুনেছে সে।

‘ওখানে পৌঁছুতে কি রকম সময় লাগবে ওর?’ গামবুটির দিকে তাকাল বারগাম।

ম্যাপটার ওপর আবার চোখ রাখল গামবুটি। ‘পথে যদি কোন ট্রাকের লিফট পায়, চব্বিশ ঘণ্টা লাগবে। মানে ঘাঞ্জি রোডে পৌঁছুতে আর কি। ওদেরকে খুঁজে বের করতে হলে আরও একশো মাইল মরুভূমি পাড়ি দিতে হবে ওকে।’

‘গোটা ব্যাপারটা এখন তোমাকে সামলাতে হবে,’ নেকটারের দিকে ফিরে বলল বারগাম। ‘রেডিওতে নির্দেশ দিচ্ছি শেঙ্গিকে, তার দু’জন লোক ঘাঞ্জিতে দেখা করবে তোমার সঙ্গে। রাস্তা থেকে একটা ট্রাক যোগাড় করে নিয়ো…ট্রাক না পাও তো অন্য কিছু। তারা তোমাকে শেঙ্গির কাছে নিয়ে যাবে। তাকে নির্দেশ দিচ্ছি, সে ওই মহিলার পিছনে থাকবে। ওরা আস্তে-ধীরে এগোচ্ছে, চাকার দাগ থাকায় পিছু নিতে অসুবিধে হবে না। শোনো…।’

কিভাবে কি করতে হবে সব বুঝিয়ে দিল বারগাম, বিশদভাবে। ব্যাখ্যা শেষ করার পর কর্কশ গলায় বলল, ‘ওই মহিলাকে আমার চাই, বুঝতে পারছ? শেঙ্গির কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তাঁকে তুমি যেভাবে পার আটক করবে। তাঁর সঙ্গে একজন বিদেশী আর একজন কালো আফ্রিকান আছে শুধু, তোমার জন্যে কোন সমস্যাই নয়। মহিলাকে পাবার পর ওদেরকে তুমি কচু-কাটা করবে…।’

থামল বারগাম। রাগে ও ঘৃণায় কাঁপছে সে। পরিস্থিতিটা হঠাৎ করে বদলে গেছে। কালাহারিকে এখন তার একটা রণক্ষেত্র বলে মনে হচ্ছে। যে মহিলার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও মোহ ছিল, তিনি এখন ওর বিরুদ্ধে চলে গেছেন, চ্যালেঞ্জ করছেন ওকে। মহিলার কাছে একটা অস্ত্র আছে, সেটা তিনি ব্যবহার করছেন। এই অস্ত্রটা দিয়েই তিনি ওকে বোকা বানিয়েছেন, ঠকিয়েছেন, ব্ল্যাকমেইল করেছেন। অস্ত্রটা হলো তাঁর চিতাবাঘ।

মুঠো দুটো শক্ত হয়ে উঠল বারগামের, মাংসের ভেতর ডেবে গেল

নখ। ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিল সে। তারপর শান্ত সুরে নির্দেশ দিল, 'ওটাকেও তুমি মেরে ফেলবে...চিতাবাঘটাকে।'

মোটা ঘাড় ও চওড়া কাঁধের ওপর ছোট্ট মাথাটা দোলাল নেকটার। অলসভঙ্গিতে চোখের পাতা ফেলল, তারপর আরেকবার মাথা ঝাঁকাল।

## চার

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে হন হন করে আস্তাবলের দিকে এগোল ইভা পুনম। খবর যে খুব খারাপ, বুঝতে পেরেছে সে। বুড়ি চাকরানী মানজুয়েলা তেমন কিছুই তাকে বলেনি, শুধু বলেছে ঘাঞ্জির কাছাকাছি তাদের একটা র‍্যাঞ্চ থেকে এক লোক তার জন্যে জরুরী একটা খবর নিয়ে এসেছে। মানজুয়েলা হয়তো জানেই না খবরটা কি, কিন্তু পুনমের মত সে-ও বুঝে নিয়েছে খুব খারাপ কোন খবরই হবে। কিছু বলার দরকার পড়ে না, কালো লোকগুলোর হাবভাব লক্ষ করলেই সব বোঝা যায়।

আস্তাবলের সামনের উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। তাকে দেখে আরও নিশ্চিত হলো পুনম। খারাপ খবর না হলে এরকম মাথা নিচু করে থাকত না। 'কি নাম তোমার?' শান্ত গলায় জানতে চাইল সে, অভয় দেয়ার সুরে।

তাদের ফার্মে কয়েক শো লোক কাজ করে, তাদের প্রায় সবাইকেই চেনে পুনম, কারণ বেতন দেয়া থেকে শুরু করে তাদের ভাল-মন্দ সবই দেখতে হয় ওকে। তবে কিছু লোক আছে চুক্তিতে কাজ করে, আজ আছে কাল নেই, তাদের অনেককে পুনম চেনে না। ওর মনে হলো, এই

লোকটাকে আগে কখনও দেখেনি সে।

'বাউলুসি, ম্যাডাম।'

লোকটার দিকে ভাল করে তাকাল পুনম। পরনে শুধু একটা হাফ-প্যান্ট, খালি পা। মুখটা চওড়া, কপাল থেকে ঘাম গড়াচ্ছে। কান দুটো ছোট আর চ্যাপ্টা। চেহারাই বলে দেয়, সোয়ানা গোত্রের লোক। 'তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও?'

'জ্বী, ম্যাডাম।'

'কি?'

মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল বাউলুসি।

'বলো!' তাগাদা দিল পুনম, আশ্বাস দেয়ার সুরে।

'ঘাঞ্জির ওদিকে লোকজন অনেক খারাপ কথা বলছে।'

'তুমি ঘাঞ্জি থেকে এসেছ?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম।'

'তারমানে উত্তরে কাজ করো তুমি, আমাদের র‍্যাঞ্চে?'

'জ্বী, ম্যাডাম।'

'কি খারাপ কথা বলছে তারা?'

'আমার জানা নেই, ম্যাডাম। কারণ সে-সব কথায় আমার কোন কাজ নেই। আমি শুনি আর ভুলে যাই। কিন্তু তারপর এক ছোকরা এসে জিনিসটা দিয়ে গেল আমাকে। ভাবলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার কাছে এটা পৌঁছে দেয়া দরকার।' বেল্টে আটকানো লেদার পাউচে হাত ভরল সে, কি যেন একটা বের করে বাড়িয়ে ধরল পুনমের দিকে।

জিনিসটা নিল পুনম, সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল। চকচকে তামার একটা চেইন, কব্জিতে পরার জন্যে। বাউলুসির কব্জিতেও একটা রয়েছে, হুবহু একই রকম দেখতে। ওর বাবা কৃষ্ণ আদভানি নন, পুনমই তার কাজের লোকদের সবাইকে একটা করে দিয়েছিল এই চেইন। দিতে হয়েছিল প্রয়োজনে। গোটা এলাকায় গরু চোর গিজগিজ করছে, নিজেদেরকে শ্রমিক বলে পরিচয় দিয়ে ফার্ম ও র‍্যাঞ্চে ঢুকে পড়ে তারা।

এটা বন্ধ করার জন্যেই নিজের লোকদের সনাক্ত করার এই পদ্ধতিটা গ্রহণ করে পুনম। পরে অবশ্য কাজের লোকদের মধ্যে চেইনটা মান-মর্যাদার প্রতীক হয়ে ওঠে।

চেইনের গায়ে খোদাই করা নামটা দেখে পুনমের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। চেইনটা নিকেলের! 'এক ছোকরা দিয়েছে তোমাকে? কোথায় পেল সে?'

'বলল, আরেক ছোকরার কাছে, ম্যাডাম। তাকে জিজ্ঞেস করলে বলবে, সে অন্য একজনের কাছ থেকে পেয়েছে।' আবার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল বাউলুসি। তার চেহারা বিকৃত হয়ে আছে।

কারণটা বুঝতে পারল পুনম। বাউলুসিও চেইনের নামটা দেখেছে। তার মত সে-ও জানে, নিকেল বা অন্যেরা কোন অবস্থাতেই কব্জি থেকে চেইন খুলবে না। আর না খুললে হারাবার প্রশ্ন ওঠে না। তারমানে চেইনটা নিকেল হারিয়ে ফেলেনি, তার আর চেইনের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে অন্য কোন কারণে। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য একটা কারণই আছে। 'কি ঘটেছে আমাকে বলো,' তীক্ষ্ণ হলো পুনমের কণ্ঠস্বর। একটা হাত বাড়িয়ে বাউলুসির কাঁধ ধরে ঝাঁকাল। 'সব কথা বলো আমাকে! আমি সবটুকু শুনতে চাই।'

'ম্যাডাম, আমি জানি না। লোকজন বলাবলি করছিল, র‍্যাঞ্চের পুবদিকে মরুভূমিতে নাকি বিরাট বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। সাদা মানুষ, কালো মানুষ, দু'দলে। এর মধ্যে নিকেল ছিল কিনা আমি বলতে পারব না। তারপর ছোকরাটা এল। আমি ভাবলাম, নিকেল নিশ্চয়ই মারা গেছে। তাই আপনাকে খবর দিতে ছুটে এসেছি...।'

'আর কি জান তুমি?' চিৎকার করছে পুনম। 'আর কেউ মারা গেছে?'

'আমি জানি না, ম্যাডাম।' চোখ তুলে তাকাল বাউলুসি, পানিতে ভরে গেছে; মুখের পেশী কাঁপছে। 'যা জানি সব আপনাকে বলেছি।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল পুনম, তারপর বাউলুসির কাঁধ ছেড়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। এবার বলো, এখানে এলে কিভাবে?'

'ছোকরা কাল দুপুরে এসেছিল, ম্যাডাম। আমাদের একটা ট্রাকে চড়ে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে যাই আমি, সারারাত ট্রাক চালিয়ে এখানে পৌঁচেছি।'

'তুমি জানো আমাদের স মিল কোথায়?'

'জানি, ম্যাডাম।'

'ওখানে গিয়ে জেমস-এর সঙ্গে দেখা করো, তাকে বলবে আমি তোমাকে দু'হপ্তার বেতন বেশি দিতে বলেছি। ওখানেই অপেক্ষা করবে, তোমাকে পরে আমার দরকার হতে পারে।'

মাথা কাত করে চলে গেল বাউলুসি।

দুপুরের কড়া রোদ গা পুড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু খেয়াল করল না পুনম। তার ঠাণ্ডা আর অসুস্থ লাগছে। নিকেল আর ডেকান, ছোটবেলায় ওদের দু'জনের কোলে-পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছে সে। নিকেলদের কুঁড়েঘরে বসে কতবার খাওয়াদাওয়া করেছে। আঠারো বছর বয়েসে ফার্ম আর র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব দেয়া হয় তাকে, নিকেল আর ডেকান সাহায্য করতে রাজি না হলে এই দায়িত্ব নিতই না সে। ওদের দু'জনের মত বিশ্বস্ত লোক তাদের ফার্মে আর আছে কিনা সন্দেহ। আস্তাবলের সামনে থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। ডেকান! মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে ডেকানকেও তো পাঠিয়েছিল! সে কেমন আছে? আর মাসুদ ভাই?

বাড়ির ভেতর ঢুকে ড্রইংরূমে বসল পুনম। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। কি বলেছিলেন মাসুদ ভাই? কেউ একজন তাকে লাইসেন্স ফিরে পাবার সুযোগ দিয়েছে। ব্যস, এইটুকু, সব কথা খুলে বলেননি। তবে অনুরোধ করেছিলেন, কেউ যেন কথাটা জানতে না পারে। ব্যাপারটা যদি অফিশিয়াল কিছু হয়ে থাকে, গোপনীয়তার দরকার হবে কেন?

বন্দুকযুদ্ধ? মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে? মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে কার? শ্বেতাঙ্গদের? কি নিয়ে যুদ্ধ? মাসুদ ভাই কালাহারিতে কি করছেন?

অসংখ্য প্রশ্ন, এর যেন কোন শেষ নেই। অসহায় বোধ করছে পুনম। একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, মাসুদ ভাই সাংঘাতিক কোন বিপদে পড়েছেন, তাঁর সঙ্গে ডেকানও। ওঁদের হয়তো সাহায্য দরকার।

বেল বাজিয়ে মানজুয়েলাকে ডাকল পুনম। 'দেখে এসো তো বাবা কি করছে। লোকজন না থাকলে বলবে আমি আসছি।'

দশ মিনিট পর, বাবার অফিসে বসে আছে পুনম। চেইনটা নেড়েচেড়ে দেখলেন কৃষ্ণ আদভানি, কোন কথা না বলে মেয়ের সব কথা শুনলেন, তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলেন চুপচাপ।

বাবার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে বিচলিত বোধ করল পুনম। তার মনে হলো, বাবা যা জানেন সে তা জানে না।

'ছেলেটাকে সাহায্য করতে চেয়ে আমি বোধহয় তার ক্ষতিই করে ফেলেছি রে, মা!'

বাবার কথায় সংবিৎ ফিরল পুনমের। 'কেন, বাবা? এ-কথা কেন বলছ?'

'রানা আমাকে বলল, তার এক বন্ধুর জন্যে কিছু অস্ত্র দরকার—দুটো স্মাইজার আর একটা অটোমেটিক রাইফেল। খুবই বিপজ্জনক অস্ত্র, পুনম। রানাকে আমি চিনি, ভেবেছিলাম ওগুলোর অপব্যবহার হবে না। কিন্তু একবারও ভেবে দেখিনি যে ওগুলো ওর জন্যে বিপদ ডেকে আনতে পারে...।'

শক্ত হয়ে উঠল পুনমের শরীর। বন্ধু মানে রানা নিজে, কোন সন্দেহ নেই। পুনমের চাচাতো ভাই খুন হবার পর এ-বাড়িতে প্রচুর অস্ত্র আনা হয়, সেই থেকে সে-সব ব্যবহার করতেও শিখেছে সে। মাসুদ ভাই যেদিন ওর কাছ থেকে একটা ট্রাক ও নিকেল আর ডেকানকে ধার হিসেবে চাইলেন, সেদিন কথাচ্ছলে এ-কথাও বলেছিলেন যে বাবার কাছ থেকে কিছু অস্ত্রও তিনি চেয়েছেন। পুনম তখন ব্যাপারটাকে গুরুত্ব

দেয়নি, ভেবেছিল হান্টিং রাইফেল আর শটগানই দরকার তাঁর। কিন্তু স্মাইজার আর অটোমেটিক রাইফেল স্পোর্টিং গান নয়, ওগুলো সামরিক অস্ত্র, অথচ কালাহারিতে কোন যুদ্ধ হচ্ছে না।

চেয়ার ছেড়ে অফিস কামরায় পায়চারি শুরু করেছেন কৃষ্ণ আদভানি। পুনম জানতে চাইল, 'তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস করোনি, অস্ত্রগুলো কেন দরকার?'

'না, ওখানেই তো ভুল হয়েছে আমার। চিন্তাটা আমার মাথায় আসে, তবে অনেক পরে।' পায়চারি থামিয়ে আবার চেয়ারে বসলেন কৃষ্ণ আদভানি। 'খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে রানার বন্ধুর পরিচয় জানতে পারি, সেই সঙ্গে বুঝতে পারি রানাকে আমি সাংঘাতিক বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি। অস্ত্র দেয়ার কথা কাউকে আমি জানাইনি, বিভিন্ন লোকজনকে প্রশ্ন করি বতসোয়ানায় কোথায় বা কেন এ-ধরনের অস্ত্র দরকার হতে পারে।' মুখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন তিনি। 'তুই কি ডেকা বারগামের নাম শুনেছিস?'

মাথা ঝাঁকাল পুনম।

'ভয়ংকর এক লোক।' কৃষ্ণ আদভানি শিউরে উঠলেন। 'দক্ষিণে গুজব শোনা গেছে, এদিকে একটা হামলা চালিয়েছে সে। হামলা চালিয়ে এক ভদ্রমহিলাকে জিম্মি করেছে, আটকে রেখেছে জঙ্গলে।'

'ভদ্রমহিলাকে?'

'হ্যাঁ। মরুভূমিতে বুনো প্রাণীর ওপর গবেষণা করছিলেন তিনি। এ-কথা শুনে ভাবলাম রানার এই বন্ধু তাহলে বাস্তব সত্য, তাঁর বিপদে পড়াটাও মিথ্যে নয়। এবং হয়তো কেউ তাঁকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার প্রস্তাব দিয়েছে। রানা হয়তো জিম্মি ভদ্রমহিলাকে উদ্ধার করে দিতে রাজি হয়েছে, আর সেজন্যেই তার অস্ত্রগুলো দরকার। নিরেট কোন তথ্য নয়, এ-সবই আমার অনুমান...।'

এরকম আরও অনেক ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে, তবে পুনমের মনে হলো বাবার ব্যাখ্যা সব দিক থেকে ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষের

কেউ মাসুদ ভাইকে প্রস্তাব দিয়েছেন কনসেশন লাইসেন্স ফিরিয়ে দেয়ার। বিনিময়ে মাসুদ ভাইকে একটা কাজ করে দিতে হবে। কাজটা হলো, এই ভদ্রমহিলাকে ডেকা বারগামের হাত থেকে উদ্ধার করা। বেপরোয়া প্রকৃতির মানুষ, মাসুদ ভাই প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছেন। সেজন্যেই ওর কাছ থেকে নিকেল আর ডেকানকে চান তিনি, বাবার কাছ থেকে চান অস্ত্র।

'কিন্তু তুমি আরও খোঁজ-খবর করোনি কেন?' জানতে চাইল পুনম। 'মাসুদ ভাই বা তাঁর বন্ধু, যিনিই জিম্মিকে উদ্ধার করতে যান, তাঁর তো জানতে হবে কোথায় তাকে আটকে রাখা হয়েছে, তাই না? মাসুদ ভাই বা তাঁর বন্ধুকে যিনিই প্রস্তাবটা দিয়ে থাকুন, তিনি তো তথ্যটা অবশ্যই জানেন। জানার জন্যে তুমি তাঁর কাছে লোক পাঠাওনি কেন?'

'তিনি আমাকে বলবেন কেন? গোটা ব্যাপারটা অস্বীকার করবেন তিনি। আরও খোঁজ-খবর নেইনি, কথাটা ঠিক নয়, পুনম।'

'কি জেনেছ বলো আমাকে।'

'কেন?' ভুরু কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকালেন কৃষ্ণ আদভানি। 'এ-সব কথা জেনে তুই কি করবি?'

'এটা তোমার কি রকম প্রশ্ন হলো?' পুনমের গলায় মৃদু তিরস্কার। 'এ-কথা নিশ্চয়ই তোমাকে মনে করিয়ে দেয়ার দরকার নেই যে আমরা সবাই, আমাদের গোটা পরিবার তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ?'

'না-না, ছি ছি! কি বলছিস! ওর ঋণ আমরা কোনদিন শোধ করতে পারব না। আমি শুধু জানতে চাইছি, তুই কি করবি বলে ভাবছিস।'

'আমি একটা মেয়ে, কিই-বা করতে পারি,' ম্লান গলায় বলল পুনম, নিজেকে সাবধান করে দিল: তোর অভিনয়ে ত্রুটি থাকলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে, বাবা তোকে বন্দী করে রাখবে বাড়ির ভেতর। 'কি করা উচিত বোঝার জন্যে এ-সব জানতে চাইছি আমি। যদি কিছু করার সিদ্ধান্ত হয়, আমাদের তো লোকজনের অভাব নেই, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন কৃষ্ণ আদভানি। 'ঠিক এভাবে আমি চিন্তা করিনি।

তুই ঠিকই বলেছিস। সত্যিই তো, রানার বিপদে আমাদের চুপ করে বসে থাকা চলে না। শোন, আরও কি জেনেছি বলি তোকে।'

শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল পুনম।

'জিম্মি হবার আগে ভদ্রমহিলার একটা ক্যাম্প ছিল জঙ্গলে। প্রতি মাসে একজন পাইলট তাঁর জন্যে সাপ্লাই নিয়ে যেত। পাইলটকে তুই চিনিস—মি. চার্লি। আমি জানি, কারণ আমাদের কোম্পানীর তিনি একজন নিয়মিত খদ্দের। তিনি অন্তত জানেন ক্যাম্পটা কোথায় ছিল। কে জানে, হয়তো আরও অনেক কিছু জানেন। তুই বরং এক কাজ কর, কাউকে কিছু না বলে মি. চার্লির সঙ্গে দেখা কর। দেখ তিনি কি বলেন। তারপর ভেবে-চিন্তে আমরা দেখব কি করা যায়।'

'ঠিক আছে,' বলে চেয়ার ছাড়ল পুনম। তার মনে হলো, সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না, এখুনি পাইলটের সঙ্গে দেখা করা দরকার। এই সময় কোথায় তাকে পাওয়া যাবে আন্দাজ করতে পারল ও। ক্যাপিটাল ইন-এ সব পাইলটই এ-সময়টায় মদ খেতে আসে।

# পাঁচ

আকাশের গায়ে কালো একটা রডের মত দেখাচ্ছে ছড়িটাকে। ট্রাকের কেবিনে বসে আছে রানা আর ডারবি, উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে তাকিয়ে আছে ওটার দিকে। বাঁ দিকে ঘুরে গেল ছড়ি, তারপর আবার মাঝখানে ফিরে এল, হুড থেকে সরাসরি সামনের দিকে তাক করা।

'সোজা চালাও এবার,' বলল রানা।

হুইল ঘোরাল ডারবি. ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল ওরা।

একটা পাথরে লেগে ঝাঁকি খেলো ট্রাক, কাঁধে ব্যথা অনুভব করল রানা, দু'সেকেণ্ড পর আবার সিধে হয়ে বসল। ঘন কাঁটা-ঝোপ আর নল-খাগড়ার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে ওরা। বিশেষ করে নল-খাগড়াগুলো এত লম্বা যে ট্রাকের ছাদ থেকে ছড়িটার সাহায্যে ডেকান পথ-নির্দেশ না দিলে বোঝার কোন উপায় থাকত না কোন্‌দিকে ওরা যাচ্ছে। সামনে কোথাও খুদে বুশম্যান দু'জন আছে বটে, তবে তাদেরকে শুধু ডেকান দেখতে পাচ্ছে। ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটছে তারা।

লাইমস্টোন ছেড়ে চিতাবাঘ বালির রাজ্যে ঠিক কোনখানে বেরিয়েছে, আবিষ্কার করতে দু'ঘণ্টা সময় নেয় বুশম্যানরা। তারপর বেশ কয়েক মাইল দ্রুত এগিয়েছে তারা। পরে আবার পাথর দেখতে পায় সামনে, পায়ের ছাপ খুঁজে পেতে সময় লাগে, ফলে মন্থর হয়ে ওঠে এগোবার গতি। মাইলোমিটারের দিকে তাকায়নি রানা, তবে শেষ বিকেলের দিকে এসে আন্দাজ করতে পারছে সেই সকাল থেকে মাত্র বারো মাইলের মত এগিয়েছে।

হঠাৎ করে নল-খাগড়া ফাঁক হয়ে গেল, ফাঁকা একটা জায়গায় বেরিয়ে এল ট্রাক, ব্রেক করে দাঁড়িয়ে পড়ল ডারবি। কয়েক গজ সামনে কিসের ওপর যেন ঝুঁকে রয়েছে বুশম্যানরা। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল ডেকান, ওরা দু'জনও কেবিন থেকে নেমে এগোল।

'বেবুন, স্যার,' ওদেরকে আসতে দেখে বলল ডেকান। 'ওরা বলছে, তিন রাত আগে মারা হয়েছে এটাকে। ঠিক এখানেই ছিল চিতাবাঘ, তারপর সোজা চলে গেছে।'

বালির ওপর হাড়গুলোর দিকে তাকাল রানা, এরই মধ্যে শুকিয়ে সাদা হয়ে গেছে। এই সময় তীক্ষ্ণ একটা শব্দ করল বুশম্যানদের একজন, তার লম্বা করা হাত অনুসরণ করে বাঁ দিকে তাকাল ও। ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় একটা জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, উঁচু শাখায় বসে রয়েছে অনেকগুলো বেবুন, পনেরোটার কম হবে না। ওরা তাকাতেই একযোগে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

'তোমার চিতা খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছে,' ডারবিকে বলল রানা। 'বেবুন'তার অত্যন্ত প্রিয় ডিনার, অথচ অবশিষ্ট যে-টুকু মাংস ছিল তা লুকিয়ে রাখার গরজ অনুভব করেনি।'

সায় দিয়ে ডারবি বলল, 'তারমানে এখন আর কোথাও থামছে না।'

বালির ওপর দিয়ে সোজা চলে গেছে ছাপগুলো, ভাল করে পরীক্ষা করল রানা। অন্যান্য আরও অনেক ছাপ পড়েছে ওগুলোর ওপর, তারপরও পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে। মুখ তুলল ও, আলো নরম হতে শুরু করলেও দিগন্ত থেকে এখনও অনেকটা ওপরে রয়েছে সূর্য। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'হাতে এখনও ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে। চলো, এগোনো যাক।'

রানা আর ডারবি উঠে পড়ল ট্রাকে, ছাদে উঠল ডেকান, বুশম্যানরা আগের মত ছুটতে শুরু করল ঝোপের ভেতর দিয়ে।

সন্ধ্যায় ক্যাম্প ফেলল ওরা। আগুন জ্বেলে রাতের খাবার তৈরি করল ডেকান। সবাই এক সঙ্গেই খেতে বসল, তবে নিজেদের খাবার নিয়ে ট্রাকের পাশে চলে গেল বুশম্যানরা।

'কি ব্যাপার বলো তো, রানা?'

মুখ তুলে তাকাল রানা। আগুনের ওদিক থেকে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডারবি। ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ হয়েছে ওদের, আগুনের আভার ঠিক বাইরে বসে সিগারেট ধরিয়েছে বুশম্যানরা, ক্যাম্পের চারদিকে ছেঁড়া ও বাতিল কাপড়চোপড় ফেলে রাখছে ডেকান। মানুষের গন্ধ পেলে সিংহ নাকি ধারেকাছে আসে না। কথাটা সত্যি কিনা জানা নেই রানার, তবে আজ পর্যন্ত যে-ক'জন ট্র্যাকারের সঙ্গে কাজ করেছে সবাইকে এই কাণ্ড করতে দেখেছে ও।

'ব্যাপার কিছু না,' শ্রাগ করে বলল ও। 'ভাবছি তোমার বন্ধুরা খুব বেশি পিছনে নেই।' বারগামের কথা ভাবছিল ও, সম্ভবত ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছিল।

'মানে?'

'দিনে আমরা দশ কি পনেরো মাইল এগোচ্ছি। পিছনে এমন দাগ রেখে আসছি, একজন অন্ধও দেখতে পাবে। ওরা পিছু নিয়ে আসছে না, এ-কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বোলো না। যদি হামলা করে···।'

'সে রকম কিছু যদি ঘটে, তোমার আর ডেকানের দায়িত্ব আমি নেব। তবে সেরকম কিছু ঘটবে বলে আমি মনে করি না।'

হেসে উঠল রানা। 'ওদের কয়েকজন লোককে মেরে ফেলেছি আমরা, ডারবি। প্রতিশোধ সে অবশ্যই নিতে চাইবে, তোমার সঙ্গে তার সম্পর্ক যা-ই হোক না কেন।'

'তুমি যা-ই ভেবে থাকো না কেন, সে-অর্থে তার সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নেই।' আগুনে একটা শুকনো ডাল গুঁজে দিল ডারবি, ওপর দিকে লাফ দিয়ে উঠল শিখাগুলো। 'এক সময় আমার ক্যাম্পে দু'হপ্তা ছিল বারগাম, তাঞ্জানিয়ায়—ব্যস। আমার ধারণা, তাকে আমি বুঝি। আমার যদি ভুল হয়, পরিণতি মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। সেটা তোমাকেও মেনে নিতে হবে, রানা।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'ডেকানের দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে না, কারণ তার দায়িত্ব আমার। আর পরিণতির কথা যেটা বলছ—তোমার ভুলের খেসারত আমি কেন দেব? সরি, নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় আমার জানা আছে।'

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ডারবি। তারপর নিচু গলায় জানতে চাইল, 'তুমি আসলে কে বলো তো?'

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল রানা, 'কে মানে? আমি একজন শিকারী!'

কথা বলল না, নীরবে শুধু মাথা নাড়ল ডারবি, এখনও রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

'শুধু বতসোয়ানায় নয়, জিম্বাবুয়েতেও আমার কনসেশন আছে,' ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বলল রানা। 'বলতে পারো, এটাই আমার পেশা।'

'শিকারী বা কনসেশনের মালিক, এমন অনেক লোককে আমি

দেখেছি,' ধীরে ধীরে বলল ডারবি। 'তুমি তাদের কারও মত নও কেন তাহলে? ওরা তো বেশিরভাগই কসাই হয়, সারাদিন মদ খায় আর অবৈধ উপায়ে টাকা রোজগারের ধান্ধায় থাকে। লাইসেন্স হারাবার মত বিপদে যাতে পড়তে না হয় সেজন্যে নানা ঘাটে নিয়মিত ঘুষ দেয় তারা। একটা কনসেশন মালিকের দাপট আর বোলচালই আলাদা, মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে সে তো অচেনা একটা মেয়েকে কালাহারিতে উদ্ধার করতে আসবে না। তাহলে?'

কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না রানা, অগত্যা চুপ করে থাকতে হলো।

'তোমার অন্য কিছু পরিচয় আছে, রানা,' ফিসফিস করছে ডারবি। 'যে কোন কারণেই হোক, আমার কাছে গোপন করে গেছ। পরিচয়টা যদি বলতে না চাও না-ই বললে, কিন্তু আমার ধারণা যে মিথ্যে নয় সেটা অন্তত স্বীকার করো।'

আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, মুখ তুলল না।

'জ্বরে যখন প্রলাপ বকছিলে, নিকেলের জন্যে হাউমাউ করে কেঁদেছ তুমি,' বলে যাচ্ছে ডারবি। 'আমি যেতে চাইনি, তবু জোর করে নিয়ে যেতে চেয়েছ রাজধানীতে—শুধুই চুক্তির শর্ত পূরণ করার জন্যে?' মাথা নাড়ল সে। 'তারপর, আমি যখন তোমাকে চিতাবাঘের গল্পটা শোনালাম, ব্যাকুল আগ্রহ ফুটে উঠেছিল তোমার চেহারায়—স্বার্থপর একজন শিকারীর জন্যে যা একেবারেই বেমানান। আরও আছে। আমার তরফ থেকে কোন প্রস্তাব ছিল না, তুমি নিজেই আমার সঙ্গে চিতাবাঘের পিছু নিতে চেয়েছ। এ-সব দেখে আমার ধারণা হয়েছে, তুমি সাধারণ কোন মানুষ নও, রানা। তুমি ওদের কারও মত নও—ওদের শব্দটা আমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি। তাহলে তুমি কে?' তারপরও রানা কথা বলছে না দেখে উঠে দাঁড়াল সে, আগুনের ধারে পায়চারি শুরু করল।

কিছুক্ষণ এভাবে কাটল, আবার কিছু বলার জন্যে পায়চারি থামিয়ে রানার দিকে তাকাল ডারবি। দেখল, ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করছে

রানা।

উঠে দাঁড়াল রানা, একটা কথা মনে পড়ে গেছে। ট্রাকের কেবিনে উঠল, ড্যাশবোর্ডের শেলফটা বাঁ হাতে হাতড়াচ্ছে। ম্যাপটা খুঁজে পেল, আগুনের ধারে ফিরে এসে হাঁটুর ওপর রেখে ভাঁজ খুলল সেটার।

'কি ব্যাপার, রানা?' জিজ্ঞেস করল ডারবি।

'বিপদ,' বলল রানা। 'মানে বিপদ হবে, এভাবে আমরা যদি উত্তর দিকে যেতে থাকি। তুমি জানো, ডারবি, কনসেশন এরিয়া বলতে কি বোঝায়?'

মাথা নাড়ল ডারবি।

'এদিকে এসো, তোমাকে দেখাই...।'

আগুনের এদিকে এসে বসল ডারবি, রানা ব্যাখ্যা করল।

ক্যাটল র‍্যাঞ্চ, গেম রিজার্ভ আর ছড়ানো ছিটানো মাইনিং সাইট ছাড়া বাকি দেশটা বিরাট সব হান্টিং এরিয়া হিসেবে ভাগ করা আছে, প্রতিটির বিস্তৃতি হাজার হাজার বর্গ মাইল। বেশিরভাগ হান্টিং এরিয়ায় লাইসেন্স থাকলেই শিকার করা যায়, অবশ্য শিকারীর সঙ্গে গেম ডিপার্টমেন্টের একজন রেঞ্জার থাকতে হবে। ছোট আকারের কয়েকটা কনসেশন আছে, সেগুলোর কথা বাদ। তবে দশটা বিশাল কনসেশন, যেখানে সবচেয়ে ভাল শিকার পাওয়া যায়, পাঁচটা সাফারি কোম্পানীকে লীজ দেয়া হয়েছে।

'ছোট কনসেশনগুলোর আয় খুব ভাল নয়, মালিকরা যদি না ঠকায় তাহলে খুব বেশি হলে বিশ-পঁচিশটা পরিবার খেয়েপরে বেঁচে থাকতে পারে। এরকম একটা কনসেশনই ছিল আমার। বড় কনসেশনগুলো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার...।'

'কোন অর্থে?'

'পাঁচটা কোম্পানীর সবগুলোরই মালিক শ্বেতাঙ্গরা—ইউরোপিয়ান, আমেরিকান, জার্মান। ওদের আয়োজন যেমন বিশাল, তেমনি আয়ও করে লাখ লাখ ডলার। ওদের স্থায়ী হান্টিং ক্যাম্প আছে, মক্কেল হিসেবে

পায় ধনকুবেরদের, প্রতিটি মক্কেলের সঙ্গে কয়েকজন করে শিকারী, রেডিও, প্লেন ইত্যাদি থাকে। এদিকে দেখো…,' বলে ম্যাপটা ঘুরিয়ে মাউনের দক্ষিণ দিকে আঙুল রাখল রানা।

'কি ওখানে?'

'এখানে বা এর কাছাকাছি কোথাও রয়েছি আমরা, মাউন থেকে একশো মাইল দূরে। ওখান থেকে আমরা ফুয়েল নেব, রসদ নেব, যেমন প্ল্যান করা হয়েছে। কিন্তু তোমার চিতা যে পথ ধরে যাচ্ছে, তাকিয়ে দেখো ঠিক কোথায় সে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের।'

রানার সচল আঙুলটাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করল ডারবি। মাউনকে ছাড়িয়ে গেল আঙুলটা, নীল রঙ দিয়ে আলাদা করা একটা অংশে থামল।

'ওটা কি একটা কনসেশন এরিয়া?' জিজ্ঞেস করল ডারবি। মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'মাত্সেবি। ডেল্টার ঠিক মাঝখানে, ন্গামিল্যাণ্ডে। এটা ইস্ট আফ্রিকার একদল শ্বেতাঙ্গ লীজ নিয়েছে। শিকার করার এটাই মরশুম, পুরোপুরি বুক হয়ে আছে তারা। অতিরিক্ত শিকারী পাবার জন্যে দু'মাস আগে থেকে চেষ্টা করছিল বলে জানি আমি…।' হাঁটুর ওপর থেকে ম্যাপটাকে পড়ে যেতে দিল ও।

'এর তাৎপর্য, রানা?'

'এলাকাটা বিশাল, কাজেই হয়তো ভাবতে পারো আমরা ওদের চোখে ধরা পড়ব না। কিন্তু তোমার চিতা দ্রুত, সোজা একটা খোলা পথ ধরে যাচ্ছে। স্বাভাবিক আচরণ করছে না ওটা। কনসেশনের কেউ ওটার ছাপ একবার শুধু দেখলে হয়, সব কিছু ফেলে ধাওয়া করবে। এলাকায় যে ক'টা বন্দুক আছে, সব ওটার দিকে ঘুরে যাবে। কালো একটা চিতাবাঘ, ডারবি। যে-ই ওটাকে মারবে, শিকার সংক্রান্ত যত রেকর্ড বুক আছে সব ক'টাতে তার নাম উঠে যাবে।'

'কিন্তু কেউ যদি ওটাকে শিকার করতে চেষ্টা করে, আমরা জানতে পারব। ওটা আসলে কি জানার পর কেউ আর মারতে চেষ্টা করবে

না।'

'ডারবি,' মাথা নাড়ল রানা, 'ওদের কনসেশনে তোমার এমন কি ঢোকার অনুমতিও নেই। তাছাড়া, একজন শিকারী আর তার ট্রফির মাঝখানে কখনও দাঁড়াতে চেষ্টা করেছ তুমি?'

'চিতা আর আমার মাঝখানে তুমি একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করেছ, রানা।' মুচকি হাসল ডারবি।

'অবশ্যই,' বলে হেসে উঠল রানাও। 'এবং দেখো, কিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি আমি। না, ব্যাপারটা অন্য রকম ছিল। পরের বার অন্য লোকের সঙ্গে তুমি জিততে পারবে না।'

'সঙ্গে তুমি থাকলেও জিততে পারব না?'

জবাবে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে শ্রাগ করল রানা, কথা বলল না।

আবার উঠে দাঁড়াল ডারবি, তাকিয়ে আছে অন্ধকারে, এখন আর হাসছে না। ডেকান আর বুশম্যান দু'জন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে। রাতের ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। আকাশে জ্বলজ্বল করছে তারাগুলো। ওদের চারদিকে ঝোপ-জঙ্গলের বিচিত্র সব শব্দ—শিয়াল আর হায়েনা ডাকছে দূরে, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পেঁচা, ঝোপের ভেতর থেকে কোমল খসখস শব্দ ভেসে আসছে।

মেয়েটার ঠাণ্ডা লাগছে না, জানে রানা, মরুভূমির কোন শব্দও শুনতে পাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না তারাগুলোকে—মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে কালপুরুষ। তার মন আবার সেই চিতাবাঘটাকে নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়েছে। ঘন কালো চকচকে ফার, হাঁটার তালে তাল মিলিয়ে অদ্ভুত এক ছন্দে ফুলে-ফেঁপে উঠছে কাঁধের পেশী, পা ফেলার ফলে বালিতে ওঠা মৃদু আলোড়ন। শুধু এ-সবই দেখতে আর অনুভব করতে পারছে ডারবি।

তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, শিখাগুলোর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ, চোয়াল দুটো শক্ত, চোখে গাম্ভীর্য, দৃষ্টি চলে গেছে বহু দূরে, দাঁড়াবার ভঙ্গিটা ঋজু, বাতাস লেগে শরীরে সেঁটে আছে স্কার্ট আর

ব্লাউজ। তারপর অকস্মাৎ আশ্চর্য একটা অনুভূতি হলো রানার, এর আগে যা কখনও অনুভব করেনি—ডারবি যেন ওর কাছে গচ্ছিত রাখা একটা সম্পদ, তার পুরো দায়িত্ব কে যেন কখন ওর হাতে তুলে দিয়েছে। সেই সঙ্গে স্নেহের মত, প্রায় মমতা অনুভব করল। একটা স্বপ্নের পিছনে ছুটছে সে, চোখের পলক একবারও না ফেলে গোটা কালাহারি চষে ফেলতে চাইছে—প্যানে যুদ্ধ হবার পর একাই বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিল। একা একটা মেয়ে কোন অস্ত্র বা পানি ছাড়াই নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিচ্ছিল শুধুমাত্র একটা প্রাণীর জনে।

গোটা ব্যাপারটাই পাগলামি, বোঝে রানা, কিন্তু তারপরও অস্বীকার করতে পারে না যে এর মধ্যে মহৎ একটা ব্যাপারও আছে। নিজেও এবার দাঁড়াল, ডারবির কাঁধে মৃদু টোকা দিয়ে নিঃশব্দে হাসল। 'চিন্তা কোরো না,' বলল ও। 'শিকারীদের সঙ্গে তোমার যদি ঠোকর লাগে, আমাকে তোমার পাশেই পাবে।'

চমকে মত উঠল ডারবি, ঘাড় ফেরাল, তারপর হাসল আবার। 'এটা কি একটা জুলজিক্যাল ব্রেক থ্রু? চিতাটা সত্যি তার রঙ বদলেছে?'

'জুলজির কিছুই আমি বুঝি না, ডারবি, কাজেই আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না,' বলল রানা। 'আমি শুধু জানি ওটা যেখানে যাবে তুমি সেখানে যাবে, আর তুমি যেখানে যাবে আমাকেও সেখানে যেতে হবে।'

'আর আমাকে জানতে হবে, তুমি কে।' মাথা সামান্য কাত করে এমন গভীর দৃষ্টিতে তাকাল ডারবি, রানাকে যেন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে দেখছে সে। 'আচ্ছা, রানা, তুমি যেটাকে আমার চিতা বলছ, সেটা যদি তোমাকে দেখাতে পারি, তখন কি ঘটবে?'

'কি জানি। আমিও হয়তো ওটার প্রেমে পড়ে যাব।'

'তা তুমি পড়বে, আমি জানি। সে-কথা জানতে চাইছি না। এসো, আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়ে যাক। আমি যদি তোমাকে ওটা দেখাতে পারি, তুমি আমাকে নিজের পরিচয় দেবে। রাজি?'

এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর রানা জানতে চাইল, 'কেন, ডারবি, আমার পরিচয় জেনে কি লাভ তোমার?'

'মানুষ কি শুধু লাভের জন্যে পরিচয় জানতে চায়, রানা? কি লাভ চিতাটার পরিচয় জেনে, বলো?'

'লাভ আবিষ্কারের আনন্দ... ।'

'বেশ, মানলাম।' রানার দিকে এক পা এগিয়ে এল ডারবি। 'তাহলে সেই আনন্দ থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করতে চাইছ কেন?'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও করল না রানা, হঠাৎ বুঝতে পেরেছে চিতার কথা নয়, ওর কথা বলছে ডারবি। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'বলব তোমাকে।' তারপর ঘুরে দাঁড়াল ও।

কাল রাতে, রানার জেদে, আবার সেই পুরানো নিয়মে শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডারবি শুচ্ছে তার তাঁবুতে, রানা স্লীপিং ব্যাগের ভেতর ট্রাকের পিছনে। আরও ক'টা দিন স্লিংটা ব্যবহার করতে হবে ওকে, যদিও ইনফেকশনের আর কোন চিহ্ন নেই, ক্ষতটা শুকিয়েও যাচ্ছে দ্রুত। 'ভোরে বিড়ালটার পিছু নিতে হলে এবার আমাদের শুয়ে পড়া উচিত। সাবধানে থেকো, ডারবি।'

'তুমিও।'

পিছন ফিরে তাকায়নি রানা, তবু ট্রাকের দিকে হেঁটে আসার সময় অনুভব করল এখনও ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডারবি। ট্রাকের পিছনে উঠে স্লীপিং ব্যাগের ভেতর ঢুকল ও। চোখ বন্ধ করে ঘুমাবার চেষ্টা করছে। সাধারণত চেষ্টা করতে হয় না, ঘুম এসে ভারি করে তোলে চোখের পাতা। আজ রাতে যথেষ্ট ক্লান্ত ও, বুশম্যানদের পিছনে ছুটতে গিয়ে অনবরত ঝাঁকি খেয়েছে ট্রাক, অথচ ঘুম আসছে না। বার বার এদিক ওদিক কাত হলো, মনটাকে ঠিক স্থির রাখতে পারছে না।

এক সময় উঠে বসল রানা, ট্রাকের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল। আগুনের কাছ থেকে নড়েনি ডারবি। যেখানে রেখে এসেছে তাকে ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, টান টান দীর্ঘ মূর্তি, বুকের

ওপর হাত দুটো ভাঁজ করা, তাকিয়ে আছে অন্ধকারে, নৃত্যরত শিখাগুলোর আভা তার স্কার্টে নকশা তৈরি করছে।

কিছুক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর আবার শুয়ে পড়ল। দূর পশ্চিমে কোথাও একটা পুরুষ সিংহ গর্জন করছে, প্রতিটি বজ্রনির্ঘোষ, প্রতিটি প্রলম্বিত গর্জনের শেষ দিকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কয়েকটা আওয়াজ ছাড়ছে। ওই ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দের সংখ্যাই বলে দেয় ওটার বয়েস, প্রতিটি এক বছর।

চিৎ হয়ে শুয়ে গুণতে শুরু করল রানা।

ছাপগুলো তিন দিন অনুসরণ করল ওরা। হুইলের পিছনে ডারবি, পাশে রানা, ছাদের ওপর ডেকান, সামনে ঝোপের ভেতর বুশম্যানরা। তারা দু'জন সব সময় সোজা ছুটছে না, মাঝে মধ্যেই থামছে, ঘন ঘন হাত আর মাথা ঝাঁকিয়ে তর্ক করছে, তারপর ছুটছে।

রানার জীবনে এটাই সবচেয়ে দীর্ঘ ও কঠিন ট্র্যাকিং। এখানে, মধ্য কালাহারিতে, গাছ খুব কম, ঝোপও বেশি নয়, খোলা সমতল প্রান্তরও নেই বললে চলে। চারদিকে শুধু পাথর, কোথাও লম্বা ফালি, কোথাও লাইমস্টোনের চওড়া বিস্তৃতি, তারই মাঝে শুকনো নালা ও সরু ফাটল, আবার কোথাও স্তূপ হয়ে আছে বোল্ডার। পাথরের ভেতর এখানে সেখানে বালি। নরম আর গভীর বালি, এত মিহি যে টয়োটার চাকা ভেতরে ডেবে যায়, ঘোরে, অথচ সামনে এগোয় না। বাধ্য হয়ে রানা আর ডেকানকে নিচে নেমে পিছনের বাম্পার ঠেলতে হয়, রানাকে এক হাতে। হাঁপিয়ে ওঠে ওরা, শরীর থেকে ঘাম ঝরে। তারপর এক সময় মুক্ত হয় চাকা।

মাঝে মধ্যে, প্রথমদিনও, পাথরের ওপর হারিয়ে গেল ছাপগুলো, আটকা পড়ল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বুশম্যানরা বৃত্তাকারে ঘুরে ছাপ খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে, প্রতিবার আকারে বড় হচ্ছে বৃত্তগুলো, ওরা তিনজন ট্রাকের ছায়ায় বসে সেদ্ধ হচ্ছে, কিংবা রোদের ভেতর পায়চারি করছে

অস্থিরভাবে। তবে এক সময় ঠিকই পাখির মত তীক্ষ্ণ শিস আর জিভ ও টাকরা সংযোগে বিচিত্র শব্দ ভেসে আসে। বুশম্যানরা কি পেয়েছে দেখার জন্যে ছুটে আসে রানা। প্রায় ক্ষেত্রেই আবার সেই একটা মাত্র চুল, কিংবা পাথরের গায়ে সামান্য আঁচড়ের দাগ। সেগুলো এতই অস্পষ্ট আর ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখতে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। অথচ বুশম্যানরা শুধু যে দেখতে পায় তা নয়, ওগুলোর তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করতে পারে। ওগুলো দেখে তারা বলে দিতে পারে কোনদিকে গেছে কালো চিতা, তারপর আবার ছোটে পাশাপাশি।

দু'বার দুটো শিকার দেখতে পেল ওরা। আরও একটা বেবুন, একটা শূয়র। বেবুনের অবস্থা প্রথমটার মতই, শুকনো সাদা হাড় দেখা যাচ্ছে, তবে শূয়রটার হাড়ে এখনও সামান্য মাংস লেগে রয়েছে। ট্রাকটা থামার সময় কালো একটা শকুন ডানা ঝাপটে দূরে সরে গেল। বুশম্যানদের সঙ্গে কথা বলে রানার দিকে তাকাল ডেকান।

'চব্বিশ ঘণ্টা আগের ঘটনা, স্যার,' বলল সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ডারবির দিকে ফিরল রানা। 'আমরা ওটার কাছাকাছি চলে আসছি।'

হেসে উঠল ডারবি, চোখ দুটো ভেজা ভেজা।

সন্ধ্যা হতে যেখানে পৌঁছুল সেখানেই ক্যাম্প ফেলল ওরা। পথে কাঠ আর ডালপালা দেখলেই তুলে নিয়েছে ডেকান, আগুন জ্বেলে খাবার তৈরি করতে বসে যায় সে। ডারবি কাপড় পাল্টায়। সবাই একসঙ্গে খেতে বসে, তারপর আগুনের ধারে বসে গল্প করে কিছুক্ষণ, বেশি রাত না করে শুতে চলে যায়।

মেয়েটাকে যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে রানা। এ সম্ভব বলে মনে হয় না, অথচ চোখের সামনে যা ঘটতে দেখছে তা অস্বীকার করে কিভাবে ও। কালো চিতার যত কাছে চলে আসছে ওরা, ততই যেন ডারবির রূপ খুলছে, নারী হিসেবে তার বৈশিষ্ট্যগুলো আরও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শুধু ডেকান নয়, খুদে বুশম্যানদের প্রতি তার সহানুভূতি

আর স্নেহ যেন উথলে উঠছে। কোথাও বিশ্রামের সুযোগ পেলে রানাকে হতভম্ব করে দিয়ে ওদের তিনজনকে নিয়ে ডারবি এমনকি লুকোচুরিও খেলছে। সুঁই-সুতো, কাপড় আর বোতাম আছে তার সংগ্রহে, সেগুলো দিয়ে ডেকানের জন্যে একটা শার্ট আর বুশম্যানদের জন্যে দুটো আণ্ডারঅয়্যার তৈরি করেছে সে। গাম্ভীর্য, নির্লিপ্ততা, বিষণ্ণতা, এ-সব তার চেহারায় এখন আর দেখাই যায় না; সব সময় হাসছে আর কথা বলছে।

তার সাহসও কম নয়। জেদ ধরেনি, লোভও দেখায়নি, তবে স্পষ্ট করেই বলেছে, 'ইচ্ছে করলে তুমি আমার সঙ্গে তাঁবুর ভেতরও শুতে পারো।' রানা নিঃশব্দে মাথা নাড়ায় দ্বিতীয়বার প্রসঙ্গটা আর তোলেনি সে।

তারপর আরেকটা সত্য উপলব্ধি করতে পারল রানা। রীতিমত একটা ধাক্কা খেলো, এমন তো কখনও ঘটেনি। উপলব্ধিটা হলো, পরিস্থিতির ওপর ওর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, নিয়ন্ত্রণ করছে ডারবি। সে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেখানেই যেতে হচ্ছে ওকে, সে যা চাইছে তা-ই করতে হচ্ছে ওকে। ও এমনকি ট্রাকটাও চালাতে পারছে না।

তারপর রানা ধীরে ধীরে বুঝল, নিয়ন্ত্রণ ডারবির হাতে থাকলেও, ওর ওপর ডারবির প্রভাবে চ্যালেঞ্জ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছিটেফোঁটাও নেই। বিদুষী নারী, রুচিশীলা, মার্জিত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, কাজেই তার ভাল লাগা প্রকাশ পাচ্ছে পরোক্ষভাবে— ডেকান আর বুশম্যানদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায়, হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠে রানার বাঁ কব্জি আঁকড়ে ধরায়, তাঁবুর ভেতর তার সঙ্গে শুতে বলার উদারতায়, রানার ছেঁড়া শার্ট সেলাই করে দেয়ায়, তাড়াতাড়ি শক্তি ফিরে পাবার জন্যে সবার চেয়ে ওকে বেশি খেতে বলার তাগাদায়।

আরও একটা কথা সত্যি। মেয়েটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রথম দিকে তার মধ্যে যে নির্লিপ্ত ভাব দেখা গিয়েছিল, সেটার কারণ পুরুষের প্রতি বিদ্বেষ বা কাম-শীতলতা নয়। কারণটা স্রেফ আত্মমর্যাদা। ডারবি কোন

চ্যালেঞ্জকে ভয় পায় না, কারও সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও তার কোন আগ্রহ নেই, আবার আত্মসমর্পণেও রাজি নয়। সবচেয়ে বড় কথা, কারও ওপর নির্ভরশীল সে নয়। তার জন্যে এই মুহূর্তে, গত কয়েক মাসের মত, এবং অনাগত ভবিষ্যতেও, কালো চিতাটাই যথেষ্ট। আর কিছু তার দরকার নেই। ভাল লাগার সূক্ষ্ম যে প্রকাশ ঘটছে তার আচরণে, সেটা সচেতন কোন প্রয়াস থেকে উৎসারিত না-ও হতে পারে। আর যদি সচেতন প্রয়াস হয়ও, নিজের লাগাম শক্ত হাতেই ধরে রেখেছে। প্রতিবার একটু করে এগোবে সে।

যদি কখনও কাউকে কিছু দেয়ার দরকার হয় তার, যদি সিদ্ধান্ত নেয় কারও কাছ থেকে কিছু নেয়া দরকার, দেয়া ও নেয়ার কাজটা সে তার নিজস্ব পদ্ধতিতেই সারবে। খোলাখুলি, সরাসরি, কোন রকম ভণিতা না করে, দর না কষে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়— ঠিক যেমন পরপর তিন রাত রানার বিছানার পাশে বসে সেবা দান করেছিল।

ট্রাকের পিছনে শুয়ে—মাঝরাত পেরিয়ে যাচ্ছে অথচ ঘুম আসছে না—ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল রানা। ওর ধারণা ছিল সব ধরনের মেয়েকেই ওর চেনা হয়ে গেছে। জানা আছে কিভাবে তাদের ছুঁতে হয়, আদর করতে হয়, সামলাতে হয়। মেয়েদের হাসাতে পারে ও, তাদের মন জয় করার কৌশল শেখা আছে।

কিন্তু এই মেয়েটাকে নয়। সে তার নিজের পথে হাঁটে, নিজের কাছে তার আলাদা কম্পাস আছে, সব সময় দূরে সরে থাকে, নিঃসঙ্গ।

সেদিন রাতে কোন সিংহ গর্জন করছে না যে শুণবে রানা। আকাশের দিকে তাকিয়ে মিল্কি ওয়ে দেখল।

'স্যার।'

তৃতীয়দিন বিকেল, বুশম্যানদের সঙ্গে রয়েছে ডেকান। সেই ভোরবেলা কালো চিতার ছাপ আবার খুঁজে পেয়েছে ওরা, লাইমস্টোন পিছনে পড়ে যাওয়ায় বালির ওপর দিয়ে ছোটার গতি বেড়ে গেছে

ট্র্যাকের। প্রতি এক মাইল পরপর ছাপগুলো আগের চেয়ে তাজা লাগছে দেখতে। দুপুরের দিকে বুশম্যানরা জানাল, এগুলো তারা কাল রাতের ছাপ অনুসরণ করছে।

ট্রাক থেকে নেমে পড়ল রানা। গত দশ মিনিট ধরে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছিল ওরা, সামনের ঝোপ এখন অস্বাভাবিক ঘন। বুশম্যানরা কিছুক্ষণ হলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। ডারবিকে ট্রাক থামাতে বলেছে রানা, ওরা দু'জন কোথায় আছে দেখতে বলেছে ডেকানকে। ওদেরকে পেলে ট্রাক না পৌঁছুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করাতে হবে।

এই মুহূর্তে ডেকানের গলা ভেসে এল পঞ্চাশ গজ সামনে থেকে। ঝোপের ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোল রানা, পিছনে ডারবি।

ডেকান দাঁড়িয়ে রয়েছে বুশম্যানদের পাশে, ছোট একটা ফাঁকা জায়গায়। জায়গাটার ওপর দিয়ে কালো চিতার ছাপ সোজা চলে গেছে, বালির ওপর গভীর ও স্পষ্ট। রানা থামতেই বিচিত্র শব্দ করল বুশম্যান-দের একজন, একটা হাত লম্বা করল।

ছাপগুলো দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল রানা, ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে। আরও ত্রিশ গজ সামনে একটা অ্যাকেশিয়া গাছ। গাছটার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ও, ভুরু কুঁচকে, তারপর ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারল। ঝট করে ডারবির দিকে ফিরল ও, বিজয়ীর উল্লাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা।

ও কিছু বলার আগে বাতাসের সঙ্গে ভেসে এল একটা প্লেনের যান্ত্রিক গুঞ্জন।

## ছয়

বেশি নিচ দিয়ে উড়ে গেলে সব কিছু ঝাপসা লাগে। ঝোপ যেন বিশাল একটা কম্বল, অসংখ্য ফুটোয় ঝাঁঝরা। যেখানে জমিনকে ঢেকে রেখেছে ঝোপ, সেখান থেকে উঠে আসা তাপ তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু ফুটোগুলো অর্থাৎ বালির খোলা বিস্তৃতি থেকে উঠে আসা গরম বাতাস তীব্র আঘাত করে, ঝাঁকি দিয়ে যায় প্লেনটাকে।

সারা দিনের মত এখনও চারশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ছে ইভা পুনম। আর একটু ওপরে উঠলে বালিতে চাকার দাগগুলো দেখা যায় না। কয়েক মিনিট পরপর ঝাঁকি খেয়ে ওপর দিকে উঠে যায় নাক, একপাশে কাত হয়ে পড়ে প্লেন, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া ঘোড়ার মত থরথর করে কাঁপতে শুরু করে গোটা ফিউজিলাজ, কন্ট্রোলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয় পুনমের, সাদা হয়ে যায় আঙুলের গিঁটগুলো।

এই মুহূর্তে ঠিক তাই ঘটছে। কাত হয়ে এমন ঝাঁকি খেতে শুরু করল মনে হলো ভেঙে যাবে। দিক বদলাল পুনম, পশ্চিম দিকে উঠল, বাঁক ঘুরে আবার নামতে শুরু করল, ঝোপের ভেতর সমান্তরাল দাগগুলো খুঁজছে। ঘামে ভিজে গেছে শার্ট, আড়ষ্ট বাহু ব্যথা করছে, ভিজে জিন্‌স্ ঘষা খাচ্ছে উরুতে।

প্লেনটা, স্কারলেট পাইপার অ্যাজটেক, ওর আঠারোতম জন্মদিনে বাবার দেয়া উপহার। কাল গ্যাবোরান থেকে ঘাঞ্জিতে ওদের একটা পারিবারিক র‍্যাঞ্চে উড়ে আসে ও, পাইলট চার্লির সঙ্গে কথা বলার পরপরই। কোথায় বা কেন যাচ্ছে, কাউকে জানায়নি কিছু।

যেমন ধারণা করেছিল, চার্লিকে বারেই পায় পুনম। শুরুতে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে সে, কোন ভদ্রমহিলার ক্যাম্পে রসদ পৌছে দেয়ার কথা স্বীকারই করতে চায়নি। পুনম বুঝতে পারে, কেউ তাকে কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছে। চার্লিকে একটা প্রস্তাব দেয় ও, তার ইচ্ছে থাকলে প্রতি মাসে ওদের বিভিন্ন র‍্যাঞ্চে ভ্যাকসিন পৌছে দেয়ার চুক্তি করতে পারে সে। নিয়মিত আয়ের ভাল একটা উৎস হতে পারে চুক্তিটা, প্রতি বছর নবায়নযোগ্য। চার্লির মত চার্টার পাইলটের পক্ষে এ-ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে, এই শর্তে ক্যাম্পের পজিশন পুনমকে জানিয়ে দেয় সে। ওখানে সিরিয়াস ঝামেলা হয়েছে, এ-কথা জানিয়ে পুনমকে ওখানে না যাবার অনুরোধও করে।

পুনম কোন মন্তব্য করেনি। ম্যাপ চেক করে ও, দেখতে পায় ক্যাম্পটা আসলে সেন্ট্রাল কালাহারিতে। তারপর প্লেন নিয়ে সরাসরি চলে আসে ঘাঞ্জিতে। গ্যাবোরোন থেকে ক্যাম্পটা চারশো মাইল, অথচ ঘাঞ্জিতে পৌছুনোর পর সন্ধে হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি ছিল। ঘাঞ্জি থেকে ক্যাম্পটা দেড়শো মাইল। র‍্যাঞ্চ থেকে ফুয়েল নেয় ও, ফার্মহাউসে রাত কাটায়, তারপর ভোরে আবার আকাশে ওঠে।

দু'ঘণ্টা পর একটা স্ট্রিপে ল্যাণ্ড করে পুনম, জঙ্গলের ভেতর জায়গাটা চার্লির জন্যে আগেই পরিষ্কার করা হয়েছে।

নিচু একটা টিলার ওপর ক্যাম্প, গাছপালা দিয়ে ঘেরা। বহুকাল আগে আগুন লেগেছিল জঙ্গলে, তার কিছু ছাই এখনও রয়ে গেছে। আর পাওয়া গেল কিছু পাথর। সাবধানে জায়গাটা পরীক্ষা করল পুনম, কিন্তু কিছুই পেল না, এমনকি মানুষের কোন পায়ের ছাপও নয়। এরপর টিলার চার দিকটায় তল্লাশি চালাল সে, সব দিকে তিন মাইল পর্যন্ত। তারপরও কিছু পেল না। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল প্লেনের কাছে, ভাবছে বারগাম যদি ভদ্রমহিলাকে জিম্মি করে থাকে, অবশ্যই তাকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলবে। ক্যাম্পটার অবস্থান চার্লি জানে, জানে হয়তো

আরও কেউ, কাজেই বারগাম কোন ঝুঁকি নেবে না। তবে, দূরে কোথাও না হবারই বেশি সম্ভাবনা। পুনম ভাবল, মাসুদ ভাই ট্রাক নিয়ে এসেছেন, নিশ্চয়ই তিনি জানেন কোথায় আটকে রাখা হয়েছে জিম্মিকে। কাজেই বালির ওপর টায়ারের দাগ থাকতেই হবে।

প্লেন নিয়ে আবার উঠল পুনম, আকাশ থেকে তল্লাশি চালাবে।

চল্লিশ মাইল পুবে, বেলা তিনটের সময় টায়ারের দাগ দেখতে পেল পুনম। ছোট্ট একটা মোপানি জঙ্গলের পাশে। এক মাইল সামনে ছোট একটা প্যানও দেখতে পেল। সেটার ওপর দিয়ে বার দুয়েক উড়ল, প্যানের সারফেস সমতল আর শক্ত বলে মনে হলো। ল্যাণ্ড করল নিরাপদেই। তারপর হেঁটে ফিরে এল জঙ্গলটার কাছে, উঁকি দিয়ে বালি ঢাকা খোলা জায়গাটার দিকে তাকাল।

তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে বমি করল পুনম। বালির ওপর বেশ অনেকগুলো হাড় ছড়িয়ে রয়েছে। ভাঙাচোরা, জয়েন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন। বোঝা যায়, শিয়াল, হায়েনা আর শকুনের দল ওগুলো নিয়ে কামড়াকামড়ি করেছে। ওগুলোর সঙ্গে রয়েছে মানুষের মাথার একটা খুলি, রোদে পুড়ে শুকিয়ে গেছে, রঙ হয়েছে বাদামি। খুলিটা যে-কারও হতে পারে, তবে পুনম নিশ্চিতভাবে ধরে নিল ওটা নিকেলের।

ঘুরে দাঁড়াল সে, ঝিম ঝিম করছে মাথা, সারা শরীর কাঁপছে। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলাল, মুখ মুছে আবার তাকাল বালির দিকে। খুলিটার দিকে তাকাচ্ছে না, টায়ারের দাগগুলো পরীক্ষা করছে। মনে হলো অন্তত এক হপ্তা আগের দাগ। ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে চমকে উঠল সে। দাগ আসলে এক সেট নয়, দুই সেট। তারমানে ট্রাক একটা ছিল না, ছিল দুটো।

দুটো ট্রাকের চার রকম দাগ। এক জোড়া পুরানো, অপর জোড়া নতুন। ট্রাক দুটোর দাগগুলো দু'দিকে চলে গেছে—ছোট চাকার দাগ গেছে উত্তর দিকে, বড়গুলো দক্ষিণ দিকে। প্রথম দাগগুলো কি টয়োটার? দ্বিতীয়টা, পুনম ধারণা করল, হয় একটা শেভি নয়ত

ফোর্ড—সে জানে, কারণ তাদের ফার্মে শেভি ও ফোর্ড ব্যবহার করা হয়। প্রথম দাগগুলোর পিছু নিয়ে একশো গজের মত এগোল সে, দেখল উত্তর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ফিরে এল পুনম। ঠিক বুঝতে পারছে না কি ঘটেছে। বাউলুসি বন্দুকযুদ্ধের কথা বলেছে তাকে, তবে কি এই জায়গাতেই সেটা ঘটেছে? অপর ট্রাকে যারা ছিল তারা সম্ভবত হামলা করে মাসুদ ভাইয়ের ওপর, কিংবা মাসুদ ভাই তাদের ওপর। যুদ্ধে মারা যায় নিকেল, তারপর মাসুদ ভাই কালাহারির আরও গভীরে চলে যান। সঙ্গে আছে ডেকান, ধরে নেয়া চলে।

আরও অনেক প্রশ্ন জাগল পুনমের মনে। মাসুদ ভাই ওদিকে কেন যাচ্ছেন? জিম্মিকে তিনি উদ্ধার করতে পেরেছেন কিনা। ভদ্রমহিলা কি ওঁর সঙ্গে রয়েছেন? বারগামের টেরোরিস্টরা উল্টোদিকে চলে গেল···পিছু নেয়নি কেন? কোন প্রশ্নের উত্তরই জানা নেই, শুধু বুঝতে পারছে মরুভূমির আরও ভেতর দিকে কোথাও আছে তার মাসুদ ভাই আর ডেকান।

মানুষটা বেপরোয়া, ভয়-ডর কাকে বলে জানে না—শুধু এইটুকু ভাবতে পারল পুনম, তার চোখে পানি বেরিয়ে এল। বেপরোয়া আর স্বাধীনচেতা, বেপরোয়া আর নির্লোভ। এমন মানুষ জীবনে দেখে তো নি-ই, গল্প-উপন্যাসেও এরকম একটা চরিত্র আজ পর্যন্ত পেল না। মানুষ এমন উদাসীন হয় কি করে বুঝতে পারে না পুনম, এমনই উদাসীন যে কেউ তাকে ভালবাসলেও বুঝতে পারে না! তার বুকের ভেতর একটা ক্ষোভ আছে, আছে অসহায় আক্ষেপ—এত চেষ্টা করেও ওঁকে বোঝাতে পারেনি, ভালবাসে সে। ভালবাসে আজ থেকে নয়, জন্ম জন্মান্তর থেকে। প্রথম যে-বার দেখল, মনে হয়েছিল বীরপুরুষ রাজপুত্র। তখনও সে নাবালিকা, তবে মুগ্ধ হবার মত বড় হয়েছে। সেই থেকেই উনি তার স্বপ্ন।

চোখ মুছে প্লেনের কাছে ফিরে এল পুনম, আবার আকাশে উঠল।

চাকার দাগগুলো স্পষ্ট, অনুসরণ করতে অসুবিধে হলো না। নিচ থেকে উঠে আসা প্রবল তাপই শুধু মাঝে মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করছে। মাইলের পর মাইল পেরিয়ে এল, ক্রমশ স্পষ্ট হলো চাকার দাগ। মাঝে মধ্যে কালো, খুদে বিন্দু চোখে পড়ল, নিভে যাওয়া আগুন। বিন্দুটাকে ঘিরে বার কয়েক চক্কর দিল। অবাক না হয়ে পারছে না পুনম। বিন্দুগুলো যদি তার মাসুদ ভাইয়ের ক্যাম্প-ফায়ার হয়, হিসাবে বলে প্রতিদিন পনেরো থেকে বিশ মাইল এগিয়েছেন তিনি। সেক্ষেত্রে সন্ধের আগেই ওঁর সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে।

বিকেল প্রায় পাঁচটার দিকে নিচে ও সামনে হঠাৎ করে কি যেন চকচক করে উঠল। ট্রাকের হুডে রোদ লেগে ঝিক করে উঠেছে। আড়ষ্ট হয়ে গেল পুনমের পেশী, চোখ মিটমিট করল সে, তারপর ভাল করে তাকাল।

প্লেন নিয়ে নিচে নেমে এল পুনম, প্রস্তুতি নিল ট্রাকের কাছাকাছি দিয়ে উড়ে যাবার।

'অস্ত্র, ডেকান, জলদি!' চিৎকার করল রানা।

ছুটে টয়োটার কাছে ফিরে এসেছে ওরা, টেইলগেটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। লাফ দিয়ে ট্রাকে উঠল ডেকান, দুটো স্মাইজার আর রাইফেল বের করল, সঙ্গে অ্যামুনিশনের কার্টন।

'ধরো, লোড করো এটা।' ডারবির হাতে খালি একটা ম্যাগাজিন ধরিয়ে দিল রানা। 'দেখো আমি কি করি...।' ধীরে ধীরে, সাবধানে স্লিং থেকে ডান হাতটা খুলল ও, কাঁধ এখনও আড়ষ্ট ও দুর্বল, যতটা দ্রুত সম্ভব আরেকটা ম্যাগাজিনে শেল ভরতে শুরু করল। ওর দেখাদেখি ডারবিও।

'তোমার কি ধারণা? কি ঘটছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

থমথম করছে রানার চেহারা। 'উত্তর দিকে যে-সব কমার্শিয়াল রুট গেছে, সেগুলোর কাছ থেকে অনেক দূরে রয়েছি আমরা। ঘাঞ্জি থেকে এদিকে কারও আসার কথা নয়, আর এদিকে গেম ডিপার্টমেন্টের কোন

প্লেন নেই।'

'তাহলে?'

'বাকি থাকল মি. ব্রায়ানের দক্ষিণ আফ্রিকান বন্ধুরা—বস।'

'ওহ্ গড!'

মুখ তুলে আকাশে তাকাল রানা। প্লেনটা এখনও দৃষ্টিপথের বাইরে, তবে প্রতি মুহূর্তে এঞ্জিনের গর্জন বাড়ছে।

অটোমেটিক রাইফেলটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল ডেকান।

'না,' হাত নেড়ে সেটা সরিয়ে দিল রানা। 'তুমি বরং শটগানে দুটো কার্টিজ ভরো। রিপিটার চালাতে পারব বলে মনে হয় না, তবে কাছ থেকে শটগানটা বোধহয় বাঁ...।'

শটগান লোড করল ডেকান, লাফ দিয়ে ট্রাক থেকে নিচে নামল, তুলে নিল একটা স্মাইজার। টেইলগেটে স্টক ঠেকিয়ে রেখে অপরটায় পুরো একটা ম্যাগাজিন ভরল রানা, তারপর ধরিয়ে দিল ডারবির হাতে। 'ধরে থাকবে কোমরের পাশে, হোস পাইপের মত একদিক থেকে আরেক দিকে ঘোরাবে, প্রতিবার অল্প কিছুক্ষণের জন্যে চাপ দেবে ট্রিগারে—বারবার। কি, পারবে না?'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি।

'গুড।' আবার আকাশে তাকাল রানা। 'ওপর থেকে ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না, তবে হয়তো পিছনে ওদের সাপোর্টিং ট্রাক আছে। নাও, এবার বসে পড়ো...।'

ট্রাকের ছায়ায় পাশাপাশি হাঁটু ভাঁজ করে বসল তিনজন, তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। বুশম্যানরা আগেই নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেছে ঝোপের ভেতর। অপেক্ষা করছে রানা, আড়ষ্ট লাগছে কাঁধটা, একটা বাহু শরীরের পাশে ঝুলছে, অপর হাত শটগানটাকে পাঁজরের সঙ্গে ঠেকিয়ে ধরে আছে, এমন ভঙ্গিতে ট্রিগার গার্ডে পেঁচিয়ে রয়েছে আঙুল, যেন ওটা একটা রিভলভার।

এঞ্জিনের গর্জন বাড়ছে, কাঁপন তুলছে ঝোপে, বাতাস লেগে নুয়ে

পড়ছে ডালপালা। তারপর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল প্লেনটা, সূর্যের গায়ে টকটকে লাল একটা ঝলক।

'এ কি!' দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে প্লেনটা, উঁচু ঝোপের আড়ালে। সেদিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে ও।

'স্যার!' ডেকানও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ঝট করে তার দিকে ফিরল রানা, চেহারায় নির্জলা বিস্ময়। 'দেখতে পেয়েছ, ডেকান? চিনতে পেরেছ?' বতসোয়ানায় এরকম প্লেন একটাই আছে, দু'একবার শখ করে ওটা চালিয়েছে ও। চোখের পলকে মাথার ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তবু রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা দেখতে ভুল হয়নি।

'জ্বী, স্যার,' হাসছে ডেকান। 'ওটা আমার মেমসাহেবের প্লেন।'

'তা কিভাবে সম্ভব!' আপনমনে বিড়বিড় করল রানা, আবার আকাশের দিকে তাকাল। প্লেনের আওয়াজ অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তবে কান পাততে বোঝা গেল বাঁক ঘুরে ফিরে আসছে আবার ওটা।

'কি ঘটছে, বলবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করল ডারবি।

ওদের পাশে সে-ও দাঁড়িয়ে পড়েছে। এঞ্জিনের গর্জন বাড়ল, ঝোপের ডালপালা নুয়ে পড়ল আবার, লাল ঝলকটা দ্বিতীয়বার দেখতে পেল ওরা। চোখ কুঁচকে প্লেনের তলাটায় মনোযোগ দিল রানা, ডানার নিচে—আবার চেক করল নম্বরটা। না, ওর কোন ভুল হয়নি। 'ঠিক বুঝতে পারছি না...।'

চলে গেছে প্লেন, আবার অস্পষ্ট হয়ে গেছে এঞ্জিনের শব্দ।

'প্লেনটা কার তোমরা জানো,' মন্তব্য করল ডারবি।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'জ্বরে প্রলাপ বকার সময় কার নাম উচ্চারণ করেছিলাম, মনে আছে তোমার? পুনম। ওটা ওর প্লেন।'

'রানার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল ডারবি। কিছু বলতে যাবে, বলা হলো না, আবার ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল প্লেনটা। এবার অনেকটা উঁচু দিয়ে। দু'বার চক্কর দিল পুনম, কাত করল

ডানা, দিক বদলে পশ্চিম দিকে রওনা হলো, তারপর সোজা পথ ধরে হারিয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

'ডেকান, কাছাকাছি কোন প্যান আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। পুনমের দেয়া সংকেত বুঝতে পেরেছে ও। পাইলট, সে যে-ই হোক, পশ্চিম দিকে কোথাও ল্যাণ্ড করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মাথা ঝাঁকাল ডেকান। এখানে আসার পথে ট্রাক কেবিনের ছাদে ছিল সে। 'আছে, তবে ছোট, স্যার,' বলল সে। 'আধ মাইলটাক পিছনে।'

'চলো, ওদিকে যাওয়া যাক,' বলল রানা। 'তবে অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকো…।'

কেবিনের মাথায় চড়ে বসল ডেকান, হুইলের পিছনে বসল ডারবি, তার পাশে রানা।

'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে লাভ নেই।' ঝাঁকি খেতে খেতে ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে ট্রাক, আগের মতই ছড়ির সাহায্যে ডারবিকে পথ-নির্দেশ দিচ্ছে ডেকান। ডারবির দিকে তাকাতে রানা দেখল, ওর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে মাথা নাড়ছে সে, চোখে প্রশ্ন ও কৌতূহল। 'আমার জানা মতে, মি. ব্রায়ান, বারগাম আর বস্ ছাড়া আর কেউ জানে না আমরা কোথায় আছি। এখন দেখা যাচ্ছে, পুনমও জানে। কি করে জানল, বলতে পারব না। ওটা যে তারই প্লেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্লেনে কে বা কারা আছে তা না জানা পর্যন্ত…।'

কাঁচের ওপর দু'বার টোকা মারল ছড়িটা। ব্রেক করে ট্রাক দাঁড় করাল ডারবি।

নিচে নামল ওরা। 'এদিকে, স্যার,' বলে ঝোপের ভেতর দিয়ে ওদেরকে পথ দেখাল ডেকান, বের করে আনল একটা প্যানের কিনারায়। নিচু, গামলা আকৃতির জায়গাটা; সমতল, ফাঁকা, ধুলোময় আর সাদাটে। প্যানের কিনারায় থেমেছে ওরা, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে

গেল প্লেনটা। সেটার উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা।

পাইলটকে এখনও দেখা যাচ্ছে না, প্যানের সারফেস ল্যাণ্ড করার উপযুক্ত কিনা পরীক্ষা করে দেখছে। আরেকবার খুব নিচে দিয়ে উড়ে গেল সেটা, তারপর ওপরে উঠল, ঘুরল, এবার ফিরে আসছে আরও নিচে দিয়ে, বোধহয় ল্যাণ্ড করবে।

চট করে একবার ডারবির দিকে তাকাল রানা, তারপর ডেকানের দিকে। ওর দু'পাশে গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে তারা, হাঁটুর ওপর স্মাইজার। ওদের সামনে প্যানটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে উঁচু আর ঘন ঝোপ-ঝাড়। ঠেলে শটগানটা সামনে আনল ও, তারপর বলল, 'কি ঘটতে যাচ্ছে আমরা জানি না। যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকো। আমি না বলা পর্যন্ত আড়াল থেকে বেরুবে না।'

দু'জনেই মাথা ঝাঁকাল। প্লেনটা এখন একেবারে নিচে, কাছাকাছি চলে এসেছে, ল্যাণ্ড করার আগে ঝোপগুলোর মাথা প্রায় ছুঁয়ে দিল। ঝোপ পিছনে ফেলে প্যানের কিনারায় চলে এল, উঠে পড়ল ফ্ল্যাপ, নিচু হলো নাক, জমিন স্পর্শ করল চাকা, পিছনে রেখে যাচ্ছে বালির মেঘ। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর থামল ওটা, ওদের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। প্রপেলার থামছে, বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন, তারপর ককপিট হ্যাচ খুলে গেল।

রানার পেশীতে টান ধরল। দিগন্ত রেখার কাছে সূর্যটা ঠিক ওদের পিছনে, প্যাসেঞ্জার সাইডের জানালাগুলো দেখতে পাচ্ছে ও। মেঝেতে শুয়ে থাকলে আলাদা কথা, পাইলট ছাড়া আর কেউ নেই প্লেনটায়। আর পাইলট হলো পুনম।

ককপিট থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল সে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, ঝুঁকে পা দুটো হাত দিয়ে ডলছে, সম্ভবত সারাদিন প্লেন চালাতে হয়েছে বলে আড়ষ্ট হয়ে গেছে পেশী। নীল জিনস আর সাদা শার্ট ঘামে ভিজে সেঁটে আছে শরীরের সঙ্গে, শেষ বিকেলের হালকা বাতাসে তার কালো চুল উড়ছে।

ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। পুনমকে ডাকার জন্যে মুখ খুলতে যাবে, হঠাৎ করে দেখতে পেল তার পায়ের চারধারে ধুলো উড়ছে। সেই সঙ্গে রাইফেলের পরপর কয়েকটা আওয়াজ শোনা গেল, প্যানের উল্টোদিকের ঝোপ থেকে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া উঠল আকাশের গায়ে।

মুহূর্তের জন্যে হলেও রানা ধরে নিল হামলা চালিয়েছে প্রতিপক্ষদের কেউ, গুলি করা হচ্ছে ডারবি আর ওকে লক্ষ্য করে। তারপর পুনমকে চরকির মত এক পাক ঘুরতে দেখল ও, আবার স্থির হয়ে টলছে, পরমুহূর্তে আড়াল পাবার জন্যে ছুটল ঝোপের দিকে। ইতিমধ্যে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে রানা। ওদেরকে নয়, গুলি করা হচ্ছে পুনমকে লক্ষ্য করে। 'এদিকে, পুনম, এদিকে!' চিৎকার করল ও।

রাইফেলের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল রানার গলা, শুনতে পেয়ে ঘুরে গেল পুনম, ছুটে আসছে ওদের দিকে—আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ।

'কাভার দাও ওকে, ফর গড'স সেক! ডেকান, ডারবি—ঝোপে গুলি করো। ধোঁয়া লক্ষ্য করে···।'

হাতে শটগান, অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে রানা। একসঙ্গে গর্জে উঠল দুটো স্মাইজার, কান ফাটানো আওয়াজ হলো। পুনম এখন ওদের কাছ থেকে বিশ গজ···, পনেরো গজ···, দশ গজ দূরে। প্রাণপণে ছুটছে সে, কাত হয়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক, নরম ও আলগা বালিতে পিছলে যাচ্ছে তার পা। উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা বুলেটগুলো তার চারধারে পড়ছে বৃষ্টির মত।

ওদের নিচে, প্যানের কিনারায় পৌঁছুল সে। এই সময় দূর থেকে ভেসে এল একটা আর্তনাদ। স্মাইজারের ব্রাশ ফায়ার আঘাত করেছে প্রতিপক্ষদের কাউকে। একই সময় বাঁকা হয়ে গেল পুনমের পিঠ, হোঁচট খেলো একবার, ভেঙে পড়ল শরীরটা। শটগান ফেলে দিয়ে ডাইভ দিল রানা, ঢালের ওপর শুকনো ঘাসে পড়ল, গড়াতে গড়াতে নিচে নেমে যাচ্ছে।

হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে রয়েছে পুনম, একটা হাত বালির ওপর ঠেক দেয়া, অপর হাতটা খামচে ধরে আছে ঘাড় আর কাঁধের মাঝখানটা। আঙুলের ফাঁক গলে হু-হু করে বেরিয়ে আসছে রক্ত, সাদা শার্ট লাল হয়ে যাচ্ছে।

'ওঠো, পুনম, ফর গড'স সেক, ওঠো!' ডান হাত দিয়ে তার কোমরটা শক্ত করে ধরার চেষ্টা করল রানা, অনুভব করল ওর ক্ষতে টান পড়ায় ছিঁড়ে গেল মাংস, তারপর কাত হয়ে বাঁ হাত দিয়ে ধরল তাকে।

'মাসুদ ভাই···।' হাঁপাচ্ছে পুনম। 'আমি···।' বালি থেকে একটা হাত তার গলায় উঠে গেল, যেন সোনার চেইনটা খামচে ধরতে চাইছে।

'মাত্র কয়েক গজ, পুনম!' চিৎকার করছে রানা। 'এখুনি আড়াল পেয়ে যাব···।'

দাঁড়াবার চেষ্টা করল পুনম, তারপরই ঢলে পড়ল রানার গায়ে, হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে এল মুখ থেকে। ওদের পাশের জমিন বিস্ফোরিত হলো, বালিতে ভরে গেল ওদের শরীর। রানা দেখল, ওদের সামনে ঢালটা যেন পাহাড়ের মত উঁচু।

'হাঁটো, পুনম, হাঁটো!' কর্কশ শোনাল রানার চিৎকার। 'প্লীজ, প্লীজ!'

কিন্তু ওর গায়ে নেতিয়ে পড়েছে পুনম। চিৎকারটা শুনে মাথা তোলার চেষ্টা করল। 'আপনি যান···আপনি বাঁচুন···।'

সম্ভব নয়, জানে রানা, তবু চেষ্টা করল—দু'হাতে ধরল পুনমকে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে নিল বুকে। আহত কাঁধটায় যেন আগুন ধরে গেল। ঢালে পা রাখল, হড়কে নেমে এল সেটা। পুনমের গা থেকে ঘাম, করডাইট, ধুলো আর রক্তের গন্ধ পাচ্ছে। মাথাটা একটু পিছিয়ে তার চোখের দিকে তাকাল ও। চোখের তারা এখন আর কালো নয়, কেমন যেন ঘোলা হয়ে গেছে। অনুভব করল, ওর নিজের বাহু বেয়ে রক্ত

গড়াচ্ছে। আবার ঢালে পা রাখল, অনবরত টলছে। বিড় বিড় করছে আপনমনে, 'কেন এলে? কেন মরতে এলে…!'

ঢাল বেয়ে উঠে আসছে রানা, বুকে লেপ্টে রয়েছে পুনম। সচেতন, ওর পিঠ এই মুহূর্তে স্নাইপারদের সহজ টার্গেট। ঢালের মাঝামাঝি উঠে এসে আবার হড়কাল পা, পড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে এক দিকে কাত হয়ে গেল ও, শুকনো ঘাসের ওপর ধাক্কা খেলো বাঁ কাঁধ আর বাহু, পুনমকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে আছে যে তার গায়ে পতনের আঘাতটা লাগল না। ধীরে ধীরে চিৎ হলো ও, বুকের ওপর পুনম। জমিনে পা বাধিয়ে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ওপরে উঠছে। তারপর ঝোপের কিনারা থেকে দু'জোড়া হাত বেরিয়ে এসে ধরল ওদেরকে, টেনে নিল আড়ালে।

'ছেড়ে দাও ওকে, রানা।' রানার বুক থেকে পুনমকে নিজের দু'হাতে তুলে নিল ডারবি, ধীরে ধীরে মাটিতে শুইয়ে দিল তাকে। দাঁত দিয়ে কেটে ছিঁড়ে ফেলল তার শার্ট, ক্ষতটা পরীক্ষা করছে।

'কারা ওরা, ডেকান?' ঘামছে রানা, হাঁপাচ্ছে, ঝোপের ভেতর লুকিয়ে বসে আছে। এখনও মাঝে মধ্যে গুলি হচ্ছে, ঝাঁকি খাচ্ছে ওদের দু'পাশের ঝোপ, তবে শত্রুদের প্রধান টার্গেট এখন প্লেনটা।

'লোকগুলো কালো, স্যার,' ধরা গলায় বলল ডেকান। 'দু'তিনবার দেখেছি। আমার ধারণা, আমরা যাদেরকে প্রথম হামলা করেছিলাম।' তার চোখে পানি।

তারমানে বারগামের লোকজন। রানার ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। আবার তারা জড়ো হয়, পায়ের দাগ অনুসরণ করে জঙ্গল পর্যন্ত আসে, তারপর টয়োটার ছাপ ধরে উত্তর দিকে রওনা হয়।

রানা উপলব্ধি করল, পুনম ওদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এভাবে আকস্মিক তার আগমন না ঘটলে নিশ্চয়ই ওরা প্রথমে ঘিরে ফেলত ট্রাকটাকে, হামলা করত রাতের অন্ধকারে। প্লেনটাই তাদেরকে প্ল্যান বদলাতে বাধ্য করেছে। প্লেন দেখে তারা ধরে নেয় আরও লোকজন আসার পথ সুগম হতে যাচ্ছে, তারপর যে-ই দেখল পুনম একা, অমনি

তাকে খুন করার চেষ্টা চালায়।

ঘাড় ফিরিয়ে পুনমের দিকে তাকাল রানা, চোখ বুজল, তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। রক্ত বন্ধ করার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করছে ডারবি, কিন্তু গর্তটা বিশাল, বাহু বেয়ে হড় হড় করে নেমে আসছে রক্ত, মাংস ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে ভাঙা হাড়, বর্শার সুঁচালো মাথার মত। তাকানো যায় না, তবু আরেকবার তাকাল রানা। চোখ বুজে হাঁপাচ্ছে পুনম। ঝুঁকে তার মাথায় একটা হাত রাখল ও। বুঝতে পারছে, কিছুই করার নেই ওর।

মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে নেবে, এই সময় চোখ খুলল পুনম। রানাকে বোধহয় দেখতে পেল না, চোখ বুজে আবার খুলল। 'মাসুদ ভাই,' ডাকল, কিন্তু এত ক্ষীণ স্বরে যে কেউ তা শুনতে পেল না, রানা শুধু তার ঠোঁট দুটো নড়তে দেখল।

'কিছু বলছ?' পুনমের ঠোঁটের কাছে মাথা কাত করল রানা।

'আ-আমি মরে যাচ্ছি…মরে যাচ্ছি…মাসুদ ভাই?'

'কি বলছ! মরবে কেন!' অভয় দিল রানা, পুনমের মাথায় হাত বুলাল।

'বাঁচান আমাকে…আমি…বাঁচ…চা-ই…।' রক্তাক্ত একটা হাত দিয়ে গলায় কি যেন খুঁজছে পুনম।

তাকে ধরে মৃদু ঝাঁকি দিল রানা। 'সিরিয়াস কিছু নয়, পুনম, লক্ষ্মী বোন আমার! মন শক্ত করো, প্লীজ! তোমাকে আমি মরতে দেব না…।' হঠাৎ থেমে গেল ও। জ্ঞান হারিয়েছে পুনম।

নড়তে গিয়ে এই প্রথম টের পেল রানা, ওর একটা বাহু আঁকড়ে ধরে রেখেছে পুনম। ধীরে ধীরে, সাবধানে ছাড়াল সেটা। তারপর ডেকানের দিকে ফিরল।

'ম্যাগাজিন আর ক'টা আছে, ডেকান?' জিজ্ঞেস করল ও।

মেটাল ক্লিপ যেগুলো ভরেছিল ওরা সেগুলো ডেকানের বেল্টের সঙ্গে একটা পাউচে রয়েছে। দেখে নিয়ে সে জানাল, 'চারটে, স্যার।'

'দুটো আমাকে দাও, বাকি দুটো তোমার।' ডারবির স্মাইজার তুলে নিল রানা। পুনমের জন্যে আপাতত কিছু করার নেই ওর, এখন তাকে শুধু ডারবিই সাহায্য করতে পারে। প্যানের উল্টোদিকে বারগামের টেরোরিস্টরা মাত্র কয়েকশো গজ দূরে রয়েছে, তাদের কাছে কোন রিপিটার না থাকলেও রাইফেল আছে। তারাই এখন আসল সমস্যা ওদের। মাত্র একজন আহত হয়েছে, বাকি সবাই অক্ষত। 'ওরা ক'জন আমরা জানি না,' বলল ও। 'তবে সব ক'টাকে চাই, ডেকান।'

রানার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ডেকান, তার চোখের পানি ইতিমধ্যে শুকিয়ে গেছে।

'ওরা জানে না আমরা সামনে এগোব,' বলল রানা। 'ধরে নিয়েছে, পিছু হটব। তুমি বাঁ দিকে যাও, আমি ডান দিকে। প্যানের উল্টোদিকে দেখা হবে আমাদের। সামনে যাকেই দেখো, ফেলে দেবে। বুঝতে পারছ তো? যে-ক'জন আছে, সব ক'টাকে চাই, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, স্যার...' ডান দিকে মিলিয়ে গেল ডেকানের গলা।

পুনমের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ডারবি, ওদের কথা শুনতে পায়নি। দু'জনকেই একবার দেখল রানা, তারপর স্মাইজার নিয়ে বাঁ দিকে ছুটল।

প্যানের চারদিকের ঝোপগুলো খুব ঘন আর উঁচু। অত্যন্ত সাবধানে এগোচ্ছে রানা, এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে চলে আসছে, তবু পায়ের নিচে থেকে শুকনো ডাল ভাঙার আওয়াজ পাচ্ছে ও। তবে গ্রাহ্য করছে না। এই মুহূর্তে কিছুই গ্রাহ্য করছে না ও—তুচ্ছ হয়ে গেছে লাইসেন্স, ব্রায়ানকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছেটা, চিতাবাঘ, এমনকি নতুন করে ছিঁড়ে যাওয়া কাঁধের ক্ষতটাও।

শুধু একটা কথা ভাবছে রানা। পাল্টা আঘাত হানতে হবে। পুনমকে যারা গুলি করেছে তাদেরকে খুন করতে হবে। ছুটছে ও, এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে এঁকেবেঁকে, কাঁটার আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে শরীর, দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অটল, যেন আহত একটা বুনো মোষ।

ও যে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে, জানে। বুঝতে পারছে, শুকনো ডাল ভাঙার আওয়াজ শত্রুরা শুনতে পাবে। এখুনি নয়, আরও কাছাকাছি পৌঁছুলে। ততক্ষণে কিছু করার থাকবে না তাদের। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ছুটে যাবে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট, ওর হাতে ঘন ঘন ঝাঁকি খেতে থাকবে স্মাইজার, চোখের সামনে দেখতে পাবে বেজন্মা কুকুরগুলো একে একে ধরাশায়ী হচ্ছে। বালির ওপর রক্তের স্রোত দেখতে পাবে ও। সেই রক্ত দেখার জন্যেই মরিয়া হয়ে ছুটছে। খুন চেপে গেছে মাথায়।

বৃত্তের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে রানা। দাঁড়িয়ে পড়ল। সূর্যের দিকে একবার তাকিয়ে নিশ্চিত হলো নিজের পজিশন সম্পর্কে। এই মুহূর্তে পুনম আর ডারবির ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে ও। এখন পর্যন্ত, মানুষের কিছু তাজা পায়ের দাগ ছাড়া, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ডেকান ওর ডান দিকে কোথাও আছে—তার দেরি হচ্ছে, কারণ ওর চেয়ে সাবধানে হাঁটবে সে। মাথা তুলে কান পাতল ও।

কয়েক সেকেণ্ড কিছুই শুনতে পেল না। তারপর একটা গোঙানির আওয়াজ, সঙ্গে কাশির শব্দ। আওয়াজটার দিকে সাবধানে এগোল। নিঃশব্দে হাঁটছে, নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে। স্মাইজার ট্রিগারে টান টান হয়ে আছে আঙুল। সামনে ঝোপের মাঝখানে ছোট একটা ফাঁকা জায়গা। জায়গাটার ঠিক মাঝখানে শুয়ে রয়েছে এক লোক। কালো, ভ্রূণের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। দু'হাতে চেপে ধরে আছে মুখটা।

নড়ছে না, কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে রানা। গোঙানির শব্দ ছাড়াও, মাঝে-মধ্যে আহত পশুর মত দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। আর কিছু কানে আসছে না। চারদিকের ঝোপে চোখ বুলাল ও, তারপর সাবধানে সামনে এগোল।

'বাকি সবাই কোথায়?' লোকটার ওপর ঝুঁকল রানা, কোঁকড়ানো চুল মুঠো করে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল।

স্মাইজারের একটা বুলেট, সম্ভবত পাথরে লেগে ছিটকে আসে, তার নাকটা ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে, মুখের মাঝখানে রেখে গেছে গভীর একটা রক্তভরা ফাটল। অসহ্য ব্যথা আর আতঙ্কে কাতরাচ্ছে লোকটা, জমিনে ঘষা খেয়ে সরে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। তার মুখে ঝেড়ে একটা লাথি মারল রানা, চোয়ালের হাড় ভাঙার মত যথেষ্ট জোরে নয়, তবে দুটো ঠোঁটই থেঁতলে গেল।

করুণা ভিক্ষা চাইছে লোকটা, একটা হাত বাড়িয়ে রানার পা চেপে ধরার চেষ্টা করল।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দে,' কর্কশ গলায় বলল রানা। 'বাকি লোকগুলো কোথায়?'

এতক্ষণ পিছিয়ে যাচ্ছিল, রানার পা ধরার চেষ্টায় জমিনে ঘষা খেয়ে এবার এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে লোকটা। আবার লাথি মারার জন্যে এক পা পিছিয়ে এল রানা, এই সময় মাথাটা মাটিতে নামিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে লাগল। যেখানে নাক ছিল সেখান থেকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

তার গলায় একটা পা রাখল রানা, খানিকটা চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল। 'কথা বল, শুয়োরের বাচ্চা!'

'তাঁরা চলে গেছে, হুজুর...।' গলা বুজে আছে, ভোঁতা আর অস্পষ্টভাবে বেরিয়ে এল কথাগুলো। দুর্বল একটা হাত তুলে প্যানের পুব দিকটা দেখাল সে।

'কতজন ছিল ওরা?'

মাটিতে মাথা ঘষছে লোকটা, রানার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

'কত দূরে, কোথায় গেছে?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'জানি না, হুজুর।'

পিছিয়ে এসে আবার লাথি মারল লোকটার পাঁজরে। কুঁকড়ে গেল লোকটা, কপাল দিয়ে মাটি খোঁড়ার চেষ্টা করছে। 'তাড়াতাড়ি বল,

ওদিকে কোথায় গেছে?' হিস হিস করে উঠল রানা। 'তা না হলে একটা পাঁজরও আস্ত রাখব না।'

'যীশুর কিরে, হুজুর, অমি জানি না,' গোঙাতে গোঙাতে বলল লোকটা।

'জানিস না কেন? সেই অপরাধেই তো মার খাচ্ছিস···।'

রানা আবার পা তুলতে যাচ্ছে দেখে লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, 'আমাদের রসদ দুই কি তিন মাইল দূরে, হুজুর। প্লেনের আওয়াজ শুনে এখানে আমরা আসি। ওরা হয়তো ওখানে ফিরে গেছে···।'

'কতজন ছিলি তোরা?' লোকটা কথা বলছে না দেখে আবার তার চুল ধরে টান দিল রানা।

'আটজন, হুজুর। আমাকে নিয়ে নয়জন।'

'তোদের সঙ্গে বারুগাম আছে?'

'না, হুজুর।'

'লিডার কে?'

'নেকটার, হুজুর।'

উত্তরগুলো এখন দ্রুত বেরিয়ে আসছে। রানা ধারণা করল, লোকটা সত্যি কথাই বলছে। এরকম অসহ্য ব্যথায় কাতর বা মৃত্যুভয়ে অস্থির অবস্থায় বানিয়ে মিথ্যে তথ্য দেয়া সম্ভব নয়। 'কি করার কথা তোদের? কাজটা কি ছিল?' জানতে চাইল ও।

'ম্যাডামকে আবার জিম্মি করার নির্দেশ দেয়া হয় আমাদের, হুজুর। প্রথম যখন তাকে আমরা জিম্মি করি, তারও আগে থেকে তিনি একটা চিতাবাঘকে অনুসরণ করছেন। তাই নেকটার নির্দেশ দিল, প্রথমে আমরা ওটাকে মারব, তারপর ম্যাডামকে ধরে নিয়ে যাব।'

'হোয়াট! চিতা বাঘটাকে তোরা মেরে ফেলতে চাস?' অবাক হয়েছে রানা। 'কেন?'

'নেকটার বলল, ওটাই যত নষ্টের গোড়া। ওটাকে মারতে পারলে ম্যাডাম হতাশায় মুষড়ে পড়বেন, তখন তাঁকে ধরা বা সামলানো সহজ

হবে। আমাদের সঙ্গে একজন ট্র্যাকার আছে এবার, ওটাকে খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হবে না।'

'আচ্ছা…।' হঠাৎ স্থির হয়ে গেল রানা। ওর ডান দিকের ঝোপ থেকে খসখস শব্দ ভেসে এল। লোকটার চুল ছেড়ে দিয়ে চোখের পলকে আধ পাক ঘুরল, জমিনে হাঁটু জোড়া ঠেকিয়ে কোমরের পাশে বাগিয়ে ধরল স্মাইজার।

'স্যার…!' নরম সুরে ডাকল ডেকান।

পেশীতে ঢিল পড়ল, ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। এতক্ষণে পৌঁছে গেছে ডেকান, ওদের আওয়াজ পেয়েছে। 'এদিকে, ডেকান,' ডাকল ও।

খসখস শব্দটা কাছে সরে এল, তারপর ফাঁক হয়ে গেল ঝোপ, বেরিয়ে এল ডেকান। মাটিতে পড়ে থাকা লোকটাকে দেখল সে, তারপর রানার দিকে মুখ তুলল। 'বাকি লোকগুলো পিছিয়ে গেছে, স্যার,' বলল সে। 'পুব দিকে গেছে ওরা। আমি ওদের পায়ের ছাপ পেয়েছি। যে-পথে এসছিল সেই পথেই গেছে। ছাপগুলো এলোমেলো, তাই ক'জন ছিল বুঝতে পারিনি, স্যার।'

'আটজন, ডেকান।' লোকটার কাছ থেকে কি জানা গেছে, ডেকানকে বলল রানা।

'ওর কি ব্যবস্থা করবেন, স্যার?' জানতে চাইল ডেকান, অকস্মাৎ তার চেহারা হিংস্র হয়ে উঠল।

লোকটার দিকে তাকাল রানা। মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, আতঙ্কিত ও অসহায়, মুখ আর নাক থেকে রক্ত বেরিয়ে এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে বুক। তাকে ওদের আর দরকার নেই। তার কোন গুরুত্বও নেই, বারগামের নগণ্য একজন টেরোরিস্ট, টাকার লোভে যোগ দিয়েছে দলে। তার কাছ থেকে আর কিছু জানারও নেই ওদের, তবে পাশে পড়ে থাকা অস্ত্রটা ওদের কাজে লাগবে। একটা হান্টিং রাইফেল, হয়তো এই রাইফেলেরই একটা বুলেটে আহত হয়েছে পুনম।

'আপনি যান, স্যার,' বলল ডেকান, তার কথায় সংবিৎ ফিরল রানার। 'বিশ সেকেণ্ড পর আসছি আমি। ওর সঙ্গে আমাকে একটু একা থাকতে দিন।'

কথা না বলে ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোল রানা। ডেকান এখন কি করবে জানে ও, জানে লোকটাও।

ডেকানের দিকে তাকিয়ে ফোঁপাচ্ছে সে, কথা বলতে চেষ্টা করলেও পারছে না। প্রস্রাব করছে, ধুলো মাখা শর্টস ভিজে গেল। হাতের স্মাইজার নামিয়ে রেখে রাইফেলটা তুলে নিল ডেকান।

ম্যাগাজিনে দুটো শেল রয়েছে। ব্রীচে একটা ভরল ডেকান, কাঁধে রাইফেল তুলল, লক্ষ্যস্থির করল সময় নিয়ে।

কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল লোকটা। একটা হাত দিয়ে মাটি খামচাচ্ছে।

রাইফেলটা নামাল ডেকান। 'মরার আগে শুনে যা কেন মরছিস,' বলল সে। 'আমার মেমসাহেব তোদের কোন ক্ষতি করেনি। তোরা তার পিছন থেকে গুলি করেছিস। আমার মেমসাহেবের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না।'

কি যেন বলতে চেষ্টা করল লোকটা, ডেকান শোনার অপেক্ষায় থাকল না, নিতম্বের কাছ থেকে গুলি করল। এত কাছ থেকে লক্ষ্য ব্যর্থ হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

গুলি করে লোকটার দিকে তাকালও না ডেকান, ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্রীচে আরেকটা শেল ভরল। ব্যারেলটা বালির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে দ্বিতীয়বার ট্রিগার টানল সে। বিস্ফোরিত হলো রাইফেলের মাজল। রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে, ঝুঁকে তুলে নিল স্মাইজার, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে রানার খোঁজে ঝোপের দিকে এগোল।

প্যানের উল্টোদিকে ফিরে এসে ডারবিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা। তার শার্টের আস্তিন ভাঁজ করে কনুইয়ের ওপরে তোলা, এক মুঠো

শুকনো ঘাস দিয়ে হাত দুটো পরিষ্কার করছে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ডারবির পায়ের কাছে নিচু ঝোপের ডালপালা নুয়ে রয়েছে, জমিনে রক্তের দাগও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পুনমকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

মুঠোর ঘাস ফেলে দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল ডারবি। তার মুখে রক্ত নেই, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, ঘামে ভিজে গেছে শার্টের কলার। 'পুনম মারা গেছে, রানা,' শান্ত সুরে বলল সে। 'গুলিটা তার ঘাড়ের বড় দুটো শিরাই ছিঁড়ে ফেলেছিল। মারা গেছে কয়েক মিনিট আগে।'

তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, কথাগুলোর অর্থ খানিকটা ধরতে পারছে, খানিকটা মেনে নিতে পারছে না। পুনম আহত হয়েছে, আহত হয়েছে মারাত্মকভাবে, হ্যাঁ; নিজেই তা দেখেছে ও। কিন্তু পুনম মারা যেতে পারে না। এমন সজীব তাজা প্রাণবন্ত একটা অস্তিত্ব হঠাৎ এভাবে শেষ হয় কি করে! এমন সুন্দর একটা শরীর, এমন সুন্দর ও পবিত্র একটা চেহারা, নিষ্কলুষ কোমল মন, মায়াভরা চোখ, যে কিনা ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে ওকে সাহায্য করতে ছুটে এসেছিল...রানা বুঝতে পারছে না, তার মৃত্যু হয় কি করে! না, এ অসম্ভব! এ সত্যি হতে পারে না। পুনম তার আঘাত অবশ্যই সামলে উঠবে। ডারবি সাংঘাতিক কোন ভুল করছে।

'আমি দুঃখিত, রানা।' ওর কাঁধে একটা হাত রাখল ডারবি।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে নামিয়ে দিল ডারবির হাতটা, এখনও মেনে নিতে পারছে না। 'কোথায় সে?' মিষ্টি মেয়েটা, পুনম, যাকে সে কিশোরী দেখেছে প্রথমবার বতসোয়ানায় এসে। ওর দিকে কেমন অদ্ভুত চোখে শুধু তাকিয়ে থাকত। তারপর যখন দ্বিতীয়বার বতসোয়ানায় এল, দেখল অনেক বড় হয়ে গেছে মেয়েটা, চোখাচোখি হলেই লজ্জায় মাথা নত করত। সেই পুনম। ওকে মাসুদ ভাই বলত! কি মিষ্টি গলা! ওই ডাক আরেকবার শোনার জন্যে আনচান করছে বুকটা। 'বলো, কোথায় সে?' চিৎকার করছে রানা।

'দেখতে চেয়ো না, রানা, দেখতে চেয়ো না...।'

'কোথায় সে?' আবার চিৎকার করল রানা। 'দেখতে চাইব না মানে? তোমার কি মাথা খারাপ হলো? পুনমকে আমি দেখতে চাইব না? কোথায়, এখুনি তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে··· ।'

দু'সেকেণ্ড একদৃষ্টে রানাকে দেখল ডারবি। তারপর ঘুরে দাঁড়াল, ঝোপের ভেতর দিয়ে কয়েক গজ এগিয়ে থামল।

কাত হয়ে একটা ঝোপের গায়ে শুয়ে রয়েছে পুনম। রক্তের ধারা দেখে বোঝা যায়, প্যানের কিনারা থেকে এখানে তাকে টেনে এনেছে ডারবি। হাঁটু মুড়ে বসল রানা। বুলেটের গর্ত সহ ঘাড়টা মাটির সঙ্গে সেঁটে আছে, দেখা যাচ্ছে না, তবে এমন কিছু নেই যেখানে রক্ত লাগেনি। বুট, জিনস, শার্ট, মুখ, চুল—চাপ চাপ রক্ত লেগে রয়েছে সবখানে। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা, বিড়বিড় করে আপনমনে কথা বলছে, কথা বলছে পুনমের সঙ্গে, জানে না কি বলছে। আকৃতি, কাঠামো, রঙ, চামড়ার লাবণ্য, সবই পুনমের অথচ প্রতিটি জিনিসই এমন বদলে গেছে যে অচেনা লাগছে। আগের সেই নিরেট ভাব নেই, সেই সৌন্দর্য বা মর্যাদাও হারিয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যেও যে প্রাণশক্তি ও উত্তেজনার ভাব থাকার কথা, নেই তা। নিস্তেজ, ভাঙাচোরা, খালি লাগছে তাকে। মৃত্যু এত কুৎসিত, এত নিষ্ঠুর আর অবমাননাকর হতে পারে, রানার ধারণা ছিল না।

ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে তার মুখ স্পর্শ করল ও। পুনমের চামড়া এখনও গরম আর ভেজা ভেজা, রোদ আর ঘাম মিশে আছে। রানার হাতে এক গোছা চুল সুড়সুড়ি দিল।

তারপর হঠাৎ মাটির ওপর বসে পড়ল রানা, হাঁটু দুটোর মাঝখানে মাথা নামিয়ে কেঁদে ফেলল।

'ওঠো, রানা··· ।' বগলের তলায় একটা হাত ঢুকল, শক্ত করে ধরেছে ওকে, টেনে দাঁড় করাল।

মাথাটা ঝাঁকাল রানা, শার্টের আস্তিনে চোখ মুছে আকাশের দিকে তাকাল। বুঝতে পারছে না কতক্ষণ হাঁটু মুড়ে বসে ছিল ওখানে, হয়তো

মাত্র কয়েক মিনিট, কিন্তু এরই মধ্যে দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

'এদিকে এসো...।' হাত আর গলার আওয়াজ ডারবির, অনুভব করল রানা। বাধা দিল না, ডারবির ওপর ছেড়ে দিল নিজেকে, ঝোপের ভেতর দিয়ে হেঁটে ফিরে আসছে ট্রাকটার কাছে। রোবটের মত চলাফেরা, চোখে শূন্যদৃষ্টি, মনটা ঠাণ্ডা আর ফাঁকা, হাত আর পা অসম্ভব ভারি লাগছে। দৃষ্টিপথে চলে এল টয়োটা, অস্পষ্টভাবে ডেকানের উপস্থিতি টের পেল। চোখ দুটো টকটকে লাল, বিলাপ করছে নরম সুরেলা গলায়, দাঁড়িয়ে আছে টেইলগেটের পাশে।

হুডের ওপর নেতিয়ে পড়ল রানা। চোখে দৃষ্টি নেই।

'রানা...!' কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, হঠাৎ খেয়াল হলো ওর হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে ডারবি। যেন অন্য একটা জগৎ থেকে ফিরে আসার চেষ্টা করল রানা, অতি কষ্টে মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল।

'আমার কথা শোনো,' নরম সুর, তবে ব্যাকুল ভাবটুকু স্পষ্ট, যেন জরুরী তাগাদা দিচ্ছে ওকে। 'এভাবে তোমার ভেঙে পড়া চলবে না। তুমি ভেঙে পড়লে কারও কোন লাভ নেই, পুনমের তো নয়ই। তোমার ব্যথা আমি বুঝতে পারছি, রানা। তোমার ব্যথায় আমিও ব্যথিত। এখন আমাদেরকে শক্ত হতে হবে।'

মাথাটা নিচু করে নিল রানা।

'আমাদের এখানে থেমে থাকলে চলবে না, রানা,' আবার বলল ডারবি। 'ডেকান বলল, পায়ের দাগ দেখে বোঝা যায় ওরা নাকি পুব দিকে গেছে। তোমার কি ধারণা, এরপর কি করবে ওরা?'

ভুরু কুঁচকে মাথাটাকে সচল করার চেষ্টা করল রানা। এক দল বেজন্মা তাজা একটা ফুলকে পায়ের নিচে ফেলে থেঁতলেছে। ডেকান তাদের একজনকে খুন করেছে। এখন মনে করতে পারছে না, তবে ডেকান লোকটাকে খুন করতে চাওয়ায় নিশ্চয়ই ক্ষণিকের জন্যে হলেও খানিকটা তৃপ্তিবোধ করেছিল ও। কিন্তু এখন আর কোন অনুভূতি নেই,

এমনকি রাগও নেই। এখন শুধু বিরাট একটা শূন্যতা অনুভব করছে। পুনম বেঁচে নেই, অবিশ্বাস্য এই সত্যটা উপলব্ধি করার পর নিজেকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে ও। যেখানে কোন কিছুরই আর কোন গুরুত্ব নেই।

'রানা, প্লীজ।' ওর হাত ধরে আবার ঝাঁকাল ডারবি। 'কোথায় গেছে ওরা, জানো তুমি? জানো, এরপর কি করবে?'

'মাইল কয়েক পিছনে ফিরে গেছে ওরা, ওখানে ওদের রসদ আছে...।' শব্দগুলো ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল মুখ থেকে, গলায় জোর নেই। এরপর কি করবে ওরা? এখন যেন তার কোন গুরুত্বই নেই। তবু মাথাটাকে খাটাবার চেষ্টা করল রানা।

সংখ্যায় এখন ওরা আটজন। সঙ্গে নতুন একজন লিডার। যোগ্য একজন লোক। যোগ্য হবারই কথা, কারণ আগের চেয়ে ব্যাপারটাকে অবশ্যই অনেক বেশি সিরিয়াসলি নেবে বারগাম। তাদের কাছে কোন অটোমেটিক ছিল না, স্মাইজার থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলি হতে দেখে ঘাবড়ে যায়, আর সেজন্যেই রসদের কাছে ফিরে গেছে। ওখানে সম্ভবত আরও ভাল অস্ত্র আছে তাদের। জানে, প্রতিপক্ষের চেয়ে সংখ্যায় তারা বেশি। কাজেই আবার আক্রমণ করবে। তবে রাতে নয়। অন্ধকারকে খুব ভয় পায় কালোরা, দিশেহারা বোধ করে। তারমানে পরবর্তী আক্রমণটা হবে সকালে। 'কাল সকালে হামলা করবে আবার,' বলল রানা।

'তাহলে তো...' শুরু করল ডারবি।

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। আরও কি যেন বলতে চায় ও, মনে করার চেষ্টা করছে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'চিতাবাঘটাকেও মারবে। বারগামের কাছ থেকে সেই নির্দেশই পেয়েছে ওরা।'

ডারবি হতভম্ব, কথা বলতে না পেরে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে।

আহত লোকটা কি বলেছে ব্যাখ্যা করল রানা। ও থামতে ঘুরে

দাঁড়াল ডারবি, আকাশের দিকে তাকাল। কয়েক সেকেণ্ড কেউ কোন কথা বলল না। তারপর ডেকানের দিকে ফিরল সে, হাত ইশারায় কাছে ডাকল তাকে।

ডারবির সামনে এসে মাথা নত করে দাঁড়াল ডেকান।

'পুনমকে কবর দিতে চাইলে বলো,' রানাকে জিজ্ঞেস করল ডারবি। 'নাকি ভাবছ…?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, আগুন জ্বালা যাবে না। মাটিই দিতে হবে।'

ডেকানের দিকে ফিরল ডারবি। 'আমার ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্টের মধ্যে ছোট একটা শাবল আর কোদাল পাবে, বের করো, ডেকান,' বলল সে। 'গর্তটা খুব গভীর করে মাটি চাপা দিলে, তার ওপর পাথর বসালে হায়েনারা কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না।' রানার দিকে ফিরল সে। 'এসো, প্লীজ।'

আবার প্যানের কাছে ফিরে এল ওরা। ডেকানের হাত থেকে কোদাল নিয়ে বড় দুটো বোল্ডারের মাঝখানে নরম বালিতে গর্ত তৈরি করল রানা। ডেকান আর ডারবি আশপাশ থেকে ফুটবল আকৃতির পাথর এনে জড়ো করল এক জায়গায়।

ঝোপের ভেতর থেকে লাশটা বুকে তুলে নিল রানা। ওর চোখে এখন পানি নেই, শুধু নিঃশ্বাস পড়ার সময় থরথর করে কাঁপছে গোটা শরীর। গর্তের ভেতর নামানোর সময় ব্যাপারটা খেয়াল করল ও। পুনমের গলায় সোনার চেইনটা নেই। তার গলা থেকে চোখ তুলে ডারবির দিকে তাকাল ও, গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ওর দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে ডারবি শুধু ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল।

মাটি চাপা দেয়ার পর কবরের ওপর পাথর সাজাল ওরা। কেউ কোন কথা বলছে না। ট্রাকের দিকে ফেরার সময় রানা আর ডেকানের মাঝখানে থাকল ডারবি, দু'জনের হাত ধরে আছে।

ট্রাকে উঠে প্যাসেঞ্জার সীটে বসল রানা, অসাড় আর নিস্তেজ লাগছে নিজেকে ওর। স্টার্ট দিয়ে টয়োটা ছেড়ে দিল ডারবি।

কোথায় যাচ্ছে ওরা, রানা জানে না। জানার কোন ইচ্ছেও নেই। সব কিছু যেন অর্থহীন হয়ে গেছে। পুনমের কথা ভাবতে চেষ্টা করল। এবার বতসোয়ানায় আসার পর বহুবার দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে তার, অথচ সে-সব স্মৃতি বিশেষ মনে পড়ছে না, মনে পড়লেও সেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে পারছে না। বারবার শুধু কিশোরী পুনমের ছবি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। বিপদ কেটে যাবার পর গোটা পরিবারের সবাই যখন নিরাপদ বোধ করছে, রানা যখন ঘন ঘন ওদের বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করেছে, পুনম হয়ে উঠেছিল ওর প্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গিনী। তাদের বিশাল ফার্মে কোথায় কি আছে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে ওকে, ডেকান আর নিকেলদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে গেছে, ঘোড়ায় চড়ে রানার সঙ্গে জঙ্গলে গেছে শিকার করতে। সে-সব স্মৃতি বিশেষ করে ভোলা সম্ভব নয় এই জন্যে যে রানার কোন বোন নেই, পুনম ওর সেই অভাবটা পুরণ করে দিয়েছিল।

পরে, দ্বিতীয়বার বতসোয়ানায় এসে, পুনমকে অন্যরকম দেখেছে রানা। আট-দশটা বছর তো কম সময় নয়; ইতিমধ্যে বড় হয়ে গেছে পুনম। তরুণী পুনম বড় বড় চোখ মেলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেনি, চোখাচোখি হলেই নামিয়ে নিয়েছে দৃষ্টি। কারণটা বুঝতে পারেনি রানা, ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি পুনম তার মাসুদ ভাইকে অন্যরকম দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে। দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, একসঙ্গে সময়ও কাটিয়েছে ওরা, কিন্তু দশ বছর আগের কিশোরী পুনমকে আর খুঁজে পায়নি রানা। মনে মনে শুধু বিস্মিত নয়, একটু বোধহয় আহতও হয়েছিল ও। আর সেজন্যেই ওদের বাড়িতে আসা-যাওয়া কমিয়ে দেয়। পুনমের আচরণে রহস্যময় ও নিষিদ্ধ কিছু আছে, এটা বোধহয় টের পেয়ে যায় ওর অবচেতন মন, আর হয়তো সে-কারণেই তাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া কমিয়ে দেয় রানা। পুনম নানা উপলক্ষ্যে ওকে পাঁচবার ডাকলে একবার হয়তো গেছে।

আজ, এখন, মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি বদলে গিয়েছিল পুনম, সে তার

মাসুদ ভাইকে অন্যরকম দৃষ্টিতেই দেখতে শুরু করে। এরকম যে হয় না তা-ও নয়—কিশোরী একটা মেয়ে তার চেয়ে বয়েসে অনেক বড় কোন লোককে মনে মনে, গোপনে ভালবেসে ফেলে। পুনমের বেলায় হয়তো সেরকম কিছুই ঘটে গিয়েছিল। তা না হলে একা কেন ওকে সাহায্য করতে ছুটে আসবে সে? সন্দেহ নেই, যেভাবেই হোক ওর বিপদের কথা তার কানে গিয়েছিল। মাসুদ ভাইয়ের বিপদ, এ-খবর পাবার পর তার উচিত ছিল বাবাকে সব কথা জানানো। সাহায্য করার ইচ্ছে থাকলে উচিত ছিল ফার্মের লোকজনকে পাঠানো। কিন্তু তা সে করেনি, নিজেই চলে এসেছে, তা-ও আবার একা। অর্থাৎ ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত রাখতে চেয়েছে পুনম। কিন্তু কেন?

সম্ভাব্য উত্তর একটাই হতে পারে। রানাকে ভালবেসে ফেলেছিল সে। ওর বিপদে নিজেকে স্থির রাখতে পারেনি।

কাজটা উচিত হয়নি পুনমের। কথাটা ভাবার সময় আবার ভিজে উঠল রানার চোখ। একা এভাবে আসা তো উচিত হয়ইনি, ওকে এভাবে ভালবেসে ফেলাও উচিত হয়নি বোকা মেয়েটার।

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক। দরজা খুলে নেমে পড়ার ইঙ্গিত দিল ডারবি। কথা না বলে, কোন প্রশ্ন না করে, নিচে নামল রানা। আবার তারা সেই ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁচেছে, যেখানে দাঁড়িয়ে প্লেনের শব্দ শুনেছিল, যেখান থেকে ঝোপের ভেতর হারিয়ে গিয়েছিল বুশম্যানরা। এখনও তাদেরকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, তবে চিতাবাঘের ছাপগুলো আগের মতই স্পষ্ট, বালির ওপর দিয়ে সোজা এগিয়ে গেছে।

ডেকান ট্রাকের পিছন থেকে নামতে তার সঙ্গে কথা বলল ডারবি, তারপর আবার রানার সামনে ফিরে এল। 'আমার কথা শোনো, রানা...।' ওর খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে সে। ইতিমধ্যে দিনের আলো নিভে গেছে, তারপরও তার চোখে গভীর একাগ্রতা লক্ষ করল রানা। 'যদি সম্ভব হয়, তোমাকে আমি একটা জিনিস দেখাব। তাতে তোমার বেদনার উপশম ঘটবে না, তবু তোমাকে তা দেখতে বলব আমি, বলব

বুঝতে চেষ্টা করো। তারপর তুমি যা ভাল বোঝো কোরো।'

ঘুরল ডারবি; লম্বা অ্যাকেশিয়া গাছটার দিকে হাঁটছে। ফাঁকা জায়গাটার উল্টোদিকে, ঝোপ ঝাড়ের ভেতর সেটা, যেটার দিকে হাত তুলে বিচিত্র শব্দ করেছিল বুশম্যানরা।

## সাত

মাথা উঁচু করল চিতাবাঘ, হাই তুলল। সামনের থাবা দুটো লম্বা করল, তারপর ডালের ওপর ঘষে নিজের বুকের কাছে ফিরিয়ে আনল আবার। কাঠের ওপর গভীর সাদা ক্ষত সৃষ্টি করল নখরগুলো।

প্রায় সারাটা দিনই ঘুমিয়েছে কালো চিতা, নিবিড় ও নির্বিঘ্ন ঘুমের মধ্যে তার পালস রেট অর্ধেকে নেমে আসে। যদিও ঘুমের মধ্যেও তার শ্রবণ-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে, মস্তিষ্কের অংশবিশেষ থাকে সতর্ক। গাছটার পাশ ঘেঁষে হরিণের একটা পাল হেঁটে গেলে, গরম ও স্থির বাতাসে ওগুলো যে-সব শব্দ করবে তার বেশিরভাগই শুনতে পাবে সে। শব্দগুলো বিপদের কোন সঙ্কেত দেবে না, ফলে সে জাগবেও না।

প্রায় সব ধরনের শব্দেরই রেকর্ড আছে তার ব্রেনে, ঘুমের মধ্যে ওখানে কোন শব্দ পৌঁছুলেই রেকর্ডের সঙ্গে মেলানো হয়, বিপজ্জনক না হলে ঘুমে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। ঘুম ভাঙে শুধু খাবার, প্রতিদ্বন্দ্বী আর বিপদের শব্দে। অবশ্য সাধারণত দিনের বেলা আহার যোগ্য শিকারের শব্দ পেলেও তার ঘুম ভাঙে না। চিতা রাতের শিকারী, নিশাচর। প্রচণ্ড খরার কারণে খাবার দুষ্প্রাপ্য হয়ে না উঠলে অন্ধকারেই শিকার করে সে। আর এই প্রচণ্ড গরমে, প্রতিদ্বন্দ্বী, নিজের এলাকায় অন্য

একটা চিতা, তা-ও বিরল ঘটনা। কাজেই বিপদ সঙ্কেত বড় একটা পায় না সে। দাবানল, অসুস্থতা আর বার্ধক্য ছাড়া কালো চিতার কোন শত্রু নেই।

আজকের দিনটা তার অন্যরকম কেটেছে। তিন-তিনবার এমন সব শব্দ কানে ঢুকেছে, অচেনা ও বিভ্রান্তিকর বলে বাতিল করে দিয়েছে তার ব্রেন। প্রথমে ঝোপ থেকে এগিয়ে এসেছে একটা গুঞ্জন, তারপর কর্কশ একটানা গর্জন ভেসে এসেছে আকাশ থেকে, সবশেষে একনাগাড়ে কিছুক্ষণ শোনা গেছে তীক্ষ্ণ বিস্ফোরণের আওয়াজ। এ-সব শব্দ তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। রাগে গরগর করে ওঠে সে, একবার গাছের আরও উঁচুতে উঠে যায়, তবে প্রতিবারই আবার ঘুমিয়ে পড়ে সে। গোলযোগের কারণ যাই হোক, গরগর আওয়াজ শুনে কেউ সাড়া দেয়নি দেখে সন্তুষ্টচিত্তে ধরে নেয়, তার বিচলিত হবার মত কোন ব্যাপার নয়।

এখন আবার তার ঘুম ভেঙেছে। এবার ঘুম ভাঙার কারণ কোন শব্দ নয়, সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা হঠাৎ করে কমে যাওয়ায়। ডালটার ওপর দাঁড়াল সে, আবার হাই তুলল, তারপর নিচের ঝোপে চোখ বুলাল।

গত কয়েক হপ্তায় কালো চিতা প্রায় দুশো মাইল এগিয়েছে। এক কি দু'রাত পরপর শিকার করলেও শরীরের ওজন কমে গেছে শতকরা পনেরো ভাগ। নির্দিষ্ট কোন এলাকায় থাকার সময় সুস্থ সতেজ থাকার জন্যে সাধারণত হপ্তায় দুই কি তিনবার শিকার করলেই চলে। মরুভূমি পাড়ি দেয়ার সময় ব্যাপারটা অন্যরকম। এখানে শিকার কখন কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই। শিকার করতে সময়ও লাগে বেশি। শিকার করার পর দীর্ঘ সময় নিয়ে খাওয়ার সুযোগও থাকে না, তাড়াহুড়োর মধ্যে যতটুকু পারা যায় মুখে পুরেই আবার ছুটতে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটতে হচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে শক্তি।

ওজন কমে গেলেও দেখে সহজে তা বোঝার উপায় নেই। তার গায়ের রঙ যেন গাঢ় হয়েছে, বেড়েছে রেশমি বা চকচকে ভাব, উজ্জ্বল

হলুদ হীরের মত চোখ দুটো আগের চেয়েও বেশি জ্বলজ্বল করে, দৃষ্টি অনেক বেশি প্রখর। পিছনে যে ছাপ রেখে যাচ্ছে সেগুলো এখন আরও গভীর, পা ফেলার গতিও বেড়েছে। রোগা দেখায় বুকের খাঁচার চারদিকে, পায়ের পেশী সরু হয়ে গেছে, কাঁধের পেশী আগের মত ফোলা নয়। এ-সবই দীর্ঘ পদ-যাত্রার মাশুল।

একটা নিয়ম ধরে নিচের ঝোপের ওপর চোখ বুলাল ওটা। হরিণের পাল ছাপ রেখে গেছে, হেঁটে গেছে একটা শিয়াল। না, বালিতে হিংস্র কোন প্রাণীর ছাপ দেখল না সে। কাঁটা-ঝোপের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, সন্ধ্যার বাতাস কোন দিকে বইছে বোঝার জন্যে। তারপর একেবারে স্থির হয়ে গেল চিতাবাঘ। গাছটা থেকে ত্রিশ গজ পুবে খাড়া একজোড়া আকৃতি দেখতে পেয়েছে সে। একটা চিনতে পারল, দ্বিতীয়টা নতুন।

বাতাস শুঁকল কালো চিতা, গন্ধ পেয়ে গর্‌গর্‌ করে উঠল—সাবধানে, প্ররোচিত করার জন্যে চ্যালেঞ্জ জানাল। আকৃতি দুটো নড়ল না, কোন সাড়াও দিল না। আবার আওয়াজ ছাড়ল সে, এবার বেশ জোরে খেঁকিয়ে উঠল— গভীরস্বরে কড়া হুমকি, শেষ হলো হিসহিস শব্দের সঙ্গে। তবু কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আকৃতিগুলোকে আরও কিছুক্ষণ পরীক্ষা করল সে, চেনা আকৃতিটা অচেনা আকৃতির সঙ্গে প্রায় মিশে আছে। এরপর গর্জে উঠল সে, এলাকায় নিজের আধিপত্য ঘোষণা করে গাছ বেয়ে নেমে এল নিচের বালিতে।

আজ দিনের বেলা যে-সব শব্দ শুনেছে, আকৃতিগুলো সেই জাতের—অচেনা, তবে বিপজ্জনক নয়। আত্মসমর্পণের নুয়ে পড়া ভাবও নেই, আবার আক্রমণাত্মক কোন ভঙ্গিও নেই। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন পাথরের অচল মূর্তি। ওরা যে কোন হুমকি বা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, এটা বোঝার জন্যে ওইটুকুই তার জন্যে যথেষ্ট।

জমিনে নেমে এসে সামান্য প্রস্রাব করল সে, ঠিক আগে যেখানে একবার করেছিল। প্রস্রাবের দাগ ও গন্ধ যতক্ষণ থাকবে, গাছটার ওপর

তার দাবিও ততক্ষণ থাকবে। তারপর ঝোপের ভেতর দিয়ে উত্তর দিকে এগোল সে।

কালো চিতা জোড়া আকৃতির খুব কাছ দিয়ে হেঁটে গেল। এর আগে শব্দগুলোকে অচেনা ও বিভ্রান্তিকর বলে সনাক্ত করলেও তার ব্রেন বিপজ্জনক নয় বলে রায় দিয়েছিল, তেমনি ওগুলোকেও বিপজ্জনক নয় ধরে নিয়ে অগ্রাহ্য করল সে। শীতকালীন মরুভূমিতে যা কিছু রয়েছে, সন্ধ্যাতারা সহ, তারই একটা অংশ হিসেবে মেনে নিয়েছে ওগুলোকে। একই দৃশ্যপটে কালো চিতা তার নিজের উপস্থিতি সম্পর্কেও এক বিন্দু সচেতন নয়—সচেতন নয় যে তার গা থেকে মড়ার গন্ধ বেরুচ্ছে, দেখতে সে কালো একটা ছায়া, ভেলভেটের মত কোমল অথচ ভীতিকর; বালিতে রেখে যাচ্ছে পায়ের ছাপ; তারার আলো লেগে মাঝে মধ্যে ঝিক্ করে উঠছে হলুদ চোখ।

দর্শক দু'জনের মনে কি প্রভাব রেখে যাচ্ছে, সে-সম্পর্কেও সচেতন নয় সে। শুধু একটা ব্যাপারে সচেতন কালো চিতা। পেটের নিচে অনুভব করতে পারছে, অদ্ভুত এক খিদে। তার উরুসন্ধি উষ্ণ তরল পদার্থে ভিজে আছে, কি এক দুর্নিবার আকর্ষণ টেনে নিয়ে চলেছে তাকে ধ্রুবতারার দিকে।

## আট

চারদিকে ঝোপ, ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ওর পিছনে তাঁবু, ভেতরে ঘুমাচ্ছে ডারবি। ডেকান ট্রাকের মাথায়, কোলের ওপর স্মাইজার নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

দশটার মত বাজে, ওখানে রানা প্রায় দু'ঘণ্টা হলো একা দাঁড়িয়ে। আজ রাতে প্রবল বাতাস বইছে, মাঝে মধ্যে ঠাণ্ডা হিম ঝাপটা লাগায় পানি বেরিয়ে আসছে চোখে। কখনও বা ফুলে উঠছে বুক, কাঁপা কাঁপা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলছে।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, একে একে সব কথাই মনে পড়ছে ওর। রাগের মাথায় ভুল করে গুলি করে বসল একটা হরিণকে। কনসেশন থেকে ফিরে এল রাজধানীতে, লাইসেন্স হারাবার আশঙ্কায় অস্থির। গেম ডিপার্টমেন্ট লাইসেন্স কেড়ে নিলে ওর নিজের তেমন কোন ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে কর্মচারীদের, যাদেরকে ও ভালবাসে। এই সময় সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলেন কানাডিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা, ব্রায়ান। আদভানি পরিবারের কাছ থেকে টয়োটা আর অস্ত্র নিয়ে কালাহারিতে চলে এল ও, ডারবিকে টেরোরিস্ট গ্রুপটার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য। প্রথম সাক্ষাতেই তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি হলো মেয়েটার সঙ্গে। তারপর কাঁধে গুলি খেয়ে অচল হয়ে পড়ল ও। মারা গেল নিকেল। মনে পড়ছে, অনেক যত্ন আত্তি ও সেবা-শুশ্রুষা করে এ-যাত্রা ওকে বাঁচিয়ে তুলেছে ডারবি। তারপর, অপ্রত্যাশিতভাবে প্লেন নিয়ে হাজির হলো পুনম। টেরোরিস্টদের গুলি খেয়ে সে-ও মারা পড়ল।

শেষ দিকে চোখ বেয়ে পানি গড়াতে শুরু করল। যদিও এই কান্নার কারণ পুনম বা নিকেল নয়। কালো চিতাবাঘ।

মাঝে মধ্যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে রানার, সত্যি ওটাকে দেখেছে কিনা বুঝতে পারছে না। বাস্তবে দেখেছে, নাকি জ্বরের ঘোরে যে স্বপ্ন দেখেছিল তারই কোন প্রতিচ্ছবি ফিরে আসছে? তারপরই গন্ধটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, আর মনে পড়লেই কুঁচকে উঠছে নাক—থাবার ফাঁক-ফোকরে লেগে থাকা পচা মাংসের গন্ধ। তারপর ছবিটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে, বিশাল এক কালো ছায়া ঢেউ তুলে ঝোপের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, হলুদ চোখে হীরকের উজ্জ্বল দ্যুতি, বালিতে কোমল খসখস শব্দ। বুঝতে পারছে, সত্যি সত্যি দেখেছে। অথচ বিশ্বাস করতে

না পারায় মাথা নাড়ছে আপনমনে।

বহু বছর ধরে শিকার করছে রানা, পৃথিবীর নামকরা প্রায় সব জঙ্গলেই গেছে ও। আফ্রিকাতেই এত বড় হাতি ও সিংহ মেরেছে যে রেকর্ড বুকে লেখা হয়েছে সে-সব ঘটনার কথা। কালাহারিতে, ওর কনসেশনেও মক্কেলদের হয়ে বিরাট সব প্রাণী শিকার করেছে। কিন্তু সে-সব প্রাণীর সঙ্গে এই প্রাণীটার কোন তুলনা চলে না। এটা সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যাপার। আর সব প্রাণীর সঙ্গে এটার পার্থক্য আকৃতিতে নয়, ধরনে বা জাতে।

কালো চিতা শিকার নয়। এমন কি এই জগতেরই নয়। নয় এই সময়কার। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশাল একটা কালো ছায়া, যেমন রহস্যময় তেমনি ভীতিকর, চলাফেরায় কোন শব্দ নেই, মুখে ধারাল দাঁত, থাবায় বাঁকা নখর—ওটা আসলে হারিয়ে যাওয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা প্রাণী, অকস্মাৎ একটা কিংবদন্তী রক্ত-মাংস-হাড়-পেশীসহ জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। তারপর, স্বপ্ন কিনা, এই ধাঁধা সৃষ্টি করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে উত্তর দিকে।

এই মুহূর্তে, এখনও, ওদের সামনে আছে ওটা। তারার আলোয় ছুটে চলেছে নিজের গন্তব্য অভিমুখে। ডারবির মোহ আর নেশাটা কেন, এখন বুঝতে পারছে রানা। এ যেন একটা ইউনিকর্ন আবিষ্কার। রোমান আর গ্রীক লেখকরা যার বর্ণনা দিয়ে গেছেন, যার খোঁজ পাওয়া যায় শুধুই প্রাচীন গল্প-কাহিনীতে। অর্ধেক ঘোড়া, অর্ধেক মানুষ, মাথায় একটা মাত্র শিং, ভোরের কুয়াশার ভেতর লুকিয়ে থাকে, সন্ধ্যার অন্ধকারে আবছা দেখায়, তবু আকৃতিটা বোঝা যায়, অনুসরণ না করে কোন উপায় থাকে না, জানতে ইচ্ছে করে কোথায় যাচ্ছে ওটা, কেন যাচ্ছে। তবে পার্থক্য হলো, কালো চিতা কিংবদন্তী নয়, ওটার ঘাড়ে সোনালী কেশর নেই, মাথায় নেই কোন শিং। ইউনিকর্ন নয়, তারচেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর এক প্রাণী, আরও বেশি আকর্ষণীয়।

শিউরে উঠল রানা। হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে এখনও দাঁড়িয়ে

আছে।

'রানা...।'

ভেজা চোখ, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। ওর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ডারবি। লম্বা নাইটগাউন পরেছে সে, কাঁধে জড়িয়েছে শাল। আলগা চুল বাতাস লেগে ফুলে-ফেঁপে রয়েছে। মুখটা এখনও মলিন, ধুলো লেগে আছে।

'ঘুমাবে না?' জিজ্ঞেস করল সে।

একবার চোখ বুজে ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথাটা ঝাঁকাল রানা। সিদ্ধান্ত হয়েছে তিনটে পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হবে ওরা, চাঁদের আলোয় ছাপ অনুসরণ করে যে ক'মাইল সম্ভব এগিয়ে থাকবে টেরোরিস্টদের কাছ থেকে।

'এসো আমার সঙ্গে,' নরম সুরে ডাকল ডারবি।

মাথা নেড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, ওর হাত ধরে টানল ডারবি। টানটা মৃদু, তবে দৃঢ়। তার সঙ্গে ট্রাকের দিকে এগোল ও। ট্রাকের পিছনে ওর জন্যে স্লিপিং ব্যাগ ফেলা আছে। অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল, ট্রাকের কাছে থামেনি ওরা, ওটাকে পাশ কাটিয়ে তাঁবুর দিকে হাঁটছে।

তাঁবুর ভেতর একটা টর্চ জ্বলছে। হাঁটু গেড়ে নিচু হলো ডারবি, ফ্ল্যাপ তুলল, ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করল ওকে। হাতটা এখনও ছাড়েনি সে। ভেতরে ঢুকে অপর হাতে ফ্ল্যাপটা ফেলে চেইন টেনে দিল। এতক্ষণে ছাড়ল ওর হাত। তারপর কাঁধ ধরে নিচের দিকে চাপ দিল, বসিয়ে দিল গ্রাউণ্ড শিট-এর ওপর। ওকে পাশ কাটিয়ে নিজের স্লিপিং-ব্যাগের কাছে চলে এল সে।

স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে বালিশে ছড়িয়ে দিল সোনালি চুল, শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। রানার দিকে তাকাল সে, দেখল শুয়ে পড়েছে ও। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না?'

কথা না বলে চারদিকে চোখ বুলাল রানা। ডারবির শালটা পড়ে থাকতে দেখে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। ক্ষীণ হাসল ও। 'সাফারিতে এ-

সব জিনিস অচল, তবে ঠেকায় পড়লে কি করা।'

'আমি ঠিক তা জিজ্ঞেস করিনি,' বলল ডারবি, সে-ও নিঃশব্দে হাসল। শান্ত, মিষ্টি হাসি। এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা, ব্যাপারটা যেন ধরতে পারেনি।

কাত হলো ডারবি, ব্যাগের এক ধারে সরে শুলো, তারপর কাভারটা উঁচু করল। 'এখানে চলে এসো, রানা।'

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। ভাবল, শুনতে ভুল করেছে?

'কই, এসো,' আগের মত কোমল সুরে সাদর আমন্ত্রণ নয়, এবারের সুরটা প্রায় আদেশের মত শোনাল।

তবু রানা শুধু তাকিয়েই আছে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছ, ডারবি?'

'বলছি আমার কাছে এসো, এখানে তুমি গরম পাবে। ওখানে সারারাত ঠাণ্ডায় হি হি করবে, আমার ভাল লাগছে না।'

'কিন্তু…,' ইতস্তত করছে রানা।

'কথা নয়, কোন কথা নয়!' ডারবির কথায় কৃত্রিম শাসন। 'যা বলছি শোনো। জলদি!'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ক্রল করে এগোল রানা।

চাপা গলায় হেসে উঠল ডারবি। 'প্রথমে পায়ের বুটজোড়া খোলো। স্লিপিং-ব্যাগের ভেতর ওগুলোর কোন দরকার নেই।'

বসল রানা, বুটের ফিতে খুলল, তারপর স্লিপিং-ব্যাগের ভেতর ঢুকে ডারবির পাশে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে শুলো।

কয়েক মিনিট কেউ ওরা নড়ল না। কেউ কোন কথাও বলল না। শুধু পরস্পরের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে ও অনুভব করতে পারছে। আরও এক মিনিট পেরিয়ে গেল। রানার শরীরটা কাঁপতে শুরু করল, নিঃশ্বাস পতনের শব্দও কাঁপা কাঁপা। ডারবি বুঝতে পারল, আবার কাঁদছে ও।

'তোমার হাত দুটো কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে, মৃদু স্বরে। 'জড়িয়ে ধরো আমাকে।'

কাত হয়ে ডারবির দিকে পিছন ফিরতে চাইল রানা, ব্যর্থ হয়ে হাঁটু জোড়া বুকের কাছে তুলে আনতে চেষ্টা করল। ভয় নয়, অপরাধবোধ নয়, দিশেহারা একটা ভাব অস্থির করে রেখেছে ওকে। এর আগেও প্রিয় অনেক মানুষ মারা গেছে ওর চোখের সামনে, তাদের জন্যে যদি কান্না পেয়ে থাকেও, এক-আধবার চোখের পানি ফেলে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে ও। কিন্তু পুনমকে হারানোর শোক ভুলতে পারছে না। মেয়েটার এভাবে চলে যাওয়া নিষ্ঠুর অপচয় বলে মনে হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে মেনে নিতে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

এর আগে কোন মৃত্যুই রানার ভেতর এ রকম গভীর অসহায় বোধ জাগাতে পারেনি। ব্যাগের ভেতরটা বড় বেশি আঁটসাঁট, কাত হওয়া তো গেলই না, বুকের কাছে হাঁটু দুটোও তুলতে পারল না। তবে দুটো শরীর পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে থাকায় এখন আর শীত করছে না। উষ্ণ ভাবটা ধীরে ধীরে আরাম দিচ্ছে ওকে, অস্পষ্ট করে তুলছে সমস্ত ব্যথা, থামিয়ে দিচ্ছে অদম্য কাঁপুনি।

ওকে জড়িয়ে থাকা ডারবির হাত দুটো অনুভব করতে পারছে রানা। ওর গলায় সেঁটে রয়েছে তার মুখের একটা পাশ। হঠাৎই হাত তুলে তাকে জড়িয়ে ধরল ও। প্রথমে খুব জোরে, ডারবির কাঁধে ডুবিয়ে দিল মাথাটা, তার পিঠ পেঁচিয়ে থাকা হাত দুটো দিয়ে আরও কাছে টানল তাকে। তারপর, কাঁপুনি আর চোখের পানি বন্ধ হতে, ঢিল পড়ল আলিঙ্গনে, স্থির হয়ে শুয়ে থাকল অনেকক্ষণ। মাথাটা হালকা আর খালি খালি লাগছে, উষ্ণ ভাবটা উপভোগ করছে। আলো জ্বলছে তাঁবুর ভেতর, শুধু আভাটুকু দেখতে পাচ্ছে ও।

এভাবে অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল। তারপর তাপ ও আলোর আভা ছাড়াও ধীরে ধীরে অন্য একটা ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল রানা। অদ্ভুত, পরিস্থিতির সঙ্গে বেমানান। ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে কয়েক মিনিট সময় লাগল। উপভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগছে মনে।

সামান্য একটু নড়ল রানা। ওর শরীরের সঙ্গে পুরোপুরি সেঁটে আছে

ডারবি। একটা হাত তুলে তার কাঁধে রাখল, তারপর বুকে। পরমুহূর্তে ঝট করে সরিয়ে নিল হাতটা, যেন ছ্যাঁকা খেয়েছে। নিরেট অথচ কোমল স্পর্শটুকু ইলেকট্রিক শক-এর মত ধাক্কা দিয়েছে ওকে। চোখে সংশয় আর দ্বিধা, ডারবির চোখের দিকে তাকাল ও। তাকাতেই দেখল, হাসছে ডারবি।

'ইচ্ছে হলে ছোঁও,' বলল সে। 'যদি বলো তো চোখ বুজে মরার মত পড়ে থাকি।'

ইতস্তত করছে রানা। তারপর দেখল, চোখ বুজে অপেক্ষা করছে ডারবি। আবার, ধীরে ধীরে, তাকে স্পর্শ করল ও। হাসি হাসি মুখ, তবে কথা বলছে না সে, চোখও খুলছে না। তার সারা শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রানার একটা হাত।

'ইচ্ছে করছে তোমাকে দেখি। যদি বলো তো চোখ খুলি।'

ডারবিকে দেখে রানার ধারণা হয়েছিল, চৌকো আকৃতির হবে, শরীরে শুধু হাড়। না, ভুল বুঝেছিল ও। ওর আঙুলের ডগায় পেশীগুলো নিরেট ও মাংসল। কোমল ত্বক। ওর হাতের স্পর্শে শিউরে শিউরে ওঠা শরীরটায় বাঁধ ভাঙা যৌবন।

আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। দু'জনেই হাঁপিয়ে উঠেছিল, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে শ্বাস-প্রশ্বাস।

'এখন আর শীত করছে?'

মুখটা বালিশের ওপর, মাথা নাড়ল রানা। ডারবির পাশে শুয়ে রয়েছে ও, দু'জোড়া হাত পরস্পরকে জড়িয়ে রেখেছে। 'সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমও হার মানবে,' মৃদু হেসে বলল ও।

হেসে উঠল ডারবি। 'আমি খুশি।'

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো রানা, তাকাল ডারবির দিকে। বিস্ময়বোধটা ফিরে আসছে।

এক পর্যায়ে মনে হয়েছিল ওদের মিলিত হতে বা সুখী হতে চাওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক; শুধু স্বাভাবিক নয়, অবধারিতও ছিল বটে। আবার এক

সময় এ-ও মনে হয়েছে, এর কোন ব্যাখ্যা নেই, ঘটনাটা কোন কারণ ছাড়াই ঘটছে। কোথাও কোন মিল নেই দু'জনের মধ্যে, পরস্পরকে ওরা কোনভাবে বাঁধতে চায়নি, পরস্পরের প্রতি যদি কোন আকর্ষণ থাকেও, সেখানে দাবি বা প্রাপ্তির কোন যোগ নেই। তবে এক হপ্তা আগে ডারবিকে ক্যাম্প-ফায়ারের সামনে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে রানার কেন যেন মনে হয়েছিল, ওকে নিয়ে তার মনে একটা প্ল্যান তৈরি হচ্ছে। মনে হয়েছিল, ওর কাছ থেকে কিছু আদায় করার কথা ভাবছে সে।

এই মুহূর্তে তৃপ্ত সে, পরিপূর্ণ ও সন্তুষ্ট। হাসছে ডারবি। 'তোমার ভাল লাগেনি?' জিজ্ঞেস করল। 'ভুরু কুঁচকে কি ভাবছ তাহলে?'

'ভাবছি...কেন, ডারবি?'

'কেন আবার, আমি বঞ্চিত হতে চাইনি, তাই,' হেসে উঠে এমন সহজ সুরে জবাব দিল ডারবি, যেন আর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে না।

রানার মনে প্রশ্ন জাগছে, তাহলে কি ব্যাপারটা শুধুই শারীরিক?

'হঠাৎ করেই আমার মনে একটা ভয় জাগে, রানা,' বলল ডারবি, গলার স্বর বদলে গেছে। 'ভয়টা জাগে,' ফিসফিস করে, বিষণ্ন সুরে কথা বলছে সে, 'পুনমের পরিণতি দেখে। সত্যি বলতে কি, পুনম আমার চোখ খুলে দিয়ে গেছে।'

বুঝল না রানা, চোখে প্রশ্ন।

'তুমি বোধহয় টেরও পাওনি, ও তোমাকে ভালবাসত, রানা,' বলে চলেছে ডারবি। 'বোকা মেয়েটা সাহস করে কোনদিন তোমাকে বলেনি কিছু...।'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, ওকে বাধা দিল ডারবি। 'এক সেকেণ্ড,' বলে বালিশের তলায় হাত গলিয়ে বের করে আনল পুনমের নেকলেসটা। 'এটা কার তুমি জানো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

রানার নগ্ন বুকের ওপর নেকলেসটা ফেলল ডারবি, 'নেড়েচেড়ে

দেখো।'

স্লিপিং ব্যাগের ভেতর আধশোয়া ভঙ্গিতে রয়েছে রানা, বুক থেকে সোনার চেইনটা তুলে নিয়ে টর্চের আলোয় ভাল করে দেখল। লকেটটা ছোট্ট, হৃৎপিণ্ড আকৃতির। কি যেন খোদাই করা রয়েছে গায়ে। ভাল করে তাকাতে হিম হয়ে গেল ওর শরীর। ইংরেজিতে লেখা কয়েকটা শব্দ—'আই লাভ ইউ, রানা'।

'তোমরা চলে যাবার পর পুনমের জ্ঞান ফিরে এসেছিল, রানা,' বিড়বিড় করে বলল ডারবি। 'তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

উঠে বসল রানা, স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল। চোখে পলক পড়ছে না, তাকিয়ে আছে ডারবির দিকে। 'কি বলল?'

'বলল—আমি যে ভালবাসি, মাসুদ ভাই কোনদিন তা বুঝতেই চাইলেন না। বলল—আমি যে বলব, সে ভাষাও আমার ছিল না। তারপর ইঙ্গিতে এই চেইন আর লকেটটা দেখাল আমাকে। বলল—এটা ওকে দেবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন উনি। আর ওকে বলবেন, ওর কাছে এসে মরতে পেরে আমি সুখী।'

ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর কপাল ঠেকিয়ে বসে থাকল রানা। স্লিপিং ব্যাগ থেকে ডারবিও বেরিয়ে এল, হাত রাখল রানার কাঁধে। মুখ তুলল রানা।

'কথাগুলো বলার পর মারা গেল পুনম। তার ঠোঁটে হাসি ছিল, রানা।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডারবি। 'সেই থেকে আমার মনে একটা ভয় জেগেছে। যে বিপদের মধ্যে আছি, পুনমের মত আমিও তো হঠাৎ মারা যেতে পারি। ভাবলাম, পুনম নাহয় বোকামি করেছে, সে তার ভালবাসার কথা সংকোচে হোক বা হীনম্মন্যতার কারণে হোক বলতে পারেনি। কিন্তু আমি কেন বোকামি করছি? আমার ভেতর তো ও-সব দুর্বলতা নেই...।'

'তুমি?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা।

হেসে উঠল ডারবি। 'আমি। তা না হলে আমরা দু'জন আজ

এখানে কেন?'

মৃদু শ্রাগ করল রানা। 'আমি ধরে নিয়েছিলাম, আমার ঠাণ্ডা লাগছে, আমার করুণ অবস্থা দেখে তোমার...।'

বাধা দিল ডারবি। 'তোমার করুণ অবস্থা দেখে আমি... কি? কাউকে উত্তাপ দিতে চাইলে তার সঙ্গে প্রেম করতে হবে, এরকম কোন নিয়ম আছে কোথাও?'

এখনও হাসছে ডারবি। কি বুঝবে বা কি ভাববে, ঠিক বুঝতে পারছে না রানা। তারপর কালো চিতার কথা মনে পড়ল ওর। 'তুমি আমাকে ওটা দেখাতে চাইলে কেন?'

ইতস্তত একটা ভাব এসে গেল ডারবির চেহারায়, কপালে চিন্তার ক্ষীণ রেখা ফুটল, মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল—এড়িয়ে যাচ্ছে না, বলার কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নিতে চাইছে। যখন শুরু করল, গলার স্বর আগের চেয়ে শান্ত আর নরম লাগল রানার কানে। 'তুমি জানো, রানা, ওটাকে আমি আজ প্রায় চার মাস ধরে অনুসরণ করছি। সত্যি কথা বলতে কি, ইতিমধ্যে আমি প্রায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে ওটা একা শুধু আমার, আর কারও নয়। আমি কোন যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করছি না, তবে বলতে চাই যে কারও ভাগ্য যদি এতটা সুপ্রসন্ন হয়, কেউ যদি এরকম বিরল আর অসাধারণ, এরকম দামী আর অদ্ভুত সুন্দর কোন জিনিস আবিষ্কার করে বসে, তার মনে এ-ধরনের চিন্তা আসতেই পারে।

'কিন্তু না, আমার ভুল হয়েছে। কালো চিতা আমার নয়। প্রথমে সে তারই, সে নিজেই তার মালিক; তারপর তার প্রজাতির; সবশেষে সমান হারে আমাদের সবার। আমার, তোমার, নিকেলের, পুনমের, ডেকানের...সবার। আজই এটা আমি উপলব্ধি করেছি, ফলে আরেকটা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে...।'

রানার দিকে ফিরল সে, ঠোঁট টিপে হাসল। তার একটা হাত এখনও রানার কাঁধে।

'দামী ওটা, কিন্তু কত দামী, রানা? আমার কাছে...হ্যাঁ, আমার

ওটা সব। আমার কাছে ওটা অমূল্য। কিন্তু আমি তো একা, নিঃসঙ্গ, বেছে নিয়েছি প্রায় সন্ন্যাসিনীর জীবন। কিন্তু তুমি তো তা নও। আমার সঙ্গে প্রথমে তুমি এলে প্রয়োজনের খাতিরে, তারপর স্বেচ্ছায়—এমনকি কাঁধের ক্ষত নিয়েও তুমি আর ডেকান কোন না কোন ভাবে নিরাপদে ফিরে যাবার পথ করে নিতে পারতে। তা তুমি যাওনি, থেকে গেলে। শুধু এই একটা মাত্র কারণে, যে সাহায্য আর সমর্থন আমাকে তুমি দিয়েছ, তোমাকে আমি ভালবাসতে পারতাম। কিন্তু সিদ্ধান্তটা এমন কি যদি তোমারও হয়ে থাকে, তবু প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ তুমি ছাড়াও নিকেল আর পুনম রয়েছে। কালো চিতার কারণে মারা গেছে ওরা। ওটার অস্তিত্ব না থাকলে আজ ওরা দু'জনেই বেঁচে থাকত।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা।

'প্রাণীটা কি এতই দামী, রানা? তার পিছনে ছোটার জন্যে ভাল আর প্রিয় মানুষগুলোকে মরতে দেয়া যায়? আমি জানি না···কিভাবে কারও পক্ষে জানা সম্ভব! এ-সব প্রশ্নের কখনও কোন উত্তর হয় না, শুধু প্রশ্নই তোলা যায়। মানুষ তো মরেই, বিবেচনার বিষয় হলো কিভাবে মরে সে, কিসের জন্যে মরে? কেউ মরে তুচ্ছ, অর্থহীন কারণে; আবার কেউ মরে মূল্যবান কিছুর জন্যে। তুমি অবশ্য বলতে পারো, মৃত্যু মৃত্যুই, মারা যাবার পর দু'দলে আর কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু আমি তা বলি না। আমি মনে করি, বিরাট একটা পার্থক্য আছে। তবে এটা আমার নেহাতই ব্যক্তিগত বিশ্বাস। তোমার বিশ্বাস কি, এ প্রশ্ন করার জন্যে কালো চিতাটাকে তোমাকে দেখানোর দরকার ছিল···।

দম নিচ্ছে ডারবি, রানা অপেক্ষা করছে। বিস্ময় ও দিশেহারা ভাবটুকু এখনও ওর মধ্যে রয়েছে, তা সত্ত্বেও ডারবি যা করেছে তার তাৎপর্য ও মাত্রা অবশেষে উপলব্ধি করতে পারছে ও।

ডারবি ওকে শুধু কালো চিতাই দেখায়নি, পুনমের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে ওকে। পুনমের মৃত্যু বিফলে যায়নি, এ-কথা প্রমাণ করার

জন্যে নয়, এমনকি মৃত্যুটাকে ব্যাখ্যা করার জন্যেও নয়। ওকে দেখাতে চেয়েছে কিসের জন্যে মারা গেছে পুনম, ও যাতে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারে—কালো চিতা কি এতটাই মূল্যবান যে ওটার জন্যে রক্তপাত ঘটতে দেয়া যায়, ঝুঁকি নেয়া যায় মৃত্যুর?

'ওটাকে তুমি দেখার পর কি ঘটবে,' বলল ডারবি, 'নির্ভর করে তোমার ওপর। আমি শুধু গত এক হপ্তা আগে থেকে যা করতে চেয়েছি আজ তাই করেছি। নিজের বুকে আশ্রয় দিয়েছি তোমাকে, দু'হাত দিয়ে জড়িয়েছি, ভালবেসেছি। জানি, ব্যাপারটা তোমাকে ভয়ানক নাড়া দিয়েছে। ওহ্, রানা, এখনও তোমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে! তুমি মনে করো দৈহিক মিলন ঘটে শুধু লালসা পূরণ করার জন্যে, নয়তো কেউ যদি কাউকে প্রচণ্ড ভালবাসে? তুমি মনে করো, এ দুয়ের মাঝখানে আর কিছুই নেই? ভুল, রানা। মাঝখানে আরও বহুকিছু আছে। মানুষ প্রেম করতে পারে শুধু ধন্যবাদ জানাবার জন্যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে, দায়িত্ব নেয়ার জন্যে, যা তারা নিজেদের মধ্যে শেয়ার করে তাতে সীল মারার জন্যে, এরকম আরও বহু কারণে। সবগুলোই সত্যি, সিদ্ধ, আর সঙ্গত। এ-সবই ভালবাসার অংশবিশেষ। ব্যাপারটা এমনকি মরুভূমির মাঝখানে একটা স্লীপিং-ব্যাগের ভেতরও ঘটতে পারে। আর যদি কিছু না-ও হয়, অন্তত এটা আমি তোমার কাছে প্রমাণ করতে পেরেছি।'

আবার হাসল ডারবি, সহজ হাসি, এক হাত দিয়ে কপাল থেকে চুল সরাল।

হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল রানা। দাঁড়াল, লাইটার জ্বালল, ধোঁয়া গিলে খুক করে কাশল একবার, হেঁটে এসে ফ্ল্যাপ তুলল তাঁবুর।

তাঁবুর ঠিক বাইরে এসে দাঁড়াল ও। শরীরে কাপড় নেই, ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বইছে, শিশিরে ভিজে আছে বালি। দেড় দু'ঘণ্টা আগে ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় অবশ আর অসাড়

লাগছিল ওর, ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপছিল শরীর। এখন সে-ধরনের কিছু অনুভব করছে না। হিম বাতাস বরং যেন পানির মত বয়ে যাচ্ছে ওর ওপর দিয়ে, পরিষ্কার ও তাজা হয়ে উঠছে শরীরটা, অথচ ভেতরের উত্তাপ তাতে এতটুকু কমছে না। হৃদয়ের ওই উষ্ণতাটুকু এখন আর কোন কিছুতেই নষ্ট হবে না। তারাগুলো থেকে মাথার ওপর কোমল, নীলচে আর ঠাণ্ডা আলো নেমে আসছে, পরম একটা শান্তির অনুভূতি এনে দিচ্ছে ওর শরীর আর মনে। তিক্ত যত অনুভূতি, শোক, বেদনা আর ব্যর্থতা ছেড়ে যাচ্ছে ওকে।

পুনমের কথা ভেবে এখন আর আগের মত দিশেহারা বোধ করছে না রানা। অবশেষে মেনে নিতে পারছে, সে বেঁচে নেই। তবে তার মৃত্যুটাকে অপচয় বলে মনে হচ্ছে না। পুনমের মৃত্যুর ফলে প্রকৃতির মহৎ একটা উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। পুনম এখানে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে না পৌঁছুলে কালো চিতা বেঁচে থাকত না, বেঁচে থাকত না সে বা ডেকান বা সম্ভবত ডারবিও। এক অর্থে ওদের কারুরই কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব আছে শুধু বিরল প্রাণীটির। এর আগের সমস্ত ঘটনা তুচ্ছ বলে মনে করতে পারছে রানা, ওর রাগ আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাবটার শুরু হচ্ছে এখান থেকে।

রানা জানে, মরুভূমি খুব টানত পুনমকে। ডারবির মতই মরুভূমিকে ভালবাসত সে। আর কালো চিতাও মরুভূমির প্রাণী—মরুভূমির একটা দুর্লভ রত্ন। ওটার জন্যে, পুনমের জন্যে, কালো চিতার পিছু নেবে ও, পিছু নেবে বালির বিশাল বিস্তৃতির শেষ মাথা পর্যন্ত। নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে হলেও ওটাকে রক্ষা করবে রানা।

## নয়

ঠিক তিনটের সময় রওনা হলো ওরা। রওনা হবার আগে তাঁবুর ভেতর পনেরো মিনিট ধরে ম্যাপটা পরীক্ষা করেছে রানা।

ট্রাকের স্পীডোমিটারের রিডিং দেখে নিজেদের অবস্থান প্রায় নির্ভুল জেনে নিয়েছে ও। সেন্ট্রাল কালাহারির উত্তর প্রান্তে রয়েছে ওরা, ওদের সামনে ষাট মাইল দূরে মাউন। কালো চিতা সরল একটা পথ ধরে যাচ্ছে, পথটা এঁকেবেঁকে না গেলে ছোট শহরটার সামান্য পশ্চিমে পৌঁছুবে ওরা। তারপরই ঢুকবে মাতসেবি কনসেশন এরিয়ায়—কাঁটা-ঝোপ, গাছপালা, পাথর আর বালির আরেকটা বিশাল বিস্তৃতি। এই প্রান্তরের শেষ মাথায় ডেল্টা, নিরাপদ আশ্রয়।

তবে ওই নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুতে হলে এখনও একশো ষাট মাইল পাড়ি দিতে হবে ওদেরকে। প্রতি রাতে বিশ মাইল করে ধরলে, এক হপ্তার কিছু বেশি সময় লাগবে। প্রতি রাতে বিশ মাইল ঠিক আছে, কারণ গতি বেড়ে ওঠার পর থেকে কালো চিতার এগোবার গড় হিসাব এরকমই।

পরবর্তী দু'রাত তেমন সমস্যা হবে না। ভোরের মধ্যে মাউন ওদের কাছ থেকে আর মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে থাকবে, পৌঁছে যাবে শহরটাকে ঘিরে থাকা ফার্মল্যাণ্ডে। সব কিছু বদলে যাবে মাতসেবিতে পৌঁছুনোর পর। হান্টিং পার্টিগুলোকেই বেশি ভয়। তাছাড়া আবার দুর্গম মরুভূমিতে ঢুকতে হবে ওদেরকে। মুশকিল হলো, ইচ্ছে মত দিক বা পথ বদলানো যাবে না, এগোতে হবে কালো চিতার পথ ধরে। ওখানে পৌঁছুনোর পর

যে-কোন ভোর বা সন্ধ্যায় আক্রমণ আসবে টেরোরিস্টদের।

ম্যাপ ভাঁজ করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রানা, ডেকানকে ডেকে তাঁবু গুটিয়ে ফেলতে বলল। তারপর পানি আর গ্যাসোলিন চেক করল ও। পানির জন্যে কোন চিন্তা নেই। আর মাত্র কয়েক পাইন্ট থাকলেও, সকালে ন্‌গামি নদী থেকে জেরিক্যান ভরে নেয়া যাবে। ডেল্টা থেকে রওনা হয়ে মাউনকে পাশ কাটিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে নদীটা। সমস্যা হয়ে দেখা দেবে গ্যাসোলিন। যে-টুকু আছে, তাতে বড় জোর মাউন পর্যন্ত পৌঁছুতে পারা যাবে।

কিভাবে কি করা হবে তার একটা প্ল্যান আগেই তৈরি হয়ে আছে রানার মাথায়। মাউনকে পাশ কাটিয়ে খানিকটা সামনে এগিয়ে থামবে ওরা, একটা জেরিক্যান দিয়ে শহরে পাঠাবে ডেকানকে, তারপর ছাপগুলো যেখানে ছেড়ে এসেছে আবার সেখানে ফিরে যাবে ট্রাক নিয়ে।

আইডিয়াটা যখন ডারবিকে শোনায়, নিখুঁত আর নিরাপদ বলে মনে হয়েছিল রানার। এখন তা মনে হচ্ছে না। এখন থেকে প্রতিটি মাইল, প্রতিটি মুহূর্ত বিপজ্জনক। কোনদিক থেকে কি বিপদ আসবে কেউ বলতে পারে না।

ট্রাকের কেবিনে উঠল ও। আগেই হুইলের পিছনে বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল ডারবি।

'দেখো,' বলে ম্যাপটা আবার খুলল রানা, হাঁটুর ওপর রেখে। ডারবি কেবিনের আলো জ্বালল। 'আলো ফোটার সময় এখানে থাকব আমরা,' ম্যাপের গায়ে আঙুল রেখে তাকে দেখাল ও। 'অবশ্য তোমার চিতা যদি এখন যেভাবে যাচ্ছে সেভাবেই যেতে থাকে···।'

'আমার? আমি ভেবেছিলাম মালিকানা বদল হয়েছে।'

'রাইট।' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'ভুল হয়ে গেছে। শোনো, তাকাও এদিকে···,' ম্যাপের গায়ে আঙুল রাখল । আবার, সরে এসে থামল নীল একটা চওড়া রেখার ওপর। '···এটা লেক ন্‌গামি। চেনো এটা, এর সম্পর্কে জানো তুমি?'

মাথা নাড়ল ডারবি। 'নাম শুনেছি, ব্যস।'

'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় লেকগুলোর একটা,' বলল রানা। 'না, একটু ভুল হলো। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় লেকগুলোর একটা হতে পারে এটা, এভাবে বলা উচিত। বসন্তের সময় ডেল্টা উপচে বৃষ্টির পানি ছুটে এলে ভরে যায়। মাত্র কয়েক ফুট গভীর, তবে বৃষ্টি যথেষ্ট ভারি হলে এক হাজার বর্গমাইল ভাসিয়ে দিতে পারে। এই সময়টায় পানি খুব বেশি থাকার কথা। আমার ধারণা লেকের কিনারায় কোন একটা গাছে চড়ে বসে আছে আমাদের চিতা। প্রথমে জায়গাটা চিহ্নিত করব আমরা। তারপর উত্তর দিকে এগোব...।'

ম্যাপের গায়ে আরেকটা রেখা দেখাল রানা। 'এখানে একটা রিজ, ঝোপে ঢাকা। এটা ধরে গেলে প্রায় মাউন পর্যন্ত পৌঁছে যাব। ওখানে আমাদের দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া উচিত। সন্ধে পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করব, তারপর ডেকানকে পাঠাব গ্যাসোলিন আনার জন্যে। সে ফিরে এলে আবার ট্রাক নিয়ে রওনা হব ছাপের খোঁজে। মানে, সব যদি ভালয় ভালয় ঘটে আর কি।'

'চিন্তা কোরো না, সব সমস্যা কাটিয়ে উঠব আমরা,' বলে মিষ্টি হাসল ডারবি, আদর করে মুহূর্তের জন্যে রানার মুখের একটা পাশ আলতোভাবে স্পর্শ করল। এই সময় ওদের পিছন থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে ডেকানকে দেখতে পেল রানা, টেইলগেটের ওপর দিয়ে ভাঁজ করা তাঁবুটা টেনে তুলছে সে। কাজটা শেষ করে ট্রাকের ছাদে উঠে বসল, তালি দিল দু'বার।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'চলো তাহলে।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে টয়োটা ছেড়ে দিল ডারবি।

ওদের পিছনে কোথাও থেকে, রানা আন্দাজ করল, আওয়াজটা শুনতে পাবে টেরোরিস্টরা। নিস্তব্ধ রাতের বাতাস এঞ্জিনের শব্দ বহু দূর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবে।

টেরোরিস্টরা বুঝতে পারবে, আবার রওনা হয়েছে ওরা। যদিও পিছু নেয়ার জন্যে অস্থির হবার কোন প্রয়োজন নেই তাদের। কারণ

তারা জানে যে ওদেরকে এগোতে হবে কালো চিতার পথ ধরে, তার গতির সঙ্গে তাল রেখে। বালির ওপর দিয়ে যত দূরেই যাক ওরা, পিছনে রেখে যাচ্ছে চাকার দাগ। সকাল হলে, ধীরে-সুস্থে, সেই চাকার দাগ অনুসরণ করবে তারা। তাদের সঙ্গে এখন একজন ট্র্যাকার আছে বটে, তবে না থাকলেও ক্ষতি ছিল না।

ভয়টা চেপে রাখল রানা, ডারবিকে কিছু বলল না। সামনের দিকে একটু ঝুঁকল ও, বালির একটা করিডর দেখা যাচ্ছে, এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে যত দূর দৃষ্টি চলে।

চাঁদ এখনও অনেক নিচে, তবে তারার আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল, কালো চিতার পায়ের ছাপ কাঁচের ভেতর দিয়ে পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে। কেবিনের ছাদ থেকে আরও ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে ডেকান, সন্দেহ নেই। পরবর্তী তিন ঘণ্টায় মাত্র দু'বার ছাদে টোকা দিয়ে ডারবিকে ট্রাক থামাবার সঙ্কেত দিল সে। দু'বারই শুকনো ঘাসের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল ওরা। ট্রাক থামার পর ছাদ থেকে নামল সে, খুঁজে বের করল খোলা বালির ঠিক কোথায় আবার বেরিয়ে এসেছে ছাপগুলো। থামলেও সময় নষ্ট করেনি, ছাপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক ছেড়ে দিয়েছে ডারবি।

ছ'টার দিকে আবার সঙ্কেত দিল ডেকান। ট্রাক থামাল ডারবি। নিচে নামল রানা। ইতিমধ্যে ছাদ থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেছে ডেকান। কয়েক মিনিট পর ফিরল সে। ফিরল ঝোপের ভেতর দিয়ে লাফাতে লাফাতে, কাঁধের ওপর একটা চাদর জড়ানো। 'বড় একটা বেওব্যাব, স্যার।' অন্ধকারের দিকে হাত লম্বা করল সে। 'মাত্র একশো গজ দূরে।'

'ঠিক জানো, ওই গাছের ওপর আছে ওটা?'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল ডেকান। 'ঠিক জানি, স্যার। গুঁড়ির চারধারে পায়ের ছাপ রয়েছে, অন্য কোন দিকে চলে যায়নি। তাছাড়া, স্যার, গত বিশ মিনিটে ওটাকে আমি দু'তিনবার দেখেওছি। ধীরে ধীরে হাঁটছিল, বাতাস শুঁকতে শুঁকতে। লুকোবার জন্যে একটা জায়গা খুঁজছিল, স্যার। বেওব্যাব গাছটা তার মনে ধরেছে...।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ডেকান থামছে না। 'এত বড় বিড়াল জীবনে আমি দেখিনি, স্যার।' মৃদু শিস দিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। 'কারও পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয় যে একটা চিতা এত বড় হতে পারে।'

'কিন্তু এখুনি ওটা থামল কেন, ডেকান?' জানতে চাইল রানা। সাধারণত আকাশে আলোর আভাস না ফুটলে থামে না চিতা। ভোর হতে এখনও প্রায় এক ঘণ্টা বাকি, চারদিকে গাঢ় অন্ধকার।

মাথা তুলে বাতাস শুঁকল ডেকান। 'ক্যাটল, স্যার। গন্ধটা পশ্চিম দিক থেকে আসছে।'

রানাও বাতাস শুঁকল, কোন গন্ধ পেল না। তবে ডেকানের ঘ্রাণশক্তি ওর চেয়ে ভাল, তার কথা বিশ্বাস করা যায়। রানা অন্য কথা ভাবছে। শুধু গরু-ছাগল কালো চিতার জন্যে কোন বিপদ সঙ্কেত নয়। তবে ওগুলোর সঙ্গে আরও অনেক কিছুর গন্ধ পাচ্ছে সে—মানুষ, মেশিন, আগুন, ঘোড়া আর মশলার। দিনের আলো ফুটতে আর বেশি দেরি নেই, এ-গন্ধ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে তাকে, সেজন্যেই নিরাপদ একটা আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। 'গাছটা তুমি আবার খুঁজে পাবে তো?' জানতে চাইল রানা।

'পাব, স্যার।'

'সেক্ষেত্রে যতক্ষণ অন্ধকার পাচ্ছি, মাউনের দিকে এগোব আমরা। ছাদে উঠে পড়ো, ডেকান।'

পরবর্তী এক ঘণ্টা তারার আলোয় পথ দেখে ট্রাক চালাল ডারবি। এক সময় নিচু একটা রিজ-এর ঢাল বেয়ে উঠল ওরা। এই রিজটাই ম্যাপে তাকে দেখিয়েছিল রানা। ওটার ওপর দিয়ে উত্তরে এগোচ্ছে ওরা, মাউনের দিকে। পুরোটা পথই লেক ন্গামির পাশ ঘেঁষে এগোল, যদিও আলো ফোটার আগে লেকটাকে দেখতে পেল না। তারপর এক সময় ঝোপের ভেতর, ওদের বাঁ দিকে, চকচকে একটা ভাব দেখা গেল। সেদিকে তাকিয়ে ট্রাক থামাল ডারবি, নেমে পড়ল নিচে। রানাও নামল, হুডের কাছে মিলিত হলো দু'জন।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস শুঁকছে ডারবি। ভেজা ভেজা, তাজা বাতাস। কাছাকাছি থেকে ঝাঁক ঝাঁক হাঁসের পানিতে ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ ভেসে আসছে। কয়েক মিনিট কেটে গেল, অন্য কোন শব্দ নেই। তারপর পুবদিকে ভোরের ক্ষীণ আলো ফুটতে শুরু করল। সেই সঙ্গে লেকের পানি ছেড়ে ডানা ঝাপটে আকাশে উঠল হাঁসগুলো। সংখ্যায় এত বেশি, মাথার ওপরটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেল।

ধীর পায়ে সামনে এগোল ডারবি, দাঁড়াল রিজ-এর কিনারায়। কুয়াশার ঢেউ পাক খাচ্ছে নিচে, আলো আরও উজ্জ্বল হতে শুরু করায় ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে লেক। মাইলের পর মাইল উন্মোচিত হচ্ছে চোখের সামনে। তীরগুলো নল-খাগড়ায় ঢাকা। অসংখ্য চ্যানেল, প্রতিটি দৃষ্টিসীমার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হাজার হাজার নয়, বোধহয় লাখ লাখ হবে পাখি আর হাঁস। বিভিন্ন আকৃতি, বিভিন্ন রঙ; চেনা ও অচেনা।

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল ডারবি, অপার আনন্দে হাসছে। 'তুমি তো আমাকে বলোনি যে এরকম একটা দৃশ্য দেখতে পাব। জানলে হয়তো চিতার কথা প্রায় ভুলেই যেতাম আমি।'

হেসে উঠে রানা জিজ্ঞেস করল, 'প্রায়? পুরোপুরি নয়?'

আবার হেসে উঠল ডারবি। 'না, পুরোপুরি নয়। তবে…' কথাটা কিভাবে বলবে, আদৌ বলবে কিনা ভেবে এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল সে। '…তবে, ইতিমধ্যে আমি এমন একটা জিনিসের সন্ধান পেয়েছি, সেটাকে চিরকালের জন্যে আপন করে পেলে কালো চিতার কথা ভুলে যেতে পারি। যদিও, ভুলে যাবার দরকারই হবে না, রানা। কারণ, সেই জিনিসটা একজন পুরুষমানুষের ভালবাসা, আর সেই ভালবাসা পেলে চিতাটাকেও আমার পাওয়া হবে। আমাদের দু'জনেরই পাওয়া হবে।'

কথা না বলে ম্লান হাসল রানা, একটা হাত দিয়ে ডারবির কাঁধ জড়াল। লেকের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল দু'জন।

এই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে লেকটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন লিভিংস্টোন, তাঁর ধারণা হয়েছিল মরুভূমির মাঝখানে একটা সাগর আবিষ্কার করেছেন তিনি। একা শুধু তিনি নন, গত শতাব্দীর

আরও অনেক শিকার অভিযানের নায়ক—ওয়াটসন, টার্নভিল, ডি জং—এই একই কথা ভেবেছিলেন। সবাই তাঁরা ন্‌গামির সৌন্দর্য বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন, এবং ব্যর্থ হয়েছেন। রানা কোনদিন চেষ্টাই করেনি। এখানে আগেও কয়েকবার এসেছে ও, পানির ওপর অনেক ভোর হতে দেখেছে, এর আগে প্রতিবারই ওর কাছে কালাহারির একটা অংশ বলে মনে হয়েছে ন্‌গামিকে।

আজ তা মনে হচ্ছে না। আজ হঠাৎ ডারবি ওর পাশে থাকায়, হিম বাতাসে তার গাল রাঙা হয়ে ওঠায়, মুখটা উত্তেজনায় জীবন্ত হয়ে থাকায়, সোনালি চুল বাতাসে উড়ে এলোমেলো হয়ে যাওয়ায়, এই প্রথম অন্য এক দৃষ্টিতে দেখছে ন্‌গামিকে। আজ রানা ডারবির দৃষ্টিতে দেখছে লেকটাকে। ওদের সামনে প্রতিটি জিনিস যেন এক সুতোয় গাঁথা, একই ছন্দে আন্দোলিত। লাখ লাখ পাখি আর হাঁস বিভিন্ন সুরে যেন একই গান গাইছে, পরস্পরের ওপর নির্ভর করছে, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। আর শুধু ওগুলোই নয়, পানির প্রতিটি বিস্তৃতি, সে-সবে যে-সব মাছ রয়েছে, নল-খাগড়ার প্রতিটি বন, প্রতিটি দ্বীপ, প্রতিটি ঘাসের ডগা, পরস্পরের সঙ্গে যেন নিবিড় একটা সখ্য গড়ে তুলেছে।

এমন কি জলার কিছুটা ঘাসও যদি নষ্ট করো তুমি, প্রাণীকুলের গোটা একটা সমাজকে ধ্বংস করার চেয়ে বেশি ক্ষতি করা হবে সেটা, কারণ ওই ঘাসের চাপড়ার ওপর নির্ভরশীল সমস্ত কিছুর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করবে যোগাযোগের সুতোটা, যে সুতো হয়তো লেক ছাড়িয়ে মরুভূমির গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এভাবে, এখানে যদি একটা লেগুন থেকে পানি তুলে নেয়া হয়, একটা দ্বীপ পরিষ্কার করে যদি চাষবাস করা হয়, যদি সৃষ্টি করা হয় কৃত্রিম একটা চ্যানেল, তাহলে হয়তো গোটা লেকে এমন সব পরিবর্তন ঘটে যাবে যার ফলে কয়েকশো মাইল দক্ষিণে হাতির একটা পাল বা পুবে এক দল সিংহের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে।

এ-সব রানা আগে থেকেই জানে। যে-কোন ভাল একজন শিকারী ইকোলজি আর কনজারভেশন-এর মৌলিক নিয়ম-নীতি সম্পর্কে

সচেতন। কিন্তু জানা মানে এই নয় যে বাস্তবে ওগুলো কিসের প্রতিনিধিত্ব করে তা বোঝা। এখানে প্রাণীকুলের জন্ম হচ্ছে, রক্তপাত ঘটছে, টিকে থাকার সংগ্রাম চলছে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে, ভঙ্গুর একটা ভারসাম্য সমস্ত কিছুকে এক করে বেঁধে রেখেছে। আজই প্রথম ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারল রানা, সেই সঙ্গে বুঝল কত কম জানে সে।

কালাহারিকে চেনে বলে একটা গর্ব ছিল মনে। এখানে অনেক বার এসেছে, অভিজ্ঞতা হয়েছে, অর্জন করেছে টিকে থাকার দক্ষতা। ওর মত দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা ডারবির নেই। সে মাত্র মাস ছয়েক হলো আছে এখানে। অথচ এখানকার প্রাণ আর তাৎপর্য সম্পর্কে সারা জীবনের চেষ্টায় ও যতটুকু জানতে পারবে তারচেয়ে অনেক বেশি জানে সে। কারণটাও পরিষ্কার। ডারবি মনের চোখ দিয়ে দেখে, ট্রেনিং পাওয়া একজন নেচারালিস্ট-এর দৃষ্টি সেই চোখে। তবে ট্রেনিং বা অন্তর্দৃষ্টি ছাড়াও অন্য একটা কিছু আছে। সেটা হলো ভালবাসা। মরুভূমির প্রতি অদৃশ্য একটা প্রেম।

ডারবির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে আবার তাকাল রানা। সে ওর একটা হাত ধরে আছে, ধরে আছে শক্ত করেই, কিন্তু হারিয়ে গেছে আরেক জগতে। বিস্ময় ভরা এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে লেকটার দিকে তাকিয়ে আছে সে, পরম পুলকে এমন শিউরে শিউরে উঠছে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে আসার কথা ভাবতে বাধ্য হলো রানা। তার কাঁধ থেকে হাত নামাল ও, তারপর চেষ্টা করল কব্জিটা ছাড়াতে।

সেটা আরও জোরে চেপে ধরল ডারবি, ফিরল ওর দিকে। 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া কি জানো, রানা?" বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল সে।

'জানি,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'কালো চিতা।'

মাথা নাড়ল ডারবি। 'না। মাটির বুকে এই যে প্রকৃতি একটা স্বর্গ তৈরি করে রেখেছে, এখানে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমার জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। আর কিছুর দরকার নেই আমার।'

রানাকে কাছে টানল সে, টেনে নিজের সামনে আনল, জড়িয়ে ধরে রাখল নিজের বুকে। দু'জনেই লেকের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ডারবি তাকিয়ে-আছে রানার কাঁধের ওপর দিয়ে।

আরও কিছুক্ষণ পর আলিঙ্গনে ঢিল দিল ডারবি। 'রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'চলো। মাউনে পৌঁছুতে হবে আমাদের।'

ট্রাকের দিকে ফিরে আসছে ওরা।

ছোট্ট শহরটা প্রথম দেখতে পেল ওরা দুপুরের দিকে। ন্গামি নদীর দুই তীরে বাড়ি ও কুঁড়েঘর, মাঝখানে একটা ব্রিজ, মাইল কয়েক পাকা রাস্তা, ঘাস মোড়া কয়েকটা মাঠ।

'এখানেই থামো,' বলল রানা।

ব্রেক করে ফুয়েল রেজিস্টারের দিকে তাকাল ডারবি। শূন্যের ঘরে কাঁপছে কাঁটা, মানে হলো আর মাত্র আধ গ্যালনের মত অবশিষ্ট আছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক, সামনের দিকে ঝুঁকে নিচের দৃশ্যটার ওপর চোখ বুলাল রানা। এখনও ওরা রিজটার ওপর রয়েছে, গাছপালার একটা পাঁচিল আড়াল করে রেখেছে ওদেরকে। শহরটা শুরু হয়েছে আধ মাইল দূরে, পনেরো ফুট উঁচু রিজটা যেখানে ঢালু হয়ে মিশে গেছে নদীতে। মাউন শহরটার কেন্দ্রবিন্দু বলতে কোনকালেই কিছু ছিল না, তবে ডানকান'স হোটেলকে ঘিরে প্রাণস্পন্দনের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। প্রধান সড়ক থেকে খানিকটা দূরে সেটা, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। সকালের রোদে কার পার্কটা খালি পড়ে আছে। আরও সামনে আধুনিক ফ্যাশনের কয়েকটা বাড়ি, পোস্ট অফিস, জাতিসংঘ মিশনের হেডকোয়ার্টার দেখা যাচ্ছে। সব শেষে গ্যাস স্টেশন।

রাস্তায় কোন গাড়ি নেই, চারদিকে কোথাও কোনরকম ব্যস্ততাও দেখা যাচ্ছে না। গাছের ছায়ার ভেতর মাঝে মধ্যে দু'একজন কালো লোককে হাঁটাচলা করতে দেখা গেল, বোঝা গেল শহরটা পরিত্যক্ত নয়। তবে রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাবে এর চেহারা। তখন মানুষজনের কথা ও হাসির শব্দ পাওয়া যাবে, স্থানীয় লোকদের

কুঁড়েঘরে চুলোর আগুন দেখা যাবে, শোনা যাবে সঙ্গীত আর ঘোড় আওয়াজ। তখন কিছু সময়ের জন্যে জ্যান্ত হয়ে উঠবে মাউন, শহরটার একটা চরিত্র ফুটে উঠবে। আবার দিনের বেলা নিঝুম আর নিস্তব্ধ হয়ে পড়বে।

দরজা খুলে ট্রাক কেবিন থেকে নিচে নামল রানা। ডেকানকে ডাকল ও, সকাল থেকে ছাদেই রয়েছে সে।

'এদিকে কাউকে চেনো তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা চুলকাল ডেকান। 'মাউনে তো কাউকে চিনি না, স্যার। তবে মেমসাহেব আমাকে বহুবার ঘাঞ্জি র‍্যাঞ্চে পাঠিয়েছেন। ওখানকার বহু লোক আমাকে চেনে। এমন হতে পারে, সেখানকার কোন লোক এখানে হয়তো কোন কাজে এসেছে, এরকম প্রায়ই আসে—সেরকম কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তবে, স্যার…।'

'তবে কি, ডেকান?'

'স্যার, আমার মনে হয় সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল রানা। ও কি ভাবছে ধরতে পেরেছে ডেকান। দিনে হোক বা রাতে, ওর বা ডারবির শহরে ঢোকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে শহরটা প্রায় খালি দেখে এখুনি একবার ডেকানকে পাঠানো যায় কিনা ভাবছিল ও। কোনরকমে খানিকটা গ্যাসোলিন যোগাড় করতে পারলেই আবার লেকের ধারে ফিরে যেতে পারবে।

ডেকানের কথাই ঠিক। দিনের বেলা দু'একজন হলেও তাকে দেখবে। দেখেই বুঝবে, শহরের বাসিন্দা নয় সে, অচেনা আগন্তুক। তার হাতে বড় একটা জেরি ক্যান দেখলে অবাক হবে তারা। জিজ্ঞেস করতে পারে, ওটায় গ্যাসোলিন ভরে হাতে করে-কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে। আর যদি আদভানি পরিবারের কোন আফ্রিকান শ্রমিক তাকে দেখে ফেলে, সর্বনাশের কিছু বাকি থাকবে না।

রাত হলে অন্য কথা। রাতে মাউনের লোকজন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ছায়ার ভেতর দিয়ে যাবে সে, কারও কোন মন্তব্য বা প্রশ্নের সম্মুখীন না হয়ে গ্যাসোলিন নিয়ে ফিরে আসার সুযোগ পাবে। 'ঠিক

আছে, ডেকান,' বলল রানা। 'সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক। রাতটা যেহেতু জেগেই কাটাতে হবে, পালা করে ডিউটি দিই এসো। প্রথমে তুমি, তারপর আমি, সবশেষে ডারবি।'

ঘাড় কাত করল ডেকান, তারপর আবার ট্রাকের ছাদে উঠে পড়ল।

'শোনো, কি ভেবেছি বলি,' কেবিনে ফিরে এসে বলল রানা। ওর প্ল্যানটা ডারবিকে ব্যাখ্যা করে শোনাল। অন্ধকার গাঢ় হলে দশ গ্যালনের দুটো ক্যান নিয়ে শহরে ঢুকবে ডেকান। গ্যাস স্টেশন থেকে ওগুলো ভরে নিয়ে ফিরতি পথ ধরবে সে, তাকে সাহায্য করার জন্যে খানিকটা সামনে এগিয়ে থাকবে রানা, অপেক্ষা করবে শহরের ঠিক বাইরে। এভাবে অন্তত দু'বার যাবে ডেকান, সব ভালভাবে ঘটলে আরও একবার যাবে।

'ডেকান যদি দু'বারের বেশি যেতে না পারে, তবু চারশো মাইল যাবার মত গ্যাস পেয়ে যাব আমরা,' সবশেষে বলল রানা। 'চিতাটা যেখানেই নিয়ে যাক আমাদের, চারশো মাইলের ভেতরই কোথাও হবে সেটা, অন্তত আমার তাই ধারণা। তবে একটা শর্ত আছে।'

'শর্ত?' অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল ডারবি।

'চল্লিশ গ্যালন গ্যাসোলিন যথেষ্ট নয়, যদি টেরোরিস্টরা আমাদেরকে ধাওয়া করে। শর্তটা হলো, ওদেরকে আমাদের খসাতে হবে।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল ডারবি, তারপর বলল, 'দুঃখিত, রানা। এই ব্যাপারটায় তোমাকে আমি ডুবিয়েছি।'

'মানে?'

'বারগামের কথা বলছি আমি।'

'চিন্তা করো না।' শ্রাগ করল রানা। 'এ-ধরনের লোককে আমি চিনি। নিষ্ঠুর, বর্বর, খুনী। তার সম্পর্কে তুমি যা বলেছিলে আমি তা বিশ্বাস করিনি।'

'কিন্তু আমি তাকে বিশ্বাস করেছিলাম। ভেবেছিলাম, আফ্রিকাকে ভালবাসে সে, কালো মানুষদের স্বাধীনতার জন্যে কাজ করছে। এখন বুঝতে পারি, আমার ভুল হয়েছিল। সে যে শুধু নিরীহ লোকজনকে খুন

করছে তা নয়, আফ্রিকার পশুদের জন্যেও সে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আসলে কোন কোন ব্যাপারে তুমি একদম আনাড়ি,' বলল রানা। 'খবর রাখলে ঠিকই জানতে পারতে যে বারগাম স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা নয়, সে একজন ডাকাত। আন্দোলনের অজুহাতে শহরগুলোয় দাঙ্গা বাধায় সে, তারপর তার লোকেরা লুঠপাট শুরু করে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডারবি।

'তার কথা এখন বাদ দাও,' বলল রানা। 'সে যদি কোন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়, আমি সামলাব। এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো...।'

'অসময়ে ঘুমানো!' হেসে উঠল ডারবি। 'ইতিমধ্যে যাতে আমরা প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

ট্রাক থেকে স্লীপিং-ব্যাগ নামিয়ে আনল রানা, সন্ধের আগে পর্যন্ত ট্রাকের ছায়ায় পালা করে বিশ্রাম নিল ওরা।

অন্ধকার একটু গাঢ় হতে ডেকানকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ও। সন্ধের পরপরই প্রাণ ফিরে পেয়েছে মাউন, তবে আলো, কোলাহল আর তৎপরতা শুধু রিজের নিচের এলাকা জুড়ে। গাছপালার ভেতর দিয়ে দ্রুত এগোল ওরা, নদী পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেল, কারও সঙ্গে দেখা হলো না।

'এরপর আমার আর এগোনো উচিত হবে না, ডেকান।'

রিজ থেকে নেমে নদীর তীরে, নল-খাগড়ার ভেতর গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে ওরা। ওদের পঞ্চাশ গজ ডানে ব্রিজ, প্রধান সড়কের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। শহরের ভেতর দিয়ে চলে গেছে রাস্তাটা। পানির ওপর দিয়ে ভেসে আসছে শহরের কোলাহল।

'আন্দাজ করো ফিরতে তোমার কতক্ষণ লাগতে পারে।'

হাতঘড়ি দেখল ডেকান। 'এখন সাতটা বাজে, স্যার। কতক্ষণ লাগবে, এক ঘন্টা?'

'বোধহয়। ব্রিজ থেকে গ্যাস স্টেশনে পৌঁছুতে দশ মিনিট লাগবে তোমার। তোমাকে হয়তো লাইন দিতে হবে, তবে লাইনটা লম্বা না

হবারই কথা। তবু ধরো আরও বিশ মিনিট। ব্রিজে ফিরতে লাগবে আরও দশ মিনিট। যাওয়া-আসার পথে যদি কিছু ঘটে, সেজন্যে অতিরিক্ত সময় ধরো বিশ মিনিট—বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে, কেউ তোমাকে দাঁড় করাতে পারে। তবে যাই ঘটুক না কেন, এখানে তুমি আটটার মধ্যে ফিরে আসবে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে জেরি-ক্যানগুলো তুলে নিল ডেকান। 'গেলাম, স্যার। দোয়া করবেন।'

নদীর পাড় ধরে এগোল ডেকান, একটু পরই নল-খাগড়ার আড়ালে হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর তার কাঠামোটা ব্রিজের ওপর দেখতে পেল রানা। শহরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল কালো ছায়ামূর্তি। শুরু হলো রানার অপেক্ষার পালা।

আটটা বাজল। ফিরল না ডেকান। আরও অনেক আগে থেকে নল-খাগড়ার বনে ছটফট করছে রানা, দুশ্চিন্তায় কুঁচকে উঠেছে ভুরু। ডেকানকে এক ঘণ্টা সময় দিলেও, কাজ সেরে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে পারা উচিত তার। মাউনে গাড়ি বা ট্রাক আছেই মাত্র অল্প ক'টা, এ বিশ্বাস্য নয় যে একই সময়ে সবগুলো গ্যাস স্টেশনে লাইন দিয়েছে। মাঝেমধ্যে কালো আফ্রিকানদের ছোটখাট দল ব্রিজ পেরুচ্ছে গল্প করতে করতে, দু'একটা গাড়িও দেখা গেল। দু'বার দু'জন ঘোড়সওয়ারকে দেখল রানা। এক রাখাল পার হলো এক পাল ছাগল নিয়ে। মাথা উঁচু করে তাকিয়ে আছে তো আছেই, কিন্তু তারার আলোয় সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা দীর্ঘ মূর্তিটাকে দেখতে পেল না।

আটটা পনেরো। সাড়ে আটটা।

ঢাল বেয়ে রিজে উঠে এল রানা। কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারছে না ও। ডেকান বিশ্বস্ত, এ-ব্যাপারে ওর মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। নিকেল আর ডেকান, দু'জন সম্পর্কেই পুনম বলেছিল, ওদের মত বিশ্বস্ত আর সৎ লোক হয় না। চোখের সামনে পুনমকে মরতে দেখেছে ডেকান, সে জানে রানাকে সাহায্য করতে এসে মারা গেছে তার ম্যাডাম। পরে ডেকানকে জানানো হলো, কালো চিতাকে অনুসরণ

করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, পুনম বেঁচে থাকলে সে-ও এই সিদ্ধান্ত নিত। শুনে কোন দ্বিধা করেনি সে, ওদের সঙ্গে থাকতে রাজি হয়েছে। কাজেই এ-কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে মাউনে এসে ওদেরকে পরিত্যাগ করবে সে।

তারমানে ডেকান কোন বিপদে পড়েছে। ঘাজ্ঞি র‍্যাঞ্চের কোন লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেলে বড়জোর পাঁচ-সাত মিনিট দেরি হতে পারে, তারপরও আটটার মধ্যে পৌঁছুতে পারার কথা তার। রিজের ওপর উঠে গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটল রানা, ফিরে আসছে ট্রাকের কাছে।

'বিপদ, ডারবি। সিরিয়াস বিপদ!'

টেইলগেটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডারবি, হাতে গ্যাসোলিন ট্যাংকের ক্যাপ। 'কি বলছ?'

'ডেকান ফেরেনি।'

ডেকানের সঙ্গে কি কথা হয়েছে, নল-খাগড়ার বনে কতক্ষণ অপেক্ষা করেছে ও, সব বলল রানা। অস্থির আর উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে ওকে। 'তাকে…,' মাথার চুলে আঙুল চালাল ও। '…আমি কিছু ভাবতে পারছি না, ডারবি। তাকে ওরা… ।'

রানার কাঁধে একটা হাত রাখল ডারবি। 'শান্ত হও। এমনও তো হতে পারে, গ্যাস স্টেশনে দেরি হচ্ছে তার… ।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ডেকান একজন ট্র্যাকার, ডারবি। শিডিউল সম্পর্কে জানে সে, সারাজীবন শিডিউল ধরে কাজ করতে অভ্যস্ত। সে জানে, সময়ের সামান্য হের-ফের হয়ে গেলে কেউ মারাও যেতে পারে। কাজেই এ-ধরনের ভুল বা গাফিলতি তার দ্বারা হতে পারে না। ঠিক হয়েছে আটটা, যাই ঘটুক না কেন অবশ্যই আটটার সময় ফিরে আসবে সে। যদি না আসে, ধরে নিতে হবে…ধরে নিতে হবে তাকে আটকানো হয়েছে।'

'মানে তুমি বলতে চাইছ… ।'

নিচে, শহরের দিকে তাকাল রানা। অন্ধকারে ঝলমল করছে

আলো, অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে সঙ্গীতের আওয়াজ। আগে ডেল্টার প্রবেশপথে রোমান্টিক একটা শহর বলে মনে হয়েছিল মাউনকে, এখন মনে হচ্ছে ভীতিকর একটা হুমকি আর ফাঁদ। তবে হুমকি আর ফাঁদকে গ্রাহ্য করার পাত্র মাসুদ রানা নয়, বিশেষ করে ওর একজন লোক যেখানে বিপদে পড়েছে। 'আমাকে যেতে হবে,' শান্ত গলায় বলল ও।

'যেতে হবে…কোথায়…কি বলছ!' আঁতকে উঠল ডারবি।

'আমাকে জানতে হবে কি হয়েছে ডেকানের,' বলল রানা। 'তোমার কোন ভয় নেই, কেউ জানে না ট্রাকটা এখানে আছে। বেশি দেরি করব না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব। ভাল কথা, তোমার ক্যাম্প থেকে আরেকটা ক্যান ট্রাকে তোলা হয়েছিল, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি। 'ওটাও দশ গ্যালনের ক্যান।'

'বের করো ওটা, ডারবি,' বলল রানা। 'শটগানটাও দরকার।' হাত নাড়াচড়া করলেই কাঁধটা ব্যথা করছে ওর। ট্রাকে উঠল ডারবি, খানিক পর ক্যান আর শটগান নিয়ে নেমে এল।

প্রথমে ক্যানটা চেক করল রানা, উল্টো করে ধরে মুখটা বার কয়েক জমিনে ঠুকল। সামান্য যে-টুকু পানি ছিল সব বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে, ভেতরটা শুকনো খটখটে। এরপর শটগানে দুটো কার্টিজ ভরে ফিরিয়ে দিল ডারবিকে। বলল, 'নিচে নামব আমরা, নদীর কাছে যাব।'

'কি করবে বলে ভাবছ, রানা?'

'সেটা ঠিক করব ওপারে যাবার পর।' আবার শহরটার দিকে ফিরল রানা, আলোগুলো দেখল। 'ডেকানকে আমরা এভাবে ফেলে যেতে পারি না। তাছাড়া, গ্যাসোলিন না পেলে কোথাও যাবার উপায়ও নেই। যেভাবে হোক এই ক্যান আমাকে ভরতেই হবে, অন্তত একবার হলেও। তা না হলে লেক বা চিতার কাছেও ফেরা সম্ভব নয়।'

'মাউন ছাড়া আর কোথাও থেকে গ্যাসোলিন পাবার কোনই সম্ভাবনা নেই?' জিজ্ঞেস করল ডারবি।

'নগামিতে আরেকটা পাম্প আছে, সেখানে আরেকবার ক্যান ভরার সুযোগ পেতে পারি, আবার না-ও পেতে পারি। পরিস্থিতি দেখে মনে

হচ্ছে, অচল হয়ে পড়েছি আমরা।' ঘুরে হাঁটা ধরল রানা, ওর পিছু নিল ডারবি।

ব্রিজের ঢাল বেয়ে নেমে এল ওরা নদীর কিনারায়। কান পেতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রানা। এখনও শহরের কোলাহল ভেসে আসছে। মাঝেমধ্যে দু'একটা গাড়ির হেডলাইট অন্ধকার আকাশের দিকে আলো ফেলছে। তবে ব্রিজের ওপর এখন আর কোন যানবাহন চলাচল করছে না। ব্রিজের খিলানগুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করল রানা। পেরুবার সময় যদি প্রয়োজন পড়ে গা ঢাকা দেয়ার কোন সুযোগ নেই। ব্রিজের ওপারে কেউ যদি অপেক্ষায় থাকে, এ-মাথায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের গায়ে দেখে ফেলবে ওকে। এরকম ঝুঁকি নেয়া যায় না। ব্রিজ বাদ, পানিতে নামতে হবে ওকে।

আরও এক প্যাঁচ ঘুরিয়ে ক্যানের ক্যাপটা শক্ত করে আটকাল রানা, তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকাল। ন'টা পাঁচ। 'আমার জন্যে তুমি মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে,' ডারবিকে বলল ও। 'যদি না ফিরি, আমার কথা বা ডেকানের কথা ভুলে যাবে। রাস্তা ধরে একা রওনা হবে, চেষ্টা করবে কোথাও থেকে যদি কোন সাহায্য পাও। যদি তোমাকে থামানো হয়, বলবে আমাকে তুমি চেনো না, এমনকি আমার নাম পর্যন্ত শোনোনি।'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা। তারপর আবার বলল, 'তোমাকে ওরা শুধু আটকে রাখতে পারে। চিতা আবার রওনা হবার আগে যেভাবে হোক ওদের হাত থেকে নিজেকে তোমার মুক্ত করতে হবে। একবার ওটা লেক ছাড়িয়ে যেতে পারলে, খুঁজে বের করতে পারবে না। জলার পানিতে হারিয়ে যেতে পারে ওটা, কনসেশন হাণ্টারদের চোখে পড়ে যেতে পারে। পিছনে টেরোরিস্টরা রয়েছে, তারাও ওটার নাগাল পেয়ে যেতে পারে। সার কথা হলো, ওটাকে তোমার হারাতেই হবে। খুঁজে পাবার সম্ভাবনা শতকরা এক ভাগেরও কম, তবু আমি চাই তুমি হাল ছাড়বে না...।'

'আর এটা?' শটগানটা উঁচু করে দেখাল ডারবি।

'পিছনে লেজুড় নিয়ে ফিরে আসতে পারি আমি, মানে কেউ আমাকে ধাওয়া করতে পারে,' বলল রানা। 'যদি আমাকে ছুটে আসতে দেখো বা আমার পিছনে কেউ যদি থাকে, ফাঁকা গুলি করবে। অন্ধকারে টার্গেট প্র্যাকটিস করার দরকার নেই, পেয়েও হারিয়ে ফেলতে পারো আমাকে। শুধু ফাঁকা আওয়াজ করলেই হবে, তোমাকে গোটা একটা সেনাবাহিনী বলে মনে করবে ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি, সম্পূর্ণ শান্ত সে। 'গুড লাক, রানা। তুমি যদি আটকা পড়ো, চিন্তা কোরো না। তোমার কথা মত সব ভুলে যাব আমি। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে মিথ্যে কথা বলে পার পেয়ে যাব, নিশ্চিত থাকতে পারো। প্রতিটি মিথ্যেই বিশ্বাসযোগ্য হবে, বিশেষ করে একসঙ্গে এতগুলো বলতে হবে যেখানে।'

ঘুরল রানা, পানিতে নেমে সাবধানে এগোল। রোদ লেগে সেই যে গরম হয়েছে পানি, এখনও ঠাণ্ডা হয়নি। ব্যাঙ আর ঝিঁঝি পোকা ডাকছে চারদিক থেকে। আঁকাবাঁকা গতিপথ দেখে বোঝা গেল, ওর সামনে দিয়ে একটা সাপ চলে যাচ্ছে। পানির ওপর প্রচুর আগাছা, পোকা-মাকড় ধরার আশায় মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে পেঁচারা। ছল-ছলাৎ আওয়াজ পাচ্ছে রানা, নদীর তীরে ছোট ছোট ঢেউ ভাঙছে। ও জানে, এই নদীতে জলহস্তী আর কুমীর আছে। চোয়ালের একটা মাত্র চাপে একজন মানুষকে দু'টুকরো করে ফেলতে পারে জলহস্তী, একটা পা কামড়ে ধরে পানির তলায় নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে কুমীর।

পায়ের তলায় মাটি নেই, সাঁতরাতে শুরু করল রানা। বিপদ সম্পর্কে সচেতন, তবে গ্রাহ্য করছে না। একটুও ভয় করছে না ওর, তবে রাগ হচ্ছে। নিকেল খুন হয়েছে, খুন হয়েছে পুনম। এখন আবার ডেকানকে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের পরিচয় যা-ই হোক, এবার ওকে ধরার জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছে, কোন সন্দেহ নেই।

রানা উপলব্ধি করল, তাদের ফাঁদে ধরাও পড়ে গেছে ও। গ্যাসোলিন না থাকায় পালাবার সবগুলো রাস্তাই তো বন্ধ। কিন্তু তবু হাল ছাড়তে রাজি নয় ও। এই ফাঁদ থেকে যেভাবেই হোক বেরুতে

হবে ওকে। ডারবিকে বাঁচাতে হবে, বাঁচাতে হবে কালো চিতাকে, নিকেল আর পুনম হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে হবে, আর তাই নিজেকেও বাঁচতে হবে ওর। আর বাঁচতে হলে এই ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে হবে ওকে।

দ্রুত সাঁতার কেটে অপর পারে পৌঁছুল রানা, পায়ের তলায় বালি ঠেকল। ক্যানটা ঠেলে নল-খাগড়ার বনে ঢুকিয়ে দিল, তারপর সাবধানে ক্রল করে উঠে পড়ল নদীর কিনারায়। মাটিতে শুয়ে কান পেতে থাকল কিছুক্ষণ। ব্রিজে এখনও কোন যানবাহন বা পথিক নেই, শহরের কল-গুঞ্জনও স্তিমিত হয়ে আসছে। আধ ঘণ্টা পর ডানকান'স হোটেল ছাড়া আর মাত্র দু'একটা বার খোলা থাকবে। মাউনের লোকজন বেশি রাত জাগে না। শার্টের কিনারা নিঙড়ে পানি ঝরাল রানা। তারপর শরীরটা কোমরের কাছে ভাঁজ করে, মাথা নামিয়ে রাস্তার দিকে এগোল।

প্রথমে মনে হলো রাস্তাটা সম্পূর্ণ নির্জন। দু'পাশে সারি সারি গাছ, মাঝখানে ধুলো ঢাকা পথ, ধনুকের মত বাঁকা হয়ে এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ি-ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে গেছে। ঢাল বেয়ে উঠে এসেছে, রাস্তায় পা ফেলতে যাবে, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ও।

সেই মুহূর্তে লোকটা যদি না নড়ত, তাকে দেখতে পেত না রানা। নড়লও সামান্য, এক পা থেকে শরীরের ভার আরেক পায়ে চাপাবার জন্যে যে-টুকু দরকার। চাঁদের আলো লেগে সামান্য ঝিক করে উঠল তার কোমরের বেল্ট-বাকল। নিঃশব্দে পিছিয়ে এসে আবার ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা, ধীরে ধীরে বসল, তাকিয়ে থাকল চকচকে ভাবটা যেখানে দেখা গেছে।

বিশ গজ দূরে রয়েছে লোকটা, একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। পরিষ্কার কোন ছায়ামূর্তি নয়, পিছনে অন্ধকার ঝোপ থাকায় আবছা আর ভাঙাচোরা দেখাচ্ছে কাঠামোটা। তার মুখ, কাপড়চোপড়, হাত দুটোর অবস্থান, পা রাখার ভঙ্গি, কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না তবে নিঃসন্দেহে জানে লোকটা কে, কি করছে ওখানে।

টেরোরিস্টদের কেউ হতে পারে না, কারণ তারা এখনও মাউনে

পৌঁছুতে পারেনি। লোকটা অবশ্যই দক্ষিণ আফ্রিকান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস বস-এর একজন এজেন্ট।

রাস্তার বাঁকে একজোড়া হেডলাইটের আলো দেখা গেল। ঝোপের আরও গভীরে সরে এল রানা, গাড়িটা চলে যাবার পর আবার বেরিয়ে এল কিনারায়। ব্রিজের ওপর চোখ রেখে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, আগের মত গাছের গায়ে হেলান দিয়ে। এইমাত্র তাকে পাশ কাটিয়ে গেছে প্রাইভেট কারটা, তার পায়ের চারপাশে পাক খাচ্ছে ধুলো। খুক করে কেশে ওঠার শব্দ পেল রানা। গুড়ি মেরে বসে থেকে মাথাটাকে খাটাবার চেষ্টা করল ও।

একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে ডারবি। বস্ কি ভাবছে আন্দাজ করা যায়। তারা ধরে নেবে ডারবিকে নিয়ে সীমান্তের দিকে যাচ্ছে ও। কিংবা ভাবছে, ডারবিকে ফেলে রেখে নিজের জান নিয়ে একা পালাচ্ছে। যাই ঘটুক না কেন, তারা জানে যে আগে হোক পরে হোক গ্যাসোলিনের জন্যে আড়াল থেকে বেরুতেই হবে ওকে। আর গ্যাসোলিন পেতে হলে মাউন বা ঘাঞ্জিতে না এসে উপায় নেই ওর। তাই ঘাঞ্জিতেও লোক রেখেছে তারা, মাউনেও রেখেছে। বসের এজেন্টরা বতসোয়ানার কোন শহরে ওত্ পেতে আছে, এটা অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। কারণ ধরা পড়লে স্রেফ মারা পড়বে সব ক'টা। রাজনৈতিক গণ্ডগোল যেটা শুরু হবে সেটার কথা নাহয় বাদই দেয়া গেল। তারমানে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়েছে বস্। কেন?

কারণটা পরিষ্কার। ডোরা ডারবিকে তাদের দরকার। একমাত্র ডারবিই তাদেরকে বারগাম সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় প্রতিটি বড় শহরে দাঙ্গা বাঁধিয়ে লুঠপাট করছে বারগামের দল, শত চেষ্টা করেও নাটের গুরুকে ধরতে পারছে না বস্। ধরবে কি করে, তার সম্পর্কে নিরেট কোন তথ্যই তো তাদের কাছে নেই। তথ্য আছে ডারবির কাছে, কাজেই ডারবি এখন তাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

লোক ওই একটাই নয়, জানে রানা। চারদিকে আরও অনেক ছড়িয়ে আছে। শহরের প্রবেশপথ, গ্যারেজ, ট্রেডিং স্টোর, এমন কি

হয়তো ডানকান'স হোটেলেও পাহারা দিচ্ছে। সব মিলিয়ে পনেরো-বিশজন হতে পারে। শহরে ঢোকামাত্র খপ্ করে ধরবে ওকে। যেমন ডেকানকে ধরেছে।

রাগে শক্ত হয়ে গেল রানার শরীর। এই সময় আরেক জোড়া হেডলাইট দেখা গেল দূরে, পিছিয়ে আবার ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল ও। এটাও একটা প্রাইভেট কার। রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল। আলোর আভায় এবার একটা ট্রাক দেখতে পেল ও, ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা যে গাছে হেলান দিয়ে রয়েছে, তার ঠিক বাঁ দিকে। গলা লম্বা করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা, শুনতে পেল আরেকটা গাড়ি আসছে।

কি করবে ঠিক করে ফেলল ও। গ্যাস স্টেশনে যাবার কোন উপায় নেই, আবার গ্যাসোলিন ছাড়া ওদের চলবেও না। বোঝাই যায়, ট্রাকটা দক্ষিণ আফ্রিকান লোকটার বাহন। মাউনের প্রতিটি ট্রাকে স্ট্যাণ্ডার্ড ডেজার্ট ইকুইপমেন্ট থাকে, ধরে নেয়া যায় এটাতেও আছে। অর্থাৎ ট্রাকটার চেসিসের সঙ্গে শক্তভাবে আটকানো আছে একটা ফুয়েল ভর্তি রিজার্ভ ট্যাংক।

ক্যানটা শক্ত করে ধরল রানা, অপেক্ষা করল যতক্ষণ না কারটা ওর লেভেলে পৌঁছুল, তারপর ছুটল ওটার পিছনে ট্রাকটাকে লক্ষ্য করে—ধোঁয়া আর এঞ্জিনের আওয়াজ সাহায্য করছে ওকে। পনেরো গজ ছুটল ও, ঝোপের ভেতর ঢুকে বসে পড়ল। সামনে ঝোপ-ঝাড় থাকায় লোকটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, তবে ঠিক কোথায় আছে জানে ও। লোকটার কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। কিছু টের পেলে নড়ত বা চিৎকার করত। ধীরে ধীরে ক্যানটা নামিয়ে রাখল ও, অন্ধকারে হাতড়ে তুলে নিল আধ সের ওজনের একটা পাথর। নিঃশব্দে দাঁড়াল, একটু একটু করে সামনে বাড়ছে।

অন্ধকার ঝোপে কিভাবে নিঃশব্দে হাঁটতে হয় জানে রানা। এ রকম পরিস্থিতিতে ইন্দ্রিয়গুলো প্রখর হয়ে ওঠে, অতিরিক্ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও বোধহয় সাহায্য করে। না দেখেও বুঝতে পারে কোথায় পড়ে রয়েছে

শুকনো ডাল বা পাতা, কিংবা ছোট একটা নুড়ি পাথর, পা ফেলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে ফেলে না, ওগুলোকে টপকে যায় নয়তো পাশে কোথাও পা ফেলে। রাগটা এখনও আছে, তবে তা শুধু মনোযোগে গভীরতা আনতে সাহায্য করল। শিকারী বিড়ালের মত সতর্ক রানা।

সামনের শেষ আড়াল ছোট একটা ঝোপ। নিঃশব্দে সেটা ফাঁক করল ও। সেই আগের জায়গায়, একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, ব্রিজের দিকে মুখ করে। হাতের পাথরটা ভাল করে ধরল ও, নিঃশ্বাস আটকাল, তারপর তৈরি হলো ছোঁড়ার জন্যে। হাই তুলল লোকটা, এক পা থেকে আরেক পায়ে ভর দিল, তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকাল। অন্ধকারের ভেতর আলোকিত সবুজ ডায়ালটা দেখতে পেল রানা। সেই সঙ্গে সাবান, তামাক আর সেন্টের গন্ধ পেল ও। পরমুহূর্তে লাফ দিল সামনে, লোকটার ঘাড়ের পিছনে সজোরে ঘা মারল পাথরটা দিয়ে। শেষ কয়েক গজ ছুটে এসেছে রানা, কোন শব্দ হয়নি। ভোঁতা একটা আওয়াজ উঠল, ফোঁস করে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল লোকটা, তারপর নিঃশব্দে ঢলে পড়ল মাটিতে।

স্থির হয়ে গেছে রানা, কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের একটা বার থেকে মিউজিকের আওয়াজ ভেসে আসছে, নদীর ওপারে কোথাও হেঁড়ে গলায় গান গাইছে মাতাল এক লোক, আর ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছে পোকা-মাকড়ের বিরতিহীন শব্দ। লোকটা বেঁচে আছে কিনা দেখার প্রয়োজন বোধ করল না, ফিরে এসে ক্যানটা তুলে নিল মাটি থেকে, তারপর ট্রাকের দিকে এগোল।

সময় নিয়ে, সাবধানে এল রানা। প্রথমে দূর থেকে ওটাকে ঘিরে চক্কর দিল একবার, শুরু করল পিছন থেকে। কেবিনটা খালি, আশপাশেও আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কাছে চলে এল এবার, মাটিতে হাঁটু গাড়ল, তারপর হাত বাড়িয়ে চেসিসের তলাটা স্পর্শ করল। ওর ধারণা মিথ্যে নয়। পিছনের চাকা দুটোর মাঝখানে একটা ফুয়েল ট্যাংক আটকানো রয়েছে। রাবার টিউবের একটা কুণ্ডলীও রয়েছে, ট্যাংকের সঙ্গে মেটাল স্প্রীং-ক্লিপ দিয়ে জোড়া লাগানো।

টিউব নামাল রানা, প্যাঁচ ঘুরিয়ে ফিলার ক্যাপ খুলল, তারপর হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। একেবারেই অস্পষ্ট, কোন রকম শুনতে পাচ্ছে। নরম, খসখসে একটা আওয়াজ। রাতের অন্যান্য শব্দের সঙ্গে মিলছে না। ঘাড় ফেরাতে শুরু করল ও। কিন্তু ইতিমধ্যে দেরি করে ফেলেছে।

একটা টর্চ জ্বলে উঠে ধাঁধিয়ে দিল ওর চোখ। সেই সঙ্গে টর্চের পিছন থেকে একটা লোক চিৎকার করে উঠল। 'অ্যাই, কি করছ তুমি?' কর্কশ, নাকি সুর। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় সব শ্বেতাঙ্গই এই সুরে কথা বলে।

গাছের পাশে দাঁড়ানো লোকটা একা ছিল না। তার সঙ্গী রাস্তার ওপর টহল দিচ্ছিল। খসখস শব্দটা হয়েছে বালির ওপর বুট ঘষা খাওয়ায়।

'জেসাস, তুমি…!' প্রথমবার কথা বলার সময় লোকটার গলায় রাগ আর ঝাঁঝ ছিল, রানাকে সম্ভবত ছিঁচকে চোর মনে করেছিল। এখন বুঝতে পেরেছে রানা কে। তার কথা শেষ হয়নি, বিদ্যুৎবেগে সামনের দিকে লাফ দিল রানা।

এটাই একমাত্র সুযোগ ওর, শেষ উপায়। এরই মধ্যে লোকটা যদি অস্ত্র বের করে না থাকে, এই মুহূর্তে হাত বাড়াচ্ছে সেটার দিকে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে রানাকে গুলি করে ফেলে দিতে পারবে সে। দু'জনের মাঝখানে দূরত্ব ছিল তিন গজ। লাফ দিয়ে সে-টুকু পার হয়ে আসছে রানা, আরেকবার চিৎকার শুনতে পেল। উন্মত্তের মত ছোঁ দিল টর্চ লক্ষ্য করে, হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল, প্রায় একই সঙ্গে লাথি মারল তলপেটে।

চিৎকার করার আগে অস্ত্রটা বের করেনি লোকটা। হিপ হোলস্টার থেকে বের করছে সেটা, এই সময় তার নাগাল পেয়ে গেল রানা। ওর লাথিটা ব্যর্থ হলো, লাগল না তলপেটে, তবে তার হাতটা ধরে ফেলল। হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল অস্ত্রটা, পরমুহূর্তে পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খেল দু'জন, শুরু হলো ধস্তাধস্তি, দু'জনেই পড়ে গেল মাটিতে।

লোকটা বিশাল, গায়ে অসুরের শক্তি, পেশীগুলো যেন ইস্পাত।

হিংস্র, দয়ামায়াহীন পশুর মত লড়ছে সে। গড়িয়ে দিচ্ছে শরীর, ঘুরে যাচ্ছে, ঠেকিয়ে দিচ্ছে রানার আঘাতগুলো, তারই ফাঁকে কনুই দিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে থেঁতলে দিচ্ছে রানার পাঁজর আর পেট। তার চেয়ে রানা ত্রিশ পাউণ্ড হালকা হলেও, আন আর্মড কমব্যাটে ওরও ট্রেনিং নেয়া আছে। আঘাতগুলো কোন ব্যথাই দিচ্ছে না, এমনকি কাঁধের ক্ষতটার কথাও ভুলে গেছে ও। দেখেশুনে আঘাতগুলো ঠেকাচ্ছে, যেগুলো হালকা অর্থাৎ মারাত্মক নয় সেগুলো লাগতে দিচ্ছে গায়ে, আর সেই ফাঁকে পাল্টা আঘাত করছে বেছে বেছে লোকটার দুর্বল জায়গায়। হালকা বলেই ওর ক্ষিপ্রতা বেশি, সুযোগ পেলেই কাজে লাগাল। বারবার লোকটার নাগালের মধ্যে চলে এল ও, কঠিন মারগুলো ঠেকাল, বাকিগুলো গ্রাহ্য না করে পাল্টা আঘাত করল, তারপর সরে গেল চোখের পলকে।

ওর কৌশলটা ধরে ফেলল লোকটা। রাগে হোক বা আতঙ্কে, ভুলে গেল তার ট্রেনিং। হিংস্র পশুর মত মাথা, দাঁত, নখ ব্যবহার করল এবার। গলায় আর হাতে আঁচড় খাচ্ছে রানা, রক্ত বেরিয়ে আসছে, যদিও সেদিকে ওর তেমন খেয়াল নেই। সুযোগ পেলেই প্রতিপক্ষের নাক-মুখ লক্ষ্য করে ঘুসি মারছে ও, লাথি মারছে পাঁজরে আর পেটে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে লোকটা, বাঘের ভঙ্গিতে থাবা মারতে চায়, লাথি মেরে তাকে দূরে সরিয়ে দেয় রানা। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর দুর্বল হয়ে পড়ল লোকটা, তবে রানা এখনও ক্লান্ত হয়নি। শেষ লাথিটা পড়তে ট্রাকের গায়ে ধাক্কা খেল সে, মাথাটা ঠুকে গেল শক্ত চাকার সঙ্গে। দম নেয়ার জন্যে স্থির পড়ে থাকল এক সেকেণ্ড। এর আগে প্রতিবার সে-ই রানার দিকে এগিয়েছে, এবার রানা তার ওপর চড়াও হলো। ডাইভ দিল ও, উড়ে এসে পড়ল প্রতিপক্ষের বুকের ওপর। দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল মোটা গলাটা। ওর নিচে থেকে হাঁটু চালাল লোকটা, ইচ্ছে ওর তলপেটের নিচেটা থেঁতলে দেবে। সতর্ক ছিল রানা, হাঁটুর আঘাতটা ঠেকাল উরু দিয়ে। ইতিমধ্যে ওর হাত দুটো তার গলায় শক্তভাবে চেপে বসেছে। দম আটকে মারা যাবার অবস্থা হয়েছে

লোকটার। আর মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড ধস্তাধস্তি করল সে, তারপর নিস্তেজ হয়ে গেল শরীর।

তাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটুর ওপর সিধে হলো রানা, তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়াল, সরে এল এক পা। লোকটা নড়ছে না দেখে ঘুরল ও, ট্রাকের পিছনে চলে এসে রাবার টিউবটা ঢোকাল ট্যাংকে। টিউবের অপর প্রান্তটা মুখে পুরে চুষল, ফুয়েল চলে আসতে সেধিয়ে দিল ক্যানের ভেতর, থুথু ফেলল মাটিতে।

গ্যাসোলিনের আওয়াজ পাচ্ছে ও, ধীরে ধীরে ভরে উঠছে ক্যানটা। চার ভাগের তিন ভাগ ভরে গেছে, এই সময় আরও একটা গাড়ির শব্দ ঢুকল কানে। রাস্তার বাঁকে জোড়া হেডলাইট। মাথা তুলল রানা। গিয়ার বদল করল ড্রাইভার, এঞ্জিনের আওয়াজ আরও কাছে চলে এল, ঝোপ-ঝাড়ে উজ্জ্বল নকশা তৈরি করল আলো। হঠাৎ করেই বুঝতে পারল, গাড়িটা ব্রিজ পেরুবে না। রাস্তা ছেড়ে এসেছে ওটা, এগিয়ে আসছে ট্রাকের দিকে।

ডানে-বামে দ্রুত তাকাল রানা, অন্ধকারকে হটিয়ে দিয়ে জায়গা দখল করে নিচ্ছে হেডলাইটের আলো। অন্য কিছু হতে পারে না, এ নিশ্চয়ই বস্-এর একটা কমাণ্ড ভেহিকেল, এজেন্টদের অবস্থান চেক করতে বেরিয়েছে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা, দরদর করে ঘামছে, কি করবে বুঝতে পারছে না। তারপর টান দিয়ে টিউবটা খুলে ফেলল, ক্যাপ বন্ধ করে ক্যানটা তুলে নিল, ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল এঁকেবেঁকে।

সঙ্গে ক্যানটা না থাকলে পালাতে কোন সমস্যা হত না। কিন্তু বড় বেশি ভারি ক্যানটা, ঘন ঘন দোল খেয়ে বাড়ি মারছে ওর পায়ে, ফলে ছোটার গতি বাড়ানো যাচ্ছে না। ব্রিজের সামনে পৌঁছুল ও, সেই সঙ্গে আলোয় ভেসে গেল চারদিক, দু'জন লোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, বাতাসে শিস কেটে মাথার পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট।

ব্রিজে না উঠে রাস্তা পেরুল রানা, জানে একমাত্র অন্ধকার নদীই এখন বাঁচাতে পারে ওকে। ব্রিজের খিলানগুলো এমনভাবে তৈরি, কোন

আড়াল পাওয়া যাবে না। হেডলাইটের আলোয় প্রতিপক্ষ ওকে আদর্শ টার্গেট হিসেবে দেখতে পাচ্ছে। নদী আর ডারবিই এখন একমাত্র ভরসা, সে যদি এখনও শটগান নিয়ে অপেক্ষায় থাকে ওখানে। রাস্তা থেকে হড়কে নিচে নামল ও, টান দিয়ে পানিতে ফেলল ক্যানটা, ডাইভ দিল ওটার পিছনে। দ্রুত সাঁতরানোর চেষ্টা করছে, এক হাতে ঠেলছে ক্যানটা। ক্যানের ভেতর বাতাস থাকায় ডুবছে না সেটা।

নিজের জায়গায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে ডারবি। নদীটা অর্ধেক পেরিয়েছে রানা, দু'বার গর্জে উঠল শটগান। একটু পর আরও দু'বার। কাঁচ ভাঙার শব্দ ভেসে এল, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল কেউ, পরমুহূর্তে চোখ-ধাঁধানো আলো নিভে গেল।

বালি স্পর্শ করল রানার পা, ক্যানটা দু'হাতে ধরে মাথার ওপর তুলে নিল ও, উঠে এল কিনারায়।

'আমাকে দাও ওটা...,' বলে এক হাতে রানার কোমর জড়িয়ে ধরল ডারবি, অপর হাতটা বাড়াল ক্যানের হাতল ধরার জন্যে। ঢাল বেয়ে পাশাপাশি ছুটল দু'জন, ক্যানটা মাঝখানে, দু'জনেই ধরে রেখেছে। ব্রিজের পিছনে এখনও অন্ধকার, আর কোন গুলি হচ্ছে না।

'কারা ওরা, রানা?' ছুটতে ছুটতেই জিজ্ঞেস করল ডারবি।

'দক্ষিণ আফ্রিকান..., হাঁপাচ্ছে রানা, কর্কশ গলায় বলল, '...বাস্টার্ড। শহরের চারদিকে ছড়িয়ে আছে, পালাতে আরেকটু দেরি করলে...।'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি, চুলে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে তার মুখ। 'ওদেরকে গাড়ি নিয়ে ব্রিজে উঠতে দেখে গুলি করি আমি। তারপর দেখলাম ব্রিজ থেকে ওরা নদীতে, মানে তোমাকে গুলি করতে যাচ্ছে। তাই আবার গুলি করলাম হেডলাইটের দিকে।'

'ধন্যবাদ, ডারবি।'

রিজ-এর ওপর উঠে এসেছে ওরা। ডারবিও হাঁপাচ্ছে। টয়োটার কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত আর কেউ কথা বলল না। ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড বিশ্রাম নিল রানা, ক্লান্তিতে নুয়ে আছে

মাথা। গলা আর হাত জ্বালা করছে, নদীর পানিতে রক্ত ধুয়ে যাওয়ায় আঁচড়ের দাগগুলো সাদাটে লাগছে। নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাঁজর আর পেটে ব্যথা অনুভব করছে ও। দম একটু ফিরে পেতেই ক্যানটা তুলে নিল, টয়োটার ট্যাংকে ফুয়েল ভরল। মাত্র আট গ্যালন। আগের ছিল এক, তারমানে নয় গ্যালন। লেক ও চিতার কাছে ফিরে যাবার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু তারপর আর কোথাও যাওয়া যাবে না। এখন আর ন্‌গামি পাম্প থেকে ফুয়েল সংগ্রহ করারও প্রশ্ন ওঠে না। মাউন আর ঘাঞ্জির মত ওখানেও কড়া নজর রাখা হয়েছে।

টয়োটার সামনে চলে এল রানা। চাঁদের আলোয় একা দাঁড়িয়ে রয়েছে ডারবি, শটগানটা এখনও তার হাতে। রানাকে দেখতে পেয়ে মুখ তুলল সে, কথাটা বলার জন্যে হাঁ করল, কিন্তু বলতে না পেরে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

এত কিছু করার পর, সব ভেস্তে গেছে। পাথর, বালি আর কাঁটা-ঝোপের ভেতর দিয়ে শত শত মাইল পেরিয়ে এসেছে ওরা, কালাহারির অত্যাচারী রোদে সেদ্ধ হয়েছে দিনের পর দিন, মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করেছে, হারিয়েছে নিকেল আর পুনমকে। সবই বৃথা, এত ত্যাগ স্বীকারের পরও হেরে গেছে ওরা।

'কি হয়েছে, ডারবি?'

'বুঝতে পারছ না কি হয়েছে? আমরা অচল হয়ে পড়েছি! ফুয়েল যা আছে ন্‌গামি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব, তার বেশি না।' এক সেকেণ্ড থামল ডারবি, তারপর আবার বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, ফুয়েল থাকলেও কোন লাভ হত না।'

'এ-কথা বলছ কেন?'

'প্রথমে আমাদের পিছনে ছিল শুধু একদল কালো টেরোরিস্ট। এখন দক্ষিণ আফ্রিকান এই শ্বেতাঙ্গরাও পিছু নেবে। টয়োটার চাকার দাগ কাল সকালে ঠিকই খুঁজে নেবে ওরা। একটা দল হলে হয়তো ফাঁকি দেয়া বা সামলানো সম্ভব হত, একই সঙ্গে দুটো দলকে তুমি কিভাবে ঠেকাবে?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডারবি। 'পারলাম না, রানা, হেরে গেলাম

আমরা। কি জানো, মরতে আমি ভয় পাই না—কিন্তু দুঃখ হচ্ছে এই জন্যে যে তোমাকেও আমি এর মধ্যে টেনে এনেছি···।'

কয়েক সেকেণ্ড নড়ল না রানা। তারপর বলল, 'আজ রাতে হান্টিং এরিয়া মাতসেবি-তে চলে যাবে চিতাটা, ঠিক?'

'যাবে···এতক্ষণে হয়তো চলেও গেছে।'

'মাতসেবিতে আমরা কি পাচ্ছি?' জানতে চাইল রানা, উত্তরটাও নিজে দিল। 'পানি। ঠিক?'

'হ্যাঁ। মাতসেবি ডেল্টারই একটা অংশ। ওখান থেকে সেই অ্যাঙ্গোলান সীমান্ত পর্যন্ত পানি পাওয়া যাবে। কেন, কি ভাবছ তুমি? এ-সব ভেবে এখন আর লাভই বা কি?'

'এখান থেকে কত দূরে অ্যাঙ্গোলান সীমান্ত, তুমি জানো?' প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সোজা?' মনে মনে একটা হিসাব করল ডারবি। 'সম্ভবত তিন শো মাইল। কিন্তু, রানা, চিতাটা সোজা পথ ধরে যাচ্ছে না। যাচ্ছে উত্তর দিকে। ষাট মাইল পেরুলেই মাতসেবি থেকে বেরিয়ে যাবে ওটা, বেরিয়ে যাবে ডেল্টা থেকে, আবার ঢুকবে মরুভূমিতে। কালাহারির ওই অংশটা অন্যরকম, রানা। সাংঘাতিক দুর্গম। আমার চেয়ে তোমারই তা ভাল জানার কথা। জেসাস, বুশম্যানরা ছাড়া আর কেউ ওদিকে যেতে সাহসই পায় না···।'

রানার ভুরু এখন আর কুঁচকে নেই। ডারবিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমরা হারিনি, ডারবি। এখনও নয়।'

ব্যাকুল দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল ডারবি। 'হারিনি?'

'না। ছাপ ধরে চিতাটার কাছে ফিরে যেতে পারব আমরা। এখন থেকে পানি কোন সমস্যা হবে না। যে গতিতে ওটা এগোচ্ছে, ষাট মাইল পেরুতে মাত্র তিন দিন লাগবে। এই তিন দিন ওদেরকে আমরা ফাঁকি দিতে পারব বলে আশা রাখি। তারপর, তোমারই ভাষায়, একবার ডেল্টায় পৌঁছুলে কাউকে অনুসরণ করা অত্যন্ত কঠিন। কঠিন আমাদের জন্যে, হ্যাঁ, তবে যারা আমাদের পিছনে থাকবে তাদের জন্যেও···।'

যুক্তিটা ডারবির মাথায় ঢুকতে শুরু করল। কিছু বলতে চাইল সে, রানা তাকে সুযোগ দিল না।

'অন্তত চেষ্টা করে দেখতে হবে আমাদের, ডারবি। এর কোন বিকল্প নেই। যদি চেষ্টা না করি, তার মানে হবে চিতাটার মৃত্যু নিশ্চিত করা।' ডারবিকে রানা মনে করিয়ে দিল, বারগামের লোকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে দেখামাত্র চিতাটাকে যেন মেরে ফেলা হয়। তারা যদি ওটাকে মারতে ব্যর্থ হয়, সুযোগ নেবে কনসেশনের শিকারীরা। এই পরিস্থিতিতে ওরা যদি শুধু ওটাকে মাতসেবির বাইরে পৌঁছে দিতে পারে, তাহলে আবার মরুভূমির নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে যাবে। ওদিকের মরুতে একটা পাহাড়ী এলাকা আছে, সোডিলো। বুশম্যানদের পবিত্র পাহাড় ওটা, এলাকাটা দুর্গম বলে শুধু ওরাই ওদিকে যায়। কে জানে, চিতাটা হয়তো সোডিলো পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছে, যাচ্ছে হয়তো পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে, গর্ভধারণের উদ্দেশ্যে। সবশেষে রানা বলল, 'যে-কারণেই হোক, ওটাকে আমি নিরাপদ অবস্থায় দেখতে চাই। দেখতে চাই তার এই কঠিন যাত্রা সফল হয়েছে। কেউ যদি বাধা দেয় আমাকে, তার কপালে খারাবি আছে...।'

শান্তভাবে এগিয়ে এসে রানাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল ডারবি। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'কথা দিয়েও রাখোনি তুমি, রানা। ভেবেছ আমি ভুলে গেছি, না? বলেছিলাম আমি যদি তোমাকে চিতাটা দেখাতে পারি, তুমি নিজের সম্পর্কে সব কথা বলবে আমাকে। কে তুমি, রানা? এভাবে কোত্থেকে এলে আমার জীবনে?' কথা বলছে, কাঁদছে, আবার অস্থিরভাবে চুমো খাচ্ছে রানাকে।

'এভাবে যদি বারবার ভিজতে হয় আমাকে, সর্দি লেগে যাবে না?'

কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেলল ডারবি। রানাকে শেষ একটা চুমো খেয়ে হাতের শটগানটা ছুঁড়ে দিল সীটের ওপর, তারপর উঠে বসল হুইলের পিছনে, স্টার্ট দিল এঞ্জিন।

অন্ধকারে আরও কয়েক সেকেণ্ড একা দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ডেকানের কথা ভাবছে ও। তার কপালে কি ঘটেছে আন্দাজ করা যায়,

নিশ্চিত হবার এখন আর কোন উপায় নেই। বসের হাতে বন্দী হয়েছে সে, কিংবা হয়তো মেরে ফেলা হয়েছে তাকে। প্রতিশোধ নেয়ার কোন উপায় নেই, এখন জান বাঁচানোটাই ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে তার কথা, নিকেলের কথা বা পুনমের কথা ভুলবে না ও। প্রতিশোধ অবশ্যই নেবে, সময় ও সুযোগ মত।

চোখের সামনে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠল একটা দৃশ্য। ওরা দু'জন, ও আর ডারবি, ডেল্টা ধরে হাঁটছে—ওদের সামনে কালো চিতা, পিছনে টেরোরিস্ট আর দক্ষিণ আফ্রিকানরা, দু'পাশে অনেকগুলো হান্টিং পার্টি। ব্যাপারটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়, তবে ডারবির দেখা পাবার পর থেকে যা কিছু ঘটেছে সবই তো পাগলামির ফসল। এত দূর এসে, ডারবিকে ভাল লাগার পর, চিতার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজের কাঁধে স্বেচ্ছায় তুলে নেয়ায়, এখন আর হেরে যেতে রাজি নয় ও।

'কি হলো?' ট্রাকের কেবিন থেকে চিৎকার করল ডারবি। 'তুমি আসছ, নাকি আমি একাই রওনা হব?'

কেবিনে উঠে ডারবির পাশে বসল রানা, রিজ ধরে এগোল টয়োটা।

এখন আর নিঃশব্দে বা সাবধানে যাবার কোন দরকার নেই, যত জোরে সম্ভব ট্রাক চালাল ডারবি। ঝোপের ভেতর বালি ঢাকা জমিন উঁচু-নিচু, সারাক্ষণ ঝাঁকি খাচ্ছে টয়োটা। এই পথ দিয়েই এসেছিল ওরা, তখনকার চাকার দাগগুলো চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ডারবির পাশে চুপচাপ বসে আছে রানা, একটা হাত সেফটি বারে, গভীর চিন্তায় মগ্ন। এগারোটা বাজে। লেক থেকে মাউনে পৌঁছুতে সারাটা সকাল লেগে যায় ওদের, তবে সময়টা ছিল দিন, ধীর গতিতে এগিয়েছে ওরা, ডেকান কোথাও একটা ফার্ম দেখলেই থামতে বলেছে ডারবিকে। এখন ওরা দূরত্বটুকু পেরিয়ে যেতে পারবে ঘন্টা তিনেকের মধ্যে, গাছটার কাছে পৌঁছুবে রাত দুটোয়।

ততক্ষণে তিন ভাগের এক ভাগ রাত পেরিয়ে যাবে, দুটোর আরও অনেক আগে গাছ থেকে নেমে রওনা হয়ে যাবে চিতা। বিশ মাইল পেরিয়ে লেকের উত্তর প্রান্তে পৌঁছুবে ওটা, যে রাস্তাটা আড়াআড়িভাবে

পার হবে সেটা বতসোয়ানার দক্ষিণ অঞ্চলের সঙ্গে মাউনের যোগাযোগ রক্ষা করছে। তারপর মাতসেবিতে পৌঁছুবে চিতা, সকালের মধ্যে কনসেশন এরিয়ার কিনারায় কোথাও আবার একটা গাছে চড়বে।

ছাপ অনুসরণ করা তেমন কঠিন হবে না। এখানেও খোলা মরুভূমি ধরে ছড়ানো-ছিটানো ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোবে চিতা। কিন্তু তারপর মাতসেবি, ডেল্টার শুরু, যেখানে সমস্যার কোন শেষ নেই। এলাকাটায় অসংখ্য চ্যানেল আর লেগুন রয়েছে। তারই মাঝে নিচু দ্বীপের মত পানির ওপর মাথাচাড়া দিয়ে আছে ঝোপ ঢাকা বালি। শুকনো জমিনের ওপর চিতার পায়ের ছাপ আগের মতই পরিষ্কার দেখা যাবে। কিন্তু ওগুলোর কাছে পৌঁছুতে হলে মাঝে মধ্যে পানিতে সাঁতার কাটতে হবে। তখন ওটার পিছনে নিশ্চিতভাবে থাকার জন্যে অনুসরণ করতে হবে দৃষ্টি দিয়ে।

অন্ধকার রাতে, পানির ওপর, দৃষ্টি দিয়ে? হাস্যকর একটা ব্যাপার, কোন শিকারী এ-ধরনের কাজ করতে যাবে না। তবু রানা জানে, এটাই ওদের একমাত্র সুযোগ। সুযোগ বলতে হবে এই জন্যে যে চিতা যে আচরণ করছে তা অন্য কোন প্রাণী করে না, সে সরল একটা রেখা ধরে যাচ্ছে কোথাও। সে-কথা মনে রেখেই ডারবিকে আশার কথা শুনিয়েছে রানা। ওদের সফল হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও আছে, যদি ওরা দু'পাশের আর পিছনের দলগুলোকে ফাঁকি দিতে পারে।

হান্টিং পার্টিগুলো ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে। চিতাটাকে দেখলে লোভ সামলাতে পারবে না, গুলি করে ফেলে দেবে। তবে সময় ও সুযোগ পেলে যুক্তি দেখিয়ে তাদেরকে হয়তো ক্ষান্ত করা সম্ভব। কিন্তু বারগামের টেরোরিস্ট আর দক্ষিণ আফ্রিকানরা শুধু ঝামেলা নয়, মূর্তিমান ত্রাস। টেরোরিস্টরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার একটা হামলা করবে, সম্ভবত কাল সন্ধ্যায়। সুযোগ পেলে দক্ষিণ আফ্রিকানরাও তাই করবে। ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়ে মাউনে যারা পাহারা বসায়, সেখানেই তারা থেমে থাকবে না, পথের শেষ মাথা পর্যন্ত ধাওয়া করবে।

এই পরিস্থিতিতে ওদের দু'জনকে সারাক্ষণ চলার মধ্যে থাকতে

হবে। সুযোগ পেলেই ছোটো, প্রয়োজন হলেই লুকাও। আর আশায় বুক বাঁধো, প্রার্থনা করো—তাপ, পানি, কাঁটা-ঝোপ, বালি ও নল-খাগড়ার ভেতর দিয়ে কালো চিতাকে যেন অনুসরণ করা যায়, বাকি সবাই যেন পিছিয়ে পড়ে।

তিন দিন। তিনটে দিন মশা, সেতসি মাছি, জলহস্তী, কুমীর আর হাতির সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হবে ওদেরকে। দিনের বেলা রোদের ছ্যাঁকা খেতে হবে, রাতে হি হি করতে হবে শীতে। যে কোন মুহূর্তে যে-কোন দিক থেকে হামলা আসতে পারে। শরীরে থাকবে ব্যথা আর ক্লান্তি। এত কষ্ট, এত ঝুঁকি, শুধু একটা কালো চিতার জন্যে। বিরল প্রজাতির একটা প্রাণী, ওরা চাইছে না কেউ ওটাকে মেরে ফেলুক। সমস্ত বাধা আর বিপদ পেরিয়ে ওটা যদি আবার নিরাপদ মরুভূমিতে পৌঁছুতে পারে, তাহলেই ওদের এই অভিযান সার্থক হবে। রানা জানে, প্রাণীটাকে এমন কি কাছ থেকে একবার ভাল করে দেখার সুযোগও হবে না ওদের। দেখতে যদি পায়ও, এক পলকের জন্যে কালো একটা ছায়াই শুধু দেখতে পাবে, দূর থেকে আবছা, হারিয়ে যাচ্ছে সামনের মরুভূমিতে।

ডারবির দিকে তাকাল একবার। হুইলের ওপর ঝুঁকে আছে সে, সামনের দিকে গভীর মনোযোগ, বাতাস পেয়ে পিছন দিকে পতাকার মত উড়ছে সোনালি চুল, উজ্জ্বল চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি, চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাব। আপন মনে মাথা নাড়ল রানা।

এদিক-ওদিক কাত হতে শুরু করল ট্রাক। 'স্পীড কমাও, সাবধানে এগোও…।'

রিজ থেকে নামতে শুরু করেছে ওরা, গাছটা এখান থেকে আর মাত্র কয়েক মাইল সামনে। গিয়ার বদল করল ডারবি, টয়োটার গতি কমে গেল। ফুয়েল গজের দিকে তাকাল রানা। যা আন্দাজ করেছিল তাই, কাঁটাটা শূন্যের ঘরে কাঁপছে। আর মাত্র এক গ্যালন ফুয়েল অবশিষ্ট আছে।

'যতক্ষণ চলে চলুক,' বলল ও। 'যখন আর চলবে না, ফেলে রেখে

যাব। এখন থেকে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের, যে—কোন মুহূর্তে হামলা হতে পারে। মাউনের দক্ষিণ আফ্রিকানরা সকালের আগে আমাদের ছাপ খুঁজে পাবে না, কাজেই আপতত তাদের তরফ থেকে কোন ভয় নেই। ভয় বারগামের লোকগুলোকে। আজ পুরোটা দিন এগিয়েছে তারা। এর মানে হলো, তারা আমাদের সামনের দিকে কোথাও ওত্ পেতে বসে আছে।'

'সর্বনাশ! আগে তো এ-কথা বলোনি!'

'এখন বলছি।' রানা গম্ভীর। 'রাতের অন্ধকারে তারা সিরিয়াস কিছু ঘটাতে চাইবে বলে মনে হয় না, তবে চারদিকে পাহারা বসাবে। হেডলাইট নেভাও, আমি না বললে স্পীড আর বাড়িয়ো না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হেডলাইট নেভাল ডারবি, ওদের সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেল। ইতিমধ্যে শটগান আর স্মাইজার দুটো লোড করেছে রানা। রিপিটারগুলো দুই সীটের মাঝখানে ঠেক দিয়ে রাখল, তুলে নিল শটগানটা। ওটার ব্যারেল জানালা দিয়ে সামান্য বের করে দিল বাইরে।

ওর ধারণাই ঠিক। পাহারা বসিয়েছে টেরোরিস্টরা। অন্তত একজনকে দেখতে পাওয়া গেল।

চাঁদের আলোয় বালির ওপর দিয়ে অত্যন্ত ধীরগতিতে এগোচ্ছে টয়োটা; এই সময় ওদের সামনে, বাঁ দিকে ঝোপের ভেতর একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল রানা। মূর্তিটা মাথা নিচু করে ছুটছে, হঠাৎ চোখের পলকে কাঁটা-ঝোপের ভেতর হারিয়ে গেল। একটু পর আবার বেরিয়ে এল ঝোপটার আরেক মাথা থেকে, এখনও ছুটছে। তারপর আবার হারিয়ে গেল।

সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা। লোকটা ট্রাকের আগে আগে ছুটছে কেন? উত্তরটা সহজ। তাকে বলা হয়েছে যে-কোন ট্রাক দেখতে পেলেই হবে না, রিপোর্ট করার আগে তাকে নিঃসন্দেহ হতে হবে যে ওটাকেই খুঁজছে তারা। এই পথে ফার্মের ট্রাক আসা-যাওয়া করে, কাজেই ভুল হবার সম্ভাবনা আছে। তারমানে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে ট্রাকটাকে খুব কাছ থেকে দেখার ইচ্ছে তার।

‘একটা লোক দেখতে পাচ্ছি,’ ডারবিকে বলল রানা। ‘সামনে, বাঁ দিকে। ঘাবড়াবার কিছু নেই, যেমন যাচ্ছ যেতে থাকো। গুলির শব্দ হতে পারে।’

অন্ধকারে চোখ বোলাল রানা। ছায়ার ভেতর দিয়ে ছুটছে লোকটা, দেখা যাচ্ছে না। তারপর ছায়া থেকে বেরুতেই দেখা গেল, আড়াআড়ি লাফ দিয়ে টয়োটার চাকার কাছাকাছি থাকার জন্যে একটা ঝোপে ঢুকল। অপেক্ষা করছে রানা, কিন্তু লোকটা আর বেরুচ্ছে না।

ঝোপটার সঙ্গে ট্রাকের দূরত্ব কমে আসছে। শটগান কাঁধে তুলল রানা। ঝোপটা পাশে চলে এল। সেটার মাঝখানে একটা ব্যারেল থেকে গুলি করল ও। ঝলসে উঠল গোলাপি আগুন, বিস্ফোরণের শব্দ হলো, ঝোপটার ভেতর আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। ক্যাবের ভেতরটা ধোঁয়া আর করডাইটের গন্ধে ভরে গেল।

‘আলো জ্বালো, স্পীড বাড়াও।’ নির্দেশ দিল রানা।

আলোয় ভেসে গেল সামনেটা, একটা ঝাঁকি খেয়ে দ্রুত হলো টয়োটার গতি।

‘ঠিক আছে।’ শটগানে আরেকটা কার্টিজ ভরল রানা। ‘ব্যাটাদের বুঝিয়ে দেয়া হলো, আমরাও তৈরি হয়ে আছি। গুলির বেশিরভাগ ধাক্কা খেয়েছে ঝোপের ডালপালা, তবে দু’পেয়ে কুকুরটারও মনে রাখার মত তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। সম্ভব হলে স্পীড আরও বাড়াও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাছটার কাছে পৌঁছুতে চাই।’

আগে যেখানে থেমেছিল সেই জায়গায় পৌঁছুল ট্রাক। বালির ওপর ডেকানের পায়ের ছাপ এখনও স্পষ্ট। কয়েক মুহূর্ত পর বেওব্যাব গাছটার তলায় চলে এল ওরা। দু’জনেই নিচে নামল, হেঁটে গুঁড়িটার উল্টোদিকে এসে থামল।

চিতার পায়ের ছাপগুলো এখান থেকে বালির ওপর দিয়ে নাক বরাবর সোজা চলে গেছে। নিখুঁত ছাপ, নিরেট, যেন মাটি কেটে খুদে গামলার আকৃতি তৈরি করা হয়েছে। এমন কি নখরের প্রান্তগুলোও

পরিষ্কার।

হাঁটু ভাঁজ করে বসল ডারবি, হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল একটা ছাপ—আলতোভাবে। তারপর সিধে হলো সে, মাথা নাড়ল। 'জানো, রানা, প্রথম এক মাস মাঝেমধ্যেই আমার ঘুম ভেঙে যেত রাতে, নিজের সঙ্গে কথা বলতাম, বলতাম আমি ভুল দেখেছি। সন্দেহের দোলায় দুলত মনটা। সত্যি কিছু দেখেছি, নাকি আলোর কারসাজি? মনে হত, ওটা আমার কল্পনা, কালো চিতার অস্তিত্ব নেই। আবার ওটাকে না দেখা পর্যন্ত যে কী কষ্ট হত আমার। কিন্তু আবার দেখার পরও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারতাম না, জেগে আছি কিনা বোঝার জন্যে নিজের গায়ে চিমটি কাটতে হত।'

'একটা ব্যাপারে তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি,' বলল রানা, নিঃশব্দে হাসছে। 'ওটা কোন ট্র্যাক্টরের দাগ নয়।'

'কিন্তু আবার কি আমরা ওটাকে দেখতে পাব?' ডারবির গলায় সন্দেহ, রানার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন অভয় পেতে চাইছে সে।

রানা দেখল, আশায় ও আশঙ্কায় একটু একটু কাঁপছে ডারবি। হঠাৎ করেই তার বোঝাটা অনুভব করতে পারল ও। প্রায় অসহ্য একটা বোঝা, তিন মাস ধরে কাঁধে করে বয়ে বেড়াচ্ছে। প্রবল মানসিক উত্তেজনা আর কঠোর কায়িক পরিশ্রম তো ছিলই, তারপর প্রথমে গেরিলাদের এবং পরে ওকে বোঝাতে হয়েছে যে, এই কালো চিতা ছাড়া দুনিয়ার আর কোন কিছুর গুরুত্ব নেই তার কাছে। এরপর উত্তেজনা আরও বরং বেড়েছে, বন্ধু হয়ে উঠেছে প্রাণের শত্রু, বারবার জড়িয়ে পড়তে হয়েছে সংঘর্ষে। শেষদিকে এসে হতাশা গ্রাস করে তাকে। রানা আশার বাণী শোনায়। এখন আবার তার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তবে রানা জানে, এ মেয়ে ভাঙবে তবু মচকাবে না। এই যে তার মধ্যে সন্দেহ জেগেছে, এটাও থাকবে না। সাময়িক এই সন্দেহ আর দ্বিধা আছে বলেই তাকে আরও বাস্তব ও জ্যান্ত লাগছে। শুধুই রহস্যময়ী এক নারী নয়, রক্ত-মাংসে তৈরি দুর্বল একটা মেয়ে।

একটা হাত দিয়ে তার কাঁধ জড়ালো রানা। 'কেন দেখতে পাব না? তোমার সঙ্গে আমি আছি না!' কথাগুলো বলার পর রানার নিজের আত্মবিশ্বাসও ফিরে এল। ও একজন শিকারী, কালাহারি ওর পরিচিত মরুভূমি, এমন কি রাতের অন্ধকারেও ডেল্টার ওপর দিয়ে চিতার পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে পারবে ও। এই মিশন এখন আর ডারবির একার নয়। দু'জনেই এখন জড়িয়ে পড়েছে এই অভিযানের সঙ্গে, এভাবে এমনকি বিছানাতেও তারা পরস্পরের সঙ্গে জড়ায়নি। দু'জনেরই এক লক্ষ্য—কালো চিতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

'ডারবি, এখানে সময় নষ্ট করা উচিত হবে না,' তাগাদা দিল রানা। 'ফুয়েল শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডেকানের মত ছাদে উঠে যাচ্ছি আমি, ওখান থেকে ছাপ দেখে তোমাকে জানাব। তবে স্পীড বাড়াবে না। যা শীত আর ঠান্ডা বাতাস, পানি বেরুতে থাকলে চোখে কিছুই দেখতে পাব না। ভুলে যদি কোন শূয়রের ছাপ অনুসরণ করি, সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

হেসে উঠে রানাকে চুমো খেল ডারবি, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রেখে ট্রাকে উঠল আবার ওরা। তারপর ছাদে চড়ল রানা, বালির ওপর দিয়ে চলতে শুরু করল টয়োটা।

## দশ

শহরে জেঁকে বসেছে শীত, সেই সঙ্গে ঘন কুয়াশা। বস্তির ভেতর দোচালার মেঝেতে পায়চারি করছে ডেকা বারগাম। মাথার ওপর নগ্ন একটা বালব জ্বলছে। একবার থামল সে, ঘৃণাভরে তাকাল আব্রাহাম

গামবুটির দিকে। জিন আর বিয়ার গিলে টেবিলের ওপর নেতিয়ে পড়েছে লোকটা।

মাঝে মধ্যেই কেঁপে উঠছে বারগাম, ঘুমাতে পারছে না। ঠাণ্ডায় কাহিল হয়ে পড়েছে, তা নয়। অনেকক্ষণ হলো শীত সে অনুভবই করছে না। অতীতের কথা যতদূর তার মনে পড়ে, রাতের শহর সব সময় একইরকম দেখে আসছে সে—শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে, গ্রীষ্মকালে গরমে বন্ধ হয়ে আসে দম। এ-দুইয়ের মাঝখানে আর কিছুর কথা মনে পড়ে না। ছেলেবেলা থেকেই এই শীত আর গরমে অভ্যস্ত বারগাম। সাধারণত রাতের এই সময়টায় পার্টিশনের ওদিকে লোহার খাটে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমায় সে। আজ তার ঘুম আসছে না, আসবেও না। উত্তর থেকে একটা রেডিও মেসেজ আসার কথা আছে।

দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নেকটার। শেঙ্গির কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে সে। পিছু নিয়ে প্রতিপক্ষের ট্রাকটাও পেয়ে গেছে। হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এই সময় ল্যাণ্ড করল একটা প্লেন। ছোটখাট একটা যুদ্ধ হয় ওখানে, পাইলটকে গুলি করে ওরা। নেকটার তার একজন লোক হারিয়েছে, তবে সেটা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। এখনও তার দলে সাতজন আছে, চিতাটাও যাচ্ছে সোজা একটা পথ ধরে। চিতার পিছনে রয়েছেন শ্বেতাঙ্গ মহিলা ও আহত একজন বিদেশী।

আজ রাতে ছোট কোন গ্রামের কাছাকাছি গা ঢাকা দিয়ে থাকবে ওরা। তবে কাল বা পরশু অবশ্যই হামলা চালাবে নেকটার। বিদেশী লোকটাকে মেরে ফেলা হবে, বন্দী করা হবে মহিলাকে, মেরে ফেলা হবে চিতাটাকে।

বিদেশী লোকটার ব্যাপারে বারগামের কোন আগ্রহ নেই। যতদূর জানতে পেরেছে সে, লোকটা বতসোয়ানার একজন শিকারী। কে জানে, সে হয়তো শ্বেতাঙ্গ মহিলার প্রেমে পড়েছে। সে যাই হোক, গলায় ছুরি চালিয়ে বা মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলা হবে। তাকে হতভম্ব করে তুলেছে মহিলা আর চিতাটা। শুধু হতভম্ব করেনি; খেপিয়েও দিয়েছে। প্রথম যখন শুনল মহিলা চিতাটাকে অনুসরণ

করছেন, ব্যাপারটা ওর কাছে অদ্ভুত লাগে। চেষ্টা করেও ভুলতে পারত না। ঘুমালে, স্বপ্নের ভেতর চলে আসেন মহিলা আর তাঁর চিতা। দিনের বেলা কাজের মধ্যে থাকলেও তাদের কথা উঁকি দেয় মনে। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেছে সে। যত চিন্তা করেছে ততই অবাক হয়েছে। তারপর বিস্ময় আর শুধু বিস্ময় থাকেনি। দিশেহারা বোধ করেছে সে, তারপর রাগ হয়েছে। এখনও গোটা ব্যাপারটা তার কাছে একটা ধাঁধার মত।

ডোরা ডারবির চেহারাটা ভেসে উঠল তার মনের পর্দায়। অসম্ভব লম্বা একটা কাঠামো, অপরূপ সুন্দরী—বনে, জঙ্গলে বা শহরে যেখানেই থাকুক, রহস্যময়ী দেবী মনে না হয়ে উপায় নেই। তার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, জেদ, কঠিন ব্যক্তিত্ব, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা, বারগামের দৃষ্টিতে এ-সবই দেবীসুলভ গুণ। সেই রহস্যময়ী নারী ওকে কালো চিতার গল্প শুনিয়েছিলেন, বলেছিলেন ওদের দু'জনের মধ্যে নাকি অচ্ছেদ্য একটা বন্ধন তৈরি হয়েছে। মাঝে-মধ্যে চিতা আর মিস্ ডারবিকে আলাদা করতে পারে না সে, মনের পর্দায় এক হয়ে মিশে যায়। এ-কথাও মনে হয়েছে, দুটো প্রাণ এক সুতোয় বাঁধা, একটা মারা গেলে অপরটি বাঁচবে না। এক রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠেছিল সে। স্বপ্নের মধ্যে ভুল করে নেকটারকে নির্দেশ দেয়, মহিলাকে খুন করে চিতাটাকে আটক করতে হবে।

তারপর অবশ্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেনি বারগাম। চিতাটাকে মরতে হবে, কারণ মহিলাকে তার দরকার। তার মনে হয়েছে, চিতাটা বেঁচে থাকলে মহিলাকে কাবু করা বা আটক করা প্রায় অসম্ভব। গামবুটির কথাই ঠিক। মহিলা মহামূল্যবান একটা পুরস্কার। তাঁকে আটক করতে পারলে যে অস্ত্র আর গোলাবারুদ পাওয়া যাবে তা টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব নয়। শুধু অস্ত্র পাওয়াটা বড় কথা নয়, বড় কথা একটা শ্বেতাঙ্গ সরকারকে নতি স্বীকার করানোর কৃতিত্ব। নিজের শক্তির পরিচয় দেয়া হবে, দলে আর দলের বাইরে ছড়িয়ে পড়বে সুনাম। মহিলাকে আটক করে মুক্তিপণ আদায় করতে পারলে দক্ষিণ আফ্রিকা

সরকার রীতিমত ঘাবড়ে যাবে, সন্দেহ নেই। দলটা আরও অনেক বড় হবে, তখন এমন কি ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগও আসতে পারে।

দরজায় শব্দ হলো। ঝট করে ঘুরল বারগাম। 'কে?'

সামান্য একটু ফাঁক হলো কবাট, উঁকি দিল ছেলেটা। 'এই নিন।'

'কি ওটা?'

'মেসেজ।' কবাট পুরোপুরি খুলে ভেতরে ঢুকল ছেলেটা।

'মেসেজ? দু'ঘণ্টা আগেই তো একটা এসেছে। আবার তো কাল আসার কথা...।'

কথা না বলে ঠোঁট ওল্টাল ছেলেটা। 'এইমাত্র এসেছে।'

হাত বাড়িয়ে কাগজের টুকরোটা নিল বারগাম। দ্রুত পড়ল সে। বিশ্বাস করতে পারছে না, কাজেই দ্বিতীয়বার পড়তে হলো। তারপর আরও একবার। মুঠোর ভেতর দলা পাকিয়ে ফেলল কাগজটা। বন্ধ দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। এখন আর কাঁপছে না শরীর, তবে হঠাৎ করে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগছে তার।

এটাও নেকটারের পাঠানো মেসেজ। আধ ঘণ্টা আগের ঘটনা, সকালে যেদিকে চলে গিয়েছিল ট্রাকটা সেদিক থেকে সেটা ফেরে কিনা দেখার জন্যে এক জায়গায় অপেক্ষা করছিল সে। জানা কথা, ট্রাকটা ফুয়েল আনতে গেছে। কাজটা দলের যে-কেউ করতে পারত, কিন্তু এর আগে প্রতিটি কাজে ব্যর্থ হওয়ায় নেকটার নিজেই দেখতে যায় ট্রাকটা ফিরে আসছে কিনা। আসে সেটা, ভাল করে দেখার জন্যে ওটার কাছাকাছি পৌঁছুতে চেষ্টা করে সে। এই সময় ট্রাক থেকে কেউ তাকে দেখতে পায়, শটগান দিয়ে গুলি ছোঁড়ে।

পেলেটটা নেকটারের মুখে লেগেছে। একটা চোখ পুরোই হারিয়েছে সে, অপর চোখ দিয়েও ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না। রেডিওতে খবর পাঠিয়েছে, এই অবস্থায় তার পক্ষে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

এখনও ওখানে রয়েছে শেঙ্গি, তবে ক্যাম্পে প্রথমবার হামলা হবার

সময়, মহিলাকে যখন কিডন্যাপ করা হয়, চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সে। অথচ শেঙ্গি ছাড়া দলে এমন কেউ নেই যাকে লিডার বানানো যায়। শহর থেকে অন্য কাউকে এই মুহূর্তে পাঠানোও সম্ভব নয়।

মহিলাকে ফেরত পাবার এখন একটাই উপায় খোলা দেখতে পাচ্ছে বারগাম। আর কারও ওপর ভরসা করা চলে না, এবার তাকেই যেতে হবে। মরুভূমিতে গিয়ে অপারেশনের দায়িত্ব তুলে নিতে হবে নিজের কাঁধে। ছেলেটার দিকে তাকাল সে। 'এদিকের খবর কিছু জানো? রাতে পেট্রল দেয়া হবে?'

মাথা নাড়ল ছেলেটা। 'ওরা সকালে বেরুবে।'

'ঠিক আছে, মন দিয়ে শোনো। আমি নিজে যাচ্ছি ওখানে। তার আগে প্রথমে একটা মেসেজ পাঠাতে হবে। ট্রাক দরকার একটা, আরও বহু জিনিস লাগবে। সে সব পরে হবে, এখন তুমি আমাকে এক বোতল হুইস্কি এনে দাও, কেমন?'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ছেলেটা।

দরজা বন্ধ করার আগে আকাশের গায়ে ঝলমলে আলোগুলোর দিকে একবার তাকাল বারগাম। শ্বেতাঙ্গদের জন্যে সংরক্ষিত জোহানেসবার্গের অংশ ওটা। কোন কারণ ছাড়াই দরজাটা দড়াম করে লাগিয়ে দিল। মদ সে খুব কমই খায়, কিন্তু আজ থেকে খেতে হবে। জঙ্গল আর মরুভূমিকে ভয় পায় সে, অথচ বাধ্য হয়ে সেখানেই যেতে হচ্ছে তাকে।

তিন মাইল দূরে, যে-সব আলোকিত ভবনগুলোর ওপর চোখ বুলাল বারগাম, তারই একটায় শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ল্যারি ব্রায়ান। রাত এখন প্রায় তিনটে, জোহানেসবার্গে আসার পর থেকে কোনদিনই দু'তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমাতে পারেন না তিনি। শরীরটা তাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক, এ-ধরনের যে-কোন ঘটনা চূড়ান্ত পরিণতির কাছাকাছি পৌছুলে উত্তেজনায় পালিয়ে যায় ঘুম। তবে তাঁর রাগটা স্বাভাবিক নয়।

ভাবাবেগে অধীর হওয়া তাঁর স্বভাব নয়। এর আগে বহু অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি, তার মধ্যে কঠিন ও বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্টও ছিল, নিজের যোগ্যতা ও সাধ্যমত সে-সব দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন—ধৈর্যের সঙ্গে, ছকে বাঁধা নিয়ম ধরে। জিম্মির সঙ্গে কখনোই ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে জড়াননি। এই অ্যাসাইনমেন্টটা যে অত্যন্ত কঠিন হবে, প্রথম থেকেই জানতেন তিনি, সেজন্যেই ডোরা ডারবিকে স্রেফ একটা জিম্মি হিসেবে কল্পনা করেছেন, তার বিপদ ও কষ্টের কথা ভেবে নিজের ভেতর সহানুভূতি জাগতে দেননি। অথচ তারপরও রাগ হচ্ছে তাঁর।

আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি, মাথার পিছনে হাত রেখে তাকিয়ে থাকলেন অন্ধকারে। মাসুদ রানা, হ্যাঁ, তিনিই তাঁর রাগের কারণ। একজন এশিয়ান, গায়ের রঙ তামাটে, অখ্যাত বাংলাদেশ থেকে বতসোয়ানায় এসে কনসেশন লাইসেন্স বাগিয়েছেন। তবে মার্ক সুলেভানের ফাইলে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে বুদ্ধিমান, সাহসী, দক্ষ। কিন্তু এ-সবের মাত্রা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। পরে জানা গেছে, ভদ্রলোক একাই একশো।

ব্রায়ান ভাবছেন, আতঙ্কিত মিস ডারবিকে বন্দী করেছেন রানা, মরুভূমির ওপর দিয়ে জোর করে টেনে নিয়ে গেছেন তিনশো মাইল, একটা পুতুলের মত ব্যবহার করছেন তাঁকে, ভদ্রমহিলার পিছনে আড়াল নিয়েছেন। এমনকি আজ রাতেও, সুলেভানের লোকজন মাউনে তাঁকে একটুর জন্যে ধরতে ব্যর্থ হবার পর, আসল সত্য চেপে গিয়ে মিস ডারবিকে তাঁর সঙ্গে যেতে বাধ্য করেছেন তিনি। বিস্ময়ে হতভম্ব, নিঃসঙ্গ, অসহায় মহিলা কি করবেন, অগত্যা হয়তো রাজি হয়েছেন তাঁর সঙ্গে যেতে। কেন যে ভদ্রলোক এরকম উদ্ভট আচরণ করছেন, ব্রায়ান তা বুঝতে পারছেন না। তিনি যদি একজন টেরোরিস্ট হতেন, তাহলে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু তা তিনি নন। বিপদে পড়া একজন মানুষ, যার সাহায্য দরকার, তিনি কেন এভাবে পালাবেন? শুধু পালাচ্ছেন না, পথে লাশও রেখে যাচ্ছেন।

রানাকে মেরে ফেলা হবে, ব্রায়ান সে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি শুধু ডারবির কথা ভাবছেন, আর ভাবছেন রানা তার না জানি কি ক্ষতি করেছে।

তবে, তাঁর সান্ত্বনা এইটুকু যে ব্যাপারটা আর বেশি দূর গড়াবে না। সুলেভান তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁর কথা তিনি বিশ্বাসও করেছেন। রানার টয়োটায় যা ফুয়েল আছে তাতে খুব বেশি হলে আর আশি মাইল এগোনো যাবে। ভোর হলেই টায়ারের ছাপ পেয়ে যাবে সুলেভানের লোকেরা, সন্ধের আগে ধরে ফেলবে তাঁকে। ধরার পর রানাকে নিয়ে কি করা হবে, দু'জনেই তাঁরা জানেন।

কাত হয়ে ঘুমাবার চেষ্টায় চোখ বুজলেন ব্রায়ান।

এক মাইল পশ্চিম, অফিস বিল্ডিঙের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ইলোফ (ELOFF) স্ট্রীট দেখছেন মার্ক সুলেভান। লাইটপোস্টের আলোয় ফাঁকা, নির্জন পড়ে আছে রাস্তাটা। রানার ওপর তিনি শুধু রেগে আছেন বললে কিছুই বলা হয় না, এমন খেপে আছেন যে পারলে জ্যান্ত কবর দেন ওকে।

চার ঘণ্টা আগে প্রথম যখন মেসেজ এল, সেই থেকে তাঁর এই অবস্থা চলছে। মাউনে সব মিলিয়ে বসের লোক রয়েছে চোদ্দজন, তাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে বেরিয়ে গেছে রানা। শুধু বেরিয়ে যায়নি, যাবার পথে দু'জনকে প্রায় মেরে রেখে গেছে। এর আগে জঙ্গলের ভেতর তাঁর এজেন্টদের ওপর হামলা চালায় রানা, তবে সে-সময় তার জন্যে ওরা মাত্র পাঁচজন অপেক্ষা করছিল। চোরাগোপ্তা হামলা, তেমন কিছু করার ছিল না। কিন্তু এবার তো চোদ্দজনই সতর্ক ছিল, তারপরও পালিয়ে যেতে পেরেছে লোকটা।

সুলেভানের মাথা খারাপ হয়ে যায় দ্বিতীয় ফোনটা আসার পর। সেটা আধ ঘণ্টা আগের ঘটনা। কথা বলল ভ্যান বার্গম্যান, মাউন কন্টিনজেন-এর কমাণ্ডার। প্রথমবার ফোন করে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিল সে, স্বীকার করেছিল দিশেহারা বোধ করছে, তবে বারবার আশ্বাস

দিয়ে জানায় যে, রানাকে এখনও ধরা সম্ভব। মাত্র এক জেরি-ক্যান ফুয়েল আছে তার কাছে, ভোরের আলোয় তার ট্রাকের ছাপ দেখতে পাওয়া যাবে, কাজেই ধরা তাকে পড়তেই হবে।

দ্বিতীয়বার ফোন করে আরও খারাপ খবর দেয়া হলো। রানা ওদের আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবার ঠিক আগে কালো লোকটাকে ধরে ফেলে ওরা। শুরুতে মুখ খোলেনি সে। পরে কথা বললেও তথ্য খুব সামান্যই দিয়েছে। এখনও রানা বা মহিলা সম্পর্কে কিছু জানাতে রাজি হচ্ছে না। ভ্যান বার্গম্যান অনেক কষ্টে যে-টুকু আদায় করেছে তার বেশিরভাগই অর্থহীন। শুধু একটা তথ্য প্রয়োজনীয়।

কালো লোকটার নাম ডেকান। সে একজন সিনিয়র ট্র্যাকার। আদভানি পরিবারের ফার্মে, সরাসরি মিস ইভা পুনম আদভানির অধীনে কাজ করে সে। তার আগের দিন ইভা পুনম নিজের প্রাইভেট প্লেন নিয়ে একটা প্যান-এর কাছে ল্যাণ্ড করে। এই প্যানটার কাছেই রানা আর মহিলার সঙ্গে অপেক্ষা করছিল ডেকান। পুনম কিভাবে ওদেরকে খুঁজে পেল বা কি কারণে একা প্লেন নিয়ে হাজির হলো মরুভূমিতে সে-সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। তবে প্লেন থেকে সে নামতেই বারগামের লোকেরা চারপাশের ঝোপ থেকে গুলি করে। যুদ্ধটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি, টেরোরিস্টরা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়, তবে ইভা পুনম মারা যায়।

ইভা পুনম আদভানি। নামটা আরও অনেক দক্ষিণ আফ্রিকানদের মত বার্গম্যান জানে, সুলেভানও জানেন। কৃষ্ণ আদভানির একমাত্র মেয়ে সে। বতসোয়ানায় আদভানি পরিবারের বিশাল সম্পত্তি আছে। ডেকান যেমন জানে না কেন ওখানে হঠাৎ করে উদয় হলো পুনম, তেমনি সুলেভানও কারণটা আন্দাজ করতে পারছেন না। এমনকি ডেকানই বা কিভাবে রানার সঙ্গে জুটল তা-ও তিনি বুঝতে পারছেন না।

তিনি শুধু জানেন, যে-ই মাত্র রটে যাবে পুনমকে পাওয়া যাচ্ছে না, অমনি কৃষ্ণ আদভানি কালাহারির ওই অংশে তল্লাশি চালাবার জন্যে এক

ঝাঁক প্লেন পাঠাবেন। তার মানেই দাঁড়াল, বার্গম্যানের লোকদের হাতে সময় খুব বেশি নেই। বড় জোর বাহাত্তর ঘণ্টা। তারপর তারাই অন্য লোকদের চোখে ধরা পড়ে যাবে।

ঝট করে ঘুরে ওয়াল-ম্যাপের সামনে ফিরে এলেন সুলেভান। মাউনকে ঘিরে থাকা ডেল্টা আর মরুভূমির রঙ খয়েরি, সবুজাভ আর নীল। স্ক্রীনে দেখে মনে হয় এলাকাটা সমতল, মসৃণ আর অনুকূল। আসলে ঠিক তার উল্টো। খয়েরি মানে হলো পাথর আর বালিময় খাঁ খাঁ বিশাল প্রান্তর, সবুজাভ মানে হলো কাঁটাঝোপ আর নীল মানে হলো সীমাহীন জলা, পানি আর নল-খাগড়ার বন।

সুলেভানের দৃষ্টিতে শিকারী রানা শুধু যে বুদ্ধিমান তা নয়, তার ভাগ্যও তাকে সাহায্য করছে। খোদ মরুভূমি দু'দু'বার তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। কালাহারি যেন ভাঁজ হয়ে আড়াল করে রেখেছে তাকে, লুকিয়ে রেখেছে ঠিক যেভাবে বুনো পশুগুলোকে লুকিয়ে রাখে, তাকে স্থান, সময় ও আশ্রয় দিয়েছে। তবে এরপর আর মরুভূমি তাকে সাহায্য করতে পারবে না। তার সময় শেষ হতে চলেছে, স্থান তার জন্যে একটা বোঝা হতে যাচ্ছে, হারিয়ে যাবে নিরাপদ আশ্রয়। আর মাত্র ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে ট্রাক ছাড়তে বাধ্য হবে সে। কৃষ্ণ আদভানির মেয়ের খোঁজে তল্লাশি শুরু হবার আগে বার্গম্যান অবশ্যই তাকে খুঁজে পাবে। আর পাবার সঙ্গে সঙ্গে…।

এই সময় ঝন্ ঝন্ শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। ডেস্কের কাছে ফিরে এসে রিসিভার তুললেন সুলেভান। অপারেটর কথা বলল, লাইন দিতে বললেন তিনি। তারপর অপেক্ষায় থাকলেন।

আবার ফোন করেছে বার্গম্যান। দূর উত্তর থেকে আসছে কলটা, শব্দজটের ভেতর অস্পষ্ট শোনাল। সুলেভান ধারণা করলেন, ডেকানের কাছ থেকে সে বোধহয় আরও কিছু তথ্য আদায় করতে পেরেছে। কিন্তু না, তাঁর ধারণা ভুল। কথা বলাবার সময় তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়, ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে। বার্গম্যান ফোন করেছে অন্য কারণে। তার জন্যে, এবং সুলেভানের জন্যেও, খবরটা যেমন

অবিশ্বাস্য তেমনি উত্তেজনাকর।

বার্গম্যানের কাছে লং-রেঞ্জ রেডিও ইকুইপমেন্ট রয়েছে। ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্যান করার সময় তার একজন অপারেটর দশ মিনিট আগে খোলা লাইনে পাঠানো একটা সিগন্যাল শুনতে পেয়েছে। মেসেজটা হুবহু এরকম—'তাকে বলো সে যেন ওদের সঙ্গে থাকে। ব্যাপারটা সামলাবার জন্যে তিনি নিজেই আসছেন।' মেসেজটা পাঠানো হয়েছে জোহানেসবার্গের কাছাকাছি কোথাও থেকে।

ব্যস, এইটুকুই। তবু বার্গম্যানের কাছে, এখন সুলেভানের কাছেও তাৎপর্যটুকু পরিষ্কার। কোন সন্দেহ নেই, বারগাম নিজেই অপারেশনের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন সুলেভান। তারপর ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিলেন। নিচতলার অপারেশনাল কন্ট্রোল রুম ক্লার্ক সাড়া দিল, আঞ্চলিক ভাষায় তাকেও কয়েকটা নির্দেশ দিলেন তিনি।

আবার জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন সুলেভান। মিস ডোরা ডারবিকে উদ্ধার করার জন্যে সম্ভাব্য সব রকম ঝুঁকি নিয়েছেন তিনি। নিজের এজেন্টদের পাঠিয়েছেন, আর্মস ও ভেহিকেল হারাবার ঝুঁকি নিয়েছেন, এমনকি রানা ডেল্টা ধরে পালাবার চেষ্টা করতে পারে ভেবে বোটও পাঠিয়েছেন। এ-সবই ফাইলে লেখা হবে। ফাইলে এখন আরও একটি বিষয় স্থান পাবে। সেটা হলো, বারগামও ওখানে গিয়েছিল।

তাঁর মনে পড়ল, আজ পাঁচ বছর ধরে বারগামকে ধরার চেষ্টা করছেন তিনি। বসের অন্যান্য অফিসাররা তাঁর সম্পর্কে কি বলাবলি করে, তাঁকে কি পরিমাণ ঈর্ষা করে, সবই তিনি জানেন। বারগাম হাতের মুঠোয় এসেছিল, কিন্তু তাকে তিনি ধরতে পারেননি, ফাইলে যদি এ-কথা লেখা হয়, তার পরিণতি কি হতে পারে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের জন্যে বারগাম একটা বিরাট হুমকি, কাজেই সুযোগ পেয়েও তাকে ধরা না গেলে এরপর তাঁর ক্যারিয়ার বলে আর কিছু থাকবে না।

তিনি যে জুয়া খেলছেন তাতে জেতার একটাই উপায় আছে। নিজের ক্যারিয়ার রক্ষা করতে হলে বারগামের লাশ চাই তাঁর। লাশটা পাবার আয়োজন করার জন্যে খুব বেশি হলে দুই কি তিন দিন সময় পাবেন তিনি। এবং কারও ওপর ভরসা না করে তাঁরই যেতে হবে ওখানে।

আবার ওয়াল-ম্যাপের কাছে ফিরে এসে আলো জ্বাললেন তিনি। সকাল হবার অপেক্ষায় থাকতে হবে তাঁকে, এই সুযোগে এলাকাটা আরেকবার ভাল করে দেখে নিচ্ছেন।

## এগারো

বাতাসে প্রচুর কুয়াশা, ঝাপসা লাগছে চারদিক। তবে বালি ঢাকা এলাকাটা সমতল, চাঁদের আলোয় চিতার ছাপগুলো স্পষ্ট। ঝাঁকি খেতে খেতে একটানা সামনে ছুটছে টয়োটা।

লেকের শেষ প্রান্তটা ঘুরল ওরা, মাউন থেকে দক্ষিণে প্রসারিত রোডটা পেরুল, পাশ কাটাল মাতসেবি লেখা কাঠের সাইনবোর্ড, তারপর শব্দটা শোনা গেল। কান খাড়া করাই ছিল, রানা জানত যে-কোন মুহূর্তে শুনতে পাবে।

খক খক করে কেশে উঠল এঞ্জিন, কয়েক সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে আবার, তারপর একেবারে থেমে গেল। ধীরে ধীরে ট্রাক থামাল ডারবি। ছাদ থেকে ক্যাবে নামল রানা, মাইলোমিটারে তাকাল। গাছটার কাছ থেকে চোদ্দ মাইল দূরে চলে এসেছে ওরা, যত দূরে থামবে বলে আশা করেছিল তার প্রায় দ্বিগুণ দূরে। মন্দ নয়, তবে এখন থেকে পায়ে হেঁটে

এগোতে হবে ওদেরকে।

'জিনিস-পত্র যা আছে সব নামাও, দেখা যাক কি কি সঙ্গে নেয়া যায়।'

টেইলগেট দিয়ে ট্রাকের পিছনে উঠল ডারবি, যা কিছু আছে সব এক এক করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল। চারটে স্তূপ তৈরি করল রানা। প্রথমটায় এমন সব ইকুইপমেন্ট থাকল যেগুলো পেলেও টেরোরিস্টরা কোন কাজে লাগাতে পারবে না। কোন সন্দেহ নেই, পরিত্যক্ত টয়োটা কাল সকালেই পেয়ে যাবে তারা। দ্বিতীয় স্তূপটায় রসদ থাকল, পেলে কাজে লাগবে টেরোরিস্টদের, বেশিরভাগই টিনে ভরা শুকনো খাবার। এগুলো ঠিকমত নষ্ট করতে হলে সময় লাগবে, তাড়াহুড়োর মধ্যে দু'পাশের ঝোপের ভেতর এলোপাতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দেয়াই ভাল মনে করল রানা।

তৃতীয় স্তূপে থাকল যে-সব ইকুইপমেন্ট ওরা নিয়ে যেতে পারবে না, আবার ফেলে রেখে যাওয়াটা বিপজ্জনক—অটোমেটিক রাইফেল, একটা স্নাইজার, বেশিরভাগ অ্যামুনিশন। এগুলো আপাতত বয়ে বেড়াতে হবে ওদের, পরে এমন জায়গায় ফেলতে বা লুকাতে হবে কেউ যাতে কোনদিন খুঁজে না পায়। সেরকম জায়গা পাওয়া যাবে প্রথম লেগুনে পৌঁছুলে। শেষ স্তূপটায় রয়েছে অতি প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট, যেগুলো ওদের কাজে লাগবে।

খুব কম জিনিসই সঙ্গে নিচ্ছে ওরা। শটগান, দ্বিতীয় স্নাইজার, কিছু অ্যামুনিশন, বিনকিউলার, কয়েক ক্যান খাবার। তবে এই সামান্য বোঝাও বারোটা বাজিয়ে দেবে পানি ও নল-খাগড়া ঠেলে এগোবার সময়।

'তোমার ভাগের জিনিসগুলো এতে ভরো…।' শেষ স্তূপটা দু'ভাগে ভাগ করেছে রানা। ডেকানের তৈরি একটা ব্যাক-প্যাক দেখিয়ে দিল ডারবিকে। তারপর আবার বলল, 'তোমার নিজের জিনিস-পত্র থেকে দু'একটা যদি নিতে চাও, নিতে পারো, তবে মনে রেখো অন্তত ষাট মাইল হাঁটতে হবে।'

যে যার নিজের প্যাকে সব ভরে নিল ওরা, তারপর কাঁধে তুলে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকাল। 'রেডি?' ডারবির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল রানা।

ডারবির পিঠে ব্যাক-প্যাক ঝুলছে, হাতে শ্মাইজার। মাথা ঝাঁকাল সে।

আকাশের দিকে তাকাল রানা। চাঁদ একটু আগেই ডুবে গেছে, আর দু'ঘণ্টার মধ্যে ভোর হতে শুরু করবে। তবে তারার আলো এখনও যথেষ্ট উজ্জ্বল, ছাপ অনুসরণ করতে অসুবিধে হবে না। সকাল সাতটার মধ্যে পানির কিনারায় পৌঁছে যাবে ওরা। জলাভূমিতে প্রবেশ করার আগে ওখানেই কোথাও একটা গাছে শেষবারের মত আশ্রয় নেবে চিতা।

ট্রাকের সামনে চলে এল রানা, হুড তুলে টেনে বের করে নিল রোটর আর্ম। ভারি ফেণ্ডারের গায়ে বার কয়েক আছাড় মারতে বাঁকা হয়ে গেল সেটা, ছুঁড়ে ঝোপের ভেতর ফেলে দিল। এরপর ডারবির হাতে ধরিয়ে দিল অটোমেটিক রাইফেলটা, নিজে তুলে নিল প্রথম শ্মাইজার আর বাকি অ্যামুনিশনের কার্টনগুলো। 'চলো এবার।'

বোঝার চাপে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে রানা, তবে লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত হাঁটছে। চিতার পায়ের ছাপ সোজা এগিয়েছে। ওর চেয়ে ডারবির বোঝা কম নয়, সে-ও নুয়ে পড়েছে। তবে পা চালিয়ে রানার পাশেই থাকছে ও।

আগুন ঝরা দুপুর। জমিন ঢাকা পড়ে আছে ঝাঁক ঝাঁক গুঞ্জনরত মশায়, কুয়াশার মত পাক খাচ্ছে ঝাঁকগুলো। নল-খাগড়ার ভেতর দিয়ে উড়ে গেল একটা মাছরাঙা, তার গায়ের পান্না সবুজ আর সোনালি রঙ রোদ লেগে ঝলসে উঠল। সামনে ছলকাচ্ছে পানি, বুদ্বুদ উঠছে, কলকল শব্দ হচ্ছে।

ঘাড়ের পিছনে চাপড় মারল রানা, এইমাত্র একটা সেতসি মাছি কামড় দিয়েছে ওখানে। বিশ্রী রকম জ্বালা করছে জায়গাটা, যেন

মৌমাছি হুল বসিয়েছে। তারপর আবার লম্বা নল-খাগড়া সরিয়ে তাকাল ও। দক্ষিণ দিকে প্রসারিত খোলা প্রান্তরে এখনও কিছু দেখা যাচ্ছে না। দাঁড়াল ও, ফিরে এল কাঁটা-ঝোপের ছায়ায়। ঘুমাচ্ছে ডারবি, তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল, ঘাম মুছল কপাল থেকে।

ভোর থেকে এখানে রয়েছে ওরা। চিতার আচরণে কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি, অন্ধকার আকাশ ম্লান হতে শুরু করার পরপরই লম্বা কয়েকটা অ্যাকেশিয়া গাছের কাছে থামে সে, উঠে পড়ে উঁচু একটা ডালে। ছাপ অনুসরণ করে গাছটার কাছাকাছি চলে আসে ওরা, পাতার খস খস আর খেঁকিয়ে ওঠার আওয়াজ পায়, সাবধানে পিছিয়ে এসে অপেক্ষায় থাকে।

এই মুহূর্তে ওরা ঠিক ডেল্টার কিনারায় অবস্থান করছে না, ভেতরে ঢুকে পড়েছে, পিছনের খোলা প্রান্তরে ফেলে এসেছে ঘাস ঢাকা জলার কিছু কিছু অংশ। প্রথম আসল চ্যানেল রয়েছে সামনে, লম্বা প্যাপিরাস আর ঘাস দিয়ে কিনারা মোড়া। চ্যানেলটা সরু আর অগভীর, তবে যত এগোবে ওরা ততই গভীর হবে পানি, খানিক পর পর দেখা যাবে গভীর লেগুন আর চওড়া স্রোত। তারপর আবার গভীরতা কমতে শুরু করবে, অবশেষে ওরা পৌঁছে যাবে খাঁ-খাঁ উত্তর মরুভূমিতে, যদি অত দূর যেতে পারে।

সিগারেটের জন্যে হাত তুলল রানা, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সেটা। কোন শব্দ হয়নি, তবে চোখের কোণে নিশ্চয়ই কোন নড়াচড়া ধরা পড়েছে। তারপর দেখতে পেল। হাতি। ছোট একটা পাল, পাঁচটা হাতি। খয়েরি-মেটে রঙ, বিশাল আকৃতি, দেখে মনে হচ্ছে ঘাসের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে। আসছে ওদের ডান দিকে, এখনও আশি গজ দূরে।

ডারবির হাতে চাপ দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল সে। ফিসফিস করল ও, 'ধীরে ধীরে, সাবধানে উঠে বসো। তারপর স্মাইজারটা দাও আমাকে।'

নির্দেশ মত বসল ডারবি, হাতিগুলোকে দেখতে পেল, রানার হাতে

ধরিয়ে দিল অস্ত্রটা।

হাঁটু গেড়ে বসে থাকল রানা, অপেক্ষা করছে। এখনও এগিয়ে আসছে হাতিগুলো। আট হাজার পাউণ্ড ওজন, অথচ কোন শব্দ করছে না। ওদের লিডার এক বুড়ো হাতি, একটা দাঁত ভাঙা, ফাটল ধরেছে সেটার গায়ে। ওদের কাছ থেকে বিশ গজ দূরে থামল সে, মাথা ঝাঁকাল, হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে এক পা সামনে বাড়ল, তারপর কান উঁচু করে ডাক ছাড়ল।

'নোড়ো না!' ফিসফিস করল রানা। স্মাইজারটা কাঁধে তুলে লক্ষ্যস্থির করল ও। কপাল থেকে ঘাম গড়াচ্ছে, তবে হাতিটার গাঢ় খয়েরি রঙের চোখ দুটো দেখতে পেল পরিষ্কার, কিনারায় জমাট বেঁধে আছে পিচুটি বা কাদা। আবার ডাক ছাড়ল লিডার, মাথা ঝাঁকাল, তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত ছুটল, দলের বাকি সবাই অনুসরণ করল তাকে।

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি, বুঝলে!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'এখন গুলি করা মানে শত্রুদের ডেকে জানিয়ে দেয়া কোথায় আমরা রয়েছি।'

'যদি এগিয়ে আসত ওটা, তুমি থামাতে পারতে?' জিজ্ঞেস করল ডারবি। এতক্ষণ সে-ও হাঁটু গেড়ে বসেছিল, এবার ঝোপের ছায়ায় কাত হলো। চেহারা ম্লান, তবে ভয় পায়নি।

'পারতাম,' বলল রানা। 'ওদেরকে থামানোই তো আমার পেশা।' ডারবির দিকে ফিরে মুচকি হাসল একটু। 'মানে পেশা ছিল আর কি। তবে শুধু লিডারকে থামালে কাজ হত না। আরও চারটে ছিল। হাতি সম্পর্কে জানো কিছু, নাকি জুলজির টেক্সট বুকই শুধু পড়া আছে?'

মাথা নাড়ল ডারবি।

'তাহলে শোনো; সাংঘাতিক পাজি ওগুলো, দেখলেই ভয়ে কাঠ হয়ে যাই। যে ভুলই করো না কেন, অন্য কোন প্রাণীর বেলায় তুমি তবু একটা সুযোগ পাবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলে শটগান দিয়ে এমনকি একটা সিংহকেও ফেলে দিতে পারবে, যদি কয়েক ফুটের মধ্যে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। কিন্তু হাতির বেলায় তা সম্ভব নয়। শুধু আকারে

বিশাল নয়, গতিও খুব বেশি। ঘন্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ছুটে আসতে পারে, ঘুরতে পারে ব্যালে ড্যান্সারের মত, অনায়াসে ভেঙে ফেলতে পারে একটা ট্রাক। একটা ভুলই যথেষ্ট, তোমাকে পেয়ে যাবে। লিডারকে আমি ফেলে দিতে পারতাম, কিন্তু বাকিগুলো হামলা করলে…,' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'হাতির সঙ্গে তো দেখা হলো, আর কাদের সঙ্গে দেখা হবে?'

'ওরকম বিপজ্জনক? বেশি বিপদে ফেলবে কুমীর, তারপর জলহস্তী। কিছু মোষও দেখতে পাবে। হাতিকে বিপজ্জনক বলেছি, তবে মোষ সবগুলোই খুনী। সবচেয়ে বিপজ্জনক কোনটা, জিজ্ঞেস করলে হেসে উঠবে শিকারীরা, বলবে—বেবুন, দুঃসময়ে। কথাটা মিথ্যে নয়।'

'চিতা সম্পর্কেও সত্যি?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। তারপর মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হাসল। 'না, চিতা অনেক রকম হলেও, অন্য কোন প্রাণীর সঙ্গে মিলের চেয়ে ওদের অমিলই বেশি। চিতা বা চিতাবাঘ নিশাচর, এমন এক জগতে বিচরণ করে যেখানে ওদেরকে আমরা দেখতে পাই না, তবে ওরা আমাদের দেখতে পায়। দেখতে পেতে হলে ওদের এলাকায় ঢুকতে হবে আমাদের। সেজন্যেই অন্য সব প্রাণীর চেয়ে আলাদা ওগুলো। শুধু…।'

দাঁড়াল রানা, উঁচু পাঁচিলের মত লম্বা ঘাসের দিকে এগোল। এই ঘাসই খোলা প্রান্তর আর ওদেরকে আলাদা করে রেখেছে। 'এমন কি চিতাবাঘও আমাদের এখনকার সমস্যা নয়। দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্য এক জাতের প্রাণী।' ঘাস ও নল-খাগড়া সরিয়ে আবার তাকাল ও।

এখনও শুধু জিরাফ আর হরিণের পাল দেখা যাচ্ছে প্রান্তর জুড়ে, মাঝে মধ্যে চোখে পড়ছে অস্ট্রিচ। আকাশে ঈগল আর শকুনও আছে। দূরে কয়েকটা শিয়াল দেখা গেল, শুকনো ঘাসের ভেতর কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজছে।

না, অন্য কিছু নেই এখনও। তবে এই ছকটা আগে হোক পরে

হোক বদলে যাবে, জানে রানা। পরিত্যক্ত ট্রাকটাই বোধহয় দেরি করিয়ে দিচ্ছে টেরোরিস্ট গ্রুপটাকে। অবশ্য ওটা দেখে কি ঘটেছে আন্দাজ করে নিতে পারবে তারা। দু'একটা জিনিস কাজে লাগবে বলে মনে করলে সংগ্রহ করবে, তারপর আবার ছাপ ধরে পিছু নেবে।

মন একটু খুঁতখুঁতই করছে রানার। এতক্ষণে ওদের পৌছে যাওয়া উচিত ছিল। 'তুমি কিছুক্ষণ পাহারা দিতে পারবে?' ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল ডারবিকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ডারবি।

'বেশি কিছু করতে হবে না, শুধু হরিণ আর জিরাফগুলোর ওপর নজর রাখলেই হবে,' বলল রানা। 'দু'একটা চিতা বা সিংহ আসতে পারে, যদিও শিকারে বেরুবার সময় এখনও হয়নি ওদের। যদি দেখো হরিণের পাল ছড়িয়ে পড়ছে, ধরে নেবে টেরোরিস্টরা আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভাঙাবে, কেমন?'

ছায়ায় শুয়ে পড়ল রানা। মুখের চারধারে ঝাঁকে ঝাঁকে ভিড় করল মশা, সেতসি মাছি; পা আর হাতে কামড় বসাল, শরীরে চরতে শুরু করল পিঁপড়ে আর পোকা-মাকড়। কয়েক মিনিট হাত ঝাপটা দিয়ে ওগুলোকে তাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করল ও, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

'রানা…!' ডারবি ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে। চোখ মিটমিট করে উঠে বসল রানা। দিনের আলো এখনও একটু আছে, তবে আগের সেই গরম আর নেই, নল-খাগড়ার মাথার ওপর নিঃসঙ্গ জ্বলছে একটা তারা।

'মিনিট দশেক হলো হরিণের পালগুলো ছুটতে শুরু করে,' বলল ডারবি। 'আমি ভাবলাম, ওরা বোধহয় রাতের কোন শিকারীকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু তোমার বিনকিউলার চোখে তুলে এতক্ষণ খুঁজেও কিছু দেখতে পেলাম না। অথচ পালগুলো এখনও ছুটছে।'

ছোঁ দিয়ে বিনকিউলারটা নিয়ে ছুটল রানা, ঘাসের কিনারায় পৌছে হাঁটু গাড়ল। প্রথমে শুধু হরিণের পালগুলোকে ছুটতে দেখল ও, দেখে মনে হলো পিছন থেকে ওগুলোকে কেউ তাড়া করেছে। কয়েক সেকেণ্ড পর, ধুলোর মেঘের ভেতর ভাল করে তাকাতে, কালো একজন লোক

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠল। সামনের দিকে ঝুঁকে আছে সে, পরনে নোংরা খাকি শার্ট। তারপর আরেকজনকে দেখা গেল, আরও কয়েকজনকে। একই লাইনে মোট সাতজন, গুণল রানা।

আধ মাইলেরও কম দূরে লোকগুলো। প্রত্যেকের হাতে হাই ভেলোসিটি রাইফেল, এগুলোর গুলি খেয়েই মারা গেছে পুনম। বিনকিউলার নামিয়ে দাঁতে দাঁত চাপল রানা। আর এক ঘণ্টা সময় পেলেই হত। গাছ থেকে নেমে রওনা হয়ে যেত কালো চিতা, তার পিছনে শুধু ওরা দু'জন থাকত। অন্তত আরও একটা রাত ওদের ঘাড়ের ওপর কোন বিপদ থাকত না। জানা কথা, অন্ধকারে ডেল্টা পেরুবার ঝুঁকি টেরোরিস্টরা নিত না।

অন্ধকার হতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি। আলো কমে না এলে গাছ থেকে নামবে না চিতা। তার অনেক আগেই লম্বা ঘাসের ভেতর পৌঁছে যাবে লোকগুলো।

ধরা পড়ে গেছে ওরা। এখন যদি পিছিয়ে নল-খাগড়ার বনে ঢুকে পড়ে, চিতাটাকে হারাতে হবে। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায়, মেরে ফেলা হবে ওটাকে। পিছিয়ে না গিয়ে ওরা যদি এখানেই দাঁড়িয়ে লড়াই করে, জেতার কোন সম্ভাবনা নেই। হয়তো দু'জনকেই মরতে হবে। সেক্ষেত্রেও, রাগে বা প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছে থেকে, মেরে ফেলা হবে চিতাকে।

মাটিতে একটা ঘুসি মারল রানা। তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে ডারবির দিকে তাকাল, ব্যাখ্যা করল পরিস্থিতি।

'আমরা থাকব,' দৃঢ়কণ্ঠে জানাল ডারবি, বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। 'ওদেরকে কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারলেও চিতাটাকে হয়তো পালাবার সুযোগ করে দেয়া হবে।'

চোখ বুলিয়ে চারদিকটা খুঁটিয়ে দেখল রানা। নিরেট আড়াল বলতে কোথাও কিছু নেই। প্রথম গুলি হবার পর পনেরো মিনিট টিকে থাকতে পারলেও নিজেদেরকে ভাগ্যবান বলে মনে করতে হবে। তবে মনে মনে ডারবির সঙ্গে একমত হলো। এ জায়গা ছেড়ে নড়বে না ওরা। 'তাহলে

এসো, তৈরি হওয়া যাক।'

ছুটে কাঁটা-ঝোপের কাছে ফিরে এল ও। স্মাইজারটা তোলার জন্যে ঝুঁকল, এই সময় চিৎকার করল ডারবি।

'ওদিকে, রানা, তাকাও!'

সিধে হয়ে ঘুরল রানা। হাত তুলে কয়েকটা অ্যাকেশিয়া দেখাচ্ছে ডারবি। মুহূর্তের জন্যে ভাবল, টেরোরিস্টরা আরেক দিক থেকে এগিয়ে এসে হামলা করতে যাচ্ছে ওদেরকে। তারপরই গুঁড়িগুলোর ছায়ায় দেখতে পেল ওটাকে। ম্লান ছায়ার ভেতর কালো আর গাঢ় একটা ছায়া, জমির সঙ্গে প্রায় সেঁটে আছে। কালো চিতা।

প্রথমে মনে হলো, ওদেরকে দেখছে ওটা, তাকিয়ে আছে ঘাসের ওপর দিয়ে। তারপর উপলব্ধি করল রানা, একা শুধু ডারবিকে দেখছে। ধীরে ধীরে চোখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল ও। দেখল, ডারবির চোখেও পলক নেই, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তারপর, পরিষ্কার অনুভব করল রানা, ডারবি আর কালো চিতার মধ্যে কি যেন একটা বিনিময় হলো—জমাট নিস্তব্ধতার ভেতর কোন শব্দ হলো না, তবু যেন বাতাসের ভেতর বিস্ফোরিত হলো একটা বার্তা। পরমুহূর্তে চাপা গলায় গর্জে উঠল চিতা, দু'বার লেজ ঝাপটাল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যোগাযোগটা, নল-খাগড়ার বনে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল রানা।

'ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না তো,' বলল ডারবি। 'কারণটা হয়তো পানি, কিংবা হয়তো লোকগুলো নার্ভাস করে তুলেছে ওটাকে। কিছু এসে যায় না। বড় কথা আবার ওটা রওনা হয়েছে...।' উত্তেজনায় অধীর শোনাল ওর গলা, নিজের প্যাকটা কাঁধে তুলে ফেলল। '...আরেকটা সুযোগ পেয়ে গেছি আমরা। ছোটো!'

চিতা যেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেদিকে ঘুরে ছুটল সে।

প্যাকটা পিঠে তুলে নিল রানা, এক হাতে স্মাইজার, পিছু নিল ডারবির।

*

এলোমেলো পা ফেলে পানি থেকে উঠে এল রানা, নুয়ে পড়া নল-খাগড়া মাড়িয়ে পাড়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। কোমর থেকে নিচের দিকটা ভেজা, পানি গড়াচ্ছে। নল-খাগড়ার ধারাল পাতা লেগে ছিঁড়ে গেছে চামড়া। প্যাকটার ওপর কাঁধে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো থাকায় শটগানটা ভেজেনি। কাঁধ থেকে নামাল ওটা, তারপর নল-খাগড়ার ঘন বন ঠেলে সামনে এগোল ক্লান্ত পায়ে।

সামনে খোলা প্রান্তর, ঘাস ঢাকা। নল-খাগড়ার বন থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল ও। প্রথমে বাঁ দিকে, তারপর ডান দিকে। তিন কি চার মিনিট পর যা খুঁজছে পেয়ে গেল। ভেজা ভেজা মাটি ও শেওলার ওপর গভীর দাগ। ঘাসগুলো ছোট হতে হতে এক পর্যায়ে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে বালিকে, সেই বালির ওপর স্পষ্ট ফুটে আছে ছাপগুলো।

পানির কিনারায় আবার ফিরে এল রানা। 'রেডি?' চ্যানেলের উল্টোদিকে তাকিয়ে জানতে চাইল।

অপর তীর থেকে জবাব দিল ডারবি। 'হ্যাঁ।'

পানির ওপর চোখ বুলাল রানা। খুব গভীর নয়, কাজেই জলহস্তীর ভয় নেই। তবে কুমীরের জন্যে যথেষ্ট গভীর। একটা কুমীর যদি এক লেগুন থেকে আরেক লেগুনে যাবার জন্যে স্রোতটাকে ব্যবহার করতে চায়, চাঁদের আলোয় তার ধোঁয়াটে-লাল চোখ দুটো দেখা যাবে। কালচে-রূপালি চকচকে ভাব ছাড়া পানির ওপর কিছু দেখা যাচ্ছে না। 'যত দ্রুত সম্ভব সাঁতরাবে,' এপার থেকে নির্দেশ দিল রানা। 'তবে পানিতে যতটা সম্ভব কম আলোড়ন তুলবে। মাঝখানটায় পানির ওপর মাথা তুলে আছে মাটি, তারপর চ্যানেলটা বেশ গভীর। কিছু দূর এলেই অবশ্য পায়ের তলায় বালি পাবে। আমি তোমাকে কাভার দিচ্ছি। স্নাইজারটা পানির ওপর তুলে রাখো। নেমে পড়ো এবার।'

অপর তীরের নল-খাগড়া থেকে পানিতে নামল ডারবি। রানার নির্দেশ মনে রাখার চেষ্টা করছে সে। বেশি পা ছুঁড়ছে না পানিতে। শটগানের মাজল দিয়ে পানির ওপরটা কাভার দিচ্ছে রানা, কোথাও

কোন আলোড়ন সৃষ্টি হলেই গুলি করার জন্যে তৈরি। কাছাকাছি চলে এল ডারবি, শুধু তার কোমর থেকে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। কিনারায় পৌছুল সে, পাড় বেয়ে উঠে আসছে। ঝুঁকে তার অস্ত্রটা নিল রানা, একটা হাত ধরে টেনে আনল নিজের পাশে।

'এখনও আমরা ওটার পিছনে আছি তো?' হাতের চাপ দিয়ে জিনস থেকে পানি ঝরাচ্ছে ডারবি, তবে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে রানার দিকে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আছি। ঠিক এখানেই পানি থেকে উঠেছিল।' নল-খাগড়ার কিনারায় এসে আবার উঁকি দিল ও, ওর পাশে ডারবি। শেওলা আর বালির ওপর চিতার ছাপগুলো দেখাল তাকে। 'ওখানটায় দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিয়েছে, তারপর চলে গেছে নিজের পথে। পরিষ্কার ছাপ, পিছু নিতে কোন অসুবিধে নেই।'

'এক মিনিট সময় দাও আমাকে, প্লীজ।'

স্রোতে নামার পর ডারবি সম্ভবত হোঁচট খেয়েছিল, স্তনের ওপর সেঁটে রয়েছে ভিজে শার্ট, চুল থেকে পানি ঝরছে। নল-খাগড়ার একটু ভেতরে ঢুকে কাপড়চোপড় খুলে ফেলল সে, নিঙড়ে পানি ঝরাল, তারপর মাথা মুছল। অস্ত্রটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল আবার, বলল, 'চলো এবার।'

ছাপ ধরে রওনা হলো রানা।

ব্যাপারটা স্রেফ পাগলামি। শুধু পাগলামি নয়, অসম্ভবও বটে। রাতের অন্ধকারে কিভাবে একটা প্রাণীকে অনুসরণ করা যায়! এমনকি ডেল্টার বুশম্যানরাও এরকম পাগলামি করবে না। অথচ জলাভূমিতে ঢোকার পর সাত ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এখন মাঝরাত। এখনও কালো চিতা হারিয়ে যায়নি। তারমানে অসম্ভবকে সম্ভব করছে ওরা।

তার অবশ্য একটা কারণও আছে। সেটা হলো, অন্য কোন চিতাবাঘের সঙ্গে এটার মিল নেই। অমিল যে শুধু রঙ আর আকৃতিতে তা নয়, আচরণেও। বিশেষ করে পথ চলার ধরনটায়—সরল একটা রেখা তৈরি করছে ওটা। এমনকি দশ দিন আগেও ব্যাপারটা স্বাভাবিক ছিল

না। গতি বাড়াবার পর থেকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। মাঝে মধ্যে রানার মনে হয়েছে, কম্পাস ব্যবহার করে সামনের একশো মাইল পথের একটা চার্ট তৈরি করতে পারে ও, সেখানে পৌঁছে অপেক্ষা করলে চিতাটাকে এক সময় ঠিকই দেখতে পাবে।

কালো চিতা সোজা পথে এগোচ্ছে বলেই এখনও তাকে হারিয়ে ফেলেনি ওরা। ছোট বড় জলার মধ্যে প্রায়ই তার ছাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তারার অবস্থান দেখে নিয়ে আন্দাজের ওপর নির্ভর করে এগোচ্ছে ওরা, বালির পরবর্তী বিস্তৃতিতে পৌঁছে খানিকক্ষণ এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি করলেই আবার পেয়ে যাচ্ছে, শেষ চ্যানেলটা পেরিয়ে আসার পর ঠিক যেভাবে খুঁজে নিয়েছিল।

দ্বীপটার শেষ মাথায় পৌঁছুল ওরা, রানার পায়ের চারপাশে হালকা হয়ে এল নল-খাগড়া, মাথার ওপর ছাতার মত ঝুঁকে আছে পাতা। থামল ওরা। নিচে আরেকটা চ্যানেল দেখা যাচ্ছে, আগেরটার চেয়ে গভীর, স্রোতও একটু বেশি। অপর পাড়টাও ঢাকা পড়ে আছে নল-খাগড়ার বনে। বনের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বালি ঢাকা মালভূমি, তারপর ঘাস মোড়া খোলা প্রান্তর। প্যাকের ওপর কাঁধে শটগানটা আটকাল রানা, ডারবির দিকে ফিরল। 'আবার পানিতে নামতে হবে,' বলল ও। 'মনে রেখো, জলহস্তী দেখলে দেরি করবে না, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে।'

ঠোঁট মুড়ে হাসল ডারবি, হাতে স্মাইজার নিয়ে এগিয়ে এল। পানিতে নামল রানা, ওকে কাভার দিচ্ছে ডারবি।

পানিতে নামলেই ব্যাঙের সমবেত সঙ্গীত থেমে যায়। ডাঙায় গরম লাগে, চ্যানেলে নামলেই ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে যায় শরীরে। ভেজা কাকের মত উল্টোদিকের তীরে উঠে আসে, দ্বীপের ওপর দিয়ে ছাপ অনুসরণ করে এগোয় ওরা। কখনও চাঁদ থাকে আকাশে, কখনও শুধু তারার মেলা। কাঁটা-ঝোপ আর নল-খাগড়ার বন কালো পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে থাকে সামনে-পিছনে। ওদের চারদিকে পোকা-মাকড় ডাকতে থাকে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় কালো পেঁচা। সিংহের গর্জন শুনতে পায়, ধাওয়া করছে হরিণকে। কখনও বা পানিতে তুমুল আলোড়ন

দেখতে পায়, একটা কুমীর হয়তো কিনারা থেকে টেনে পানিতে নামিয়ে ফেলেছে কোন বোকা হরিণকে। ঝোপের ভেতর দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে হেঁটে যায় জলহস্তী। দূর থেকে ভেসে আসে হায়েনা আর শিয়ালের ডাক। ছুটন্ত বুনো কুকুরের পায়ের শব্দ পাওয়া যায়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে পড়ে দু'জনেই। রানার পেশী থরথর করে কাঁপতে থাকে। তবু থামে না, কারণ জানে, থামলেই নেতিয়ে পড়বে ডারবি, ঢলে পড়বে ঘাসের ওপর। তারপর হঠাৎ করেই আকাশে আলো ফোটে, কয়েক মিনিট পর একটা লেগুনের কিনারায় এসে দাঁড়ায় ওরা।

রাতে একবার ওদেরকে সাঁতার কাটতে হয়েছে, তবে একটা চ্যানেলের মাঝখানে মাত্র কয়েক গজ। এটা সেরকম নয়। ওদের সামনে পানির প্রবাহ দুশো গজ চওড়া। ক্লান্তিতে মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ল রানার। পিছন থেকে এগিয়ে এসে ওর একটা কব্জি চেপে ধরল ডারবি।

মুখ তুলল রানা। ডারবির দৃষ্টি অনুসরণ করে লেগুনের দিকে তাকাল। একটা ঝাঁকি খেয়ে খাড়া হয়ে গেল শিরদাঁড়া, এক নিমেষে দূর হয়ে গেল সমস্ত ক্লান্তি।

দেড়শো গজ দূরে কালো একটা মাথা দেখা গেল, প্রকাণ্ড সাপের মত পানি কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। ফেলে যাওয়া পথের দু'পাশে, পদ্মফুলের মাঝখানে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, ঢেউগুলো থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে তারার আলো। সাঁতার কাটছে কালো চিতা। উল্টোদিকের তীরে পৌঁছুল ওটা, আঁচড়া-আঁচড়ি করে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠল। ভোরের আবছা আলোয় এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর হারিয়ে গেল নল-খাগড়ার বনে।

কয়েক সেকেণ্ড পর আবার ওটাকে দেখতে পেল ওরা। নল-খাগড়ার পর বেশ কিছু মোপানি গাছ রয়েছে। ওরা তাকিয়ে আছে, হঠাৎ করে এক জোড়া ফিশ ঈগল ডাক ছাড়তে ছাড়তে ডানা মেলল আকাশে। কেঁপে উঠল ডালপালা, লম্বা ও কালো একটা আকৃতি মুহূর্তের জন্যে

দেখা গেল একটা গুঁড়ির সামনে, গাছটার গায়ে পা দিয়ে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। ওপার থেকে খেঁকিয়ে ওঠার চাপা আওয়াজ ভেসে এল। তারপর আবার সব স্থির ও নিস্তব্ধ।

'অবিশ্বাস্য!' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল রানা।

হাত দিয়ে মুখ ঘষল ডারবি। হাসছে সে।

কালো চিতা গাছে চড়ায় সারাদিন বিশ্রাম নিতে পারবে ওরা। পরে, সন্ধের আগে, ঘুরপথে মোপানি গাছগুলোর কাছে পৌঁছুবে। তারমানে লেগুনের পানিতে নামতে হবে না ওদেরকে।

পানির দিকে তাকাল রানা। সূর্যের আলো লাগায় সোনালি দেখাচ্ছে এখন। অন্ধকারে জলহস্তী আর কুমীরের আওয়াজ শুনেছে ওরা, মনে পড়ে যেতে শিউরে উঠল একবার।

ঘুরল রানা, পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল। যখনই কোন ছোটখাট বিজয় অর্জিত হয়েছে, তারপর প্রতিবারই দেখা গেছে আরও বড় ও বিপজ্জনক বিপদ অপেক্ষা করছে ওদের সামনে। না, সারা দিন বিশ্রাম নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না—ওদের পিছনে টেরোরিস্টরা রয়েছে।

'তোমার কি ধারণা, আমাদের কাছ থেকে কতটা পিছনে ওরা?' জানতে চাইল ডারবি, বুঝতে পেরেছে রানা কি ভাবছে। এখন আর হাসছে না সে।

শ্রাগ করল রানা। 'বলা কঠিন। কে জানে অন্ধকারে কতটা এগিয়েছে ওরা। রাতে আমরা সম্ভবত বিশ মাইল পেরিয়েছি। ওদের অত সাহস হবে বলে মনে হয় না।'

'তবু একটা আন্দাজ করতে পারো না?'

'অন্ধকারকে যদি ভয়ও পায়, থামার আগে ধরো মাইল পাঁচেক এগিয়েছে। তারমানে এখনও পনেরো মাইল পিছনে আছে ওরা।'

'এখনও পিছু নিয়ে আসতে পারবে?'

'পারবে,' গম্ভীর স্বরে বলল রানা। 'মরুভূমিতে পিছু নেয়াটা সহজ ছিল। তবে এখন ওরা অনেক কাছাকাছি রয়েছে, ওদের সঙ্গে একজন ট্র্যাকারও আছে। ছাপগুলো স্পষ্ট, দিনের আলোয় পথ দেখে হাঁটছে।

তবে...।'

'তবে কি?'

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে রানা। কাল সারা দিন ও সারা রাত সম্ভাবনাটা বারবার উঁকি দিয়ে গেছে ওর মনে। দক্ষিণ আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গরা, বসের লোকজন। সংখ্যায় তারা কম নয়, সঙ্গে ট্রাক আছে, অথচ মাউনের পর থেকে তাদের কোন সাড়া-শব্দ নেই। 'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল ও। 'ভাবছি, অপর দলটা টেরোরিস্ট গ্রুপটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। তা যদি ঘটে থাকে, একটা দলের বোধহয় কোন অস্তিত্বই নেই। তবে সেরকম কিছু ঘটে থাকলে আওয়াজ পেতাম আমরা। কাজেই ধরে নিতে হবে মাইল পনেরো পিছনে শুধু বারগামের লোকজনই আছে। পনেরো মাইল মানে সাত ঘণ্টার পথ।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। দিনের পুরো আলো ফুটেছে সাতটায়, এখন বাজে সাতটা বারো। এখন থেকে সাত ঘণ্টা মানে দুপুর দুটো। তবে ঝুঁকি নিতে রাজি নয় রানা। ডারবিকে বলল, 'ধরো আগামী পাঁচ ঘণ্টা কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করবে না। প্রথম তিন ঘণ্টা তোমার, বাকি দু'ঘণ্টা আমার। দুপুরে আমরা ঘোরাপথে গাছগুলোর কাছে পৌঁছুব। চিতার কাছাকাছি যাবার পর আবার বিশ্রাম নেয়া যাবে। সময় নষ্ট না করে এখন তুমি কাত হও। তিন ঘণ্টা পর জাগিয়ে দেব।'

পিঠ থেকে প্যাক নামিয়ে লেগুনের উঁচু পাড়ে শুয়ে পড়ল ডারবি, নল-খাগড়ার বন ছায়া ফেলেছে মুখে। কয়েক মিনিট পরই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

তার কাছাকাছি বসল রানা, কোলের ওপর শটগান, দু'জনের মাঝখানে স্মাইজার। যেখানে বসে আছে সেখান থেকে ফেলে আসা ঝোপ আর জলা একশো গজ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে ও। আরও পিছনে কাঁটা-ঝোপের বেড়া। কেউ পিছু নিয়ে এদিকে আসতে চাইলে প্রথমে ওই কাঁটা-ঝোপ পেরুতে হবে, তারপর ঘাস ঢাকা মাঠ পাবে সামনে।

মাঠ আর কাঁটা-ঝোপের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল রানা। ধীরে ধীরে ওপরে উঠল সূর্য, জলার ওপর তাপ ছড়িয়ে পড়ছে। ঝিমুচ্ছে রানা,

বারবার তিরস্কার করছে নিজেকে। একবার, দু'বার, তিনবার। শেষবার চোখ বন্ধ হবার পর আর খুলল না। ঢলে পড়ল ও ডারবির পাশে। ঘুমিয়ে গেছে।

ঘুমটা কেন ভাঙল বলতে পারবে না রানা। হয়তো কোন শব্দ শুনেছে, কিংবা হয়তো বিপদের সঙ্কেত দিয়েছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। চোখ মেলতেই দুটো জিনিস দেখতে পেল ও। সূর্য মাথার ওপর উঠে এসেছে, তারমানে সময়টা এখন দুপুর। তারপর দেখতে পেল লোকগুলোকে।

দু'জন লোক, দু'জনেই কালো। একজন নিরস্ত্র, সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। অপরজনের হাতে একটা রাইফেল। মূল দলকে পিছনে রেখে একজন ট্র্যাকারকে নিয়ে এক লোক এগিয়ে আসছে। মাত্র পনেরো গজ দূরে তারা, তবে ডারবি ও রানাকে আড়াল করে রেখেছে নল-খাগড়ার বন। এখনও ওদেরকে দেখেনি তারা।

কোন রকম ইতস্তত না করে এক ঝটকায় হাঁটুর ওপর সিধে হলো রানা, শটগান তুলেই গুলি করল, জোড়া ব্যারেল থেকে। ট্রিগার টানার আগে, বোধহয় আধ সেকেণ্ড আগে, ওকে দেখে ফেলল ট্র্যাকার। এক পাশে ডাইভ দিল সে, লাফ দিয়ে সিধে হলো, ছুটল কাঁটা-ঝোপের দিকে। দ্বিতীয় লোকটা দেখতেই পায়নি রানাকে। এক সেকেণ্ড আগে হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল সে। পরমুহূর্তে বুকে আর পেটে গুলি খেয়ে পিছন দিকে ছিটকে পড়ল।

'পানিতে নামো!' চিৎকার করল রানা। মাত্র উঠে বসতে শুরু করেছে ডারবি, তার একটা হাত ধরে টান দিল ও, বগলের তলায় স্মাইজারটা চেপে ধরল, ছুটল লেগুনের দিকে।

রানা চিৎকার করতেই পাল্টা গুলির শব্দ হলো। তবে নল-খাগড়ার আড়াল থাকায় ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না টেরোরিস্টরা, দু'পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেটগুলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পানিতে নেমে পড়ল ওরা, লেগুনের উঁচু পাড় ওদের মাথার ওপর।

'ধরো এটা।' শটগানে দুটো কার্টিজ ভরে ডারবির দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'এখানে অপেক্ষা করো, পরিস্থিতি কতটা খারাপ দেখে

আসি।'

স্মাইজার নিয়ে আবার উঁচু পাড়ে উঠল ও। ঝোপ আর নল-খাগড়া ফাঁক করে খোলা জায়গাটার দিকে তাকাল।

বাকি পাঁচজন লোক সাবধানে, ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে ঢোকার সময় গুলি করে পরস্পরকে কাভার দিচ্ছে। স্মাইজারের রেগুলেটর সিঙ্গেল-শটে টেনে আনল রানা, তারপর পাল্টা গুলি করল। লক্ষ্যস্থির করল যে-সব ঝোপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। পুরো ম্যাগাজিনটা শেষ করল ও। কেউ আহত হয়েছে কিনা বোঝা গেল না, তবে আপাতত শত্রুরা এগোচ্ছে না। লুকিয়ে আছে তারা, নড়ছে না। ঢাল বেয়ে পানির কিনারায় নেমে এল ও।

ডারবিকে জানাল, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। অ্যামুনিশন যা আছে তা দিয়ে হয়তো সন্ধে পর্যন্ত টেরোরিস্টদের ঠেকানো যাবে। এই মুহূর্তে লেগুন পেরুনো সম্ভব নয় এই কারণে যে শেলের কার্টনগুলো অসম্ভব ভারি, ওগুলো নিয়ে এতটা দূরত্ব পেরুতে পারবে না ওরা। আর যদি সন্ধে পর্যন্ত এপারে থাকতেই হয়, ওদের কাছে যে বুলেট থাকবে তা দিয়ে খুব বেশি হলে দুই কি তিনটে ম্যাগাজিন ভরা সম্ভব। ওগুলো খরচ হয়ে গেলে কিছুই আর করার থাকবে না ওদের। একটা শটগানের বিরুদ্ধে পাঁচটা রাইফেল, টিকে থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

'সেক্ষেত্রে এখনই আমরা ওপারে যাব,' বলল ডারবি।

মাথা নাড়ল রানা। 'ওপারে পৌঁছুতে পনেরো মিনিট লাগবে আমাদের। পৌঁছুবার আগেই গুলি করে ডুবিয়ে দেবে...,' থেমে নল-খাগড়ার বনের দিকে তাকাল ও, ওদের বাঁ ও ডান দিকে বাঁকা হয়ে গেছে। 'বাঁচার উপায় হতে পারে যদি একটা চ্যানেল বা ল্যাণ্ড-লিঙ্ক পাই। পাড়ে উঠে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ওখানে দাঁড়াও। সিঙ্গেল-শটে আছে স্মাইজার। যেখানে ধোঁয়া দেখবে শুধু সেখানে গুলি করবে। দেখে-শুনে খরচ করবে, প্রতিটি বুলেট এখন মূল্যবান। পানির কিনারা ধরে দেখে আসি আমি।' অস্ত্রটা ডারবির হাতে ধরিয়ে দিল ও। ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে গেল সে। পানি ঠেলে এগোল রানা।

ডান দিকে গিয়ে কোন লাভ হলো না। নিচু একটা সৈকতের শেষ মাথায় রয়েছে ওরা, ওপাশে শুরু হয়েছে আরেকটা লেগুন। ফিরে এল রানা, এবার বাঁ দিকটা দেখবে। একই অবস্থা, খোলা পানি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

ফিরে আসছে রানা, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর সামনে একটা খুঁটি সামান্য একটু মাথা তুলে রয়েছে পানির ওপর, পাশে ভাসছে রশির মত কি যেন একটা। পানি ঠেলে এগোল ও। রশি নয়, ফাইবার কর্ড। নল-খাগড়ার ভেতর কিছু একটার সঙ্গে বাঁধা আছে বলে মনে হলো। টান দিল ও। ঝাঁকি খেতে শুরু করল নল-খাগড়া। তারপর কাঠের একটা কাঠামো পানির ওপর খানিকটা মাথা তুলল।

দেখেই চিনে ফেলল রানা জিনিসটা। ডেল্টার বুশম্যানরা এ-ধরনের ক্যানু ব্যবহার করে। এটা বোধহয় রেখে গেছে তাদেরই কোন শিকারী দল। আরও জোরে টান দিল ও। গোটা বোট ভেসে উঠল পানির ওপর।

এক মিনিট আগে হতাশায় চোখে অন্ধকার দেখছিল রানা, হঠাৎ উত্তেজনা আর দৃঢ় মনোবল যেন উথলে উঠল সমগ্র অস্তিত্বে।

'শোনো, ওটা আমাকে দাও···,' লেগুনের পাড়ে, ডারবির পাশে চলে এসেছে রানা, হাতে সর্বশেষ ম্যাগাজিনগুলো।

ওর হাতে স্মাইজারটা ধরিয়ে দিল ডারবি। রেগুলেটর সরিয়ে 'অটোমেটিক'-এ নিয়ে এল রানা, প্রায়-খালি যে ম্যাগাজিনটা ডারবি ব্যবহার করছিল সেটার বদলে নতুন একটা ভরল, তারপর এক পশলা গুলি করল খোলা জায়গাটার দিকে। মাজল থেকে ধোঁয়া উঠল, আওয়াজ শুনে মনে হলো কানের পর্দা ফেটে যাবে।

'ছোটো এবার, দৌড়াও!' ডারবির হাত ধরে টান দিল রানা। ঢাল বেয়ে পাড় থেকে নামল ওরা, পানিতে নেমে এসে উঠে পড়ল বোটে। 'সামনে চলে যাও, বৈঠা চালাও!' বোটের মেঝেতে হাঁটু রেখে এরইমধ্যে একটা বৈঠা তুলে নিয়েছে রানা।

বোটের সামনে চলে গেল ডারবি, দ্বিতীয় বৈঠাটা তার দিকে বাড়িয়ে

ধরল রানা। তারপর খুঁটি থেকে খুলে নিল ফাইবার কর্ড। দু'জন একসাথে বৈঠা চালাতে শুরু করল।

'গুলি করায় খানিকটা সময় পাব আমরা, দুই কি তিন মিনিট। তার মধ্যেই ওপারের নল-খাগড়ায় পৌঁছুতে হবে।'

ঘামছে রানা, হাঁপাচ্ছে, ঘন ঘন বৈঠা চালাচ্ছে। ডারবিও বসে নেই। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে ওরা, এই বুঝি পিছন থেকে গুলি হলো। এভাবে কতক্ষণ বৈঠা চালিয়েছে বলতে পারবে না ওরা। হঠাৎ করে দেখা গেল ওদের চারপাশে নল-খাগড়ার আড়াল। তারপর বোটের বো বালিতে ঠেকল। লাফ দিয়ে নিচে নামল রানা, কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে তাকাল পিছন দিকে।

নল-খাগড়ার বনে পুরোপুরি আড়াল পেয়ে গেছে ওরা, তবে ফাঁক-ফোকর দিয়ে উল্টোদিকের তীর দেখা যাচ্ছে। তাকিয়ে আছে, ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। তার পিছু নিয়ে আরও দু'জন। একজন লাফ দিয়ে পানিতে নামল, তাকাল ডানে-বাঁয়ে। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে, ভাব দেখে মনে হলো হতভম্ব হয়ে পড়েছে। তারপর ঢাল বেয়ে উঠে পড়ল। এই লোকটাই ট্র্যাকার, চিনতে পারল রানা। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল ওরা। লেগুনের ওপর দিয়ে অস্পষ্ট ভাবে ভেসে এল তাদের গলা। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল তিনজনই।

ফাইবার কর্ডটা এক গোছা নল-খাগড়ার সঙ্গে বাঁধল রানা, তারপর শুকনো বালির ওপর উঠে এসে ডারবির পাশে দাঁড়াল। 'সাঁতার কেটে আসবে, সে সাহস ওদের নেই। কেউ বোধহয় সাঁতার জানেও না। আমরা যা করতে যাচ্ছিলাম ওরাও তাই করবে—ঘুরপথে আসবে...।'

থেমে গেল রানা। ওর কথা শুনছে না ডারবি। তার বুক এখনও শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে উল্টোদিকের তীরে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রানাও সেদিকে আরেকবার তাকাল। কেউ নেই। তবে ডারবি তাকিয়ে আছে ঠিক যেখানটায় একটু আগে লোকগুলো দাঁড়িয়ে ছিল।

'রানা,' ওর দিকে ঝট করে ফিরল ডারবি। 'লোকগুলোকে তুমি

দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ। কেন?'

'ওদের একজন ডেকা বারগাম।'

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। সমস্ত মনোবল যেন কর্পূরের মত উবে গেল। এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল, 'তা কি করে হয়! ওদের সঙ্গে বারগামের থাকার কথা নয়। তুমিই বলেছ, নেই...।'

'ছিল না, রানা,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল ডারবি। 'তবে এখন আছে। প্রায় এক মাস তার খুব কাছাকাছি ছিলাম আমি; চিনতে ভুল করব না। নিজের দলের লোক ছাড়া আর কেউ তাকে কখনও দেখেছে বলে মনে হয় না, আমি বাদে। অপর দু'জনের ডান দিকে দাঁড়িয়ে ছিল সে, রানা। মুখে সামান্য দাড়ি আছে।'

লোকগুলোর চেহারা খেয়াল করে দেখেনি রানা। আকাশের গায়ে তিনটে মূর্তিকে এক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে শুধু, দু'জনের হাতে রাইফেল ছিল। 'তারমানে টেরোরিস্টদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এখন বারগাম নিজেই। এর মানেটা কি?'

মাথা নাড়ল ডারবি। 'জানি না, রানা। তবে আমার ভয় করছে। বারগামকে আমি চিনি। তার মত নিষ্ঠুর আর সাহসী লোক জীবনে আমি দেখিনি। তার অনেক ভাল গুণও আছে, কিন্তু খেপে গেলে সে মানুষ থাকে না।'

রানার হতাশ হবার কারণ আছে। বোট নিয়ে এপারে চলে আসার পর ভেবেছিল, টেরোরিস্টরা হয়তো হাল ছেড়ে দেবে, ওদেরকে অনুসরণ করবে না। করলেও, অন্তত দু'ঘণ্টা পিছিয়ে থাকবে তারা। ঘোরা পথে লেগুনের এপারে আসতে হলে দু'ঘণ্টার বেশি লাগবে তো কম না। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। অন্ধকারে ওদের পায়ের ছাপ খুঁজে বের করা সহজ কাজ হবে না। এ-সব কথা তারাও চিন্তা করবে। সঙ্গে বারগাম না থাকলে তারা হয়তো পিছু নেয়ার প্ল্যানটা বাতিল করে দিত। এখন সে প্রশ্ন ওঠে না, বারগাম ওদেরকে অমানুষিক পরিশ্রম করাবে। ওদের পায়ের ছাপ আজ রাতে পাক বা কাল সকালে, আবার তারা পিছু

নেবে।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। এখনও আমরা কনসেশন এরিয়ায় রয়েছি। এখান থেকে মরুভূমি চল্লিশ মাইল দূরে। চিতা আজ রাতের অভিযানে বেরুবে আর হয়তো এক ঘণ্টা পর। ওটা যখন নামবে, গাছগুলোর কাছাকাছি থাকতে হবে আমাদের।' শটগানটা তুলে নিল ও। স্মাইজারের অ্যামুনিশন ফুরিয়ে যাবার পর এটাই এখন ওদের একমাত্র অস্ত্র। 'এসো।' নল-খাগড়ার বন ঠেলে সামনে এগোল ও। গাছগুলো খানিক দূরেই, একটু পরই দেখতে পেল ওরা। ওগুলোরই একটার ডালে শুয়ে আছে কালো চিতা।

সন্ধে হলো, তারপর রাত। তারায় তারায় ভরে গেল আকাশ। তারপর চাঁদ উঠল। হিম বাতাস বইছে। দোল খাচ্ছে ঝোপ আর নল-খাগড়ার বন। কালো ছায়ার ভেতর কি যেন নড়াচড়া করছে। রক্ত হিম করা গর্জন শোনা গেল সিংহের। আলোড়িত হলো লেগুনের পানি, শিকারকে চোয়ালে আটকে নিয়ে গভীরে তলিয়ে গেল কুমীর। ঝোপের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেল জলহস্তী আর বুনো মোষ। মাথার ওপর ডাকল পেঁচা। দূর থেকে ভেসে এল শিয়াল আর হায়েনার ডাক। আজকের রাতটাও অন্য সব রাতের মত।

হাঁটল ওরা, সাঁতার কাটল, বারবার খুঁজে নিল হারিয়ে যাওয়া চিতার ছাপ। এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে চলে এল, দেখা যাক বা না যাক চিতাটা সব সময় ওদের সামনে আছে।

এক সময় ভোর হলো। ক্লান্তিতে আর পা চলে না। এগোচ্ছে হোঁচট খেতে খেতে। গতি মন্থর। তারপর থামল ওরা। চিতাবাঘকে সামনে দেখতে পাচ্ছে, কালো রঙের ঢেউ খেলানো আকৃতি। ওটাও হাঁপিয়ে গেছে। আরও পঞ্চাশ গজ সামনে কিছু লাইমস্টোন পাথরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিঃসঙ্গ একটা অ্যাকেশিয়া।

পাথরগুলোকে ঘিরে চক্কর দিল চিতা, প্রস্রাব করল, তারপর গুঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ল উঁচু ডালে।

'আর মাত্র এক রাত,' বলল রানা। 'তারপর মরুভূমিতে পৌঁছে যাবে ওটা।'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি, এত ক্লান্ত যে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। টলতে টলতে ছোট একটা ঝোপের দিকে এগোল। বসে প্রথমে হেলান দিল ঝোপটার গায়ে, তারপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। দেখাদেখি রানাও। বারগাম আর তার লোকজনের কপালে যাই ঘটে থাকুক, এই মুহূর্তে যত কাছেই তারা অবস্থান করুক, দু'জনের কারও পক্ষেই জেগে থাকা সম্ভব নয়। ডারবির পাশে ঘাসের ওপর কাত হলো ও। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল দু'জনেই।

ঘুম ভাঙল একটা শব্দে। দু'জনেই শুনতে পেয়েছে, চোখ মেলল একসঙ্গে। দক্ষিণ দিক থেকে আসছে আওয়াজটা। একটা প্লেনের শব্দ। খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, চারদিকে চোখ বুলাল দ্রুত। গাছটার কাছে পাথর আছে, যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে চিতা। ওই পাথর আর গাছ ছাড়া একশো গজের মধ্যে আর কোন আড়াল নেই।

'ডালপালার ভেতর যতটা পারো ঢুকে যাও।' নিজেও তাই করল রানা, ডালপালাগুলো হাত দিয়ে ধরে টেনে আনল শরীরের ওপর।

ওটা একটা সাফারি প্লেন হতে পারে, কোন হান্টিং ক্যাম্পের জন্যে রসদ নিয়ে আসছে। তা যদি হয়, পাইলট ওদেরকে লক্ষই করবে না। কিন্তু যদি তল্লাশি চালাতে এসে থাকে, ফাঁকি দেয়া প্রায় অসম্ভব। ঝোপটা একেবারেই ছোট আর পাতলা। এদিকে চোখ পড়লেই দেখে ফেলবে।

আদভানি পরিবারের প্লেনও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ওদের ভয়ের কোন কারণ নেই।

আওয়াজটা আরও বাড়ছে। ডাল সরিয়ে উঁকি দিল রানা। না, আদভানি পরিবারের কোন প্লেন নয়, এমনকি সাফারি প্লেনও নয়। ওর মাথার একশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেল সেটা। কোন সাফারি পাইলট এত নিচ দিয়ে উড়বে না। এক এঞ্জিনের একটা সেসনা, ডানা থেকে

মার্কিং মুছে ফেলা হয়েছে, ককপিটে লোক রয়েছে দু'জন। দু'জনেই নিচের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে।

ডারবির পিঠে মুখ গুঁজল রানা, চাপ দিয়ে জমির সঙ্গে সেঁটে ধরল তাকে। তবে জানে, এতে কোন কাজ হবে না। প্লেন হঠাৎ বাঁক ঘুরতে শুরু করায় এঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল। ওদের ওপর দিয়ে আরও দু'বার উড়ে গেল পাইলট। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল দক্ষিণ দিকে।

'হেল!' ঝোপ থেকে বেরিয়ে সিধে হলো রানা। ওর পাশে ডারবিও।

'দক্ষিণ আফ্রিকানরা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'তাছাড়া আর কারা হবে। মার্কিং মুছে ফেলেছে দেখেই বুঝতে পেরেছি। মাউনে যারা লোক রাখতে পারে, এখানে তো তারা আসবেই। ওদের জন্যে মাউন ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক এলাকা। এখানে কোন বিপদ নেই। এখানে গোটা একটা সেনাবাহিনীকে লুকিয়ে রাখা যায়, কেউ জানবে না।'

'এখন ওরা কি করবে বলে মনে করো তুমি?'

হাতঘড়ি দেখল রানা। চারটে বাজে। সন্ধে হতে এখনও দু'ঘণ্টা। 'ব্যাক-আপ হিসেবে পিছনে কি আছে, কত দূরে আছে, এ-সবের ওপর নির্ভর করে। মাটিতে যারা আছে তাদের সঙ্গে পাইলটের রেডিও কনট্যাক্ট না থেকে পারে না। ব্যাক-আপের লোকেরা যদি মনে করে সন্ধের আগে এখানে পৌঁছুনো সম্ভব, তাহলে সোজা চলে আসবে। আর যদি বেশি দূরে থাকে, কাল সকালে আসবে।'

'তাতে কি আমরা আরেকটা সুযোগ পাব?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তার আগে পর্যন্ত আমরা শুধু অপেক্ষা করতে পারি।'

গতকাল যে জায়গায় ওরা থেমেছিল, এ জায়গাটা সেরকম—খোলা একটা দ্বীপ, চারদিকে লেগুন। ঘাসের ওপর বসে পড়ল ওরা, কথা বলছে না, এমনকি পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছেও না। দু'পাশে নল-খাগড়ার বন, চোখ ঘুরিয়ে দেখছে শুধু। আর কান পেতে আছে।

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, দিগন্তের কাছাকাছি নেমে এল সূর্য, দীর্ঘ হলো ওদের ছায়া, তারপর আবার যান্ত্রিক গুঞ্জন শুনতে পেল ওরা। দূর থেকে ভেসে আসছে। তবে একদিক থেকে নয়, দু'দিক থেকে। ক্রমশ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

মাথাটা একদিকে কাত করল রানা, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর চিনতে পারল শব্দগুলো। ডারবির দিকে তাকাল। 'মোটর লঞ্চ,' বলল ও। 'পৌঁছুতে সম্ভবত মিনিট পনেরো লাগবে। কম করেও দুটো, বেশিও হতে পারে। একটাকে ওরা আগে পাঠাবে বলে মনে হয়, একদিক বন্ধ করে দেবে; তারপর আরেক দিক থেকে আসবে দ্বিতীয়টা···।'

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রানা। কত দিন হলো মনে করতে পারছে না, অনেক আগে থেকেই আর গুণছে না। ও এখানে কেন, অর্থাৎ কারণটাও হঠাৎ করে অস্পষ্ট আর গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল। শুধু জানে, একটা যুদ্ধ ছিল ব্যাপারটা। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ একটা শক্তির যুদ্ধ। শুভ শক্তির পক্ষে একা লড়ছিল ডারবি। কাকতালীয়ভাবে সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ও। প্রথমে ডারবি ওকে পছন্দ না করলেও, পরে বন্ধু হিসেবে চিনতে পারে। বিরল ও নিঃসঙ্গ একটা প্রাণীর প্রতি তার মমতার গভীরতা দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ে ও। তারপর থেকে যুদ্ধটা দু'জন একসঙ্গে লড়ছে। গোটা উত্তর কালাহারি ছিল ওদের রণাঙ্গন। পাশ কাটিয়ে এসেছে লেক ন্গামিকে, ঢুকে পড়েছে ডেল্টার হৃৎপিণ্ডে।

প্রতিটি হামলা ঠেকিয়েছে ওরা, সাহায্য করেছে পরস্পরকে; নিজেরাও আক্রমণ করেছে, ছিনিয়ে নিয়েছে বিজয়। এখন পর্যন্ত টিকেও আছে। কিন্তু এবার, এই দ্বীপে, ওদের বাঁচার কোন আশা নেই। এখানে এসে হেরে গেছে ওরা। শেষ হয়ে গেছে যুদ্ধ।

রানার কাঁধের ওপর দিয়ে এখনও নল-খাগড়ার বনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডারবি। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল সে, তারপর হঠাৎ সামনের দিকে ঝাঁকি খেলো, খপ করে ধরে ফেলল রানার একটা বাহু, টান দিয়ে ঝোপের গায়ে নামিয়ে আনল ওকে। প্রায় একই মুহূর্তে গর্জে উঠল

রাইফেল, বাতাসে শিস কেটে একটা বুলেট ছুটে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে।

'বারগামের লোক… ।'

মাটিতে পড়ে আছে রানা, ওর পেটের ওপর শুয়ে পড়েছে ডারবি। 'নল-খাগড়ার ভেতর দিয়ে দু'জনকে এগিয়ে আসতে দেখলাম।'

ডারবির নিচে থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে এল রানা, হাঁটুর ওপর সিধে হয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে তাকাল। 'কোন দিকে?'

'বাঁয়ে।'

ডারবির কথা শেষ হওয়ামাত্র আবার গর্জে উঠল রাইফেল। এবার ওদের পায়ের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে এসে লাগল বুলেটটা, ঝোপের শিকড় আর বালি ছড়াল চারদিকে। 'মুভ!' তাগাদা দিল রানা। 'আমাদেরকে বসে পড়তে দেখেছে ওরা, গুলি করছে আন্দাজে।' ক্রল করে ডান দিকে এগোল, পিছনে ডারবি।

বিশ গজ এগিয়ে থামল রানা, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে আর ঘামছে। ঝোপটার চারপাশে এখনও দু'একটা বুলেট এসে লাগছে, তবে ঝোপটার কাছ থেকে এখন যথেষ্ট দূরে সরে এসেছে ওরা। মাথা সামান্য উঁচু করে কান পাতল রানা। গুলির শব্দ না হলে মোটর লঞ্চের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও। জলা থেকে আর বেশি দূরে নেই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে।

গুলির শব্দ থেমে গেল। তার বদলে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসছে। পায়ের শব্দ শোনা গেল না, তবে পানিতে লাফিয়ে পড়ার আওয়াজ হলো। মোটর লঞ্চ আরও কাছে চলে আসছে।

'কি ঘটছে বলো তো?' ওর পাশে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সিধে হয়ে রয়েছে ডারবিও।

'বোটগুলোর ওপর গুলি করার জন্যে পজিশন নিচ্ছে ওরা,' বলল রানা। 'বারগাম জানে না সশস্ত্র একটা দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিটের সঙ্গে লড়তে হবে তাদেরকে। সে বোধহয় ধরে নিয়েছে, বোটে করে কোন হান্টিং পার্টি আসছে। ভেবেছে ওদেরকে কাবু করে যা পাওয়া যায়

হাতিয়ে নেবে, তারপর আবার পিছু নেবে আমাদের। দক্ষিণ আফ্রিকানরাও বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছে না আসলে কি ঘটছে...।'

'কিন্তু আমাদেরকে যেমন দেখেছে তেমনি আকাশ থেকে বারগামের লোকদেরও দেখেছে ওরা...।'

'একদল কালো লোককে দেখেছে, হ্যাঁ। পাইলট ধরে নেবে, ওরা পোচার। গুলির শব্দ শুনেছে, তা-ও পোচারদের কাণ্ড বলে মনে করবে। এখন যে-কোন মুহূর্তে দু'পক্ষের ভুল ভাঙবে...।'

লঞ্চগুলো এখন দু'শো গজ দূরেও নয়, এঞ্জিনের শব্দ লেগুনের উঁচু পাড়ে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে।

'আমাদের কি হবে, রানা?'

ক্ষীণ, তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। বলতে ইচ্ছে করল, 'মরণ হবে।' তা না বলে, বলল, 'কিছুই হবে না, ডারবি। আড়াল না থাকায় আমরা নড়তে পারব না, সত্যি। এখানেই অপেক্ষা করব, দেখব দু'দলের মারামারিটা কি রকম হয়। যে-কোন একটা দল জিতবে। আমাদের বোঝাপড়া হবে তাদের সঙ্গে।'

আবার কথা বলতে গেল ডারবি, হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হওয়ায় তার গলা চাপা পড়ে গেল। আওয়াজ আসছে দ্বীপের দু'দিক থেকেই। রানা ধারণা করল, দক্ষিণ আফ্রিকানরা নিশ্চয়ই ল্যাণ্ড করেছে। রাইফেলের সিঙ্গেল শট শোনা যাচ্ছে, তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ব্রাশ ফায়ারের আওয়াজ। শুধু গুলির আওয়াজ নয়, সেই সঙ্গে চিৎকার, আর্তনাদ, গোঙানির শব্দও ভেসে আসছে। নল-খাগড়ার বনে ভারি কিছু পতনের ভোঁতা আওয়াজও পেল ওরা। মোটর লঞ্চের এঞ্জিন গর্জন করছে ওদের ডান দিকে। লেগুনে কে বা কারা যেন এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ছে। একটা হ্যাণ্ড-গান গর্জে উঠল, থেমে গেল পানির শব্দ।

ডারবির পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে রানা, ওদের ওপর দোল খাচ্ছে লম্বা ঘাস। সেফটি-ক্যাচ অফ করে শটগানটা সামনে রেখেছে ও। যদিও অস্ত্রটা এখন আর কোন কাজে লাগবে না। যাবার কোন জায়গা নেই ওদের। অসহায়ভাবে অপেক্ষা ছাড়া করারও কিছু নেই। যুদ্ধটা

হচ্ছে ওদের একশো গজ দূরে। খানিক পরই তা শেষ হবে। যারা জিতবে তাদের হাতে বন্দী হবে ওরা, ভাগ্য যদি ভাল হয়। বলা যায় না, মেরে ফেলে ঝামেলা চুকিয়ে দিতেও পারে। অন্তত রানাকে।

'রানা!' ওর কাঁধে টোকা দিল ডারবি, গোলাগুলির শব্দকে ছাপিয়ে উঠল গলা।

'বলো।'

'ওরা আরও কাছে চলে আসছে, তাই না?'

মাথাটা সামান্য তুলল রানা, মন দিয়ে শুনল, তারপর বলল, 'হ্যাঁ।'

গোলাগুলির শুরুতে টেরোরিস্টরা একটা সুবিধে পেয়েছিল, অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল বসের লোকজন। কিন্তু এখন দক্ষিণ আফ্রিকানদের ভারি অটোমেটিক পিছু হটতে বাধ্য করছে তাদের, নল-খাগড়ার বনে ঢুকে সরে আসছে দ্বীপের কিনারায়। প্রতি মুহূর্তে ওদের দু'জনের কাছাকাছি চলে আসছে গোলাগুলির আওয়াজ।

'তুমি কি চিতাকে ওখান থেকে নড়াতে পারবে?'

অবাক হয়ে ডারবির দিকে তাকাল রানা। 'কি বলতে চাইছ?'

'এতক্ষণ গাছটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এখনও ওখানে রয়েছে ওটা। তুমি যদি শটগানের গুলি ছোঁড়ো, গাছ থেকে নেমে রওনা হবে?'

অ্যাকেশিয়ার দিকে একবার তাকাল রানা। 'বোধহয়। কিন্তু একেবারে কাছাকাছি যেতে হবে আমাকে। এখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে...।'

'শোনো, রানা,' গোলাগুলির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ডারবির গলা, চিৎকার করছে সে। 'আর কয়েক মিনিট পর এমনিতেও চিতা গাছ থেকে নেমে আসবে। তখন যদি টেরোরিস্টদের কেউ রেঞ্জের মধ্যে থাকে, মারা যাবে ওটা। গুলি করে স্রেফ উড়িয়ে দেয়া হবে। যেভাবে হোক এখুনি ওটাকে ওখান থেকে ভাগানো দরকার।'

'কিন্তু খোলা জায়গা, ডারবি!' প্রতিবাদ করল রানা। 'আমাকে কাছাকাছি দেখে যদি আক্রমণ করে...।'

'তাহলে শটগানটা আমাকে দাও।' হাত বাড়াল ডারবি।

তাড়াতাড়ি সেটা সরিয়ে নিল রানা, তাকিয়ে আছে তার দিকে। ডারবির চুলে ঘাম আর ধুলো লেগে রয়েছে, মুখ আর হাত ফুলে লালচে হয়ে আছে মশার কামড় আর কাঁটার খোঁচা খেয়ে, ছেঁড়া শার্টে লেপ্টে আছে শুকনো কাদা। শুধু চোখ দুটোয় পলক নেই, জ্বলছে দু'টুকরো কয়লার মত, দৃষ্টিতে কঠিন জেদ আর পণ।

কথা না বলে এক লাফে সিধে হলো রানা, এঁকেবেঁকে ঘাসের ওপর দিয়ে পাথরগুলোর দিকে ছুটল। অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল, ওর পিছনেই রয়েছে ডারবি।

পাথরগুলো একটা বৃত্ত তৈরি করেছে, সেই বৃত্তের ঠিক বাইরে পৌঁছুল ও, জমিনে গড়িয়ে দিল শরীরটাকে। খোলা প্রান্তরে এখনও তুমুল গোলাগুলি চলছে, তবে ওদেরকে লক্ষ্য করে নয়।

'শোনো···।' দ্রুত ব্রীচ চেক করল রানা, বন্ধ করল আবার। 'আমি গুলি করলে দুটো ঘটনা ঘটতে পারে। হয় চিতা গাছ থেকে নেমে চলে যাবে, নয়ত আক্রমণ করবে। অন্য কোন প্রাণী হলে বেশির ভাগ সম্ভাবনা ছিল কেটে পড়ার। কিন্তু চিতাবাঘের জাতই আলাদা। ওরাই সবচেয়ে বুনো, কখন কি করবে বুঝতেও দেয় না। ওটা যদি আক্রমণ করে, আবার গুলি করতে বাধ্য হব আমি। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার গুলি করব মারার জন্যে।'

'এর আগে অসম্ভব সব ঝুঁকি নিয়েছি আমরা, রানা,' শান্ত সুরে বলল ডারবি। 'এটাও নেব।'

অদ্ভুত ব্যাপার, ডারবি চিতাটাকে মেরে ফেলার অনুমতি দিচ্ছে। যদিও রানা অবাক হয়নি। কারণ জানে, এ আসলে ওটাকে বাঁচানোরই শেষ চেষ্টা।

ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে, সিধে হলো রানা। তারপর পাথরগুলোর ওপর দিয়ে সামনে এগোল। গাছটার কাছ থেকে পাঁচ গজ দূরে দাঁড়াল ও। শটগান তুলল, টান দিল ট্রিগারে, লক্ষ্যস্থির করেছে গাছের গোড়ায়। বিস্ফোরণের আওয়াজ নিস্তেজ হতে শুরু করেছে, এই সময় পাতা আর ডালপালার ছায়া থেকে প্রচন্ড হুমকি দিয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন

ছাড়ল চিতা।

অপেক্ষা করছে রানা। মটমট করে ডাল ভাঙার শব্দ হলো, কাঁপতে শুরু করল পাতা, কিন্তু কালো চিতার দেখা নেই তবু। ব্রীচে আরেকটা কার্টিজ ভরল ও, ব্যারেল সামান্য উঁচু করে আবার গুলি করল। এবার সচল হলো চিতা। লাফ দিয়ে নিচে নামল ওটা, ঝট করে ঘুরল, জমিনের ওপর ভারসাম্য ফিরে পেল, শরীরটা মাটির সঙ্গে প্রায় সাঁটিয়ে সরাসরি তাকাল ওর দিকে।

রাইফেলের ধ্বনি প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই এই মুহূর্তে। চিতার চোখ জোড়া আকীক পাথরের মত জ্বলছে, চারদিকে কালো পশমের ফ্রেম। আধ খোলা মুখের ভেতর বড় আকৃতির দাঁতগুলো সাদা দেখাচ্ছে, ধারাল নখরগুলো বালির ওপর কাঁপছে, বিশাল কাঁধ লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে আড়ষ্ট হয়ে আছে।

অস্ত্রটা কাঁধে ঠেকিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে রানা। জীবনে শিকার কম করেনি ও, হাতি থেকে সিংহ পর্যন্ত কিছুই বাদ দেয়নি। লক্ষ্যস্থির করার পর সব সময় বুঝতে পেরেছে কোন্‌টা আক্রমণ করবে, কোন্‌টা পালাবে। ওর মনে কোন সন্দেহ নেই যে এটা আক্রমণ করতে যাচ্ছে। পেশীগুলোয় টান পড়তে দেখল ও। নিঃশ্বাস ছাড়ল চিতা, বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। লাফ দেয়ার জন্যে থাবা শক্ত করল জমিনে, খসখস শব্দ হলো বালিতে।

আবার গুলি করার জন্যে ট্রিগারে চেপে বসল রানার আঙুল। ঠিক এই সময় হঠাৎ ওর সামনে আরও কি যেন একটা উদয় হলো। বালি আর পাথরের ওপর একটা ছায়া। ডারবির ছায়া। রানা নড়ল না, ডারবিকে দেখতেও পাচ্ছে না, তবে জানে যে সামনে এগিয়ে এসেছে সে, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে। এখন আর চিতার হলুদ চোখ ওর চোখে তাকিয়ে নেই, স্থির হয়ে আছে ওর কাঁধের পাশে।

প্রায় পুরো এক মিনিট ধরে কালো চিতা এক চুল না নড়ে ডারবির মুখে তাকিয়ে থাকল। তারপর চাপা গলায় গর্জে উঠল, হামলা করার হুমকি দিল, ঝট করে সামনে বাড়ল এক পা। ট্রিগারে আবার চাপ বাড়াল

রানা। এক পা-ই বাড়ল চিতা, তারপর স্থির হয়ে গেল। আবার একবার গর্জে উঠল।

তারপর, ধীরে ধীরে, পাথরের ওপর দিয়ে পিছু হটতে শুরু করল ওটা। গাছটার উল্টোদিকের ছায়ায় সরে যাচ্ছে।

'নিচু হও!' বিড়বিড় করে নির্দেশ দিল রানা। হাতের শটগান নিচু করল ও, ডারবিকে ধরে বসিয়ে দিল পাথরে। এই সময় নতুন করে শুরু হলো গোলাগুলি, আগের চেয়েও কাছাকাছি। ডারবির দিকে তাকাল ও। 'আল্লাহই জানে কি করেছ বা কিভাবে করেছ! শুধু এ-টুকু বুঝতে পারছি, এইমাত্র একটা বিড়ালের প্রাণ বাঁচিয়েছ তুমি।'

এক মুহূর্ত পর টান পড়ল রানার পেশীতে, শরীরটা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাল, উত্তেজনায় পাক খেতে শুরু করেছে তলপেটের ভেতরটা। শটগানের খোঁজে পাথরের ওপরটা হাতড়াচ্ছে।

ধ্বনি-প্রতিধ্বনির মাঝখানে ছোট্ট একটা শব্দ হয়েছে। অস্পষ্ট, ক্লিক করে। কিন্তু রানা ঠিকই শুনতে পেয়েছে, চিনতেও ভুল করেনি। একটা রাইফেলের ব্রীচ মেকানিজম খোলা বা বন্ধ করা হয়েছে।

ঘাসের ওপর চোখ বুলাল রানা, লোকটাকে দেখতে পেল পনেরো গজ দূরে, ছুটে আসছে ওদের দিকে। লোকটা কালো, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ঘামে চকচক করছে কপাল, চোখে হিংস্র উল্লাস, রাইফেলটা কোমরের কাছে বাগিয়ে ধরা।

'ওই তো বারগাম...!' ডারবিও রানার পাশে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে রয়েছে। আতঙ্কে নাকি বিস্ময়ে ঠিক বোঝা গেল না, হিসহিস শব্দ করল তার গলা। তবে রানা তার কথা প্রায় শুনতেই পায়নি।

'মাথা নামাও!' চিৎকার করল ও। খালি হাতটা দিয়ে ঝাপটা মারল, পাথরের ওপর ফেলে দিল ডারবিকে। এক নিমেষে শটগান তুলে গুলি করল বারগামকে লক্ষ্য করে, এইমাত্র পাথরের কিনারায় পৌঁছে গেছে সে। ভোঁতা একটা শব্দ হলো শুধু, কোন গুলি বেরোয়নি। আবছাভাবে উপলব্ধি করল রানা, কোন একটা চ্যানেল পেরুবার সময় কার্টিজে নিশ্চয়ই পানি ঢুকেছিল। ব্রীচের খোঁজে হাতড়াল ও. তবে ইতিমধ্যে

দেরি হয়ে গেছে। থামল বারগাম, স্থির করল নিজেকে, তারপর রাইফেল তুলে গুলি করল।

রানা বুঝতে পারল না গুলিটা বারগাম ওকে করেছে, নাকি চিতাকে। শব্দ হলো বিস্ফোরণের। ধোঁয়ার একটা পর্দা পাক খেতে শুরু করল, পাথরে লেগে ছিটকে গেল বুলেট, পরমুহূর্তে অকস্মাৎ ঢেউ খেলানো কালো একটা খিলান উড়ে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে—রোমহর্ষক, ভীতিকর। আবার সেই দুর্গন্ধ পেল রানা, ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেল। মাটিতে নেমে আবার লাফ দিল চিতা। পরবর্তী পতন বারগামের বুকে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ছিঁড়ে ফেলছে ঘাড় ও গলা।

টলমল করতে করতে সিধে হলো রানা। কালো আলখেল্লার মত বারগামকে ঢেকে ফেলেছে চিতা, বুকে দু'শো পাউণ্ড ভার নিয়ে টলছে সে। হোঁচট খেতে খেতে পিছু হটল, তারপর পড়ে গেল পিছন দিকে। তার চোখ দুটো দেখতে পেল রানা, আতঙ্কে চকচক করছে। এতদিন যে দুঃস্বপ্ন তার ঘুমের ভেতর পায়চারি করেছে, মূর্তিমান বিভীষিকার মত সেটা এই মুহূর্তে লাফিয়ে পড়েছে তার ওপর। থাবা, চোয়াল আর নখর দিয়ে ছিঁড়ে যেন কুটি কুটি করে ফেলছে তাকে।

ডারবি এখন রানার পাশে উঠে দাঁড়িয়েছে। লম্বা ঘাসের ভেতর তুমুল আলোড়ন দেখতে পাচ্ছে ওরা। ফাঁক-ফোকর দিয়ে মাঝে মধ্যে কালো পশম দেখা যাচ্ছে, খুদে ঝর্ণার মত লাফ দিয়ে ওপরে উঠছে রক্তের দ্রুতগতি ধারা, রোমহর্ষক গর্জন শোনা যাচ্ছে, তার সঙ্গে কানে আসছে অসহায় কাতর গোঙানির শব্দ। তারপর সব থেমে গেল। কোথাও আর কোন শব্দ নেই, ঘাসের একটা কণাও নড়ছে না। শুধু বহু দূর থেকে অস্পষ্ট একটা যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে আসছে, শুনতে পেল রানা।

তারপর ভারি, ধীর পায়ে ঘাস থেকে বেরিয়ে এল চিতা। চোয়াল থেকে রক্ত ঝরছে, সাবধানে ও নিখুঁতভাবে জিভ বের করে চেটে পরিষ্কার করল। দাঁড়াল ওদের কাছ থেকে ঠিক পাঁচ গজ দূরে। দিনের

আলো ফুরিয়ে এসেছে, গোধূলির ম্লান পরিবেশে আরও গাঢ়, ঘন লাগল তার রঙ, আরও বেশি ছায়া ছায়া। শুধু চোখ দুটো দামী রত্নের মত জ্বলছে। মুখ খুলে গর্জন ছাড়ল একটা, প্রলম্বিত স্বরে সমাগত রাত্রিকে হুঁশিয়ার করে দিল।

গর্জনটা প্রতিধ্বনি তুলল, তারপর হঠাৎ ঘুরল চিতা, অদৃশ্য হয়ে গেল উত্তর দিকে।

আড়ালটা পেল রানা শুধু সময় নষ্ট করেনি বলে। চিতা অদৃশ্য হতেই ডারবির হাত ধরে গাছটার পাশে চলে এল ও। দূর থেকে ভেসে আসা গুঞ্জনটা এখন আর শুনতে পাচ্ছে না, তবে শব্দটার কথা ভুলতে পারছে না।

'কি হবে এখন?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল ডারবি।

রানা নয়, কথা বলল অন্য এক লোক। 'মি. মাসুদ রানা! মি. মাসুদ রানা!' চিৎকার করছে লোকটা নাকি সুরে। পাথরের ওপর ভাঁজ করা হাঁটু ঠেকাল রানা, ডারবিকেও টেনে বসাল। গোলাগুলির সব শব্দ থেমে গেছে, খোলা প্রান্তর ধরে ওদের দিকে হেঁটে আসছে লোকটা।

'তুমি জবাব দাও,' ফিসফিস করল রানা। 'ওদেরকে বুঝতে দাও আমি তোমার সঙ্গে নেই।'

'আর এগোবেন না!' চিৎকার করল ডারবি। রানার দিকে ফিরে ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কেন, রানা? কি করতে চাও তুমি?'

পাথরগুলোর কাছ থেকে বিশ গজ দূরে লোকটা। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ম্লান আকাশের গায়ে দীর্ঘ একটা দেহ। হাত তুলে দেখাল তার কাছে কোন অস্ত্র নেই। 'আমরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছি আপনাদের,' চিৎকার করল সে। 'আপনারা যদি কালো টেরোরিস্টদের কথা ভেবে ভয় পান, নিষেধ করব। ওদের সব ক'টাকে আমরা ফেলে দিয়েছি। আপনি মি. মাসুদ রানাকে নিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসুন, কথা দিচ্ছি কোন বিপদ হবে না। কিন্তু আপনি যদি, মি. রানা, ঝামেলা করতে চান, তাহলে স্রেফ মারা পড়বেন।'

'যেখানে আছেন ওখানেই থাকুন,' চিৎকার করল ডারবি। 'কি

করতে চাও তুমি?' আবার ফিসফিস করল সে।

ম্লান হাসল রানা। 'শেষ লড়াইটা এখানে দাঁড়িয়ে আমি একা লড়তে চাই, ডারবি।' ডারবি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে একটা হাত তুলে বাধা দিল রানা। 'চিতাটাকে নিরাপদে সরিয়ে দেয়া গেছে, এতেই আমি খুশি। ওরা বসের লোক, আমাকে কোন অবস্থাতেই ছাড়বে না। বারগামকে ধরতে এসেছে, ল্যারি ব্রায়ানের অনুরোধে তোমাকেও উদ্ধার করতে চায়। অর্থাৎ তোমার কোন ক্ষতি ওরা করবে না। কাজেই, ডারবি, এখানেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

'তারমানে? তুমি কি ভেবেছ এখানে তোমাকে একা রেখে··· অসম্ভব, রানা। মরতেই যদি হয়, দু'জন এক সঙ্গে মরব।'

'তুমি বুঝতে চাইছ না,' বলল রানা। 'ওরা আমাকে মারতে চায়, তোমাকে নয়। তোমার সঙ্গে আমাকে বেরুতে দেখলেই গুলি করবে। গুলিটা আমাকে লাগবে, ডারবি, তোমাকে নয়।'

'কিন্তু এখানে একা দাঁড়িয়ে কি করতে চাও তুমি?'

'লড়তে চাই,' বলল রানা। 'জানি, ওদের সঙ্গে পারব না, হেরে যাব। তবে একা থাকায় ওদের দু'একটা নিয়ে মরব। যাও এবার, ডারবি, আমাকে একটা সুযোগ দাও।'

'না,' ঘনঘন মাথা নাড়ল ডারবি। 'আমি বারণ করলে ওরা তোমাকে মারবে না।'

'ওদের তুমি চেনো না, তাই এ-কথা বলছ। নিকেলকে খুন করেছে ওরা, বোধহয় ডেকানকেও। আমাকে একবার ধরতে পারলে হয়, টুকরো টুকরো করে ফেলবে। বিশ্বাস না হয়, একা গিয়ে কথা বলো ওদের সঙ্গে, তাহলেই বুঝতে পারবে। আর যদি দেখা যায় তোমার অনুরোধ শুনছে ওরা, তাহলে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসব আমি। ঠিক আছে?'

চোখ ভরা পানি নিয়ে রানাকে চুমো খেলো ডারবি। বিড়বিড় করে বলল, 'এ হতে পারে না, রানা! ঠিক আছে, ওদের সঙ্গে কথা বলছি আমি।'

রানাকে ছেড়ে দাঁড়াল ডারবি, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পাথরগুলোর ওপর দিয়ে ধীর, শান্ত পায়ে এগোল। ঘাসের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল সে, কথা না বলে অপেক্ষা করছে।

'মিস ডোরা ডারবি?'

দীর্ঘদেহী লোকটার দিকে এগোল ডারবি। স্যুট পরা একজন ভদ্রলোক, মাথায় ছোট করে ছাটা চুল। তার সামনে দাঁড়াল ডারবি, মাথা ঝাঁকাল।

'আমি কর্নেল মার্ক সুলেভান,' বললেন তিনি। 'শেষ পর্যন্ত আপনাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে পারায় খুশি লাগছে। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে, তবে তার আগে দুটো ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে চাই। প্রথমটা হলো···আপনি ডেকা বারগামকে চেনেন?'

আবার মাথা ঝাঁকাল ডারবি।

'মিনিট দুই আগে,' বলে চলেছেন মার্ক সুলেভান, 'আমার লোকেরা একটা লাশ পেয়েছে। সিংহ বা চিতা মেরে ফেলেছে তাকে। আমি জানতে চাই, আপনি তাকে চেনেন কিনা। আমরা জানি, কালো টেরোরিস্টদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল বারগাম, কিন্তু তার কোন ফটোগ্রাফ না থাকায় আমরা তাকে চিনতে পারছি না। লাশটা দেখে আপনি যদি অসুস্থবোধ না করেন··· ।'

'করব না,' বলল ডারবি।

'ধন্যবাদ,' বললেন মার্ক সুলেভান। ডারবিকে নিয়ে কয়েক পা এগোলেন তিনি, আঙুল দিয়ে বারগামের লাশটা দেখালেন ডারবিকে।

লাশটার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল ডারবি। 'না, কর্নেল,' অবশেষে বলল সে। 'ওটা ডেকা বারগামের লাশ নয়। সে এখন কোথায় আমার তা জানা নেই। আমি শুধু জানি, তাকে খুঁজে পাওয়া এখন খুব কঠিন হবে, প্রায় অসম্ভবই বলা যায়।' একটু থেমে সে জানতে চাইল, 'আর কি ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চান আপনি, কর্নেল সুলেভান?'

'মি. মাসুদ রানার ব্যাপারে,' কর্নেল সুলেভান গম্ভীর, প্রায় কর্কশ গলায় বললেন। 'তিনি এবং তাঁর লোকজন আমাদের অনেক ক্ষতি

করেছেন। আমরা তাঁকে ছাড়ব না। আমার ধারণা, খানিক আগেও তিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন। এখন তিনি কোথায় বলবেন কি?'

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ডারবির। 'তিনি আপনাদের ক্ষতি করেছেন, না আপনারা তাঁর ক্ষতি করেছেন?'

'কিছুই আপনি জানেন না, মিস ডারবি,' বললেন সুলেভান। 'এখানে আমাদের পৌঁছুতে দেরি হবার কারণটা কি শুনবেন? মি. রানার লোকজন মাউনে আমাদের ওপর হামলা করেছিল।'

'মাউনে...রানার লোকজন...কি বলছেন?'

'তার আগে বলুন, মি. রানা সম্পর্কে কি জানেন আপনি? উত্তরটা আমিই দিচ্ছি—কিছুই জানেন না। শুনুন, বলি। মি. রানা একজন বাংলাদেশী। তিনি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একজন স্পাই। তাঁর লোকজনের পরিচয়ও শুনুন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল অফিসার জিম্বাবুইয়ে এসেছে ওখানকার যোয়ানদের ট্রেনিং দেয়ার কাজ নিয়ে। কিভাবে বলতে পারব না, তারা জানতে পারে মি. রানা কালাহারিতে নিখোঁজ হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা সামরিক হেলিকপ্টার নিয়ে মাউনে চলে আসে তাদের কয়েকজন। সেখানে তাঁরা আমার লোকদের ওপর হামলা করে, খুন করে চারজনকে, আমাদের হাত থেকে ডেকান নামে এক বন্দীকে ছিনিয়ে নেয়। কাজেই, আশা করি বুঝতে পারছেন, প্রতিশোধ না নিয়ে আমাদের উপায় নেই।'

'কিন্তু রানার কি দোষ? অন্যের অপরাধে আপনি তাকে কেন...।'

'তিনি একজন স্পাই!' ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন সুলেভান। 'দক্ষিণ আফ্রিকার শত্রু...।'

'আপনিও বাংলাদেশের একজন শত্রু,' তাঁর পিছন থেকে বলল রানা। 'কাজেই আমারও প্রতিশোধ না নিয়ে কোন উপায় নেই, মি. সুলেভান।' কথা শুরু করার আগেই সুলেভানের পিঠে শটগানের মাজল চেপে ধরেছে ও।

বলতে হলো না, ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুললেন সুলেভান।

'আপনার লোকদের অস্ত্র ফেলে দূরে সরে যেতে বলুন,' নির্দেশ দিল

রানা। 'ডারবি, ভদ্রলোককে সার্চ করো।'
সার্চ করে একটা পিস্তল পাওয়া গেল শুধু। সেটা পকেট থেকে বের করে নিয়ে পিছু হটল ডারবি।
'বলুন!' ধমক দিল রানা, ঘুরে ডারবির পাশে চলে এসেছে।
'তোমরা যারা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা, হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে দূরে সরে যাও,' নিজের লোকদের নির্দেশ দিলেন সুলেভান। তারপর রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। 'কিন্তু কি লাভ, ভেবে দেখেছেন? আপনি একা আমাদের এতগুলো লোকের সঙ্গে কতক্ষণ টিকবেন, মি. রানা? তারচেয়ে আত্মসমর্পণ করুন, কথা দিচ্ছি আপনাকে আমরা গ্রেফতার করে জোহানেসবার্গে নিয়ে যাব...।'
'সে সুযোগ আপনি পাচ্ছেন না, মি. সুলেভান,' বলল রানা। 'আমি ভেবেছিলাম শব্দটা আপনি শুনতে পেয়েছেন।'
'শব্দ? কিসের শব্দ?' ভুরু কুঁচকে উঠল সুলেভানের।
রানা জবাব দেবে কি, তার আগেই নল-খাগড়ার বনে ও খোলা জায়গাটায় ছুটোছুটি আর ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল, সেই সঙ্গে বজ্রকণ্ঠে কমাণ্ড দেয়ার আওয়াজ ভেসে এল।
'কি ঘটছে...?' সুলেভানের চিৎকার চাপা পড়ে গেল কয়েকটা অটোমেটিক কারবাইন গর্জে ওঠায়। পরমুহূর্তে কয়েকটা গ্রেনেড ফাটল।
ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পুরোদস্তুর সামরিক পোশাক পরা কয়েকজন অফিসার। 'মি. মাসুদ রানা, স্যার?' ওদের তিনজনকে ঘিরে ফেলল তারা, রানার সামনে দাঁড়াল অফিসারদের একজন। মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি মেজর মামুন, স্যার—বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। বিসিআই ডিরেক্টর মেজর জেনারেল রাহাত খান তাঁর মেসেজে বলেছেন, আপনাকে আমরা যেন 'কপ্টারে তুলে জিম্বাবুইয়ে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করি।'
'ধন্যবাদ, মেজর মামুন,' বলে হ্যাণ্ডশেক করল রানা। 'আমার সঙ্গে মিস ডারবিও বোধহয় জিম্বাবুইয়ে যাচ্ছেন, তাই না?'

'ওহ্, অবশ্যই!' রানার একটা বাহু খামচে ধরল ডারবি। 'এতকিছুর পর তোমাকে আমি ছাড়ি কিভাবে!'

'ওদের কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

সুলেভানের দিকে তাকাল মেজর মামুন। 'ওদের কথা আপনাকে ভাবতে হবে না, স্যার। কি করতে হবে আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে। ক্যাপটেন শাহেদ, ওঁদেরকে এসকর্ট করে পৌঁছে দাও 'কপ্টারে।' রানার দিকে ফিরল আবার। 'বোটে করে যেতে হবে, স্যার। 'কপ্টার নিয়ে আমরা অন্য একটা দ্বীপে নেমেছি।'

ক্যাপটেন শাহেদের পিছু নিল ওরা। রানার গায়ে হেলান দিয়ে হাঁটছে ডারবি।

ধীর পায়ে হেঁটে অগভীর জলপ্রবাহটা পেরিয়ে এল চিতাবাঘ, লাফ দিয়ে নিচু পাড়ে উঠল, তারপর ভিজে পা থেকে পানি চাটল।

রাতের প্রথম দিকে বেশ কয়েকবার, আগের রাতের মতই, নদী আর লেগুন পেরুবার সময় কালো চিতার সম্পূর্ণ শরীর পানিতে ডুবে গিয়েছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও উত্তর দিকে চলে এসেছে সে, সেই সঙ্গে পানির গভীরতা কমে গেছে, এখন শুধু তার পা দুটোই ভিজল।

জিভ দিয়ে চেটে পা শুকিয়ে নিল চিতা, কারণ ভোরের বাতাস শুঁকে বুঝতে পারছে সামনে আর পানি নেই। যে জলপ্রবাহটা এইমাত্র পেরিয়ে এল, ওটাই ডেল্টার উত্তর প্রান্ত। সামনে এখন শুধু মরুভূমি—বালি, পাথর আর কাঁটা-ঝোপে ঢাকা বিশাল ধু-ধু প্রান্তর।

ভোরের বাতাস শুঁকল কালো চিতা। ঝোপ-জঙ্গলের গন্ধ ছাড়া অন্যান্য গন্ধও চিনতে পারে তার ব্রেন। পেট্রল,মানুষের ঘাম, ধোঁয়া, আগুনে পোড়া মাংস—আজ চার মাস ধরে এ-সব গন্ধ পাচ্ছে সে। এই মুহূর্তে ওগুলো অনুপস্থিত।

আরও একটা গন্ধ অনুপস্থিত। মেয়েলোকটার। তার উপস্থিতিও কোথাও লক্ষ করা যাচ্ছে না।

মরুভূমি থেকে ছুটে আসা বাতাসে ঝোপ-জঙ্গলের গন্ধই শুধু পাচ্ছে সে। তারপর হঠাৎ করে অন্য একটা গন্ধ ঢুকল তার নাকে।

কালো চিতার নাক কুঁচকে উঠল, কেঁপে উঠল কান, একটা থাবা তুলল সে, খেঁকিয়ে উঠল অনিশ্চিত সুরে। সামনে এগোতে গিয়ে পিছিয়ে এল, জমিতে সেঁটে গেল পেট, একদিক থেকে আরেক দিকে সাবলীল ছন্দে দুলছে লেজটা।

গন্ধটা পুরানো ও আবছা। আরেক চিতাবাঘের। কয়েক দিন আগে বা হয়তো কয়েক হপ্তা আগে এই জায়গা দিয়ে হেঁটে গেছে সে। অথচ পুরানো সেই অস্পষ্ট গন্ধ অদ্ভুত এক শিহরণ তুলল কালো চিতার শরীরে। আবার চাপা গলায় গর্জে উঠল সে, মাথা বাঁকা করে আবার চাটতে শুরু করল—পানি নয়, তলপেটের নিচে ভেজা ভেজা অংশটুকু।

একটু পরে লাফ দিয়ে দাঁড়াল কালো চিতা, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল এক মুহূর্ত। কালো, আড়ষ্ট, আকাশের গায়ে কাঁপছে। তারপর ছুটল উত্তর দিকে।

এর আগে কালো চিতা ধীর, সমান গতিতে ছুটেছে। এই মুহূর্তে, তারাগুলো নিভে গিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠছে যখন, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সে, প্রতি মুহূর্তে গতি আরও বাড়ছে।

শেষ

## বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০·০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো হবে।

## আগামী বই

২১-২-৯৫ শেষ মার (ওয়েস্টার্ন) প্রিম রিজভী তৌহিদ

**বিষয়:** অতর্কিত আক্রমণটাই বুঝিয়ে দিল, ঠিক জায়গায়ই এসেছে রেমিংটন ম্যাক। কিন্তু কে হতে পারে আক্রমণকারী? সোনার স্যাকে বালু কেন? ম্যাডার-ই বা গুলি খেল কিভাবে?

২১-২-৯৫ সর্পিণী-মায়াবিনী (প্রজাপতি) এ. টি. এম. শামসুদ্দীন

**বিষয়:** সি. এস. লিউইস-এর জগদ্বিখ্যাত কাহিনী 'দ্য ক্রনিক্‌ল্‌স্ অভ নারনিয়া' কিশোরদেরকে নিয়ে যায় অজানা এক জাদুর দেশে।...একের পর এক রহস্যময় ঘটনা কল্পনাকেও হার মানায়।

## আরও আসছে

২৮-২-৯৫ রহস্যপত্রিকা (১১ বর্ষ ৫ সংখ্যা মার্চ ১৯৯৫)